শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণাশ্রিত-শ্রীশ্রীরূপসনাতনানুশাসন-ভারতী-গর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে আবিষ্কৃত সার্বভৌম গৌড়ীয়বৈষ্ণব দার্শনিকসিদ্ধান্তের বিবৃতিসহ বৈদান্তিক আচার্য-বৃন্দের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা ও সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'গৌড়ীয়-সাহিত্য', 'গৌড়ীয়-গৌরব', 'উপাখ্যানে উপদেশ', 'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়', 'শ্রীক্ষেত্র' (১ম-৩য় খণ্ড), 'শ্রীচৈতন্যদেব' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ও 'গৌড়ীয়'পত্রের প্রবীণ সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত

শ্রী[illegible]বির্ভাব-তিথি
৩০ গোবি[illegible] ৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দ ;
৯ চৈত্র, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ;
২৩ মার্চ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

গৌড়ীয়-মিশন (রেজিষ্টার্ড্) কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—৩
২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত, গৌরবাটসাহী, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

মুদ্রাকর—শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগরায়
ইষ্ট্‌ল্যাণ্ড প্রিন্টার্স
১।১, গঙ্গাপ্রসাদ লেন, কুমারটুলি,
কলিকাতা—৫

আনুকূল্য—চারি টাকা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কয়েকটি প্রারম্ভিক-কথা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যপাদগণ সর্ববেদান্তসার সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতসিন্ধুর অতল-গর্ভ হইতে যে 'অতর্ক্য-সহস্রশক্তি' অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং তৎ-শক্তিবৈচিত্রী ও তৎপরিণত বস্তুসমূহের সম্বন্ধজ্ঞাপক সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-সন্মণি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই **'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'** নামে পরিচিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ববেদৈক-সৎফল শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সর্ব-প্রথমে প্রণব এবং তৎপরে প্রণবের অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য **গায়ত্রী** প্রকট করেন। গায়ত্রীই বেদমাতা।

শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য কেন?

গায়ত্রী হইতে **চারিবেদ** ও সমস্ত **উপনিষদের** আবির্ভাব হইয়াছে। বেদ ও উপনিষৎসমূহ গায়ত্রীর মর্ম বিবৃত করিয়াছেন। চারিবেদ ও উপনিষৎসমূহ পর্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের সারমর্ম শ্রীব্যাসদেব সূত্রাকারে গ্রথিত করেন; তাহাই **ব্রহ্মসূত্র** বা বেদান্তসূত্র নামে পরিচিত। শ্রীব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিবার পর **শ্রীনারায়ণ হইতে শিষ্য-পরম্পরায়** (অর্থাৎ শ্রীশ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস) **শ্রীমদ্ভাগবতের বীজ-স্বরূপ চতুঃশ্লোকী'** প্রাপ্ত হন। উক্ত **চতুঃশ্লোকী** ও স্বকৃত **বেদান্তসূত্রের একই তাৎপর্য** অনুভব করিয়া শ্রীব্যাসদেব **চতুঃশ্লোকীর বিস্তারপূর্বক বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত** প্রণয়ন করেন। বেদ ও উপনিষদের যে সকল **ঋক্ বা মন্ত্র ব্রহ্মসূত্রে সূত্রাকারে** গ্রথিত হইয়াছে, সেই সকল **ঋক্** বা মন্ত্রই **শ্রীমদ্ভাগবতে শ্লোকাকারে**

১। ভাঃ ২।৯।৩২-৩৫

গুম্ফিত। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন শ্লোকে অবিকল ঋক্‌ই উদ্ধৃত হইয়াছে, কোন কোন শ্লোকে ঋকের সমার্থবাচক দুই একটি শব্দ সন্নিবিষ্ট করিয়া অবশিষ্ট শব্দসমূহ অবিকলই রক্ষিত হইয়াছে (যথা, ঈশোপনিষৎ ১ম মন্ত্র ও ভাগবত ৮।১।১০ ; ঋগ্‌বেদ ১।২২।১৫৪ ও ভাগবত ২।৭।৩৯ ইত্যাদি), কোথাও কোথাও ঋকের তাৎপর্যার্থ গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার শ্রীব্যাসের কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ অপরের পক্ষে মনীষা-দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। এজন্য **শ্রীব্যাস নিজকৃত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ নিজেই** করিয়াছেন এবং তাহা **শ্রীমদ্ভাগবতে** বিবৃত করিয়াছেন। অতএব **শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ**।[১]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্ত সিদ্ধান্ত-অবলম্বনে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"যৎ খলু পুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা **নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্** ; —**যস্মিন্নেব সর্বশাস্ত্র-সমন্বয়ো দৃশ্যতে,** সর্ববেদার্থলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্তিতত্বাৎ। * * * গারুড়ে চ—'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥' * * * **ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত** ইত্যর্থঃ। পূর্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতম্, তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতমিতি। **তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোল-কল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি** গম্যতে[২]।" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্র প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তের

স্বতঃসিদ্ধ-ভাষ্যানুগত হইলেই অপরাপর ভাষ্য স্বীকার্য

১। চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৮৯-৯৮

২। তত্ত্বসন্দর্ভ, ১০-১১ অনুচ্ছেদ (শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ)

প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখন **নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যসদৃশ শ্রীমদ্‌ভাগবত সমাধিতে প্রাপ্ত** হইয়া তাহা জগতে প্রচার করিলেন। এই **শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়** দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, যাহা হইতে **সমস্ত বেদের তাৎপর্য** পাওয়া যায়, সেই সূত্ররূপা গায়ত্রীর আশ্রয়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রসমূহের অর্থস্বরূপ; শ্রীমহাভারতের অর্থও ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে; ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং ইহাতে বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট আছে। 'ব্রহ্মসূত্রসমূহে'র অর্থ বলিতে তাঁহাদের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে **সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত** হন। তাহাই **সংক্ষিপ্তাকারে পুনরায় সূত্ররূপে** প্রকটিত হন। **পরিশেষে** তাহা হইতে **বিস্তৃতরূপে** সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়; সুতরাং **ব্রহ্ম-সূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে তৎপরবর্তী অপর ভাষ্যকারগণের (শ্রীশঙ্কর-শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাচার্যাদির) ভাষ্যসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত হইলেই আদরণীয়।**

শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদাদি গোস্বামিবৃন্দ হইতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর পর্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই একবাক্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের উক্ত সিদ্ধান্তের অনুবর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত ভাষ্য, টীকা, বিবৃতি, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুব্যাখ্যানাদি-রূপেই বিপুল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীব্যাসের নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ অকৃত্রিমভাষ্য থাকিতে শ্রীগোস্বামিপাদগণ কেহই স্বকপোল-কল্পিত স্বতন্ত্র ভাষ্যাদি রচনা করিবার প্রয়াস করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবান্ ত্রিধা আবির্ভূত, সর্ববেদান্তসার যে অদ্বিতীয় বস্তু, শ্রীমদ্ভাগবত সেই অদ্বিতীয়বস্তুনিষ্ঠ[১] অর্থাৎ

১। "যৎ সর্ববেদান্তসারমদ্বিতীয়ং বস্তু তন্নিষ্ঠমিদং পুরাণম্।"—(ক্রমসন্দর্ভ, ১২।১৩।১০)

অদ্বয়তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বৈত বা ভেদবাদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র নহে। দ্বিতীয় অর্থাৎ মায়া হইতেই ভয়; অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই ভয় বা সংসারনিবর্তক।

শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বয়বস্তু-নিষ্ঠ, কিন্তু নির্বিশেষ-বস্ত্বৈক্যবাদ-প্রতিপাদক নহে

নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদীর অভেদবাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং আদি, মধ্য ও অন্তে পুনঃপুনঃ স্পষ্টভাষায় প্রদর্শন করিয়াছেন[১] এবং শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামি-পাদও কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশুদ্ধির জন্য তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন[২]। শ্রীমদ্ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে যে ক্লিষ্টার্থ বা কষ্টকল্পিত অর্থ করিতে হয়, তাহা শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন[৩]। শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা ও ধামের নিত্যত্ব; অতর্ক্যসহস্রশক্তি পরতত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি-বৈচিত্রীর স্বাভাবিকত্ব ও নিত্যত্ব; ভগবদ্‌বিগ্রহের স্বরূপভূততা; শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপভূততা; ভগবদ্‌গুণের স্বরূপভূততা ও নিত্যতা; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্বয়ংরূপত্ব বা পরাৎপরত্ব; মুক্তপুরুষগণের ভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব অর্থাৎ মুক্তির পরেও ভক্তি ও ভক্তের নিত্যত্ব; শ্রীনাম ও শ্রীনামীর অভিন্নত্ব; মুক্তি অপেক্ষাও বিমুক্তিরূপ প্রেমার উৎকর্ষ প্রভৃতি সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি কেবলাদ্বৈত-বাদের মধ্যে নাই; কিন্তু বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ-সকল সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট সূর্যালোকের ন্যায় সম্প্রকাশিত রহিয়াছে।

১। "একাত্মবাদস্য ভগবদনভিমতত্বাৎ। যদুক্তং তৃতীয়ে ভগবতৈব" (৩।২৮।৪০-৪১) (সারার্থদর্শিনী ৪।২৮।৬২-৬৩)

২। ভাঃ ৪।২৮।৬২ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"তত্ত্বং পদার্থয়োশ্চিদংশেনৈক্যমাহ।" অর্থাৎ 'তৎ' (সেই পরতত্ত্ব) ও 'ত্বং' (তুমি—জীব) এই উভয় পদার্থের (তত্ত্ববস্তুর) চিদংশে ঐক্য বলিয়াছেন।

৩। প্রীতিসন্দর্ভ, ১ অনু—"উপেতং (৩।৯।৬২) একীভূতম্"—শ্রীধরস্বামিপাদের উক্ত অর্থকে গ্রহণ না করিয়া শ্রীশ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—"যুক্তমিত্যেবাক্লিষ্টোঽর্থঃ।"

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতিতে আবির্ভূত (ভাঃ ১।২।১১) যে অদ্বিতীয় বস্তু বা সম্বন্ধিতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবত (১২।১৩।১২) তন্নিষ্ঠ ; অদ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশরূপ যে কেবলভক্তিযোগ বা অদ্বিতীয় অভিধেয় (কারণ, কর্মজ্ঞানযোগাদি ভক্তির অপেক্ষাযুক্ত), শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৩৭) তন্নিষ্ঠ ; পরতত্ত্বের সুখ ও তচ্ছক্তি জীবের সুখের ঐকতানযুক্ত যে কেবল-প্রেম বা অদ্বিতীয় প্রয়োজন, শ্রীমদ্ভাগবত (১২।১৩।১২) তন্নিষ্ঠ ।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অদ্বয়তত্ত্ববাদ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-তত্ত্বের অদ্বিতীয়া **স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির বৈচিত্রী স্বীকার করিয়া** অতি সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সহিত **প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।** এখানেই অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য হইতে তাঁহার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে। **জীব ও প্রকৃতিকে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের ন্যায় 'তত্ত্ব' বলিয়া আখ্যা দিলে একাধিক তত্ত্ব-স্বীকারে অদ্বৈতহানি-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় ; কিন্তু তাহাদিগকে শ্রৌত-সিদ্ধান্তানুযায়ী 'শক্তি' বলিয়া স্বীকার করিলে তত্ত্বের অখণ্ডতা এবং অদ্বয়তত্ত্বের সম্যক্ স্ফূর্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়।** শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শক্তিত্ব-স্বীকারমূলেই পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন।[১]

শ্রীজীবপাদ-কর্তৃক অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি-বৈচিত্রী-স্বীকৃতির বৈশিষ্ট্য

পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বা নির্বিশেষ বলিলে সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার হানি হয়।[২] এজন্য শ্রীজীবপাদ সশক্তিক পরতত্ত্বকেই 'পরব্রহ্ম' বলেন।

১। ক্রমসন্দর্ভ, ১।২।১২ ; তত্ত্বসন্দর্ভ, ৫১ অনু ; ভগবৎসন্দর্ভ, ১৬ অনু ; ভক্তি-সন্দর্ভ, ৬-৭ অনু দ্রষ্টব্য।

২। "বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি—শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধৈশ্বর্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম॥ স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥ তাঁরে **নির্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'। অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥"** (চৈঃ চঃ আঃ ৭। ১৩৮-৪০)

যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যাঁহাতে অপরকে বৃহৎ করিবার স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি আছে, তিনিই 'ব্রহ্ম'।[১] **অদ্বয়তত্ত্বের** সচ্চিদানন্দতা-হেতু **শক্তিও অদ্বিতীয়া**, সচ্চিদানন্দাত্মিকা সেই **শক্তিরই ত্রিবিধ বৈচিত্র,**—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী।[২] শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব।

অদ্বয়তত্ত্বের অদ্বিতীয়া স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী

ব্রহ্মের শক্তি-সমূহের দুই-প্রকারের স্থিতি—(১) কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমূর্ত ও (২) শক্তি-অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত। **শ্রীভগবদ্ধাম ও শ্রীভগবৎ-পরিকরসমূহ স্বরূপশক্তির বৃত্তি।** অমূর্ত-শক্তিরূপে শক্তি-সমূহ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সহিত একাত্মতা-প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, আর মূর্ত-অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা শ্রীভগবৎ-পরিকরাদিরূপে প্রকট থাকেন।[৩] পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী পরতত্ত্বে অবস্থান করেন। পরতত্ত্ব যখন রসাস্বাদনের নিমিত্ত সেই **হ্লাদিনীশক্তির সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে** তাঁহারই শক্ত্যংশ-স্বরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চার করেন, তখন

১। "অথ কস্মাদুচ্যতে **ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চে'তি শ্রুতেঃ।** 'বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চাত্রাপি শক্তিমত্ত্বেন ব্রহ্মশব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বাৎ।" (ক্রমসন্দর্ভ ১।১।১)। "ব্রহ্মণা **স্বরূপশক্তিভ্যাং সর্ববৃহত্তমেন** 'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ' ইতি শ্রুতিভিঃ। 'বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণাদিভিশ্চ।" (ঐ, ১২।১৩।১০)

"উক্তঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈঃ (শ্রীভাষ্য ১।১।১।৪)—**'সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ** যত্রানবধিকাতিশয়ঃ, সোঽস্য ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যোঽর্থঃ। স চ সর্বেশ্বর এব' ইতি।" (পরমাত্মসন্দর্ভ, ১০৫ অনু)

২। "তাবদে**কস্যৈব তত্ত্বস্য** সচ্চিদানন্দত্বাচ্ছক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্তয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।' (শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ, ১০২ অনু, ২৫০-৫১ পৃষ্ঠা, সত্যানন্দ সং)

৩। "অমূর্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ, তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্।" (ঐ ১০২ অনু, ২৫৬ পৃঃ)

সেই বৃত্তি **কৃষ্ণ-প্রীতিরূপে** বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরমাস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করেন।[১] **ভক্তি** ভক্ত-কোটিতে প্রবিষ্ট, ভক্ত ও ভগবান্‌কে বিগলিত করিবার জন্য **ভগবচ্ছক্তিবিশেষ**[২]। অতএব, কি সম্বন্ধিতত্ত্ব, কি অভিধেয়-তত্ত্ব, কি প্রয়োজন-তত্ত্ব—সর্বত্রই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অদ্বিতীয়া, সচ্চিদানন্দাত্মিকা স্বরূপ-শক্তির বৈচিত্রী ও বিলাস স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদের মতে সম্বন্ধি-তত্ত্ব—এক অদ্বিতীয়। তিনি উপাসকের প্রতীতি-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতিতে আবির্ভূত অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব অর্থাৎ দ্বিতীয়-হীন একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব। তিনি 'অদ্বয়' বলিয়া সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য অর্থাৎ পরতত্ত্বের দেহ-দেহী, প্রকাশ, বিলাস, বৈভবের মধ্যে জড়ীয় ভেদ নাই; কারণ, তাহা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা সংঘটিত; প্রকাশ-বিলাসাদির মধ্যে কেবল শক্তি-প্রকাশের তারতম্যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে। সেই অদ্বয়-তত্ত্বের প্রাপ্তির উপায় বা অভিধেয়ও এক অদ্বিতীয়। তাহাই ভক্তকোটিতে প্রবিষ্ট স্বরূপশক্তির বৃত্তি '**ভক্তি**'-নামে খ্যাত। সুতরাং, ভক্তিও ভগবচ্ছক্তি। 'ভক্তি-বিশেষ'ই পরমাত্মানুশীলন বা 'যোগ' নামে কথিত। ভক্তি হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিলে অর্থাৎ "জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্" (ভাঃ ১।৫।৩৫)—এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন না করিয়া জ্ঞানকে স্বতন্ত্র অভিধেয় বলিয়া বিচার করিলে তাহাতে ক্লেশমাত্র সার হয়।[৩] পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্মার আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিও সেইরূপ জ্ঞান-কর্ম-যোগের

১। "তস্যা **হ্লাদিন্যা** এব কাপি **সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি**র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমাণা **ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া** বর্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।" (প্রীতিসন্দর্ভ, ৬৫ অনু)

২। **"ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদার্দ্রীভাবয়িতৃতচ্ছক্তিবিশেষঃ"** (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, ১৮০ অনু, ২০২ পৃঃ)

৩। ভাঃ ১।৫।১২; ১০।২।৩২-৩৩; ১০।১৪।৩ ইত্যাদি

আশ্রয়।[১] শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে **প্রয়োজন-তত্ত্বও** এক অদ্বিতীয়—'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'—কেবলপ্রীতি বা বিমুক্তিই প্রয়োজন। তদন্তর্গতই যোগীর কৈবল্য ও জ্ঞানীর মুক্তি। কৈবল্য ও মুক্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিলে তাহা 'কৈতব' বলিয়া নিন্দিত হয়। বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত কৈতবরহিত ভাগবতধর্মের উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও 'সারার্থদর্শিনী'তে (১।২।১১) শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীজীবাদিগোস্বামি-গুরুবর্গের সিদ্ধান্তানুসরণ করিয়া ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-প্রতীতির সর্বত্রই অদ্বয়তত্ত্বেরই স্ফূর্তি স্বীকার করিয়াছেন। সেব্য-সেবক-ভাবেও অদ্বয়তত্ত্বের পূর্ণ প্রাকট্য—ইহা চক্রবর্তিপাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত—"যদদ্বয়ং জ্ঞানং তত্তত্ত্বম্। * * ব্রহ্মেতি * * জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেন তদৈক্যাদিদংকারাস্পদস্য **কার্যস্য বিশ্বস্য কারণমাত্রাত্মকত্বাদদ্বৈতম্,** তথা পরমাত্মেতি * * **মায়ায়াঃ শক্তিত্বাত্মাত্মিকানাঞ্চ তদনন্যত্বাজ্জীবস্য তদ্বিভিন্নাংশত্বাৎ ততো দ্বিতীয়ত্বাভাবাদদ্বয়ত্বম্।** তথা ভগবানিতি * * **সদৈব সেব্যসেবকসেবাদিবিভাগেঽপি অদ্বয়ত্বম্।**"

গৌড়ীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তানুসারে শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই **শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব।** বস্তু—'বিশেষ্য', আর বস্তুশক্তি—'বিশেষণ'; বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই বস্তু। প্রশ্ন হইতে পারে,—বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে, শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে যদি পৃথক্ই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথগ্‌ভাবে শক্তি স্বীকার করারই বা আবশ্যকতা কি? এখানে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—বস্তু থাকাসত্ত্বেও মন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাবে শক্তিকে মাত্র স্তম্ভিত দেখা যায়; হস্ত দগ্ধ না হইলেও অগ্নি দৃষ্ট হয়। সুতরাং, অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত,

১। ভাঃ ১।২।৬-২২, ২৮-২৯; ১।৫।১২, ৩২-৩৬ ইত্যাদি

যদিও তথায় বস্তু বা তত্ত্ব দুইটি নহে। স্বাভাবিকী শক্তির বিচিত্রতার দ্বারা শক্তিমানের অদ্বয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না। এজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার 'ভেদ'; আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া 'অভেদ'। **অতএব, শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদাভেদ'** স্বীকৃত এবং **তাহা 'অচিন্ত্য'** অর্থাৎ তর্কযুক্তির অগম্য হইলেও শাস্ত্রগম্য বা **শব্দমূলক**। সর্ববাদের মীমাংসা বা 'সর্ব' (পরব্রহ্ম)-বিষয়ক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থরূপ 'শ্রীসর্বসম্বাদিনী'তে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উক্ত 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্তের সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১]

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বা তচ্ছক্তির অলৌকিকত্ব-নিরূপণে **'অচিন্ত্য'** এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মায়ার তত্ত্ব-নিরূপণে **'অনির্বচনীয়'** শব্দের প্রয়োগ এক নহে। শ্রুতিতে সুস্পষ্ট-ভাষায় পরব্রহ্মের শক্তি মায়ার তত্ত্ব-নিরূপণ থাকা-সত্ত্বেও শ্রীশঙ্করাচার্য মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলিয়াছেন; কারণ, মায়াকে স্পষ্ট-ভাষায় যদি তিনি পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি হয় না; অথচ মায়াকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেও কার্য চলে না। এজন্য মায়ার স্বরূপনির্ণয়ে তাঁহাকে 'অনির্বচনীয়' শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে শব্দপ্রমাণগম্য তত্ত্বের নির্দেশক 'অচিন্ত্য' বিশেষণটি শ্রুতি, শ্রীমহাভারত, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুল প্রচারিত। 'অচিন্ত্য'-শব্দের তাৎপর্য—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"

'অচিন্ত্য' ও 'অনির্বচনীয়' এক নহে

১। "**স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ; ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ** প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ, **তৌ চ অচিন্ত্যৌ** ইতি।" "স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।" (সর্বসম্বাদিনী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সং, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ৩৬-৩৭ পৃঃ ও ১৪৯ পৃঃ)

আশ্রয়।[১] শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে প্রয়োজন-তত্ত্বও এক অদ্বিতীয়—'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্'—কেবলপ্রীতি বা বিমুক্তিই প্রয়োজন। তদন্তর্গতই যোগীর কৈবল্য ও জ্ঞানীর মুক্তি। কৈবল্য ও মুক্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিলে তাহা 'কৈতব' বলিয়া নিন্দিত হয়। বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত কৈতবরহিত ভাগবতধর্মের উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও 'সারার্থদর্শিনী'তে (১।২।১১) শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীজীবাদিগোস্বামি-গুরুবর্গের সিদ্ধান্তানুসরণ করিয়া ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-প্রতীতির সর্বত্রই অদ্বয়তত্ত্বেরই স্ফূর্তি স্বীকার করিয়াছেন। সেব্য-সেবক-ভাবেও অদ্বয়তত্ত্বের পূর্ণ প্রাকট্য—ইহা চক্রবর্তিপাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত—"যদদ্বয়ং জ্ঞানং তত্তত্ত্বম্। * * ব্রহ্মেতি * * জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেন তদৈক্যাদিদংকারাস্পদস্য **কার্যস্য বিশ্বস্য কারণমাত্রাত্মকত্বাদদ্বৈতম্,** তথা পরমাত্মেতি * * **মায়ায়াঃ শক্তিত্বান্মায়িকানাঞ্চ তদনন্যত্বাজ্জীবস্য তদ্বিভিন্নাংশত্বাৎ ততো দ্বিতীয়ত্বাভাবাদদ্বয়ত্বম্।** তথা ভগবানিতি * * **সদৈব সেব্যসেবকসেবাদিবিভাগেঽপি অদ্বয়ত্বম্।**"

গৌড়ীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তানুসারে শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই **শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব।** বস্তু—'বিশেষ্য', আর বস্তুশক্তি—'বিশেষণ'; বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই বস্তু। প্রশ্ন হইতে পারে,—বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে, শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে যদি পৃথক্ই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথগ্ভাবে শক্তি স্বীকার করারই বা আবশ্যকতা কি? এখানে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—বস্তু থাকাসত্ত্বেও মন্ত্র-মহোষধাদির প্রভাবে শক্তিকে মাত্র স্তম্ভিত দেখা যায়; হস্ত দগ্ধ না হইলেও অগ্নি দৃষ্ট হয়। সুতরাং, অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত,

১। ভাঃ ১।২। ৬-২২, ২৮-২৯; ১৫।১২, ৩২-৩৬ ইত্যাদি

অর্থাৎ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তা-স্বীকারেও অদ্বৈত-ব্রহ্ম দ্বিভাব-গ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন এবং উহা শব্দপ্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত নহে, উহা তর্কপর স্বকপোল-কল্পনা মাত্র। অন্যদিকে গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে; তাহাও বেদান্ত-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে এবং তাহা তর্কপর। শ্রীরামানুজ শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন; শ্রীমধ্ব তত্ত্বমধ্যে অত্যন্তভেদ স্বীকার করেন। অতএব শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব উভয়েরই মতবাদ 'ভেদবাদ' বলিয়াই সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু, গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তে পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব এবং শক্তি ও শক্তিমানে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না, আবার স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না; সুতরাং, ভেদ ও অভেদ উভয় প্রতীতিই চিন্তাগম্য নহে; উহা কেবল শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য। অতএব, শক্তি ও শক্তিমানে যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত, তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণগম্য। [১]

* * * *

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীধরস্বামিপাদ (ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।২১) যে মুক্তপুরুষগণেরও ভগবদ্ভজনের প্রমাণজ্ঞাপক নৃসিংহপূর্বতাপনী-শ্রুতির মন্ত্র ও তৎসহ ভাষ্যকারের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার আদি শঙ্করাচার্য নহেন। ইহার যুক্তিস্বরূপে তাঁহারা বলেন, মায়াবাদাচার্যের লেখনী হইতে ভক্তির নিত্যত্বের কথা প্রকাশিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৎকৃত ষট্‌সন্দর্ভের বিভিন্নস্থানে ইহার সমাধান করিয়াছেন।[২] শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন নাই কেন?—এই পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তদুত্তরে শ্রীজীবপাদ তত্ত্ব-সন্দর্ভে

১। ভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্বসম্বাদিনী', ৩৭ পৃঃ, ও পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, ১৪৯ পৃঃ (বঃ সাঃ পঃ সং) ২। তত্ত্বসন্দর্ভ, ৯ পৃঃ, শ্রীমৎপুরীদাসগোস্বামি-সং

বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত মোক্ষকেও অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভক্তিসুখেরই পরমোৎকর্ষের প্রকাশক ; সুতরাং সেই শ্রীমদ্ভাগবত স্বীয় মতের উপরেও বিরাজমান—ইহা জানিয়া পাছে শ্রীভগবান্ কুপিত হন, এই ভয়ে আচার্য শ্রীশঙ্কর বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্যস্বরূপ সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে চালনা করেন নাই।

শ্রীশঙ্করের হৃদ্গত মনোভাব

শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীভগবত্তত্ত্ব গোপন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন[১]। এইজন্য শ্রীভাগবতকে চালিত না করিয়া স্বপ্রবর্তিত অদ্বৈত-মতাবলম্বনে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিশ্বরূপ-দর্শন-জনিত শ্রীব্রজেশ্বরীর বিস্ময় এবং শ্রীব্রজকুমারীগণের বস্ত্রহরণাদি লীলাবলীকে নিজকৃত 'গোবিন্দ-অষ্টক',[২] সহস্রনামভাষ্য[৩] প্রভৃতিতে বর্ণন করিয়া তিনি তটস্থ হইয়া নিজ-বাক্যের সাফল্য-বিধান-মানসে উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকে স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র।

পুনরায় শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, মুক্তগণও ভগবদ্ভজন করেন বলিয়া মুক্তি হইতে যে ভক্তি শ্রেষ্ঠা, অদ্বৈতবাদের আচার্য শ্রীশঙ্করও শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপনীশ্রুতির ভাষ্যে তাহা সমর্থন করিয়াছেন।[৪] শ্রীনৃসিংহ-

---

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ, ১৭ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীপদ্মপুরাণবাক্য (উ ৪২। ১০৫-৬ ; শ্রীভক্তিবিনোদ-সং) ও শ্রীবরাহপুরাণবাক্য (৭০।৩৫-৩৬, বঙ্গবাসী সং)

২। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, ২ ও ৬-সংখ্যক শ্লোক দ্রঃ (১ম খণ্ড, বসুমতী সং, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)

৩। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যে (১৭)—"নিরুপাধিকমৈশ্বর্যং যস্য স ঈশ্বরঃ।" (২০)—"অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো" ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুর নামাবলীর ব্যাখ্যায় আচার্য শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন,—"সচ্চিদানন্দাত্মকঃ কৃষ্ণঃ। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ॥" (১০০)—"**মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুরস্যেতি অমৃতবপুঃ।**"

৪। "তাদৃগর্থত্বেনৈব**াদ্বৈতবাদগুরুভিরপি সম্মতা**, শ্রীনৃসিংহতাপনী চ (২।৫।১৬)—'যং বৈ সর্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। যথা 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি হি তদ্ভাষ্যম্। ব্রহ্মণাবদিতুং স্থিরীভবিতুং

তাপনীর উক্তি—'যাঁহাকে নিখিল দেবতা, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ নমস্কার করেন'—ইহার শাঙ্করভাষ্য—যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, এরূপ মুক্তগণও ভক্তির কৃপায় দেহ লাভ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন। যাঁহারা ব্রহ্মকর্তৃক স্থিরীভাবপ্রাপ্ত, তাঁহারাই 'ব্রহ্মবাদী' অর্থাৎ মুক্ত। ব্যাকরণে বদ্-ধাতু স্থৈর্য-অর্থে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে[১] শ্রীশঙ্করাচার্যকে বিশেষ গৌরবসূচক পদে ভূষিত করিয়া তিনি যে ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদনুসরণে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভের[২] সর্বত্র এবং শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে[৩], শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[৪] ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর তৎকৃত বিভিন্ন টীকায়[৫] সেই মুক্তগণেরও ভগবদ্ভজনপরায়ণত্বের সিদ্ধান্তই পোষণ করিয়াছেন।

* * * *

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকতা ও সিদ্ধান্ত—উভয় লইয়াই নানাপ্রকার আনুমানিক ও গতানুগতিক মত ও ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে শ্রীবল্লভাচার্যের মতবাদকেই শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত বলিয়া মনে করেন। কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহ'-নামক পুস্তকে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীবল্লভাচার্যের মতেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বলা যাইতে পারে। উক্ত পুস্তকে পৃথগ্‌ভাবে শ্রীবল্লভাচার্যের মতবাদের কোন বিবরণ নাই। বস্তুতঃ

শীলমেষামিতি ব্রহ্মবাদিনো মুক্তা ইতি। 'বদ স্থৈর্যে' ইতি স্মরণাৎ।" (প্রীতি যঃ ৩২ অনু)

১। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত-টীকা ২।২।১৮৬

২। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ, ৩২ অনু

৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ২৩।৪৭৩

৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৪।১০৭, ১৩৮; ২৫।১৪৯

৫। সারার্থদর্শিনী ১০।৮৭।২১

শ্রীবল্লভাচার্য স্বয়ং কোথাও নিজমতকে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতানুসারী বলিয়া পরিচয় দেন নাই; বরং শ্রীবল্লভ শ্রীমদ্ভাগবতের স্বকৃত সুবোধিনী-টীকায় (৩.৩২।৩৭) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ হইতে তাঁহার মত স্বতন্ত্র বলিয়াই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।[১] শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের অধস্তনগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীবল্লভকে 'শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতানুযায়ী', কেহ বা 'স্বতন্ত্র মৌলিক মত-প্রবর্তক' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের বাক্য হইতে মনে হয়; যথা, ভাঃ ৩।১২।১-২ শ্লোকের 'ভাবার্থদীপিকায়',—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বা অজ্ঞান-বিপর্যাস-ভেদভয়শোকাঃ। তদুক্তং প্রথমটীকায়াম্—'স্বাদৃগুত্থবিপর্যাসঃ' ইত্যাদি।" কিন্তু শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত কোন ভাগবত টীকা বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এ-যাবৎ প্রাপ্ত হই নাই। পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণও শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের শ্রীবিষ্ণুস্বামি-কৃত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ ও শ্রীবল্লভাচার্য

গত ৯।১।৫১ তারিখে শ্রীকাশীধামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিদ্যারত্ন, বি, এ, মহোদয় উহার অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ

১। শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত সম্প্রদায়ের ভক্তিকে তামসী, তত্ত্ববাদিগণের ভক্তিকে রাজসী ও শ্রীরামানুজীয়গণের ভক্তিকে সাত্ত্বিকী এবং নিজ-প্রতিপাদিতা ভক্তিকে নিগু‍র্ণা বলিয়াছেন। যথা—ভাঃ ৩।৩২।৩৭ শ্লোকের 'সুবোধিনী' টীকায়,—"ত্রিবিধো ভক্তিযোগ উক্তঃ। তে চ সাম্প্রতং **বিষ্ণুস্বাম্যনুসারিণঃ**, তত্ত্ববাদিনঃ, রামানুজাশ্চেতি **তমো**রজঃসত্ত্বৈর্ভিন্নাঃ; **অস্মৎপ্রতিপাদিতশ্চ নৈর্গুণ্যঃ**।"

২। (A) 'Catalogus, Catalogorum' by Theodor Aufrecht, Leipzig, 1891, Part 1, P. 402—Commentary on Bhagavata-Purana by Vishnuswamin, S. B. 226 (S. B.—Catalogue of Sanskrit Mss. in the Govt. Sanskrit College Library, Sarasvati Bhavana, Benares). (B) 'The Religious Quest of India' by J. N. Farquhar, Oxford, 1920, Pp. 238—39.

লিখিয়াছেন,—"Queen's College এ গিয়া S. B. 226 সংখ্যক পুঁথিখানা বাহির করিয়া দেখিলাম, উহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবিষ্ণুস্বামি-কৃতা টীকা নহে, উহা 'শ্রীবল্লভাচার্য-কৃতা শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মতানুগা টীকা'—পুঁথির উপরে ঐরূপ লিখিত আছে। উহা আদি ও অন্ত-রহিত অর্থাৎ প্রথম পাতাটি নাই, শেষের পাতাও নাই; ২-৪৮১ পত্র। মধ্যে এক অধ্যায়ের শেষে "ইতি শ্রীভাগবত-সুবোধিন্যাং শ্রীমদ্বল্লভ-দীক্ষিত-বিরচিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়-বিবরণম্"—এইরূপ লেখা আছে। Aufrecht সাহেব যে 'Catalogus Catalogorum' প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এই কলেজের গ্রন্থাগার হইতে যে তালিকা পাঠান হইয়াছিল, তদনুযায়ীই হইয়াছে। কিন্তু সেই তালিকা যে Catalogue হইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভুল ছাপা আছে অর্থাৎ উহাতে **'বিষ্ণুস্বামি-মতানুগা'** স্থলে **'বিষ্ণুস্বামি-কৃতা'** লেখা হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থাগারিক বলিলেন যে, তাঁহাদের তালিকা এখন সংশোধন করিয়া লইবেন।"

* * * *

'মধ্ব-মুখ-মর্দন'-নামক পুস্তকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য মধ্বমত খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গবেষক উল্লেখ করিয়াছেন[১]। বস্তুতঃ শ্রীনিম্বার্কাচার্য-রচিত ঐরূপ কোন গ্রন্থ বা পুথির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই।

'মধ্বমুখমর্দন' গ্রন্থ

নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ এবং কিষণগড়-রাজ্যে অবস্থিত তাঁহাদের প্রধান গাদী সালিমাবাদে ঐরূপ কোন পুঁথির অস্তিত্ব বর্তমানে নাই। ডক্টর সুরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুঁথির তালিকার যে নির্দেশ দিয়াছেন[২], অনুসন্ধানফলে জানা গিয়াছে, উহা পুঁথির সংখ্যা নহে, উহা উক্ত তালিকার

১। "The North West Provinces' Catalogue, Vedanta, 21, makes Nimbarka author of '*Madhva-muhha-marddana*', an adverse criticism of Madhva's doctrines." ('*Notices of Sanskrit Mss.' by Dr. Rajendralala Mitra, Vol. III, Calcutta, 1876, P. 187*).

২। "Again, in the Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the

পৃষ্ঠার সংখ্যা। তাঁহার উল্লিখিত কাশীস্থিত মদনমোহন লাইব্রেরীর কোন সন্ধান আমরা এ-যাবৎ পাই নাই। হয়ত ঐরূপ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার লুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। কাশীর গভর্ণমেণ্ট্ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীকাশীধামবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও উক্ত মদনমোহন লাইব্রেরী ও 'মধ্ব-মুখ-মর্দন' পুঁথির সম্বন্ধে কোন সন্ধান আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। 'New Catalogus Catalogorum'এর প্রধান সম্পাদক ডক্টর্ রাঘবন্ গত ১২।৩।৫১ তারিখের এক পত্রে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জানাইয়াছেন যে,—'মধ্ব-মুখ-মর্দন' পুঁথি 'মদনমোহন'-নামক কোন ব্যক্তির নিকট ছিল বলিয়া N. W. Catalogueএ উল্লিখিত দেখা যায়; কিন্তু তিনি বহু অনুসন্ধানেও উহার অন্য কোনও উল্লেখ স্থানান্তরে প্রাপ্ত হন নাই[১]। কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের অপ্পয়দীক্ষিত-বিরচিত 'মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দন'-নামক এক পুস্তক কাশীস্থ পণ্ডিত শ্রীরামনাথ-দীক্ষিত-কর্তৃক তৎকৃত 'মধ্বমত-বিধ্বংসনা'খ্যা ব্যাখ্যার সহিত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

*   *   *   *

---

private Libraries of the North Western Provinces, Part I, Benares, 1874 (or N.W.P. Catalogue, Ms. No. 274), '*Madhva-mukha-mardana*', deposited in the Madan Mohan Library, Benares, is attributed to Nimbarka. This manuscript is not procurable on loan and has not been available to the present writer. But if the account of the authors of the Catalogue is to be believed, Nimbarka is to be placed after Madhva." ('*A History of Indian Philosophy*' by Dr. *S. N. Dasgupta, Vol. III, Cambridge, 1940, Pp. 399-400*).

১। "*Madhva-mukha-mardana*' *by Nimbarka* is no doubt entered as existing *with one Mr. Madan Mohan at Benares* in N. W. Catalogue. I have not been able to find any other reference to it. I have searched not only several catalogues outside, but also the materials that I have regarding Benares, but no Ms. of it is noted." —Extract from the letter dated 12. 3. 51, from Dr. V. Raghavan of the University of Madras to the author.

'শতদূষণী'-নামক একটি গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থকারের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে উপলভ্যমান শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার মুদ্রিত সংস্করণ-সমূহে শ্রীমধ্বাচার্যকে 'শতদূষণী'-গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১]। বস্তুতঃ শ্রীমধ্বাচার্যের মূল স্থান উড়ুপী-স্থিত তত্ত্ববাদী পণ্ডিতগণ উক্ত গ্রন্থ 'আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্যের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। উড়ুপী-স্থিত শ্রীমধ্বগ্রন্থাবলী-তালিকার মধ্যেও 'শতদূষণী'র নাম নাই। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।২) শ্রী-সম্প্রদায়ের 'শতদূষণী' নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের বেদান্তচার্য্য শ্রীবেঙ্কটনাথ-কৃত 'শতদূষণী'-নামক একটি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে ৬৬টি পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া মায়াবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কবি-পূর্ণানন্দ-বিরচিত (১২০টি শ্লোকাত্মক) 'মায়াবাদ-শতদূষণী' বা 'তত্ত্বমুক্তাবলী' নামক গ্রন্থ[২] বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইঁহাকে শ্রীমধ্বাচার্যের পরে আবির্ভূত বঙ্গদেশবাসী নৈয়ায়িক কবি এবং সায়ণ-মাধব ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন[৩]।

১। 'ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো **শ্রীমধ্বাচার্যো** মহাযশাঃ। চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং **শতদূষণীং**॥'—শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২২ সংখ্যা বহরমপুর সং, শ্রীগৌরাব্দ ৪০১।

২। '**পূর্ণানন্দকবেঃ** কৃতির্ভগবতো জীবস্য ভেদাশ্রিতা
তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকবাক্যসুভগা শ্রীবিষ্ণুভক্তির্মতা।'

* * *

'ভক্তানাং কণ্ঠদেশে নিবসতু সততং **তত্ত্বমুক্তাবলী**য়ম্॥'

(তত্ত্বমুক্তাবলী, ১১৮, ১২০ শ্লোক)

৩। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ভূমিকা, ২৮ পৃষ্ঠা; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ, 'গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্তী' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উর্ধ্বতন চতুর্থ গুরু শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর বংশীয় (অষ্টম অধস্তন) পণ্ডিতবর শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভরানন্দদেবগোস্বামী মহাশয় 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যায় (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০, বঙ্গাব্দ ১২৯২) 'শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণের জীবনী' শীর্ষক প্রবন্ধে **'শতদূষণী'** নামক একটি গ্রন্থ **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের রচিত** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিংবদন্তী-মতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সময়ে গল্‌তার গাদী[১] শ্রী-সম্প্রদায়ের পীঠস্থান ছিল বলিয়া জানা যায়। নাভাজী-কৃত হিন্দী ভক্তমালের 'বার্তিকপ্রকাশ'-টীকাকার বলেন,—রামানন্দী সম্প্রদায়ের দুইটি গাদী সর্বপ্রধান—উত্তরে 'গল্‌তা' ও দক্ষিণে 'তোতাদ্রি'। অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজের (?) সময় হইতে গল্‌তা রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রধান গাদী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'পৈহারী শ্রীকৃষ্ণদাস' নামক জনৈক উদাসীন ব্যক্তি জয়পুরের নিকটস্থ কোন গ্রামে আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীরামানন্দস্বামীর শিষ্য হইয়াছিলেন। অম্বরাধিপতি পৃথ্বীরাজ উক্ত কৃষ্ণদাসজীর ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং সেই সময় হইতেই গল্‌তা রামানন্দীগণের প্রসিদ্ধ পীঠস্থান-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে[২]।

শ্রীমথুরার প্রয়াগঘাটস্থ শ্রী-সম্প্রদায়ের মঠাধীশ সুপণ্ডিত শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য শাস্ত্রীজী বলেন যে, বহুপূর্বে গল্‌তার গাদী শ্রী-সম্প্রদায়েরই

১। রাজস্থানের 'জয়পুর' নগর হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্বাভিমুখে 'গল্‌তা' পর্বত। শ্রীনারদ-শিষ্য গালব মুনির আশ্রম এই পর্বতের উপরে বিরাজমান ছিল বলিয়া ইহার নাম 'গল্‌তা'।

২। 'রাজা পৃথ্বীরাজ ভী শ্রীপৈহারীজী কা চেলা হো গয়া ; ঔর তভি সে গলতা আপকী প্রসিদ্ধ গাদী হুঈ।'—হিন্দী ভক্তমালের 'বার্তিকপ্রকাশ' টীকা ২৮৯ পৃষ্ঠা ; নবলকিশোর প্রেস্, লখনউ, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

পীঠস্থান ছিল এবং তাঁহাদের মঠ সেই গাদীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ছিল ; কিন্তু পরে 'রামানন্দী বৈরাগী-সম্প্রদায়ে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

শ্রীগীতোক্ত (১৪।২৭) 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং' পদের শ্রীস্বামিপাদকৃত। প্রচলিত টীকায় 'প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং' বাক্যের মধ্যে যে 'প্রতিমা'-শব্দটি, তাহা শ্রীস্বামিপাদকৃত অর্থ নহে ; উহা কোন মৎসর অর্থাৎ দুরভিসন্ধিযুক্ত নির্বিশেষবাদীর কল্পিত অর্থাৎ কোন মায়াবাদী ব্রহ্মকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিবার দুরাগ্রহবশতঃ 'প্রতিমা' শব্দটি শ্রীমৎ স্বামিপাদের টীকার মধ্যে কল্পনা অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইহা শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ স্বকৃত শ্রীগীতার টীকায় শ্রীস্বামিপাদের উক্ত ব্যাখ্যাটি উদ্ধার করিয়াছেন ; তথায় 'প্রতিমা'-শব্দটির আদৌ উল্লেখ নাই।

*　　*　　*　　*

শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামীর শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্তিকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-মতমঞ্জুষার[২] উপক্রমে 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়ঃ' শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রের মত হইতে পৃথক্। শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকধৃত স্ব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোন প্রকার মত নিশ্চয়ই প্রপঞ্চিত করেন নাই।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত ও শিক্ষায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তটি লীলায়িত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়

১। অত্রৈব "প্রতিষ্ঠা প্রতিমা" ইতি টীকা মৎসরকল্পিতা, ন হি তৎকৃতা, অসম্বন্ধত্বাৎ। ন হি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি, ন চ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্য্যঃ, ন চ (গী ১৪। ২৭) "অমৃতস্যাব্যয়স্য" ইত্যাগ্যনন্তরপাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে ;—(শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সম্পাদিত সংস্করণ,—৯২ অনুঃ ৭৬ পৃঃ)।

২। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীহরিদাসদাসেন প্রকাশিতা, ৪৬৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীধাম-নবদ্বীপ।

স্বরূপ ও অন্তরঙ্গ লীলাসঙ্গী শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দপাদ সর্বপ্রথমে শ্রীগৌর-স্বরূপতত্ত্বের মধ্যে এই সিদ্ধান্তটি আবিষ্কার করেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদকৃত করচায় শ্রীগৌরাবতারের মূল-প্রয়োজন ও শ্রীগৌরতত্ত্ব-বর্ণনের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তটি ব্যক্তীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদের ভাষায় তাহা এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে[২] ;—রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥ মৃগমদ, তা'র গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥—তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ বা শক্তিমত্তত্ত্বের মূল এবং শ্রীরাধা নিখিল শক্তিতত্ত্বের মূল। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুইএ এক, আবার একেই দুই। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদদৃষ্টিতে তাঁহারা এক, আবার আস্বাদ্যরস (মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা) এবং আস্বাদক-রস (রসরাজস্বরূপ শ্রীমাধব)—এইরূপ দৃষ্টিতে তাঁহারা দুই বা পৃথক্। স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদেও ভেদ, আবার ভেদেও অভেদ। এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ অর্থাৎ সমকালে সত্য ও নিত্য এবং শব্দপ্রমাণগম্য বলিয়া অচিন্ত্য। মূলশক্তিরূপা অংশিনী শ্রীরাধার সহিত মূল-শক্তিমান্ বা অংশী শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ নিত্য প্রকটিত থাকায় সমস্ত শক্তিতত্ত্বের সহিত শক্তিমত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধটি যে নিত্য তাহাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামানন্দপাদকৃত **'পহিলহি রাগ'** গীতির[৩] **'না সো রমণ, না হাম রমণী'**—এই পদটির মধ্যে পরতত্ত্বের পরমস্বরূপের লীলারসমাধুর্যের প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা—প্রীতির চরম স্তর অধিরূঢ়-মহাভাবাবস্থাগতা মোহনমাদন-দশাগ্রস্তা শ্রীরাধার সহিত শ্রীশ্যামের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের (রসরাজ ও মহাভাব উভয় মিলিত স্বরূপের) যে সম্বন্ধ ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, তাহাতেই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের পর্যাপ্তি।

১। চৈঃ চঃ আঃ ১।৫ ; ২। চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬-৯৮ ; ৩। চৈঃ চঃ ম ৮।১৯৩

পরিশিষ্টে বিভিন্ন আচার্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁহাদের (১) সিদ্ধান্তের নাম ও প্রতিপাদিত (২) সম্বন্ধি-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব, (৩) ইষ্ট, (৪) শাস্ত্র বা প্রমাণ, (৫) ভাষ্যের নাম, (৬) ব্রহ্মতত্ত্ব, (৭) শক্তিতত্ত্ব, (৮) মায়া, (৯) জীব বা আত্মা, (১০) জগৎ, (১১) জগৎ-কারণ, (১২) 'তত্ত্বমসি'বাক্যের ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তুলনামূলক ধারণার সৌকর্যার্থ একটি সংক্ষিপ্ত পঞ্জী প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন আচার্যের মতবাদের ঐক্য ও পার্থক্যেরও একটি তালিকা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলন-কালে যে-সকল আকর শাস্ত্রগ্রন্থ তথা মধ্যযুগীয় আচার্যবৃন্দের ভাষ্য, টীকা, নিবন্ধ-প্রবন্ধাদি এবং আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য লেখকগণের পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক-তালিকা গ্রন্থের স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

লেখক মূর্খতার ও অযোগ্যতার পরাকাষ্ঠারূপ সম্বল লইয়া লোকোত্তর আচার্যগণের মতবাদ ও সিদ্ধান্ত এবং তৎসহ শ্রীভগবচ্চরণানুচর শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যপাদের প্রপঞ্চিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিবার যে অসীম সাহস ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া বিদ্বৎসমাজ নিশ্চয়ই হাস্য করিবেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের ভাষার অনুকরণ না করিয়া, তাঁহার কৃপাপ্রার্থনামুখে তাঁহারই ভাষায় বলিতে হয়,—

> ন কাচিন্মে বৈদুষ্যহহ সুমহাসাহস ইহ
> স্বমৌঢ্যং বা হেতুর্নিরুপধিকৃপা বা ভগবতঃ।
> প্রভুত্বং বা হীনেঽপ্যুদয়তি যদাস্থে প্রহসিতং
> দ্বিতীয়ে ত্বানন্দং প্রতিপদমিদং ধোক্ষ্যতি সতাম্ ॥[১]

১। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকার মঙ্গলাচরণ, চতুর্থ শ্লোক।

অহো! এই অতীব মহাসাহসিকতাপূর্ণ কার্যে আমার কোন পাণ্ডিত্য নাই, তবে স্বীয় মূঢ়তাই অথবা শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাই এই গ্রন্থ-প্রণয়ন-কার্যে প্রবৃত্তির হেতু। প্রথমোক্ত হেতুতে হীন ব্যক্তিতেও প্রভুত্বের প্রকাশে পরিহাসের উদয় হয় এবং দ্বিতীয় হেতুতে পদে পদে উহা সাধুগণের আনন্দ দোহন করিবে।

শিক্ষানবীশ ছাত্রের ন্যায় সজ্জনগণের দ্বারা সংশোধিত ও অনুশাসিত হইবার লোভই এই মূর্খকে অসীম সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুজ্ঞায় কয়েকবারই পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়ে' অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করি। গত দুই বৎসর পূর্ব হইতেই নির্মীয়মাণ 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'-নামক বৈষ্ণব-মহাকোষের জন্য 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শিক্ষাধীন ছাত্ররূপে ঐ সিদ্ধান্তটির বোধ-সৌকর্যার্থ আচার্য-গণের আকর গ্রন্থসমূহ তথা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে লিখিত প্রাচীন ও নবীন লেখকগণের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নিবন্ধ আলোচনা করিয়া এই পুস্তিকাটি লিপিবদ্ধ করি। ইহার সংক্ষিপ্তসার 'শ্রীচৈতন্যদেব' নামক গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববিদ্ গুরুবর্গ ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক এই অযোগ্যতম শিক্ষাধীন ছাত্রকে আশীর্বাদ করেন। গুরুবর্গের সেই আশীর্বাদে অধিকতর সাহসী ও উৎসাহী হইয়া তদনুজ্ঞায় উক্ত সন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, মূর্খতা, শাস্ত্র-তাৎপর্যাবধারণে অসমর্থতা প্রভৃতি কারণজাত যে সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভ্রম, প্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, তাহা সজ্জনগণ তাঁহাদের শিক্ষোপদেশবরণোন্মুখ এই অর্বাচীনকে কৃপাপূর্বক প্রদর্শন করিলে পরমোপকৃত ও সংশোধিত হইতে পারিব। পরমভাগবতগণ কেবলমাত্র

গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্তির হেতু

অদোষদর্শী নহেন, তাঁহারা দোষাকর জীবের পুঞ্জীভূত দোষরাশিকেও কৃপাশক্তিসঞ্চারে গুণে পরিণত করিতে সমর্থ।

শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগবতাঃ সমন্তাদ্,
বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্‌গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপিতয়া মৃদূনি,
জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি ॥ *

প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়াই যাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব, সেই শান্তমূর্তি পরমভাগবতগণ চতুর্দিক্‌স্থিত বৈগুণ্যরাশিকেও সদ্‌গুণতা-প্রাপ্ত করান; যেমন, তাপপ্রদানে বিরতিহেতু মৃদুত্বপ্রাপ্ত আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিসকলকেও ভূষিত করিয়া থাকে, তেমন অপরকে তাপ বা উদ্বেগ দান না করার স্বভাবহেতু তারকাতুল্য মৃদু-স্বভাব শ্রীবিষ্ণুচরণ-ভজনকারিগণ দোষসমূহকেও বিভূষিত করেন।

পর-মঙ্গলগুণাকর পরমভাগবতগণ এই অজ্ঞানান্ধ অশেষ-দোষাকর জীবের দোষগুলি সংশোধিত করিয়া নিজকৃপালোকে তাহাকে আলোকান্বিত করুন, ইহাই এই গ্রন্থসেবার ফলরূপে প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের
বিরহতিথি
২৫শে পৌষ (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ);
১০ই জানুয়ারী (১৯৫১ খৃষ্টাব্দ)
"শ্রীপাট-পরাগ"
১৬৮।২, সাউথ্ সিঁথি রোড,
কলিকাতা—২

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপাকণাকাঙ্ক্ষী
দাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

* শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃত 'শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক,' উপসংহার-শ্লোক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষয়-সূচী

প্রথম প্রসঙ্গ (১ পৃঃ—২৫ পৃঃ)

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ (২৫—৩৩)

তৃতীয় প্রসঙ্গ (৩৪—৮৪)

নবম প্রসঙ্গ (১১১—১৩২)

দশম প্রসঙ্গ (১৩২—১৫৭)

একাদশ প্রসঙ্গ (১৫৭—১৭৮)

দ্বাদশ প্রসঙ্গ (১৭৮—১৮৯)

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ (১৮৯—২৬৭)

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ (২৬৭—২৭৮)

তুলনামূলক পঞ্জী (২৭৮—৩১৭)

—০—

পরিশিষ্ট

সাঙ্কেতিক-চিহ্নের পরিচয়

অঃ=অধ্যায়, অন্ত্যলীলা
অনু, অনুঃ=অনুচ্ছেদ
আঃ=আদিলীলা বা আদিখণ্ড
কঠ=কঠোপনিষৎ
কেন=কেনোপনিষৎ
গীঃ=শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা
গোঃ ভাঃ=গোবিন্দভাষ্য
চৈঃ চঃ=শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
চৈঃ ভাঃ=শ্রীচৈতন্যভাগবত
ছাঃ=ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তঃ দীঃ নিঃ=তত্ত্বদীপনিবন্ধ
তঃ সঃ=তত্ত্ব-সন্দর্ভ
তৈঃ=তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
তৈঃ আঃ=তৈত্তিরীয় আরণ্যক
দ্রঃ=দ্রষ্টব্য
নৃঃ পূঃ তাঃ=নৃসিংহ-পূর্ব-তাপনী
পরঃ সঃ=পরমাত্ম-সন্দর্ভ
পাঃ=পাদটীকা
পৃঃ=পৃষ্ঠা
বঃ সাঃ পঃ=বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
বিঃ পুঃ=বিষ্ণুপুরাণ
বৃঃ=বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বৃঃ ভাঃ=বৃহদ্‌ভাগবতামৃত
বেঃ কাঃ=বেদান্ত-কামধেনু
বেঃ স্যঃ=বেদান্তস্যমন্তক
ব্রঃ সূঃ=ব্রহ্মসূত্র
ভগঃ সঃ=ভগবৎ-সন্দর্ভ
ভঃ রঃ=শ্রীভক্তিরত্নাকর
ভাঃ=শ্রীমদ্‌ভাগবত
ভাঃ দীঃ=ভাবার্থদীপিকা
মঃ=মধ্যলীলা বা মধ্যখণ্ড
মঃ ভাঃ=মহাভারত
মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ=মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়
মঃ শিঃ=শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (শ্রীভক্তি-বিনোদ-কৃত)
মহাঃ নাঃ=মহানারায়ণোপনিষৎ
মাঃ=মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মুঃ=মুণ্ডকোপনিষৎ
শাঃ ভাঃ=শাঙ্করভাষ্য
শ্বেঃ=শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সং=সংস্করণ
সং ভাঃ=সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত
সঃ=সন্দর্ভ
সঃ দঃ সং=সর্বদর্শনসংগ্রহ
সাঃ দঃ=সারার্থদর্শিনী
সাঃ বঃ=সারার্থবর্ষিণী
সিঃ রঃ=সিদ্ধান্তরত্ন
সূঃ ভাঃ=সূত্রভাষ্য

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	৮	অচিন্ত্যনীয়া	অচিন্তনীয়া
১৭, পাদটীকা	৫	উদাহবৎ	উদাবহৎ
৩০ পাদটীকা	১১-১২	আনন্দ-প্রেস্-সংস্করণ	আনন্দাশ্রম-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা সংস্করণ
৪৪, পাদটীকা	২	Bhanderkar	Bhandarkar
” ”	৬	R. A. S. B.	A. S. B.
৬৯, পাদটীকা	১০	সায়নঃ	সায়ণঃ
” ”	১১	(সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, ৪১০ পৃঃ, শং) ।	(সর্বদর্শনসংগ্রহঃ)—ভীমাচার্য-কৃত-ন্যায়কোশঃ ।
৯০	২০	পৈঙ্গী	পৈঙ্গি
৯৩	২১	Emanant	Immanent
৯৯	১৩	‘সর্বজ্ঞসূক্তি’-নামক ভাষ্যের	‘সর্বজ্ঞসূক্তি’র
১০৫	৮	সৌমগিরি	সোমগিরি
”	১৪	সৌমযাজী	সোমযাজী
”	১৫	ঐ	ঐ
১২৩	১	পরিষ্বস্বজাতে	পরিষস্বজাতে
”	১৩	ত্বমেব	ত্বামেব
১২৭	১১	প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং	প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং
”	১৬	ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা—	ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৬, পাদটীকা	১৭	ভঃ রঃ ৮০৪-৫, ৮১৫-১৭	ভঃ রঃ ৫।৮০৪-৫, ৮১৫-১৭
১৬২	৩	সূত্রকতা	সূত্রকর্তা
১৭৩	১৬	তথা পরা	তথাপরা
১৯০, পাদটীকা	৪	প্রভায়তিফুল্লম্	প্রভয়াতিফুল্লম্
" "	৫	পিবত্যলির্যচ্ছবিং	পিবত্যলিঃ সচ্ছবি
২০০, পাদটীকা	১৭	(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১০।২৭।১৩)	(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১০।২৭।১৩ ; কুম্ভঘোণ সং, ১৮৩২ শকাব্দ)
২০১, পাদটীকা	১৮	(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১০।২৭।১৫)	(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১০।২৭।১৫, কুম্ভঘোণ সং, ১৮৩২ শকাব্দ)
২০৪,	১৮	চক্রবর্তির	চক্রবর্তীর
২১০	২৩	'ভাগবত-তাৎপর্যে' (১০।২৯।১১)	'ভাগবত-তাৎপর্যে' (ভাঃ ১০।২৯।১১ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং)
২৪৯	৮	গদিতে	গাদীতে
২৫৫, পাদটীকা	৬	Reviw	Review
২৫৬	৬	সন্নাস-মন্ত্রেই	সন্ন্যাস-মন্ত্রেই
২৯৫	৫	শক্তী	শক্তি

পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৬	কুরেশ	কূরেশ
৩০, পাদটীকা	১	শ্রীবল্লভাচার্যমতে	শ্রীবল্লভাচার্যকৃত
৪২, পাদটীকা	৫	বল্লভদিগ্বিজয়ম্	বল্লভদিগ্বিজয়
৬৪, পাদটীকা	১০	সকল	সরল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

প্রথম প্রসঙ্গ

অচিন্ত্য

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী ("অতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ" ভাঃ ৩।৩৩।৩) পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ ও শক্তিপরিণত বস্তু-সমূহের সহিত পরতত্ত্বের যে 'অচিন্ত্য' (অপৌরুষেয়-শব্দগম্য, পুরুষের [জীবের] ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তি বা যুক্তি-তর্ক-গম্য নহে), যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ, তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। ভেদ ও অভেদের সহ-স্থিতি এবং উভয়ই সমভাবে সত্য ও নিত্য—ইহা অবোধ্য বা অচিন্ত্য বলিয়া মানব-যুক্তি বা ধারণায় প্রতীয়মান হইলেও, শাস্ত্রোপদিষ্ট বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য। অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র অভ্রান্ত প্রমাণ। উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শব্দ-প্রমাণের মধ্যে এই 'অচিন্ত্য-

ভেদাভেদবাদ'-রূপ সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত গ্রথিত আছে। তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের প্রপঞ্চিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট শাঙ্কর-ভাষ্য-শ্রবণ-লীলাকালে, শ্রীকাশীধামে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতবাদ-খণ্ডন-কালে ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করিয়া লোক-শিক্ষা-দানকল্পে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনপাদ শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে, তচ্ছিষ্য শ্রীরূপপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে এবং শ্রীশ্রীসনাতনরূপপাদের শিষ্যবর্য শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিস্তৃতভাবে সন্দর্ভে ও সর্বসম্বাদিনীতে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূলসূত্র 'ব্রহ্মসূত্রে'

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিচরণ শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে * শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।১৭।৩৩) শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—সেই সমুন্নদ্ধ (গর্বিত) বিরুদ্ধশক্তিশালী, নিগ্রহ-অনুগ্রহের বিধাতা পরম পুরুষকে প্রণাম করি। পরমেশ্বরের বিরুদ্ধ শক্তি-সমূহের অচিন্ত্যত্ব-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন,—'আপনি জীবসমূহের ঈশ্বর, আপনার শক্তিসমূহ তর্কের অতীত অর্থাৎ অচিন্ত্য ও অনন্ত।' পরতত্ত্বের যুগপৎ বিরুদ্ধশক্তিমত্ত্ব ও শক্তির 'অচিন্ত্যত্ব' ব্রহ্মসূত্রের 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (২।১।২৭), 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' (২।১।২৮) সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'—এই সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ এইরূপ,—"ব্রহ্ম—শব্দমূলক, শব্দপ্রমাণক; ব্রহ্ম—ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষ-প্রমাণক নহেন। সেইজন্য ব্রহ্মের স্বরূপ—'যথাশব্দ' অর্থাৎ শব্দপ্রমাণানুরূপ। লৌকিক

---

* "তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে, নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥' তাসামচিন্ত্যত্বমাহ—'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ'। * * * উক্তঞ্চাচিন্ত্যত্বম্—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ', 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭-২৮)।" [শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ—১৪-১৫ অনু]

ব্যাপার-সমূহেও দেখা যায়,—মণি, মন্ত্র, ঔষধ-প্রভৃতির শক্তি বিভিন্ন দেশ-কালাদি-নিমিত্ত-বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য উৎপন্ন করে। সেই-সকল শক্তি উপদেশ অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত কেবল তর্কে জানা যায় না। 'এই বস্তুর এই শক্তি, এই সহায়, এই বিষয়, এই প্রয়োজন'—এই-সকল যখন বিনা উপদেশে কেবলমাত্র তর্কে জানা যায় না, তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত জানা যাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সিদ্ধান্ত পৌরাণিকগণও বলিয়াছেন,—যে-সকল বস্তু অচিন্তনীয়, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে না। যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দমূলক।" *

'অচিন্ত্য'-শব্দের তাৎপর্যে শ্রীশঙ্করাচার্য

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গোবিন্দানন্দকৃত প্রসিদ্ধ 'রত্নপ্রভা'-ভাষ্য-টীকায়ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"যদা লৌকিকানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টানামপি শক্তিরচিন্ত্যা, তদা শব্দৈকসমধিগম্যস্য ব্রহ্মণঃ কিমু বক্তব্যম্?" অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট মণি-মন্ত্রাদিরই যখন অচিন্ত্যশক্তি দেখা যায়, তখন একমাত্র শব্দ-প্রমাণবেদ্য ব্রহ্ম বা তদীয় শক্তি-সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

---

* "শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং তদ্‌যথাশব্দাভ্যুপগন্তব্যম্। * * লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো **বিরুদ্ধানেককার্য-বিষয়া দৃশ্যন্তে,** তা অপি **তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে**—অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি, কিমুত **অচিন্ত্যপ্রভাবস্য** ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন নিরূপ্যতে। তথাহুঃ পৌরাণিকাঃ,—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। **প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥'** ইতি। তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থ-যাথাত্ম্যাধিগমঃ॥" (শারীরক-ভাষ্যম্ ২।১।২৭)

শ্রীমধ্বাচার্যকৃত বেদান্ত-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—“ন চেশ্বরপক্ষেঽয়ং বিরোধঃ। * * **শব্দমূলত্বাচ্চ ন যুক্তিবিরোধঃ।**” অর্থাৎ পরমেশ্বরের পক্ষে যুক্তিবিরোধ স্বীকৃত হয় না, যেহেতু, শব্দই তৎসম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

‘আত্মনি চৈবম্’—সূত্রের তাৎপর্য এই,—পরমাত্মায় বিচিত্র শক্তি আছে ; উহা অপরে নাই ; উহাতে লৌকিক বিরোধ আসিতে পারে না।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে * শ্রীমৈত্রেয় শ্রীপরাশরকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—‘সত্ত্বাদি-গুণরহিত, দেশ-কালাদি-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, প্রাকৃতদেহহীন, রাগাদিশূন্য ব্রহ্মের কিরূপে জগৎসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে?’ এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপরাশর বলিয়াছেন, —‘হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! যেরূপ সমস্ত ভাবপদার্থের শক্তিসকল ‘অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর’, সেইরূপ ব্রহ্মেরও জগৎসৃষ্ট্যাদি-শক্তি ‘অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর’। উহা অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ।’

---

* “নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥
শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥”

“লোকে হি সর্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ। অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানং কার্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা, **অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি-বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ**, কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবমতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদি-শক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপ্যচিন্ত্য-শক্তিমত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃকত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ—‘ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্’ ইত্যাদি। যদ্বা এবং

এখানে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের টীকা এই,—ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি-প্রভৃতির প্রতি যে কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে, তাহার উপর শঙ্কা করা হইতেছে 'নির্গুণস্য' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। এখানে 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ—সত্ত্বাদি-প্রাকৃত-গুণরহিত; 'অপ্রমেয়' শব্দের অর্থ—দেশ ও কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন; 'শুদ্ধ' শব্দের অর্থ—দেহরহিত; অথবা 'শুদ্ধ' শব্দের অর্থ—সহকারিশূন্য; 'অমলাত্মা' এই শব্দটির অর্থ—পুণ্যপাপ-সংস্কার-রহিত অথবা রাগাদি-দোষরহিত। এই প্রকার লক্ষণ-সমন্বিত ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্ব সম্ভবপর হইবে? কারণ, লোকে এতদ্বিলক্ষণ বস্তুরই ঘটাদি-বস্তু-নির্মাণে কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন, সার্দ্ধশ্লোক-দ্বারা, যথা—লোকে মণি-মন্ত্র-প্রভৃতি সকল ভাব-বস্তুর যে শক্তিসমূহ আছে, তাহা সকলই অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে। **কোন প্রমাণসিদ্ধ কার্যের অন্য কোনও প্রকারে উপপত্তি (সমাধান, সিদ্ধি) হয় না বলিয়া অগত্যা যে জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকেই 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' বলা যায়**; প্রত্যেক ভাব-বস্তুতে যে শক্তি আছে, তাহাই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে; যেহেতু শক্তিমাত্রেরই এইপ্রকার স্বভাব লোকসিদ্ধ। এই কারণে ব্রহ্মে যে-সকল শক্তি আছে, তাহা সকলই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ

যোজনা, সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতা-শক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ—'স বা অয়মাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি। 'তপতাং শ্রেষ্ঠ' ইতি সম্বোধয়ন্ কাপি তপঃশক্তিঃ স্বয়ংবেদ্যেতি সূচয়তি। যত এবমতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ।" [শ্রীশ্রীধরকৃতা 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা, বিঃ পুঃ, ১।৩।১-২]

সকল ভাব-বস্তুতেই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি-সমূহ নিশ্চয় বর্তমান আছে। ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে তাঁহার শক্তিসমূহ অভিন্ন। এই পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তি— জ্ঞান (সম্বিচ্ছক্তি), বল (সন্ধিনী শক্তি) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী শক্তি) এইরূপ বিবিধ নামে শ্রুত হয়, ইহা 'শ্বেতাশ্বতর' শ্রুতি-প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়।

পরব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী

অতএব অগ্নির স্বাভাবিকী দাহিকা শক্তি যেরূপ মণি-মন্ত্র-মহৌষধির দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না অর্থাৎ 'দাহিকা শক্তি' বা উত্তাপকে যেরূপ কোন অবস্থাতেই অগ্নি হইতে পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ শক্তিকেও শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করা যায় না। শুনা যায়, অগ্নিতে কোন মহৌষধি-বিশেষ প্রক্ষেপ করিলে অগ্নির উজ্জ্বলবর্ণ প্রভৃতি বর্তমান থাকা-সত্ত্বেও উহার দ্বারা কোন বস্তু দগ্ধ হয় না। এ-স্থলেও মহৌষধের প্রভাবে অগ্নির দাহিকা-শক্তি স্তম্ভিত হয়, কিন্তু বিনষ্ট হয় না। সুতরাং শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

পরতত্ত্বের শক্তি **'স্বাভাবিকী' অর্থাৎ শক্তিমান্ হইতে অবিচ্ছেদ্যা।** একটি লৌহপিণ্ডকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে ঐ লৌহের মধ্যে সাময়িকভাবে আগন্তুক দাহিকা শক্তি প্রবেশ করে ; কিন্তু উহাকে লৌহের 'স্বাভাবিকী দাহিকা শক্তি' বলা যায় না ; কারণ, ঐ অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে কিছুকাল পরেই দাহিকা শক্তিটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কস্তুরীর গন্ধ বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা কিছুকাল পরে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; বস্ত্র হইতে গন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় ; কারণ, ঐ গন্ধ আগন্তুক, স্বাভাবিক নহে, কিন্তু কস্তুরী হইতে কোন ক্রমেই উহার গন্ধকে পৃথক্ করা যায় না ; কারণ, ঐ গন্ধ 'স্বাভাবিক'। যখন প্রাকৃত ভাব-বস্তুরই শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তখন অপ্রাকৃত অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি যে অবিচ্ছেদ্য, তাহাতে বলিবার আর কি আছে ?

সমস্ত ভাব-বস্তুরই শক্তিসমূহ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। 'জল', 'অগ্নি' প্রভৃতি ভাব-বস্তু *। কিন্তু জলে কেন অগ্নি নিবাইবার শক্তি আছে, অগ্নিতে কেন পোড়াইবার শক্তি আছে, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও বলিতে পারে না। একভাগ 'অম্লজান' ও দুইভাগ 'উদকজান' মিলিয়া 'জল' হয়, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে; কিন্তু কেন হয়, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। **যে জ্ঞান কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও থাকিতে পারা যায় না, তাহাই 'অচিন্ত্য'জ্ঞান বা 'অর্থাপত্তি'-জ্ঞান।** 'দেবদত্ত' দিনে ভোজন করেন না, অথচ তাঁহার শরীরটি বেশ সুস্থ, সবল, স্থূল; সুতরাং কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তিনি নিশ্চয়ই রাত্রিতে ভোজন করেন। এখানে দেবদত্তের যে দিনে 'অভোজন' ও 'স্থূলত্ব', তাহা প্রত্যক্ষ লৌকিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ, ইহাকে 'দৃষ্টার্থাপত্তি' বলে; আর যাহা প্রকৃতির অতীত প্রমাণ বা স্বতঃপ্রমাণ 'বেদে'র দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'শ্রুতার্থাপত্তি' বলে। বেদে আছে,—'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ করিলে 'স্বর্গসুখ' লাভ হয়; কিন্তু ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই সকলেই স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। এস্থানে আমাদিগকে কল্পনা করিতে হয় যে, 'অগ্নিহোত্র' যাগ করিবামাত্র আমাদের মধ্যে এমন কোন বিশেষ গুণ বা পুণ্য উৎপন্ন হয়, যাহা স্বর্গসুখ-লাভের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এই গুণ বা পুণ্য 'শ্রুতার্থাপত্তি' (শ্রুতির অর্থ বা তাৎপর্যের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা যাহা হইতে হয়) প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। স্বর্গসুখাদি মনুষ্যলোকাতীত হইলেও প্রকৃতি বা চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ব্যাপার।

দৃষ্টার্থাপত্তি

শ্রুতার্থাপত্তি

---

* বৈশেষিক-দর্শনকারের (৭।২।২৭) মতে 'পদার্থ' দ্বিবিধ,—'ভাব' ও 'অভাব'।

পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল প্রসঙ্গ, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতির অতীত। সেই প্রকৃতির অতীত ব্যাপারই প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র শ্রুতার্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়; তাহা জীবের চিন্তাযুক্তিতর্কের গম্য নহে, একমাত্র 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর'।

'শ্রুতার্থাপত্তি'র একটি উদাহরণ বেদান্ত-পরিভাষাকার 'ধর্মরাজ' এইরূপ প্রদান করিয়াছেন। দেবদত্ত-নামক কোন ব্যক্তি জীবিত আছেন, ইহা যাঁহার নিশ্চিত, তিনি কোন আপ্তব্যক্তির নিকটে 'দেবদত্ত গৃহে নাই'—এই কথা শুনিয়া সেই দেবদত্তের বহিঃসত্তার (বাহিরে স্থিতির) কল্পনা করেন; কারণ, জীবিত ব্যক্তির যে গৃহে অসত্তা (অস্তিত্বহীনতা), তাহা তাঁহার বহিঃসত্তা (বাহিরে স্থিতি) ব্যতীত উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না। শ্রুতির প্রমাণবলে নিশ্চিত হইয়াছে,—'ব্রহ্ম ও জীবে, শক্তিমান্ ও শক্তিতে অভেদ'। আবার শ্রুতির উপদেশ (আপ্তোপদেশ) শ্রবণ করিয়াই জানা গিয়াছে,—'ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ; শক্তিমান্ ও শক্তিতে ভেদ'। সুতরাং অব্যভিচারী প্রমাণের আপাতবিরুদ্ধ দুইটি উক্তির অর্থাৎ 'দেবদত্ত আছেন ও নাই', 'শক্তিমান্ ও শক্তিতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ'—এই সত্যদ্বয়ের কিভাবে সঙ্গতি হইতে পারে, তাহা অব্যভিচারী প্রমাণমূলক শ্রুতির অর্থের (তাৎপর্যের) আপত্তি-(কল্পনা) দ্বারাই নির্ধারণ করিতে হয়। এই কল্পনা—শব্দমূলক, শব্দপ্রমাণের ন্যায় 'বাস্তব সত্য'; আর শব্দপ্রমাণ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি) যেখানে স্পষ্ট ভাষায় শ্রুতির ঐরূপ সমকালীন ভেদ ও অভেদকে (শক্তি ও শক্তিমানে) 'শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর' বা 'অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন আর জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা অথবা কোন ঋষি বা মহামানবের স্বকপোল-কল্পনার কোন অবকাশই থাকিল না। মহামনীষী আচার্য শ্রীশঙ্কর অভেদপর শ্রুতিকে পারমার্থিক সত্য ও ভেদপর শ্রুতিকে

শ্রুতার্থাপত্তির উদাহরণ

'ব্যবহারিক' বা মিথ্যা বলিয়া স্বকপোল-কল্পনা করিয়াছেন ; মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলিয়াছেন ; শ্রুতিতে স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা পরাশক্তি ও তাহার বহুত্ব, চেতনের বহুত্ব, জীবের নিত্যত্ব ও বহুত্ব-প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও ঐসকল শ্রুতিকে 'ব্যবহারিক' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। 'শ্রুতার্থাপত্তি' প্রমাণ 'শব্দমূলক' বলিয়া উহাতে কোনরূপ স্বকপোলকল্পনার অবসর নাই। 'দৃষ্টার্থাপত্তি' প্রমাণে কখনও কখনও বা ব্যভিচার সম্ভবপর হইতে পারে ; কিন্তু 'শ্রুতার্থাপত্তি'তে তাহা কখনই সম্ভব নহে ; কারণ, উহা সম্পূর্ণ শব্দমূলক বা শব্দপ্রমাণেরই পরিষ্কৃতি, বিবৃতি ও সঙ্গতি। এজন্যই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিকগণ 'অতীন্দ্রিয় বস্তু' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 'শ্রুতার্থাপত্তি' প্রমাণবলে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই একমাত্র 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র সুদৃঢ়, সুদার্শনিক ভিত্তি। এই জন্যই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'—বেদান্তের সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত। * শ্রুতিতে স্পষ্টভাষায় পরব্রহ্মের শক্তি-রূপিণী মায়ার তত্ত্ব নিরূপণথাকা সত্ত্বেও মায়াবাদাচার্য শঙ্কর মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের 'অচিন্ত্য' ও মায়াবাদিগণের 'অনির্বচনীয়' শব্দ এক নহে। মায়াকে স্পষ্ট ভাষায় 'ব্রহ্মশক্তি' বলিয়া স্বীকার করিলে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' হয় না, অথচ মায়াকে অস্বীকার করিলেও কার্য চলে না, এজন্য যে 'অনির্বচনীয়' শব্দের প্রয়োগ, 'অচিন্ত্য' শব্দের প্রয়োগ সেই জাতীয় নহে। 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থ—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা সমর্থিত ; ইহা আচার্য

শঙ্করের 'অনির্বচনীয়' ও শ্রুতি-মূলক 'অচিন্ত্য' এক নহে

---

* "সর্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তঃ" (ন্যায়দর্শন ১।১।২৮)—অর্থাৎ যাহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাহাই সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ('তন্ত্র' শব্দের অর্থ—শাস্ত্র)

শঙ্করও তাঁহার উক্ত সূত্রের ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন। 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থ—'শব্দমূলক, শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর'; ইহা সমস্বরে কি শ্রুতি, কি ব্রহ্মসূত্র, কি মহাভারত, কি গীতা, কি বিষ্ণুপুরাণ, কি আচার্য শঙ্কর, কি শ্রীধরস্বামিপাদ এবং সর্বোপরি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ এইরূপ 'শ্রুতার্থাপত্তি'রই অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিচরণ '**ক্রমসন্দর্ভে**' (ভাঃ ১১।৩।৩৭), 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে'র বিভিন্ন স্থানে ও 'সর্বসম্বাদিনী'তে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ভাষায় লিখিয়াছেন,—"লোকে সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্য উষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। **অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ।**" অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় জাগতিক সমস্ত বস্তুতেই 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা' শক্তি আছে। **ঐ শক্তি বস্তুর সহিত ভিন্ন অথবা অভিন্ন, ইহা চিন্তার দ্বারা কেহই নির্ধারণ করিতে পারে না,** ইহা কেবল 'অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর'।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে শ্রুতার্থাপত্তি

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপ পরব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্ত শক্তির আধার। এই শক্তিসমূহ ভেদাসহ অভেদবাদীর বা অভেদাসহ ভেদবাদীর মতানুসারে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন,—ইহা নির্ণীত হইতে পারে না। অগ্নি দাহ করে বলিয়া তাহাকে 'দাহক' বলা যায়, কিন্তু দাহ্য-বস্তু যখন না থাকে, তখন অগ্নি অগ্নিই থাকে, তাহা 'দাহক' বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং 'দাহিকা-শক্তি' ও 'অগ্নি' এই দুইটির পরস্পর সম্বন্ধ আধারাধেয়-ভাবরূপ ভেদ, অথবা স্বরূপ বা তাদাত্ম্য বা অভেদরূপ সম্বন্ধ, তাহা এ পর্যন্ত কেহ বিচার করিয়া স্থির

করিতে পারেন নাই। কখনও যে কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনাও নাই বলিলে মিথ্যোক্তি বা অত্যুক্তি হয় না। **'অন্যথোপপত্তি' বা 'অর্থাপত্তি'-রূপ প্রমাণের দ্বারা সকল-প্রকার শক্তি ও শক্তিমানের 'অভেদ' ও 'ভেদ' উভয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের যে স্বাভাবিকী পরা শক্তি ও তাহার বৈচিত্র্য, তাহা 'শ্রুতার্থাপত্তি'-রূপ প্রমাণের দ্বারা সুতরাং সিদ্ধ হইয়া থাকে।**

অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মেরও সৃষ্ট্যাদির হেতুভূতা স্বাভাবিক শক্তিসমূহ নিশ্চয়ই আছে। অতএব গুণাদিহীন হইলেও 'অচিন্ত্য' শক্তিমত্তাহেতু ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি-কর্তৃত্ব সংঘটিত হইতেছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"ব্রহ্মের প্রাকৃত কার্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার 'সমান' বা তাঁহা হইতে 'অধিক' শক্তিসম্পন্ন কিছু দেখা যায় না। এই পরব্রহ্মের 'জ্ঞান' (সম্বিৎ), 'বল' (সন্ধিনী) ও 'ক্রিয়া'-(হ্লাদিনী) রূপ বিবিধ স্বাভাবিকী শক্তির কথা শুনা যায়। মায়াকেই 'প্রকৃতি' ও মায়া-ধীশকে 'মহেশ্বর' বলিয়াই জানিবে।" ইত্যাদি। অথবা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সহিত এইরূপ যোজনা করা যাইতে পারে। সকল 'ভাব'-বস্তুতেই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' শক্তিসমূহ বর্তমান আছে। ঐ-সকল শক্তি স্বাভাবিকী হইলেও স্বরূপ হইতে 'অভিন্না' নহে ; কারণ, মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবে ঐ-সকল শক্তি ব্যাহত হয়। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী ও স্বরূপ হইতে অভিন্না। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)—এই শ্রুতিই ইহার প্রমাণ।

পরতত্ত্বের নিরঙ্কুশ-শক্তি

অতএব **পরব্রহ্মের শক্তি মণি-মন্ত্রাদির দ্বারা কখনও ব্যাহত হয় না, হইতেও পারে না, তাঁহার ঐশ্বর্য বা শক্তি নিরঙ্কুশ।** বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—তিনি সকলের 'প্রভু', সকলের 'ঈশ্বর', সকলের 'অধিপতি' ইত্যাদি। অতএব

এই-সকল শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে এইরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম হইতে যে জগদাদির সৃষ্টি হয়, ইহা অনুপপন্ন (অসিদ্ধ) হইতে পারে না। শ্রীপরাশর যে শ্রীমৈত্রেয়কে 'তপস্বিশ্রেষ্ঠ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ঐস্থানে তিনি শ্লেষে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার যে 'তপঃ'-শক্তি, উহাও ব্রহ্মেরই শক্তি। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তিমত্তাবিষয়ে আর বক্তব্য কি ?

কেবলাদ্বৈতবাদের আক্ষেপ

কেবলাদ্বৈতমতবাদ-সমর্থক কেহ কেহ বলেন, –"শ্রুতি যদি জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধকে 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ চিন্তার বিষয় নহে বলেন, তাহা হইলে জীব কি ধারণা করিবে ? শ্রুতি যাহা বলেন, তাহা যদি চিন্তার যোগ্য না হয়, তবে সে-কথা বলিয়া লাভ কি ? আর একসঙ্গে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলিলে লোকে কোন্‌টি নিশ্চয় করিবে ? আর উভয়ই সত্য, অথবা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে যে বিরোধ, তাহা অচিন্ত্য, এইভাবের শ্রুতিও ত' দেখা যায় না। পক্ষান্তরে অদ্বৈতমতে শ্রুতিবাক্যসমূহের কতকগুলিকে 'ব্যবহারিক-প্রামাণ্যবাদী' এবং কতকগুলিকে 'পারমার্থিক-প্রামাণ্যবাদী' বলিলে লোকের তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে বাধা হয় না, শ্রুতির উপদেশও ব্যর্থ ও অপ্রামাণ্য হয় না।"

এইরূপ যুক্তিবাদী 'অচিন্ত্য' শব্দটির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ নিখিল-শ্রুত্যর্থব্যাখ্যাকুশল স্বয়ং অদ্বৈতবাদগুরু আচার্য শ্রীশঙ্কর পুরাণের যে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া অচিন্ত্যের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

(মঃ ভাঃ ভীষ্মপঃ, ৫ম অঃ, ১২)

যে-সকল ভাব অচিন্তনীয় তর্কের দ্বারা তাহাদের যোজনা করিবে না,

অচিন্ত্যতত্ত্বের লক্ষণ

যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, তাহাই 'অচিন্ত্যে'র লক্ষণ। সুতরাং 'অচিন্ত্যে'র অর্থ অবাস্তব নহে, তাহা প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত, তর্কের অগম্য, সসীম মানবযুক্তির অগম্য হইয়াও শব্দপ্রমাণ-বেদ্য।

যদি 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ যাহা প্রাকৃত যুক্তি-তর্ক বা চিন্তার বিষয় নহে, সেরূপ কোন উপদেশ করিলে শ্রুতির উপদেশই ব্যর্থ হয় এবং তাহা ফলতঃ অপ্রামাণ্যই হয়, তবে শ্রুতিতে শতশত বার ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণে 'অচিন্ত্য' শব্দের উল্লেখ থাকিত না এবং পরতত্ত্বকেও 'অচিন্ত্যশক্তি' বলা হইত না।

শ্রুতিতে 'অচিন্ত্য' শব্দের বহুল প্রয়োগ

'মুণ্ডক' শ্রুতিমন্ত্রে (৩।৭) পরব্রহ্মের অচিন্ত্য ও বিরুদ্ধ-শক্তিমত্তা উক্ত হইয়াছে,—"বৃহচ্চ তদ্দিব্য-**মচিন্ত্যরূপং**, সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ, পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥" 'মাণ্ডূক্য'-শ্রুতি (৭ম মন্ত্র) বলিতেছেন,—"**অচিন্ত্যঃ** স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" কৈবল্যোপনিষৎ (১।৬) বলিতেছেন,—"হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং, বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্। **অচিন্ত্যমব্যক্ত**মনন্তরূপং, শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্॥" কৈবল্যোপনিষদের অন্যত্র (২।২১) দৃষ্ট হয়,—"অপাণিপাদোঽহ**মচিন্ত্যশক্তিঃ**, পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ। অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো, ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্॥" সুবালোপনিষৎ (৮ম খণ্ড) বলিতেছেন,—"**অচিন্ত্যরূপং** দিব্যং সর্বেশ্বর-**মচিন্ত্য**মশরীরং নিহিতং গুহায়ামমৃতং বিভ্রাজমানমানন্দং তং পশ্যন্তি বিদ্বাংসঃ।" ইত্যাদি। শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের এইরূপ অচিন্ত্যস্বরূপ ও অচিন্ত্যশক্তিমত্তার উপদেশ কি 'ব্যর্থ' ও 'অপ্রামাণ্য' হইবে? শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীঅর্জুনকে পরতত্ত্বের 'অচিন্ত্যরূপ' ও অচিন্ত্যস্বরূপের কথা

উপদেশ করিয়াছেন, তখন সেই-সকল উপদেশ-সমূহও কি 'ব্যর্থ' ও 'অপ্রামাণ্য' হইবে ?

"কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥" (শ্রীগীঃ ৮।৯)

'অচিন্ত্য' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীগীতা

পূর্ব শ্লোকেই (৮।৮) শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জুনকে বলিলেন,—"পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্"—অর্থাৎ হে পার্থ, দিব্য পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে নিরন্তর অনন্যগামী **চিত্তদ্বারা চিন্তা** করিতে করিতে জীব তাঁহাকেই লাভ করে। অথচ পরবর্তী শ্লোকেই আবার বলিলেন,—সেই পরম পুরুষ—**'অচিন্ত্যরূপ'**। শ্রীস্বামিপাদ এই 'অচিন্ত্যরূপম্' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"**অপরিমিত-মহিমত্বাদচিন্ত্যরূপম্**"—তাঁহার মাহাত্ম্য অপরিমিত অর্থাৎ মাপিয়া লওয়া যায় না, বা অনন্ত বলিয়া তিনি 'অচিন্ত্যরূপ'।

শ্রীধর-স্বামীর 'অচিন্ত্য' শব্দের ব্যাখ্যা

পরতত্ত্ব ও তাঁহার শক্তির মধ্যে যে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও জীব-জগতের সহিত যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ, তাহা পরিমিত জীববুদ্ধিতে মাপা যায় না; কারণ, তাহা প্রকৃতির অতীত। কিন্তু জীব প্রকৃতির অতীত হইলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, সাক্ষাদ্-ভাবে তাহা দর্শন করিতে পারেন। শ্রীগীতার অন্যত্রও (১২।৩) অচিন্ত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের উপদেশ আছে। শ্রুতিতে "অবাঙ্‌মনসগোচরম্" ব্রহ্মের উপদেশ আছে বলিয়া ব্রহ্মোপদেশ কি নিরর্থক ও অপ্রামাণ্য হইয়া গিয়াছে? শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিলেন,—"**অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানম্**" অর্থাৎ যে জ্ঞান তর্কাসহ অর্থাৎ যে স্থানে তর্ক চলে না ("তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-

পাদ বলিলেন,—"**দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্**" (ভগবৎ-সঃ, ১৬ অনুঃ) যাহা দুর্ঘট বিষয়ের সাধক,—তাহাই 'অচিন্ত্য'। শ্রুতি অসংখ্যবার পর-ব্রহ্মের যুগপদ্‌বিরুদ্ধগুণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৯)—

শ্রুতিতে পরতত্ত্বের যুগপদ্ বিরুদ্ধগুণের ও ক্রিয়াদির সমন্বয়

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥"

সেই পরম পুরুষ প্রাকৃত হস্তপদশূন্য হইয়াও দ্রুতগামী ও সর্বগ্রাহী; প্রাকৃত চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন; প্রাকৃত কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন; তাঁহার প্রাকৃত মন না থাকিলেও সর্ববস্তু জানেন; অথচ তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই; ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সকলের কারণ, পরিপূর্ণস্বরূপ মহান্ বলিয়া থাকেন।

তিনি—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' (শ্বেঃ ৩।২০), তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, আবার বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর। ইহাই দুর্ঘট বিষয়ের সাধক অচিন্ত্যত্বের লক্ষণ।

ঈশাবাস্য-শ্রুতিতে (৫ম মন্ত্র)—

শ্রুতিতে অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥'

সেই পরতত্ত্ব চলেন, চলেন না; তিনি দূরে, আবার নিকটে; তিনি সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার ঐ-সমস্ত জগতের বাহিরে।

দুর্ঘটঘটসাধিকা অচিন্ত্যশক্তি

সেই দুর্ঘটঘটসাধিকা অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়ে তলবকার (৩।৬) বলিয়াছেন, যথা—"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি।"

দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণ গর্বিত হইলে পরব্রহ্ম তাঁহাদের গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রমুখ দেবতাগণের সম্মুখে একটি সামান্য তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই ক্ষুদ্র তৃণের সমীপবর্তী হইয়া সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"এই বরেণ্য পুরুষকে আমি জানিতে পারিলাম না" অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন।

সুতরাং পরব্রহ্মের শক্তি দেবতাগণেরও 'অচিন্ত্যনীয়া'। এজন্যই শ্রুতি পুনঃ পুনঃ পরতত্ত্বকে 'অচিন্ত্যশক্তি', 'অচিন্ত্যপ্রভাব' প্রভৃতি শব্দে উক্তি করিয়াছেন। এই অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরতত্ত্বে নিখিল বিরুদ্ধগুণের যুগপৎ সমন্বয় হইয়াছে।

বিরোধভঞ্জিকা অচিন্ত্যশক্তি

"বিরোধভঞ্জিকা-শক্তিযুক্তস্য সচ্চিদাত্মনঃ।
বর্তন্তে যুগপদ্ধর্মাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ॥
সরূপত্বমরূপত্বং বিভুত্বং মূর্তিরেব চ।
নির্লেপত্বং কৃপাবত্ত্বমজত্বং জায়মানতা॥
সর্বারাধ্যত্বং গোপত্বং সার্বজ্ঞ্যং নরভাবতা।
সবিশেষত্বসম্পত্তিস্তথা চ নির্বিশেষতা॥
সীমাবদ্‌যুক্তিযুক্তানামসীম-তত্ত্ববস্তুনি।
তর্কো হি বিফলস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধাম্নায়ে ফলপ্রদা॥"

(মঃ শিঃ ৪।৩৮)

সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে অবিচিন্ত্য 'বিরোধভঞ্জিকা'-নাম্নী একটি শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই তাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী সমস্ত ধর্মই অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। 'সরূপতা ও অরূপতা', 'বিভুতা ও শ্রীবিগ্রহ', 'নির্লেপতা ও ভক্তকৃপালুতা', 'অজত্ব ও জন্মবত্তা,' 'সর্বারাধ্যত্ব ও গোপত্ব,' 'সার্বজ্ঞ্য ও নরভাবতা', 'সবিশেষত্ব ও নির্বিশেষত্ব' প্রভৃতি

অনন্ত বিরোধী ধর্মসকল শ্রীকৃষ্ণে সুন্দররূপে আপন আপন কার্য করিয়া হ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সেবা-সাহায্যে নিযুক্ত আছে। এ বিষয়ে যাঁহারা তর্ক করেন, তাঁহারা নিতান্ত বঞ্চিত। তর্কারম্ভের পূর্বেই বিবেচনা করা উচিত যে, নরযুক্তি সহজে সীমাবিশিষ্ট, অতএব অসীমতত্ত্বে তাহার কোন পরিচয়ই সম্ভব নয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুষ্ক তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া **আম্নায়-বাক্যে** শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।" (মঃ শিঃ ৪।৩৮)

শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে' পরতত্ত্বের বিরোধভঞ্জিকা 'অচিন্ত্যশক্তি'-সম্বন্ধে শব্দপ্রমাণের সাহায্যে যে-সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

---

* "একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা।
তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তম**চিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ**॥
তত্র একত্বেঽপি পৃথক্প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০।৬৯।২)—
'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাহবৎ॥'
(শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্ ১।৩৬৫-৬৬)
'তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্যা সমন্ততঃ॥' ইতি।
শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে চ মিথোবিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিত্বম্, যথা গদ্যেষু (ভাঃ ৬।৯।৩৩-৩৬)।"
(সং ভাঃ ১।৩৭০-৭১)
"অতোঽচিন্ত্যাত্মশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ।
কো ন্বর্থঃ স্যাদ্বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা।
সা চ নানাবিরুদ্ধানাং কার্যাণামাশ্রয়াত্মতা॥
'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ।
'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।'
ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে॥
তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহ্যত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে॥

"অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির প্রভাবে সেই একই পুরুষোত্তমে 'একত্ব ও পৃথক্ত্ব,' 'অংশত্ব ও অংশিত্ব,' ইহার কিছুই অসম্ভাবিত হয় না। তন্মধ্যে একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্-প্রকাশিতা, যথা শ্রীদশমে (শ্রীনারদের উক্তি)—'বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ-সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছেন।' এই-সকল গুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যাই অবস্থিত; তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব-প্রভৃতি কোনরূপ দোষের আহরণ হইতে পারে না; অথচ ঐসকল গুণ কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্বতোভাবে সংগৃহীত হইবে। ষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ অচিন্ত্য-শক্তির কথা কথিত হইয়াছে।

অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরূপপাদ

অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ যেরূপ ভক্তি-

---

অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্র কুত্রচিৎ। অতো ন পারমৈশ্বর্যং তেন তস্য প্রসিধ্যতি॥
তচ্চ তস্য ন হীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যদঃ। তথা ভগবতীত্যাদি-পদানাং ষট্‌তয়স্য চ।
ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্যমত্র নিষ্ফলমেব হি॥
তথাপ্যুচ্চাবচধিয়ামনেবং তত্ত্ববেদিনাম্। তস্মান্ন শাস্ত্রযুক্তিভ্যামুভয়ং তদ্বিরুধ্যতে।
মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবত্ত্বং যথা তথা॥
ননু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্ভগবান্ পুনঃ। নানাধর্মেতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে॥
ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি। কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম্॥
ততো বিরোধস্তচ্ছক্তিবিলাসানাং যদীক্ষ্যতে। তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্যং ভূষণং ন তু দূষণম্॥
ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে॥ (ভাঃ ৩।৪।১৬)—
'কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে, দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ, স্বাত্মন্ রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ॥' ইতি॥
তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা। ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্।
যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা॥" (সং ভাঃ ১।৩৮৩-৯৪)

হীন বাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপই চিন্তাতীত। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ কার্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্যা। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন,—'অচিন্ত্য বিষয় একমাত্র শব্দপ্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।' আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন,—'অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।' প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য 'অনবগাহ্য' বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব **অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদির দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য প্রতিপন্ন হয় না।** যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে, 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়্‌বিধ-বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা বিশ্বপালকত্ব এবং উহাতে ঔদাসীন্য—এই দুই বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তেমন যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং, যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল, কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায়, তাঁহাতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন,—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ।' এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের 'দ্বৈত' বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ-প্রতীতি হয়, তাহাকেই **'অচিন্ত্য ঐশ্বর্য'** বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয়

স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে। 'নিরীহের কর্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপের শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও শ্রীমথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই-সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়। সেই-সকল কর্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না।' অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। তাঁহার যেমন-যেমন ইচ্ছা উদ্ভাবিত হয়, অচিন্ত্যশক্তিও সেই-সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।" (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ-গোস্বামি-কৃত অনুবাদ, ৪০ পৃঃ)

শ্রীগীতায়ও পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিবলে যুগপৎ বিরুদ্ধধর্মের ও ক্রিয়ার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে 'এতদীশনমীশস্য' (ভাঃ ১।১১।৩৯) শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতা কিরূপ সমস্বরে পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তিবলে বিরুদ্ধগুণসমূহের সমন্বয়ের কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন,—

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ

"এই মত গীতাতেহ পুনঃপুনঃ কয়।
সর্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়॥
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮৮-৯০)

শ্রীগীতায় পরতত্ত্বের যুগপদ্বিরুদ্ধধর্মের সমন্বয়

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"

(গীঃ ৯।৪-৫)

অতীন্দ্রিয় মূর্তিস্বরূপ আমার দ্বারা কারণরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত। অতএব স্থাবর, জঙ্গমে সমস্ত ভূতই কারণস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত; কিন্তু আমি সেই-সমস্ত ভূতে অবস্থিত নহি।

আমার আসক্তিহীনতাহেতু ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে, যদি বল, তাহা হইলে পূর্বোক্ত একাধারে ব্যাপকত্ব-ধর্ম ও আশ্রয়তা—পরস্পর বিরোধী হয়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—আমার ঐশ্বরযোগ অর্থাৎ অসাধারণ অঘটনঘটনা-চাতুর্য দর্শন কর। আমার যোগমায়ার বৈভব তর্কের অতীত হওয়ায় উহা একটুও বিরুদ্ধ নহে। আমার পরমস্বরূপ ভূতগণের ধারক ও পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে।

"একই বস্তু সমকালে বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত হইতে পারে না; সুতরাং 'ভেদ' ও 'অভেদ' যুগপৎ স্বীকার করা লোক-বঞ্চনামাত্র।"—যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ঐ যুক্তি নিরাস করিবার জন্য শ্রীল শ্রীজীব-পাদ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮) শ্রুতি-মন্ত্রের এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—ব্রহ্ম 'বিজ্ঞান,' অর্থাৎ বিশেষ-জ্ঞানময় পূর্ণচেতন, সুতরাং জড়-বিরোধী এবং তিনি 'আনন্দ,' অর্থাৎ দুঃখ-বিরোধী পরমানন্দস্বরূপ। যদি ব্রহ্মের এই দুইটি গুণ বা ধর্ম অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ'কে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন মনে করা হয়, তবে একই শ্রুতি-মন্ত্রে পুনরুক্তি দোষ ঘটে; কিন্তু শ্রুতিতে সেই দোষ স্বীকার করা যায় না। আবার যদি 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ'কে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নার্থসূচক দুইটি শব্দ মনে করা হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাও দোষাবহ; কারণ, ব্রহ্ম সর্ববিধ-ভেদ-রহিত 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব'। "কিমিহ বিজ্ঞানানন্দ-শব্দাবেকার্থৌ ভিন্নার্থৌ বা? নাদ্যঃ,—পৌনরুক্ত্যাৎ। অন্ত্যশ্চেদ্ বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নে-বেতি তাদৃশ-স্বগতভেদাপত্তিঃ।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্বসম্বাদিনী')।

'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' মন্ত্রে ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ

অতএব শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ কল্পনা করিলেও দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে, তর্কের দ্বারাও কোন নির্দোষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। এজন্য শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ সাধন করা যেরূপ দুষ্কর, শক্তি ও শক্তিমান্‌কে অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া অভেদ সাধন করাও সেরূপ দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয় সাধন করিতে গিয়া এক-শ্রেণীর শ্রৌতযুক্তিপর বৈদান্তিকগণ ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলব্ধ হওয়ায় 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' স্বীকার করেন।

কেবলাদ্বৈতমতে শ্রুতিবাক্য-সমূহের কতকগুলিকে যে 'ব্যবহারিক-প্রামাণ্যবাদী' ও কতকগুলিকে 'পারমার্থিক-প্রামাণ্যবাদী' বলা হয়, তাহার কোনই শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ 'এই শ্রুতিমন্ত্রগুলি ব্যবহারিক প্রামাণ্যবাদী এবং এইগুলি পারমার্থিক প্রামাণ্য-বাদী' শ্রুতিমন্ত্রে এইরূপ কোন উল্লেখ বা স্পষ্ট নির্দেশ নাই। ইহা কেবল স্ব-কপোল-কল্পনা-বলে নির্দেশ করা হয়। অপর পক্ষে যদি অন্য কোন মতবাদী শঙ্করাচার্যের 'ব্যবহারিক প্রামাণ্যবাদী' শ্রুতিবাক্য-সমূহকে 'পারমার্থিক প্রামাণ্যবাদী' বলিয়া স্বকপোল-কল্পনা-বলে নির্দেশ করেন এবং শঙ্কর-কথিত 'পারমার্থিক প্রামাণ্যবাদী' শ্রুতি-বাক্য-সমূহকে 'ব্যবহারিক প্রামাণ্যবাদী' বলেন (কারণ উভয় পক্ষই শ্রুতি বা শব্দপ্রমাণ-বলে উহা স্থাপন করিতে পারেন নাই), তবে কেবল বিতর্কই সার হয়। ইহা ছাড়াও শ্রুতির কতকগুলি বাক্যকে অধিক সম্মান, আর কতকগুলি বাক্যকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিলে শ্রুতি-নিন্দা হইয়া পড়ে এবং সেই অধিকারও কোন মানব বা মহামানবের নাই; কারণ শ্রুতি-প্রমাণ অপৌরুষেয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

'ব্যবহারিক ও পারমার্থিক প্রামাণ্যবাদে'র প্রমাণ কোথায় ?

কেবলাদ্বৈত-মতবাদিগণের কেহ কেহ আরও বলেন,—"ভেদাভেদ-বাদী বৈদান্তিক আচার্যগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির উপন্যাস

করিয়াছেন। এই অচিন্ত্যশক্তির স্বরূপ ও স্বভাব কি? তাহা আমরা তাহাদের দর্শনে স্পষ্ট দেখিতে পাই না। ব্রহ্মের এই অচিন্ত্যশক্তি যদি অদ্বৈতবেদান্তীর অনির্বাচ্য মায়াশক্তির স্থানীয় হয়, তবে শক্তির ঐরূপ অচিন্ত্যতা স্বীকার করায় এই মতবাদ অলক্ষিতভাবে মায়াবাদেরই কুক্ষিগত হইয়া পড়ে না কি?" *

কেবলাদ্বৈতবাদীর আর একটি আক্ষেপ—'অনির্বাচ্য ও অচিন্ত্য' পর্যায়-শব্দ!

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'টীকায়, শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুপাদ 'সন্দর্ভে' ও 'সর্বসম্বাদিনী'তে অচিন্ত্যশক্তির সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট শ্রৌত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বর্তমান প্রবন্ধে অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার পরে কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাচ্ছন্ন মনোভাব-প্রসূত ঐরূপ উক্তির কোন মূল্যই নাই। অচিন্ত্যশক্তির স্বরূপ ও স্বভাব-সম্বন্ধে সকল বৈষ্ণবাচার্যই একবাক্যে, এমন কি, আচার্য শ্রীশঙ্কর পর্যন্ত 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাকালে তাঁহার ভাষ্যে পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন যে, যাহা শব্দমূলক বা শ্রুতিগম্য অথচ জীবের খণ্ডিত চিন্তার অগম্য, তাহাই 'অচিন্ত্য'। যাহা শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর, তাহাই 'অচিন্ত্য'—ইহাই শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ অতি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-পাদও তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'আত্মনি চৈবং' ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায়ও শ্রীমধ্বাচার্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণ অচিন্ত্যশক্তির 'স্বরূপ' ও 'স্বভাব' স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। অচিন্ত্যশক্তি শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর, শব্দমূলক ও শ্রুতিসিদ্ধ; কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তীর 'অনির্বাচ্য মায়া' তাহা নহে।

'অচিন্ত্য' অর্থে 'অনির্বাচ্য' নহে, শব্দপ্রমাণ-বেদ্য

---

* 'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ' (১ম খণ্ড)—ডাক্তার আশুতোষ শাস্ত্রী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্করণ, ১৯৪২

শ্রুতি-স্মৃতি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন,—'মায়া ব্রহ্মের শক্তি'; কিন্তু শঙ্করাচার্য তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই; স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া স্থাপন করা যায় না এবং সেইজন্য তিনি যেইভাবে ব্রহ্মের 'অদ্বয়ত্ব' স্থাপন করিতে চাহেন, সেইভাবে অদ্বয়ত্ব স্থাপিতও হয় না; আবার মায়াকে স্বীকার না করিলে জগতের মিথ্যাত্বও প্রতিপন্ন হয় না। কিন্তু মায়া কি, তাহা শঙ্করাচার্য বলেন নাই; কেবল বলিয়াছেন,—'মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে।' অর্থাৎ মায়ার অস্তিত্ব আছে, একথাও বলা চলে না (বলিলে দ্বিতীয় একটী তত্ত্ব অথবা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিতে হয়), মায়ার অস্তিত্ব নাই, একথা বলাও সঙ্গত হয় না (বলিলে মায়াদ্বারা জগতের যে মিথ্যাত্ব তিনি স্থাপন করিতে চাহেন, তাহাই মিথ্যা হইয়া যায়)। শ্রীশঙ্করাচার্য

'অনির্বাচ্য-বাদে'র অসঙ্গতি

এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া শ্রুতি-স্মৃতিতে মায়ার স্বরূপ ও স্বভাব-সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ থাকাসত্ত্বেও মায়াকে 'অনির্বাচ্যা' বা যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না,—এইরূপ এক অভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব করিয়াছেন। এইজন্য মায়াবাদের আর একটী নাম—'অনির্বাচ্যবাদ।' "অনির্বাচ্যবাদ, এই একটী শব্দই মায়াবাদের যথার্থ পরিচয় দিতে সমর্থ " * কিন্তু যাহা 'বাচ্য', তাহা যেরূপ একটী বস্তু; যাহা 'অনির্বাচ্য' তাহাও তেমন একটী বস্তু। শঙ্করাচার্য মায়াকে স্বীকার করিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী বস্তু স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে 'জ্ঞান-স্বরূপ' ও মায়াকে 'অজ্ঞান' বলায় ব্রহ্মের সহিত মায়ার 'বিজাতীয়ভেদ' কার্যতঃ মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং আচার্য শঙ্করের 'ব্রহ্ম' আর সর্ববিধ ভেদ-শূন্য 'অদ্বয়তত্ত্ব' নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক আচার্যগণের ব্রহ্মের স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী শ্রুতিসিদ্ধা নিত্যা অবিচিন্ত্যশক্তি

* মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ-কৃত 'মায়াবাদ' প্রবন্ধ (বিশ্বভারতী-সং, ২৮ পৃষ্ঠা)

অনির্বাচ্যা নহে ; তাহা শ্রুতিবাচ্যা, শব্দমূলা, বেদগম্যা, বিদ্বদনুভবলব্ধা, বেদদৃকের নিত্য প্রত্যক্ষীকৃতা। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধা ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক আচার্যগণ স্বকপোল-কল্পিত অভিসন্ধিমূলক অনির্বাচ্যবাদ বা মায়াবাদের (অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে) কুক্ষিগত হইয়া পড়েন নাই।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

ভেদ ও অভেদ

দুইটি নিরপেক্ষ-তত্ত্বে পরস্পর ভেদ হয়। একটি বস্তু যখন আর একটি বস্তুর কোনই অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ স্বতন্ত্র-ভাবে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে, তখন তাহাদের মধ্যেই 'ভেদ' ; যেমন, একটি মনুষ্য ও একটি পর্বত—এই দুইটি বস্তু পরস্পর নিরপেক্ষ।

ভেদের ত্রিবিধ-শ্রেণী

'ভেদ' তিন শ্রেণীর—'সজাতীয়', 'বিজাতীয়' ও 'স্বগত'। এক বস্তুর সহিত আর এক সমজাতীয় বস্তুর যে 'ভেদ,' তাহাই 'সজাতীয়' ভেদ ; যেমন, আম-গাছ হইতে জাম-গাছের ভেদ। এক বস্তুর সহিত অপর এক ভিন্ন-জাতীয় বস্তুর যে 'ভেদ', তাহা 'বিজাতীয়' ভেদ ; যেমন, বৃক্ষ হইতে পর্বত, মনুষ্য-প্রভৃতির ভেদ। একই সমগ্র বস্তু বা অংশীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর যে 'ভেদ', তাহা 'স্বগত' ভেদ ; যেমন, একই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল-প্রভৃতির 'ভেদ'।

'ব্রহ্ম'—অন্য-নিরপেক্ষ 'স্বয়ংসিদ্ধ' বস্তু। ব্রহ্মের অতিরিক্ত এমন কোন বস্তুর যদি অস্তিত্ব থাকে, যাহা নিজের উৎপত্তি, স্থিতি-প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মের কোনই অপেক্ষা রাখে না, তবে সেইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুরই ব্রহ্মের সহিত ভেদ' হইবে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—"অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশা-তাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ।" (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ৩৩ অনুঃ) যে বস্তুটি আপনা-আপনিই সিদ্ধ হয়, নিজের শক্তিতেই নিজে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া অবস্থান করিতে পারে, তাহাকে 'স্বয়ংসিদ্ধ' বা 'অন্যনিরপেক্ষ' বলে। * 'পরতত্ত্ব' সর্বপ্রকারে 'স্বয়ংসিদ্ধ' অদ্বয়তত্ত্ব। তাঁহার সদৃশ একমাত্র 'তিনি'ই; জীব 'তাদৃশ' অর্থাৎ একই চিজ্‌জাতীয় হইলেও 'ব্রহ্মে'র ন্যায় 'স্বয়ংসিদ্ধ' নহে। 'প্রকৃতি', 'কাল' প্রভৃতি তত্ত্বগুলি—জড়বস্তু, 'অতাদৃশ'; ইহারাও 'স্বয়ংসিদ্ধ' হইতে পারে না; ইহারা নিজেদের অস্তিত্ব-প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে।

পরতত্ত্ব—স্বয়ংসিদ্ধ অদ্বয়তত্ত্ব

ব্রহ্মের তটস্থাশক্তি জীব; চিচ্ছক্তি সন্ধিনীর বিলাস শ্রীভগবদ্ধাম ও সন্ধিনীশক্তিপরিণত অনন্ত ভগবৎস্বরূপ ও পরিকর। ব্রহ্ম যদ্রূপ চিদ্বস্তু, তদ্রূপ ইঁহারাও চিদ্বস্তু অর্থাৎ সমজাতীয়। কিন্তু সমজাতীয় হইলেও ইঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন, পরতত্ত্বেরই অপেক্ষাযুক্ত। এজন্য ইঁহাদের সহিত ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নাই। সুতরাং **ব্রহ্ম সজাতীয়-ভেদশূন্য।**

ব্রহ্ম—সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদশূন্য তত্ত্ব

জড়ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের অচিচ্ছক্তি হইতে জাত। সুতরাং জড়ব্রহ্মাণ্ডের সহিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ হয়। কিন্তু তাহা নহে;

* "স্বয়ংসিদ্ধেতি—আত্মনৈব সিদ্ধং খলু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যতে।" (তঃ সঃ, ৫১ অনুঃ, শ্রীবলদেব-টীকা)

কারণ, ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে। মায়া—ব্রহ্মেরই শক্তি। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ স্থঃ ১।১।২)—ব্রহ্ম হইতেই এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। সুতরাং **ব্রহ্ম বিজাতীয়-ভেদশূন্য।** শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্বসম্বাদিনী'তে বলিয়াছেন,—"তৎস্বরূপ-বস্ত্বন্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরূপত্বান্ন তৈঃ সজাতীয়োঽপি ভেদঃ। ন চাব্যক্তগতজাড্য-দুঃখাদিভির্বিজাতীয়ো ভেদঃ—অব্যক্তস্যাপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ।"

ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ-বস্তু ; তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই ; তাঁহার সমস্তই নিত্য, সত্য, পূর্ণচেতন ও পূর্ণ-আনন্দময় ; তাঁহাতে উপাদানগত কোনও ভেদ নাই। অতএব **ব্রহ্ম স্বগত-ভেদশূন্য।** "তদেবং স্বগতভেদে ত্বপরিহার্যে স্বর্ণরত্নাদিঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্ত্বন্তরাপ্রবেশে-নৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় 'সর্বসম্বাদিনী')—স্বর্ণ কুণ্ডলরূপ ধারণ করিলে স্বর্ণের সহিত কুণ্ডলের 'স্বগত-ভেদ' হইয়াছে, মনে হয়। বস্তুতঃ, উহাতে স্বর্ণ-ব্যতীত অন্য কিছু প্রবেশ করে নাই, উহা স্বর্ণ ই রহিয়াছে। এজন্য উহাতে 'স্বগতভেদ' হয় নাই। কুণ্ডল এখানে একমাত্র স্বর্ণেরই অপেক্ষাযুক্ত। কুণ্ডলের আকার 'স্বয়ংসিদ্ধ' নহে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতিও কদাপি স্বয়ংসিদ্ধ বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-নিরপেক্ষ নহে। সুতরাং এখানেও 'স্বগতভেদ' নাই।

পরতত্ত্বের 'স্বরূপ'-শক্তি, তটস্থাখ্যা 'জীব'-শক্তি ও বহিরঙ্গা 'মায়া'-শক্তি এবং যথাক্রমে ঐসকল শক্তির পরিণতি 'ভগবৎপরিকর,' 'ভগবদ্ধাম,' অনন্ত 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'-জীব ও অনন্ত 'ব্রহ্মাণ্ড'—এই-সকল শক্তি ও শক্তিপরিণত বস্তুর সহিত পরতত্ত্বের যে 'সম্বন্ধ', তাহা লইয়াই দার্শনিক মতবাদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ বলেন,—"শক্তি ও শক্তিমানে আত্যন্তিক ভেদ আছে।"—এই মতবাদ **শ্রীমন্মধ্বাচার্যের 'কেবলভেদ'-বাদ** প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আবার কেহ বলেন,—"ভেদাংশ

'ব্যবহারিক', 'প্রাতীতিক'-মাত্র; পরমার্থতঃ ব্রহ্মের কোন 'শক্তি'ই নাই। ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব এবং শক্তিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন 'ভেদ' স্বীকার করিতে হয়; ব্রহ্ম আর 'অদ্বিতীয়' থাকে না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভেদসমূহ 'ব্যবহারিক'-মাত্র।" —ইহাই **শ্রীশঙ্করাচার্যের 'কেবলাদ্বৈত'-বাদ**। পরমার্থতঃ ইঁহারা 'ভেদ' স্বীকার করেন না। আবার কেহ শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদ' স্বীকার করিয়াও শক্তি স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত, ইহা প্রতিপাদন করেন। ইহা হইতেই **শ্রীরামানুজাচার্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-বাদ** প্রকাশিত। 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ বলিয়া খ্যাপনপূর্বক **শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বাভাবিক 'ভেদাভেদ'-বাদ** স্থাপন করেন। আবার কেহ কেহ তর্কের দ্বারা 'ভেদ'-বাদ বা 'অভেদ'-বাদ স্থাপন না করিয়া, অথবা শক্তি ও শক্তিমানে 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই স্বাভাবিক,—এইরূপও কল্পনা না করিয়া 'শ্রুতার্থাপত্তি'-প্রমাণ বা শব্দমূলক-প্রমাণ-বলে শক্তি ও শক্তিমানের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' স্থাপন-পূর্বক শ্রুতিমন্ত্র ও বেদান্তসূত্র-সমূহের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। ইহাই **গৌড়ীয়বৈষ্ণবের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত**। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দার্শনিকগণ কস্তূরী ও উহার গন্ধ, অগ্নি ও দাহিকা-শক্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত-দ্বারা শক্তিমান্ ও শক্তির সম্বন্ধের কথা বুঝাইয়াছেন। কস্তূরীর গন্ধরূপ শক্তি, আর অগ্নির দাহিকা-শক্তিকে—কস্তূরী বা অগ্নি হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন করা যায় না। এই দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়,—শক্তি ও শক্তিমান্ 'অভিন্ন'। আবার অনেক-সময় কস্তূরী ও অগ্নি লোক-লোচনের বহির্ভূত থাকিয়াও গন্ধ ও উত্তাপ প্রকাশ করে। মৃগনাভির বহির্দেশেও যখন গন্ধের অনুভব হয়, অদৃশ্য অগ্নি হইতেও যখন কোন কোন সময় উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন প্রত্যক্ষ

শক্তিমৎ-পরতত্ত্বের সহিত তাঁহার শক্তি ও শক্তি-পরিণত বস্তুর সম্বন্ধ

বস্তুর সহিত বস্তুশক্তি সম্পূর্ণ 'অভিন্ন' ইহাও বলা যায় না। আবার কস্তূরী ও উহার গন্ধের মধ্যে, অথবা অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদ আছে, ইহা কল্পনা করিলেও উভয়কে দুইটি বস্তু বলিয়া স্থাপন করিতে হয়। জলের 'অম্লজান' ও 'উদকজানে'র মত কস্তূরী ও উহার গন্ধকে দুইটী পৃথক্ উপাদান, সিদ্ধান্ত করিলে গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তূরীর ওজন কমিয়া যাইত। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানে কেবল ভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ উপস্থিত হয়, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ উপস্থিত হয়। নির্দোষভাবে 'কেবল ভেদবাদ' স্থাপন করা যেইরূপ দুষ্কর, 'কেবল অভেদবাদ' স্থাপন করাও সেইরূপই দুষ্কর। এজন্য কোন কোন বৈদান্তিক 'কেবলভেদ' বা 'কেবল অভেদ' সাধনে মানব-চিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া শব্দপ্রমাণমূলক 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বাদ স্বীকার করেন। স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া শক্তির ভেদপ্রতীতি, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদপ্রতীতি হয়। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে 'ভেদ' ও 'অভেদ' এবং এই 'ভেদাভেদ' 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বা তর্কের অগম্য ব্যাপার—এই 'সিদ্ধান্ত' স্বীকার করিতে হয়। 'ভেদ' ও 'অভেদ' একই সঙ্গে কিরূপে সত্য, 'হাঁ' ও 'না', 'উষ্ণ' ও 'শীতল' একই সঙ্গে কিরূপে সম্ভব, ইহা কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যে একই সঙ্গে বিরুদ্ধ ব্যাপারের অপূর্ব সমন্বয় হয়; ইহা শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, পঞ্চরাত্র সমস্বরে প্রতিপাদন করেন। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ বিরুদ্ধ সম্বন্ধটি শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর—শব্দ-প্রমাণ-গম্য; উহা কোন জীব-যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। ইহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বাদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম।

শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-প্রভৃতি শাস্ত্রে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-রত্নটি মধ্যমণির ন্যায় প্রোজ্জ্বল রহিয়াছে। এইজন্যই কি আচার্য শ্রীশঙ্কর, কি শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদ, কি শ্রীনিম্বার্কাচার্য, এমন কি, কেবলভেদবাদী শ্রীমন্মধ্বাচার্যও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ'-সম্বন্ধকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং অচিন্ত্য-শব্দের তাৎপর্যকেও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ঔড়ুলোমি ও আচার্য ভাস্কর প্রভৃতি আচার্যগণও বিভিন্নভাবে 'ভেদাভেদবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট শ্রীকাশীধামে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' খ্যাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ শিক্ষা-শিষ্য শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' দেখাইয়াছেন যে, আচার্য শ্রীশঙ্কর কার্যতঃ 'ভেদা-ভেদবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। *

---

* "**পরব্রহ্মণোঽভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্যবত্ত্বাৎ**। অংশ-ত্বাদিনা ভিন্না অপি, অত্রাপি পূর্বোক্তং রবেরংশব ইত্যাদি দৃষ্টান্তত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্। **যথা রব্যাদেঃ সকাশাদংশ্বাদয়ঃ প্রকাশকত্বাদি-তত্তদ্ গুণযোগাদভিন্নাঃ, অংশত্বেন নানাত্বাদ্যব্যাপ্ত্যা (নানাত্বাদিনাপ্যভিন্না) ভিন্নাশ্চ তথেতি**। অতঃ স নিত্যসিদ্ধো ভেদস্তিষ্ঠেদেব। এবং সত্যেব 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি।' (শ্রীনৃসিংহ-পূর্বতাপনীয়োপনিষৎ ২।৪।১৬, শাঙ্করভাষ্যম্ ১) ইতি

১ "অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" (উপনিষৎ)-সূত্রের শাঙ্করভাষ্য—"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমন্তীত্যনুষঙ্গঃ" (Asiatic Society of Bengal edition, edited by রামময় তর্করত্ন, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ 1871. এবং মহেশ-পাল-সংস্করণ ১৮৮৯; "মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমন্তীত্যনুষঙ্গঃ" (আনন্দ-প্রেস্-সংস্করণ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ)।

সচ্চিদানন্দত্ব-প্রভৃতি ব্রহ্মের তুল্য ধর্মের বিদ্যমানতায় জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যদিও জীব পরব্রহ্মের অংশত্ব-প্রভৃতি ধর্মদ্বারা ভিন্ন। এখানেও পূর্বকথিত সূর্যের কিরণ, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ও সমুদ্রের তরঙ্গ—এই তিনটি উদাহরণ দেখিতে হইবে। যেমন সূর্যাদি হইতে তাহার কিরণাদি প্রকাশকত্ব-প্রভৃতি সেই সেই গুণের যোগহেতু অভিন্ন, আবার পূর্ণবস্তুর অংশতাহেতু বহুবিধত্ব-প্রভৃতির দ্বারা অব্যাপ্য এবং ভিন্নও বটে। অতএব সেই নিত্যসিদ্ধ ভেদ থাকেই। অবস্থানটি এইরূপ হওয়ায় ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য-পাদের—"মুক্তগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন।"—এই বাক্য সঙ্গত হয়। আরও, 'হে মহামুনে (শ্রীশুকদেব)! মুক্ত ও সিদ্ধগণের কোটি-কোটি-সংখ্যকের মধ্যে একমাত্র নারায়ণনিষ্ঠ, অতএব প্রশান্তচিত্ত একটি জীবও অতীব দুর্লভ।' (ভাঃ ৬।১৪।৫) ইত্যাদি মহাপুরাণের বাক্যগুলিও সঙ্গতি লাভ করে। নতুবা, মুক্তিতে ব্রহ্মে লয়ের দ্বারা একত্ব লাভ করিলে কেই-বা স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিতে পারে? কে-বা ভক্তিদ্বারা নারায়ণনিষ্ঠ হইতে পারে? কারণ, তাহাতে কোনরূপেও জীবের পৃথক্ সত্তার

শ্রীশঙ্করাচার্য-ভগবৎপাদানাং বচনম্। তথা 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥' (ভাঃ ৬।১৪।৫) ইত্যাদীনি মহাপুরাণাদি-বচনানি চ সঙ্গচ্ছন্তে। অন্যথা মুক্ত্যা ব্রহ্মণি লয়েনৈক্যে সতি কো নাম লীলয়া বিগ্রহং করোতু? কো বা ভক্ত্যা নারায়ণপরায়ণো ভবতু? কথমপি পৃথক্‌সত্তাবশেষাভাবাৎ। ন চ বক্তব্যম্—তদ্বচনানি জীবন্মুক্তবিষয়াণীতি। যতো জীবন্মুক্তানাং স্বত এব দেহস্য বিদ্যমানত্বাদ্ বিগ্রহং কৃত্বেত্যুক্তির্ন সঙ্গচ্ছতে। তথা 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্' ইতি পদদ্বয়-নির্দেশোঽপি। অত্র চ পাদ্মকার্তিক-মাহাত্ম্যোক্তৌ ভগবতি লয়ং প্রাপ্তস্যাপি নৃদেহস্য মহামুনেঃ পুনর্নারায়ণরূপেণ প্রাদুর্ভাবঃ, তথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দশীব্রতপ্রসঙ্গে কথিতঃ, ভগবতি লীনস্যাপি বেশ্যাসহিতস্য বিপ্রস্য পুনঃ সভার্য-প্রহ্লাদরূপেণাবির্ভাব ইত্যাদ্যনেকোপাখ্যানমন্যচ্চ পরং প্রমাণমনুসন্ধেয়মিত্যেষা দিক্।" (শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতম্ ২।২।১৮৬)।

অবশেষ থাকে না। আবার এই বাক্যগুলি জীবন্মুক্ত জীবসম্বন্ধীয়, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু জীবন্মুক্তগণের আপনা হইতে দেহের অস্তিত্ব থাকায় 'বিগ্রহ ধারণ করিয়া' এই উক্তি এবং 'মুক্তগণের ও সিদ্ধ-গণের' এই পদদ্বয়ের নির্দেশ সঙ্গত হয় না। পদ্মপুরাণের কার্তিক-মাহাত্ম্যের বাক্যে ভগবানে লীন হইলেও নরদেহাশ্রিত মহামুনির পুনরায় নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভাব এবং বৃহন্নৃসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দশীর-ব্রতের বর্ণন-প্রসঙ্গে ভগবানে লয়প্রাপ্ত বেশ্যাসমন্বিত বিপ্রের আবার ভার্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভাব, ইত্যাদি অনেক উপাখ্যান এবং অপরাপর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ অনুসন্ধানযোগ্য।

যেমন সমুদ্রের একপ্রদেশ হইতে উদ্ভূত তরঙ্গ একাংশে লয় পায়, ঐ **তরঙ্গ জলময়ত্ব-প্রভৃতি গুণদ্বারা সমুদ্রের সহিত অভিন্ন** হইলেও **সমুদ্রের গম্ভীরতা ও রত্নাকরত্ব-প্রভৃতি গুণের অভাববশতঃ পার্থক্য** লাভ করে, কেবল সমুদ্রে লীন হওয়ায়, পৃথগ্‌রূপে দর্শনের অযোগ্য হওয়ায় ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐ তরঙ্গ সমুদ্রের স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয়; সেইরূপ নিজের কারণ ব্রহ্মের তেজঃ-প্রভৃতি-স্থানীয় অংশমধ্যে মুক্তিকালে লীয়মান জীবগণ ব্রহ্মের ঐক্যপ্রাপ্ত, এইরূপ কথিত হয়; কিন্তু জীবগণের স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধতাহেতু অনন্ত-সুখঘনব্রহ্মত্বের প্রাপ্তি বলা হয় না। অতএব **মুক্তিতেও ব্রহ্ম ও জীবের পৃথগ্‌ভাবে দর্শনের অভাবে অভিন্নতা এবং কোন অংশে পরিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান হওয়ায় ভিন্নত্বও** উক্ত হয়। অতএব কোনও মুক্তজীবের শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষে ভক্তিসুখের আস্বাদনার্থ সচ্চিদানন্দ শরীর ধারণ করিবার জন্য পুনরায় পৃথক্‌সত্তার লাভ সম্ভব হয়, ইহা প্রথমেই নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপেই 'হে প্রভো! ভেদের বিনাশ হইলে আমি আপনার, আপনি আমার নহেন, যেহেতু **তরঙ্গ সমুদ্রেরই, সমুদ্র কদাপি তরঙ্গের নহে।'** ভগবান্ **শ্রীশঙ্করাচার্য-**

চরণের ভেদাভেদ-বিচারদ্বারা বর্ধিত এই বচন সুষ্ঠুভাবে প্রামাণিক হইতেছে। অবিদ্যাজনিত জীবত্বের ভেদ বিনষ্ট হইলেও 'তোমার'ই (তব) এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করায় তদীয়ত্বে পুনরায় ভেদের সিদ্ধি হইতেছে। নতুবা, পরম ঐক্যবিচারে 'প্রভো! আমি তোমার' এইরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না। তাৎপর্য এই—যেমন পরিচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহসমূহ সমুদ্রে মিলিত হইলেও অপরিচ্ছিন্ন ও বিচিত্ররত্নময় সমুদ্রত্বপ্রাপ্তি তাহাদের সম্ভব নহে, কেবল বাহ্যসত্তার লোপহেতুই সমুদ্রতার প্রাপ্তি বুঝায়। *

* "যথা সমুদ্রস্য প্রদেশাদেকস্মাদেব জায়মানাস্তরঙ্গা একস্মিন্নেব দেশে লীয়মানা জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্না গাম্ভীর্য-রত্নাকরত্বাদি-গুণাভাবাদ্‌ভিন্নাশ্চ, কেবলং তস্মিঁল্লয়াৎ পৃথক্‌ত্বেনাদৃশ্যমানা ঐক্যং গতাঃ সমুদ্রস্বরূপং প্রাপ্তা ইত্যুচ্যতে; তথা স্বকারণে ব্রহ্মাংশে তেজআদি-স্থানীয়ে মুক্ত্যা লীয়মানা জীবা ব্রহ্মৈক্যং গতা ইত্যুচ্যতে, ন ত্বপরিচ্ছিন্নসুখঘনব্রহ্মতাপ্রাপ্তিস্তেষাং স্বভাবেনৈব পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। অতো **মুক্তাবপি পৃথগদর্শনাদভিন্নত্বং** কস্মিংশ্চিদ্‌ভাগে **পরিচ্ছিন্নত্বেন লীনতয়াবস্থানাদ্‌ভিন্নত্বঞ্চ**। অতএব কস্যচিন্মুক্তস্য শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষেণ ভক্তিসুখায় সচ্চিদানন্দ-শরীরধারণার্থং পুনঃ পৃথক্‌সত্তাবাপ্তিঃ সম্ভবতীত্যাদাবেব নিরূপিতম্। এবং সত্যেব 'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥' ইতি **শ্রীভগবচ্ছঙ্করপাদানাং ভেদাভেদন্যায়োপবৃংহিতবচনং** সম্যগুপপদ্যতে; অবিদ্যাকৃতজীবত্বভেদে বিনষ্টেঽপি তদীয়ত্বেন পুনর্ভেদস্য সিদ্ধেঃ। অন্যথা পরমৈক্যাপত্ত্যা 'নাথ! তবাহম্' ইত্যাদ্যুক্তির্নৈব সঙ্গতা স্যাদিতি দিক্। অত্র চেদং তত্ত্বম্,—যথা হি পরিচ্ছিন্নানাং নদীপ্রবাহাণামপরিচ্ছিন্ন-বিচিত্র-রত্নাদিময়-সমুদ্রত্বাপত্তির্ন সম্ভবতি, কেবলং বহিঃসত্তালোপেনৈব সমুদ্রতাবাপ্তিরুচ্যতে।" (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৯৬)

তৃতীয় প্রসঙ্গ

শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীশ্রীজীবপাদের মতের তুলনা

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব। আচার্য শঙ্কর বলেন,—

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥*

ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চতর ও ব্রহ্মের সমকক্ষ দ্বিতীয় তত্ত্ব যেরূপ অপর কিছুই নাই, সেরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা নিম্নস্তরের তত্ত্বও (জীব ও জগৎ) অপর কিছুই থাকিতে পারে না। কারণ, তাহাতেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয়। জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম অপেক্ষা নিম্নস্তরীয়, ব্রহ্মান্তর্ভুক্ত বা ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করা অনিবার্য হয়। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জীব ও জগৎ মিথ্যা।

ব্রহ্ম—সত্য ; জীব-জগৎ—মিথ্যা

শঙ্করাচার্যের মিথ্যা-শব্দের অর্থ—যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, অথচ পরে বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় ; যেমন—রজ্জুতে সর্পভ্রম। ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্পই প্রত্যক্ষ করে এবং যে-কাল পর্যন্ত এই ভ্রমটি স্থায়ী হয়, সে-কাল পর্যন্ত তাহার সর্প-প্রতীতিই থাকে, কিন্তু রজ্জুজ্ঞানোদয়ের পর সর্প বাধিত হয় অর্থাৎ 'অসত্য' বলিয়া অনুভূত হয়। অতএব ভ্রম-কালীন সর্প আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ-প্রভৃতির ন্যায় অলীক বা অসৎ নহে। অতএব শঙ্করের মতে জীব ও জগৎ মিথ্যা; কিন্তু অলীক বা অসৎ নহে।

শ্রীশঙ্করের মিথ্যা-শব্দ

---

* 'ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা' ২২ সংখ্যা (১৪৪ পৃঃ), 'শঙ্কর-গ্রন্থরত্নাবলী' ১ম ভাগ—অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত —এই ত্রিবিধ-ভেদ-রহিত। যাহা ত্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তাহা নির্গুণ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা গুণরহিত। কারণ, ব্রহ্ম যদি সর্বভেদশূন্য হন, তাহা হইলে তাঁহাতে গুণজ ভেদও থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ গুণের দ্বারা দ্রব্য সীমাবদ্ধ হয়। ব্রহ্মে গুণবিশেষের আরোপ করিলে তিনি সসীম হইয়া পড়েন। এইজন্য শঙ্করের মতে অনন্ত, অসীম ব্রহ্ম—নির্গুণ। তবে যে শ্রুতিতে অনেক স্থলে ব্রহ্ম সগুণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই বর্ণনা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত অর্থাৎ তাহা ঈশ্বর-বিষয়ক, পরব্রহ্ম-বিষয়ক নহে।

ত্রিবিধ-ভেদহীন ব্রহ্ম—বিশেষণ বা গুণরহিত

শঙ্করের মতে * ব্যবহারিক-স্তরে মায়িক-উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনি জগতের সৃষ্টি-কর্তা, পালয়িতা ও ধ্বংসকর্তা। তিনি জীব হইতে ভিন্ন, জীবের উপাস্য দেবতা, নানাগুণ-বিভূষিত। বস্তুতঃ পারমার্থিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম মায়াশক্তিমান্ বা স্রষ্টা নহেন। তিনি—নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন। সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরও মিথ্যা মায়ামাত্র। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রে কথিত জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের 'স্বরূপ লক্ষণ' নহে, উহা 'তটস্থ লক্ষণ'।

সগুণ ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-বিধাতা ঈশ্বর

সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপত্বই ব্রহ্মের 'স্বরূপ লক্ষণ'। ব্রহ্ম—সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত, সর্ববিধ-বিকার-রহিত। ব্রহ্ম—চিৎ অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। (১) জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞাতার গুণবিশেষ; নির্গুণ ব্রহ্মে কোনরূপ গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। (২) জ্ঞাতৃত্ব কর্মবিশেষ, সুতরাং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কোনপ্রকার ক্রিয়ার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। (৩) জ্ঞাতৃত্ব,

ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ ও আনন্দ; জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন।

* ব্রঃ সূঃ—১।১।২, ২০; ২।১।১৪ শাঃ ভাষ্য (কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত সংস্করণ, ১৯২৮ খৃঃ)

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান; নির্বিশেষ বা ত্রিবিধ-ভেদরহিত ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদের প্রসঙ্গই হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম **জ্ঞান-মাত্র, জ্ঞাতা নহেন।** ব্রহ্ম—**আনন্দ** অর্থাৎ যাবতীয়-ক্লেশরহিত। ব্রহ্ম অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া **নিষ্ক্রিয়।** ক্রিয়াই পরিণাম বা পরিবর্তনের জননী; যেমন বয়নক্রিয়ার দ্বারা কর্তা তন্তুবায় ও কর্ম তন্তুর পরিণাম ও পরিবর্তন হয়।

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, কিন্তু পরিণাম নহে। সর্প রজ্জুর, মুক্তা শুক্তির বিবর্ত; দধি দুগ্ধের, ঘট মৃত্তিকার পরিণাম। দুগ্ধ ও দধি, ঘট ও মৃত্তিকা উভয়ই বাস্তব ও সত্য; কিন্তু রজ্জুতে সর্প ও শুক্তিতে মুক্তা-ভ্রম-রূপ বিবর্ত, বাস্তব সত্য নহে। ব্রহ্ম জীব ও জগতে পরিণত হন না। **রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জীব ও জগদ্-ভ্রমরূপ বিবর্ত হয়,—ইহা মিথ্যা বা মায়া।** মহামায়াবী ব্রহ্ম মায়া-শক্তির দ্বারা মিথ্যা-জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবদিগকে ভ্রান্ত করিতেছেন, ইহা মায়া-উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে জীবগণের কর্মানুসারিণী ক্রীড়া বা লীলা। ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা, পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা নহে।

জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

মায়া—অনির্বচনীয়া। মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে; ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়, ইহা সনাতনী, ইহা ভাবরূপী কোন একটি বস্তু; ত্রিগুণাত্মক ও জ্ঞান-বিরোধী। "সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্য মিথ্যাভূতা সনাতনী, **সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং** ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি **ভাবরূপং** যৎকিঞ্চিৎ।" * পারমার্থিক সৎ—একমাত্র ব্রহ্ম। মায়া ও জগৎ সেরূপ সৎ নহে; কারণ, সৎ কখনও বাধিত হয় না। আবার তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ বা

মায়া—সদসদ্বিলক্ষণ ভাবরূপ

* 'বেদান্তসারঃ' (সদানন্দ যোগীন্দ্র-কৃত, নির্ণয়সাগর প্রেস্, ১৯২৫ খৃঃ, ৪র্থ সংস্করণ, ৬ অনুচ্ছেদ)

অলীকও নহে। কারণ, অসৎ কখনও প্রত্যক্ষীভূত হয় না। অতএব মায়া বা জগৎ সৎ-অসৎ-বিলক্ষণ ও অনির্বচনীয়। এই জন্যই শঙ্করের মতবাদকে 'মায়াবাদ', 'বিবর্তবাদ' ও 'অনির্বচনীয়বাদ'-প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

পারমার্থিক-দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং সেইরূপে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, পরিচ্ছিন্ন (অণু) ও অসংখ্য ; কিন্তু পারমার্থিক অনুভূতিতে জীব স্বয়ংব্রহ্মরূপে শুদ্ধ চিৎ অথবা চিন্মাত্র, জ্ঞানমাত্র ; জ্ঞাতা নহে। অতএব জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও অগণিতত্ব—মায়িক-উপাধিজাত ; তাহা নিত্যসিদ্ধ নহে। নিজ কর্মবশে জীব উপাধির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সংসার ভ্রমণ করে। যেরূপ নির্মল স্ফটিক-পাত্রে রক্ষিত জবা-পুষ্পের রক্তবর্ণ স্ফটিক-পাত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে শুভ্র নির্মল স্ফটিকও রক্তবর্ণ দেখায়, সেরূপ জড়ের স্বভাব অর্থাৎ **জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব-প্রভৃতি** ধর্ম **শুদ্ধ নির্মল ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত হইলে** আত্মাও জ্ঞাতা, ভোক্তা-প্রভৃতি-রূপে প্রতিভাত হয় ; কিন্তু যদ্রূপ শুভ্র নির্মল স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তদ্রূপ আত্মা (ব্রহ্ম) জ্ঞাতা, ভোক্তা ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। এই মত-বাদ **'প্রতিবিম্ববাদ'** নামে খ্যাত।

প্রতিবিম্ববাদ

শঙ্করাচার্যের মতে—**জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র, পরিণাম নহে।** শঙ্কর বলেন,—'জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিলে ব্রহ্মের বিকার উপস্থিত হয় ; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ তাহাতে জগতের সত্যতা স্থাপিত হয় ; কারণ, দুগ্ধের বিকার দধি দুগ্ধের ন্যায় সত্য, উহা ভ্রম নহে। ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব রক্ষা করিতে হইলে জগতের মিথ্যাত্ব ও জীবব্রহ্মের অভেদত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এজন্য শঙ্কর পারমার্থিক-দৃষ্টিতে

জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত

জগৎকে মায়া অথবা ভ্রম-মাত্র বলিয়াছেন ; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম বা কার্য এবং ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ।

উপাধিযুক্ত জীব ভেদকল্পনাকারী, পরমার্থেজীব ও জগৎ পৃথক্ তত্ত্ব নহে

শঙ্করাচার্যের মতে—পারমার্থিক-দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, অজ্ঞানবশতঃ জীব উপাধিযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম ও অন্যান্য জীব হইতে নিজের ভেদ কল্পনা করে। যেরূপ একটি ঘটস্থ আকাশ, অপর একটি ঘটস্থ আকাশ এবং বহিঃস্থ মঠব্যাপী আকাশ হইতে প্রকৃতপ্রস্তাবে অভিন্ন হইলেও ঘটরূপ উপাধিদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঘট বা উপাধি দুইটি ভগ্ন হইলেই সেই ঘট-দ্বয়স্থ আকাশ ও মঠব্যাপী মহা-কাশে কোন ভেদ থাকে না ; সেরূপ এক জীব অপর জীব হইতে এবং ঈশ্বর হইতে নিজেকে ভিন্ন মনে করে, কিন্তু দেহ-ইন্দ্রিয়রূপ উপাধির বিনাশ হইলে চৈত্রের আত্মা, মৈত্রের আত্মা ও পরব্রহ্মরূপ মহাকাশে আর কোনরূপ ভেদ থাকে না।

শঙ্করাচার্য ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে জীবকে ঈশ্বর অর্থাৎ **মায়া-উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের সহিত 'ভিন্নাভিন্ন' বলেন।** ঈশ্বর কারণ, জীব ও জগৎ তাঁহার কার্য ; কারণ ও কার্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। কার্য কারণাত্মক বলিয়া কার্যের সহিত কারণের অভেদ, আর কারণ কার্যাতিরিক্ত বলিয়া কারণের সহিত কার্যের ভেদ।

অজ্ঞানাবৃত জীব রজ্জুতে সর্প-কল্পনার ন্যায় **ব্রহ্মে জগৎ কল্পনা** করে। কল্পিত সর্প যেরূপ প্রকৃতপ্রস্তাবে রজ্জু ব্যতীত আর কিছুই নহে, মিথ্যা জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে ; অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; জীব ও জগৎ মিথ্যা।

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে—পরব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়-তত্ত্ব; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণও পরতত্ত্বকে 'এক ও অদ্বিতীয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। শ্রুতি ও সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ (অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণ)। সেই প্রমাণবলেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্মকে 'এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব'রূপে স্বীকার করিয়াও প্রতীতিভেদে তাঁহার বিভিন্ন আখ্যা ও স্বরূপের বিচিত্রতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীজীব-পাদের মতের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১)—ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় তত্ত্ব। এই শ্রুতিমন্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১) বলেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' বলেন, তাহাই প্রতীতিভেদে বেদান্তিগণের দ্বারা 'ব্রহ্ম', যোগিগণের দ্বারা 'পরমাত্মা' ও ভক্তগণের দ্বারা 'ভগবান্' এই নামে কথিত হন।

শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—'পরব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ বা বিশেষ-রহিত।' শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—**স্বয়ংসিদ্ধ 'সজাতীয়'-ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ 'বিজাতীয়'-ভেদশূন্য ও স্বয়ংসিদ্ধ 'স্বগত'-ভেদশূন্য বলিয়াই ব্রহ্ম 'অদ্বয়তত্ত্ব'।** ব্রহ্মের স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা শক্তি আছে বলিয়াই তিনি খণ্ডিততত্ত্ব হন নাই; তিনি নিত্যসিদ্ধ 'অদ্বয়তত্ত্ব'।

যদিও শ্রুতি-স্মৃতি* একবাক্যে মায়াকে ব্রহ্মের 'শক্তি' বলিয়াছেন, তবু শ্রীশঙ্করাচার্য তাহা স্বীকার করেন নাই। মায়া কি তত্ত্ব, তাহা তিনি

---

* "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০)
"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" (শ্বেঃ ৬।৮)
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" (গীঃ ৭।১৪)

নির্দেশ না করিয়া তাহাকে 'অনির্বাচ্যা' অর্থাৎ 'যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না'—এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীশঙ্কর মায়াকে 'অজ্ঞান' বলিয়াছেন; আর ব্রহ্মকে 'জ্ঞানস্বরূপ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, মায়া ব্রহ্মের বিজাতীয় স্বরূপ হয়। শঙ্করাচার্য মায়াকে অস্বীকার করিতে না পারিয়া কার্যতঃ ব্রহ্মের একটি বিজাতীয় ভেদ স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং, শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মে কার্যতঃ সর্ববিধ-ভেদশূন্য অদ্বয়তত্ত্ব নাই।

শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ভাব-বস্তুতেই শক্তি থাকিবে, শূন্যই একমাত্র শক্তিহীন। অতএব ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিয়া আচার্য শঙ্কর জীব ও জগৎকে 'শূন্য'-পর্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এজন্যই তাঁহার মতবাদকে বৌদ্ধগণের 'শূন্য-বাদে'র* 'প্রচ্ছন্নরূপ' বলা হইয়াছে।

শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি, যাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিয়াছেন এবং শক্তিকে অস্বীকার করিবার জন্য অনেক শ্রুতিমন্ত্রকে স্বকপোলকল্পনাবলে (শ্রুতির প্রমাণদ্বারা সমর্থিত নহে) ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক বলিয়া 'লক্ষণাবৃত্তি'র আশ্রয়ে অযথা ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রজ্জু ও শুক্তির উদাহরণের সার্থকতা কোথায়?

আচার্য শ্রীশঙ্কর 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম', 'শুক্তিতে রজত-ভ্রমে'র দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী সেই-সকল যুক্তির মধ্যেই শ্রীশঙ্করাচার্য যে অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা

---

* বৌদ্ধ মহাযানে মায়াবাদের প্রচুর প্রচার দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ মায়াবাদ 'শূন্যবাদে'র উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎপরবর্তী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ নির্বিশেষ নিঃশক্তিক 'ব্রহ্মবাদে'র উপর স্থাপিত হয়।

দেখাইয়াছেন। রজ্জুর মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহা কেবল 'রজ্জুতে সর্পে'রই ভ্রম জন্মাইতে পারে, 'রজ্জুতে শুক্তি'র ভ্রম জন্মাইতে পারে না; শুক্তির মধ্যেও এমন একটি শক্তি আছে, যাহা কেবল 'শুক্তিতে রজতে'রই ভ্রম জন্মাইতে পারে, রজ্জুর ভ্রম জন্মাইতে পারে না। রজ্জুর বা শুক্তির শক্তির কোন অপেক্ষা না করিয়া অজ্ঞানই যদি কেবল নিজের শক্তিতে ভ্রম জন্মাইতে পারিত, তাহা হইলে বস্তু-নিরপেক্ষভাবে যে-কোন বস্তুতে যে-কোন বস্তুর ভ্রান্তি জন্মাইতে সমর্থ হইত।

শক্তিহীন আনন্দ নিরর্থক

ব্রহ্মকে 'আনন্দ' বা 'আনন্দময়' বলিলেও তাঁহার শক্তি স্বীকার করা হয়। শক্তিহীন কেবল আনন্দ নিরর্থক। আনন্দের মধ্যে সক্রিয়তা-প্রভৃতি শক্তি অনুস্যূত। ব্রহ্মকে 'মহামায়াবী' বলায় আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকে শক্তিমান্ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। নিঃশক্তিক নপুংসক মায়াবী কখনও মায়াশক্তির দ্বারা মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবগণকে ভ্রমগ্রস্ত করিতে পারে না।

শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত —পরব্রহ্ম— শক্তিমান্

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ পরমাত্মসন্দর্ভে (২০ অনুঃ) 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—"ব্রহ্ম—বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি।'—'বৃহত্বাদ্-বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৭)।"—যিনি স্বয়ং 'বৃহৎ' এবং যিনি অপরকেও 'বৃহৎ' করেন, তিনিই 'ব্রহ্ম'। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—পণ্ডিতগণ বৃহত্বহেতু ও সম্বর্ধকত্ব বা পোষকত্ব-হেতু সেই তত্ত্বকে 'পরমব্রহ্ম' বলিয়া জানেন। সুতরাং পরব্রহ্মে অপরকে 'বড়' বা সম্বর্ধন করিবার শক্তি অবশ্যই আছে।

আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (১।১।১) 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ-নিরূপণে বলেন,—"অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবং সর্বজ্ঞং **সর্বশক্তি-**

সমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্য-শুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃংহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ সর্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ।”

শঙ্করও বলেন,—'সর্ব-শক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম' (সূঃ ভাঃ ১।১।১)

—'বৃংহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'ব্রহ্ম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে জানা যায়,—ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সমন্বিত। তিনি সকলের 'আত্মা' বলিয়া ব্রহ্মের 'অস্তিত্ব' প্রসিদ্ধ আছে।

এখানে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিয়া কি ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' বলিয়া ফেলেন নাই? শ্রুতি যাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ ২।৭।২), 'আনন্দং ব্রহ্ম' (বৃঃ ৩।৯।২৮।৭) প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, আনন্দময়তা, রসময়তা, সত্যতা প্রভৃতি কি তাঁহার বিশেষত্ব-বাচক নহে? ব্রহ্ম লীলাময়—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্,' ইহা (২।১।৩৩) বেদান্তসূত্রও বলিয়াছেন। 'স ঐক্ষত' (বৃঃ ১।২।৫), 'সোঽকাময়ত' (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি বহু শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদির (প্রাকৃত নহে) ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ, বিশ্বসৃষ্টির পরেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব হইতে পারে; সৃষ্টির পূর্বেই তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।

এজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ক্রম-সন্দর্ভে (১।১।১) বলিয়াছেন,—“সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ, সোঽস্য মুখ্যার্থঃ, অনেন চ ভগবানেবাভিহিতঃ। স চ স্বয়ংভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।”—

'পরব্রহ্ম'-সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত

সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেই 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রবৃত্তি। **স্বরূপে ও গুণসমূহে 'বৃহৎ'—এ-বিষয়ে তাঁহার সমান ও তাঁহা হইতে অধিক কেহ নাই। ইহাই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ। এই মুখ্যার্থে ভগবান্ই অভিহিত হন।** ভগবত্তায়ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। মহাপ্রভু

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট যে সিদ্ধান্ত কীর্তন করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ তাহাই বলিয়াছেন,—

"'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ—অনূর্ধ্ব-সমান ॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার' ॥
চিদানন্দ—দেহ, তাঁ'র স্থান, পরিবার।
তাঁ'রে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১-১১৩)

ব্রহ্মের যে স্বাভাবিকী পরা শক্তি আছে, ইহার প্রমাণ যদি শ্রুতিতে ('শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ') না থাকিত, তাহা হইলেই মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হইত, নতুবা অর্থসঙ্গতি হইত না। কিন্তু 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি একাধিকশ্রু তিপ্রমাণে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথা-সত্ত্বেও—মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করিবার হেতু পূর্ণভাবে থাকা-সত্ত্বেও—শঙ্করাচার্য সেই শ্রুতিপ্রমাণকে আচ্ছাদন করিয়া গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য বলেন,—'ব্যবহারিকস্তরে মায়াশক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। ব্যবহারিকস্তরে ঈশ্বর অনন্তগুণবিশিষ্ট।' তজ্জন্য শঙ্কর ঈশ্বরকে 'সগুণ ব্রহ্ম' বলেন। শঙ্করাচার্য বলেন,—"আকারবদ্ ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি * * * * উপাসনাবিধি-প্রধানানি।" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪ সূত্রের শঙ্করভাষ্য)। শ্রুতিমন্ত্রে যে-স্থানে সাকার ব্রহ্মের কথা আছে, তাহা উপাসনার সুবিধার জন্য কল্পিত। শঙ্করাচার্যের অনন্ত-গুণবিশিষ্ট যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহা মায়াবিজৃম্ভিত ; সুতরাং সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরও মিথ্যা মায়ামাত্র।

শ্রীশঙ্কর ব্যবহারিক স্তরে মায়াশক্তি ও ব্রহ্মের নামরূপ-গুণ স্বীকার করেন

শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদের টীকা উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—মায়ানিবৃত্তির জন্যই মায়াধীশের উপাসনা। ইহাই শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন,—'আমার এই গুণময়ী, দৈবী মায়া দুর্লঙ্ঘনীয়া; যাঁহারা একমাত্র আমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শরণাগত হন, তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।' মায়ার শরণ গ্রহণ করিলে মায়া অতিক্রম করা যায় না। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, ইন্দ্রজালের (মায়ার) শরণ গ্রহণ করিলে ইন্দ্রজালবিদ্যার মোহ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় না, ঐন্দ্রজালিকের (মায়ীর) অনুগ্রহেই উহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যদি মায়া-উপাধিযুক্ত মিথ্যা হইবেন, তবে তিনি কি করিয়া মায়াবদ্ধ ব্যক্তিকে মায়া হইতে উদ্ধার করিবেন? মিথ্যার উপাসনার দ্বারা, মিথ্যার উপদিষ্ট মিথ্যা-জ্ঞানের দ্বারা কি কখনও সত্যে উপনীত হওয়া যায়?

মায়াচ্ছন্ন তত্ত্বের উপাসনাদ্বারা মায়ানিবৃত্তি অসম্ভব

শ্রীশঙ্করাচার্য * স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ-পূর্বতাপনীয়োপনিষদুক্ত (২।৪।৬) "অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" —এই মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমন্তীত্যনুষঙ্গঃ" † অথবা পাঠান্তরে—**"মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমন্তী**ত্যনুষঙ্গঃ" ‡ মুমুক্ষুগণ, ব্রহ্মবাদিগণ ও মুক্তগণ যদি স্বেচ্ছায় বিগ্রহ

---

* কেহ কেহ বলেন, ইনি আদি শঙ্করাচার্য নহেন, ইনি শৃঙ্গেরি-মঠাধীশ বিদ্যা-শঙ্কর তীর্থ (১২১৮-১৩৩৩ খৃঃ)। Vide 'Annals of the Bhanderkar Oriental Research Institute, Poona'; April-July, 1933; Pp. 174—177. 'Sankaracharya the Great and his followers at Kanchi'—by N. Venkataraman, P. 93.

† R. A. S. B. edition, 1871. ‡ 'আনন্দাশ্রম'-সংস্করণ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ

ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের নমস্কার বিধান অর্থাৎ ভক্তি করেন, তবে সেই অনন্ত-অচিন্ত্য-অতীন্দ্রিয়-গুণশালী [আচার্য শঙ্করের ভাষায় 'নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসমন্বিত' (ব্রঃ স্ূঃ ১।১।১ ভাষ্য)] ব্রহ্ম কি করিয়া মায়া-বিজৃম্ভিত পারমার্থিক নিত্যসত্তাহীন বস্তু হন ? মায়া-মুক্তগণ কেনই বা মায়িক উপাধিযুক্ত মিথ্যা বস্তুর ভজন করিবেন ? মুক্তপুরুষগণের মুক্তাবস্থায় ভজনবিষয়ে বহু বেদ, শ্রুতি, সূত্র ও বেদান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়—'মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে' (সৌপর্ণশ্রুতি)—মুক্তগণও ইঁহাকে উপাসনা করেন। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' (ঋক্‌সংহিতা ১।২২।২০)—দিব্যসূরিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা দর্শন করেন। 'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২)—[মুক্তানামুপসৃপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশান্নির্দেশাৎ] এই বেদান্তসূত্রের অর্থে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—"মুক্তানামেব সতামুপসৃপ্যং ব্রহ্ম" (সর্বসম্বাদিনী)। ব্রহ্ম—মুক্ত সাধুগণের উপসৃপ্য বা গতি।

মুক্তপুরুষগণেরও ভজন-বিষয়ে প্রমাণ

সুতরাং শ্রুতি ও ব্রহ্ম-সূত্রে স্পষ্টভাবে বদ্ধ ও মুক্তজীবের কথা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাঘাত হইতে পারে না। 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১) [ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়]—এই শ্রুতিমন্ত্রকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দার্শনিকগণই পূর্ণ-ভাবে স্বীকার করেন। জীব ব্রহ্মের 'চিৎকণ অংশ', জগৎ ব্রহ্মের 'পরিণাম', ব্রহ্ম জগতের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ হইলেও ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই, অন্যথা নহে ; ইহা বৈষ্ণবদার্শনিকগণ বলেন। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলে সর্বশক্তিমান্ (শঙ্করাচার্যের স্বীকৃত ১।১।১ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য) ব্রহ্মের স্বাভাবিকী বিচিত্রা শক্তির (শ্বেঃ ৬।৮) পরিণতি 'জীব' ও 'জগৎ' থাকিবে না ; তাহা

গৌড়ীয়দর্শনে 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব

হইলে খণ্ড জাগতিক বস্তুর ন্যায় অসীম, অনন্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনন্ত-অবিচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্ম দ্বিতীয়, খণ্ডিত বা বিকারী হইয়া যাইবেন, অত্যন্ত স্থূলদর্শীর ন্যায় এই আশঙ্কা—যুক্তিবিরোধিনী, শ্রুতিবিরোধিনী ও বেদান্ত-বিরোধিনী ত' বটেই। অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তি ব্রহ্মের অদ্বৈতসিদ্ধির জন্য জীব ও জগৎকে মিথ্যা, তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ও নিত্য অনন্তগুণ-সমূহকে ঔপাধিক বা মিথ্যাই বলিতে হইবে, এই স্বকপোলকল্পিত মতবাদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'ব্রহ্মসূত্র' ও তাঁহার অকৃত্রিম-ভাষ্য 'শ্রীমদ্ভাগবত'-রচয়িতা শ্রীব্যাসদেবের বাক্য-(আপ্তোপদেশ)দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন।

শঙ্কর-কথিত মহা-বাক্যের সার্থকতা কোথায় ?

আচার্য শঙ্কর 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০), 'একামেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (মাঃ ২), 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১), 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুঃ ৩।২।৯), 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (কঠ ২।১।১১, বৃঃ ৪।৪।১৯) প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র তাঁহার 'কেবলাদ্বৈতবাদ'-সমর্থনের পক্ষে অনুকূল বলিয়া 'মহাবাক্য'রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ-সূচক বহু মন্ত্র, যথা—'যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি······সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি' (বৃঃ ২।১।২০), 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (মুঃ ৩।১।১, শ্বেঃ ৪।৬), 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং' (কঠ ২।২।১৩, শ্বেঃ ৬।১৩), 'ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১), 'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি' (কঠ ১।২।২২, ২।১।৪), 'সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' (তৈঃ আঃ ১ অনু), 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' (শ্বেঃ ৬।১৬), 'তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (কঠ ২।২৩, মুঃ ৩।২।৩), 'তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং' (শ্বেঃ ৩।১৯), 'নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি' (কেন ৩।৬, ১০), সর্বং হ্যেতদ্

ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ' (মাঃ ২), 'অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধু' (বৃঃ ২।৫।১৪) ইত্যাদি বাক্যকে 'ব্যবহারিক' বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। যদি তিনি কোন শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণের বলে এসকল বাক্যকে 'ব্যবহারিক' বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন, তবে তাহা সর্বমান্য হইত।

শঙ্করভাষ্য স্বকপোল-কল্পিত কেন ?

এইজন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শঙ্করভাষ্যকে 'স্বকপোল-কল্পিত' বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন এবং শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অকাট্য প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, পরতত্ত্ব স্বাভাবিক বিচিত্র-শক্তি-সমন্বিত। তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধা অচিন্ত্যশক্তি-বলে তিনি নিত্য অদ্বয়তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—'আচার্য শঙ্করের কথিত অভেদ-পর শ্রুতিমন্ত্রসমূহ ভেদ-পর-শ্রুতিমন্ত্রের সহিত অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিমান্ ব্রহ্মের বিচিত্রা শক্তির 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সম্বন্ধেরই পোষকতা করে।' শ্রীচৈতন্যদেব উভয়রূপ শ্রুতিমন্ত্রেরই সমান গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়া সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর কেবল স্বীয় যুক্তি ও কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি মন্ত্রকে 'পারমার্থিক' ও কতকগুলিকে 'ব্যবহারিক' বলিয়াছেন। শঙ্করের 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ—'মিথ্যা' অর্থাৎ যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়, পরে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। আচার্য শঙ্কর বিমুখজীব-মোহনের জন্যই শ্রুতিমন্ত্রকে এইরূপ 'ব্যবহারিক' বা 'মিথ্যা' বলিয়া বৌদ্ধবাদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন বেদনিন্দার অবকাশ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—'যুক্তিবলে বিভিন্ন ঋষি বা আচার্য বিভিন্ন মতবাদী হইয়া পড়েন (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৫৫-৫৬) এবং প্রবলতর যুক্তিবাদী যুক্তি-বলে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে খণ্ডন করেন।' আচার্য শঙ্করও 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) সূত্রের ভাষ্যে অন্তরে এই মতই পোষণ করেন ; কিন্তু বিমুখমোহনার্থ তাঁহাকে যুক্তি ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত

কতকগুলি শ্রুতিকে ব্যবহারিক বা মিথ্যা বলিতে হইয়াছে। শ্রীব্রহ্ম-শঙ্কর-সেবিত-পাদপদ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সেই স্থানে 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) এই বেদান্তবাক্যের দ্বারা অভেদ ও ভেদপর শ্রুতির সমন্বয় 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর' অর্থাৎ শব্দপ্রমাণগম্য অর্থাৎ মানব বা মহামানবের বা কোনও জীবের প্রাকৃত চিন্তার গম্য নহে ; ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৬)

ব্রহ্ম চিদ্বস্তু, কিন্তু 'বিভুচিৎ'। জীবও চিদ্বস্তু, কিন্তু 'অণুচিৎ'। উভয়ে চিদ্বস্তু বলিয়া চিদংশে উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই ; জ্বলন্ত অগ্নিরাশিতে ও উহার স্ফুলিঙ্গে যেরূপ অগ্নি-হিসাবে কোন ভেদ নাই। শ্রীশঙ্করাচার্যও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।৩।৪৩) ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাঽগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো **ভেদাভেদাবগমা**ভ্যামংশত্বাবগমঃ।" অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই, যেমন অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গে উষ্ণতা-বিষয়ে ভেদ নাই। অতএব শ্রুতিদ্বারা ভেদ ও অভেদ উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মের অংশাংশিভাব।

শ্রীচৈতন্যদেব জীব ও ব্রহ্মে চিদংশে অভেদের কথা বলিয়া পরিমাণগত ভেদের কথা বলিয়াছেন। পরব্রহ্ম—মায়াধীশ ; ক্ষুদ্র জীব—মায়াবশযোগ্য ; পরব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, সর্বনিয়ন্তা ; জীব—অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, নিয়ম্য। অভেদপর শ্রুতিসমূহ-দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে অভেদ স্থাপিত হয় না। 'শ্বেতকেতো ! তুমিই সেই হও' ; 'আমি ব্রহ্ম হই', 'যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন'—এইসকল উক্তিদ্বারা 'জীব—ব্রহ্মই' প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে-সঙ্গে যদি জানা যায় যে—'ব্রহ্ম—জীবই'

'স্ফুলিঙ্গ—জ্বলন্ত অগ্নিরাশিই', 'তরঙ্গ বা জল-কণ—সমুদ্রই,' তাহা হইলে বরং জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোবিষয়ে 'অভেদ' প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু শ্রুতিতে এরূপ কোন বাক্য না থাকায় আচার্য শঙ্কর তাহা উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রী-বৃহদ্ভাগবতামৃতে আচার্য শঙ্করের এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"এবং সত্যেব 'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গো ন ক্বচন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥' ইতি **শ্রীভগবচ্ছঙ্করপাদানাং ভেদাভেদ-ন্যায়োপবৃংহিতবচনং** সম্যগুপপদ্যতে।"—এইরূপেই 'হে প্রভো! ভেদের বিনাশ হইলেও আমি আপনার, আপনি আমার নহেন; যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রেরই, সমুদ্র কদাপি তরঙ্গের নহে।' ভগবান্ শ্রীশঙ্করা-চার্য-চরণের ভেদাভেদবিচার-দ্বারা বর্ধিত এই বচন সুষ্ঠুভাবে প্রামাণিক হইতেছে। 'শ্বেতকেতো! সেই (ব্রহ্ম) তুমি হও, বা তুমি সেই (ব্রহ্ম) হও' বলিলে শ্বেতকেতু ব্রহ্মজাতীয় বস্তু—তুমি সেই জাতীয় বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মও চিদ্বস্তু, তুমিও চিদ্বস্তু, ইহাই বুঝায়; অথবা 'সমুদ্রেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের সমুদ্র নহে'—এই ন্যায়ানুসারে তাঁহার (ব্রহ্মের) তুমি, তোমা হইতে তিনি নহেন, **বিভুচিৎএর** অণুচিৎ; ইহাই বুঝায়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতনগোস্বামি-প্রভুপাদ

অণুচিৎ বা জীব যদি কেবল মিথ্যা, মায়া বা ভ্রমমাত্র হয়, তবে শ্রুতি—'**নিত্যো নিত্যানাং** চেতনশ্চেতনানা,-মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' (শ্বেঃ ৬।১৩; কঠ ২।২।১৩) প্রভৃতি উক্তি করিলেন কেন? শ্রুতি এই মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্বেই পরব্রহ্মকে 'কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেঃ ৬।১১) বলিয়াছেন। সেই কেবল ও নির্গুণ—বহু নিত্য জীবগণের মধ্যে নিত্য অর্থাৎ তাহাদের নিত্যত্বের কারণ, বহু চেতনগণের মধ্যে চেতন অর্থাৎ বিভুচেতন; তিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কামসমূহ প্রদান

শাঙ্করমতবাদে প্রচ্ছন্ন শ্রুতিনিন্দা

করেন অর্থাৎ কামীদিগকে কর্মানুরূপ ফল ও ভক্তদিগকে নিজকৃপানুরূপ ফল প্রদান করেন। যেখানে জীবসকলের বহুত্ব ও নিত্যত্ব —চেতনের বহুত্ব এবং ব্রহ্মকে তৎকারণরূপে শ্রুতি স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করিলেন, সেখানে 'স্বকপোল-কল্পনা'-বলে—অণুচেতন জীবকে, নিত্য জীবকে 'মিথ্যা ভ্রমমাত্র' বলা শ্রুতিবিরোধ বা প্রচ্ছন্ন বেদ-নিন্দা ব্যতীত আর কি? শ্রুতিকথিত বহু নিত্য ও বহু চেতন কিরূপে ব্যবহারিক বা মিথ্যা হইতে পারে? ছান্দোগ্য-শ্রুতি (৩।১৪।১) "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিবার অব্যবহিত পরেই বলিলেন,—"তজ্জলানিতি শান্তমুপাসীত" অর্থাৎ ইহা—এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎ সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম; কেন-না (তজ্জম্+তল্লম্+তদনম্—জন্ ধাতুর অর্থ জাত হওয়া; 'লী'র অর্থ লয় হওয়া; 'অন'এর অর্থ জীবন ধারণ করা) সেই ব্রহ্ম হইতেই জগৎ (সৃষ্টিকালে) জাত হয়, (প্রলয়ে) তাহাতে লীন হয় এবং (স্থিতিকালে) তাহাতেই প্রাণ-ক্রিয়াদি করে; অতএব ব্রহ্মকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে।

এখানে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণামের কথা এবং জীব ও জগতের কারণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা আছে। কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন,—জগৎ মিথ্যা এবং পরব্রহ্মের নাম-রূপ ও উপাসনাদি সকলই মিথ্যা; নতুবা অদ্বৈতসিদ্ধি হয় না। এইজন্য স্বকপোল-কল্পনা-বলে, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে এই পরব্রহ্ম—'সগুণ-ব্রহ্ম'; সুতরাং ইঁহা পারমার্থিক সত্য তত্ত্ব নহেন এবং ইঁহার উপাসনাও ব্যবহারিক অর্থাৎ মিথ্যা; এরূপ কল্পনা করিয়াছেন! আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং জীবের অল্পজ্ঞতা, অল্প-শক্তিমত্তা (স্পষ্ট শ্রুতি-প্রমাণ থাকায়) মুখে স্বীকার করিলেও কার্যতঃ ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া এবং জীবেরও অল্পজ্ঞতা, অল্পশক্তিমত্তা

অদ্বৈতসিদ্ধির জন্যই ব্রহ্মের নিঃশক্তিকত্ব ও জগন্মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদন

প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম ও জীবের চিন্মাত্রতামাত্র গ্রহণপূর্বক 'জহদজহৎ-স্বার্থা' * লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। বস্তুতঃ মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাসত্ত্বেও লক্ষণাবৃত্তির অর্থ গ্রহণ করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

শঙ্করের লক্ষণা

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীল রামানুজাচার্যপাদের 'শ্রীভাষ্য' হইতে সর্বসম্বাদিনীতে † দেখাইয়াছেন যে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' হইতে 'শ্রুতত্বাচ্চ'

---

* **'জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা'**—যে লক্ষণায় কোন শব্দের মুখ্য অর্থের একটি অংশ পরিত্যাগপূর্বক অন্য অংশ গ্রহণ করা হয়, উহাকেই 'জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা' বলে। কেবলাদ্বৈতবাদী উক্ত লক্ষণার সাহায্যে "তত্ত্বমসি" শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"তত্ত্বমসি" —এই বাক্যে 'তৎ' (সেই ব্রহ্ম), 'ত্বম্' (তুমি), 'অসি' (হও)। কেবলাদ্বৈতবাদী 'তৎ' (ব্রহ্ম), 'ত্বম্' (শ্বেতকেতু—জীব) উভয়ের কেবলাভেদ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 'তৎ'-(ব্রহ্ম) শব্দের মুখ্যার্থ সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্ 'চৈতন্য' হইতে একটি অংশ 'সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্' পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশ 'চৈতন্য' গ্রহণ করিয়াছেন এবং 'ত্বম্'-(জীব) শব্দেরও 'অল্পজ্ঞ-স্বল্পশক্তি' 'চৈতন্য' হইতে এক অংশ 'অল্পজ্ঞ-স্বল্পশক্তি' পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের চৈতন্যাংশে 'অভেদ' এবং 'সর্বজ্ঞতা ও স্বল্পজ্ঞতা', 'সর্বশক্তিমত্তা ও স্বল্পশক্তিমত্তা,' 'বিভুত্ব ও অণুত্ব'—এই অংশে 'ভেদ' স্বীকার করেন। সেইরূপ 'ভেদ'কে তাঁহারা 'মিথ্যা' বা 'ভ্রম' বলেন না ; কারণ, আপ্তোপদেশে (শ্রুতিতে ও ব্রহ্মসূত্রে) স্পষ্টভাষায় এই 'ভেদে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জীব 'মুক্ত' হইলেও সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের ন্যায় জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বরূপ শক্তি লাভ করেন না। বিমুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত আনন্দোপভোগের কথা শ্রুত হয়। সুতরাং চৈতন্যাংশে জীব-ব্রহ্মের 'অভেদ', এবং সর্বশক্তিমত্তা ও স্বল্পশক্তিমত্তায়, বৃহত্ত্বে ও অণুত্বে 'ভেদ'। এই কারণে জীব ও ব্রহ্মে 'কেবল অভেদ' হইতে পারে না ; 'ভেদাভেদ'-সম্বন্ধই শ্রুতি ও বেদান্ত-কথিত এবং এই ভেদাভেদ 'শব্দমূলক' অর্থাৎ 'অচিন্ত্য' (প্রকৃতির অতীত)।

† (ভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী) "নাপি স্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসম্ভাবনীয়ম্,—উপাধিযোগেন সবিশেষত্বং স্বতো নির্বিশেষত্বমেবেতি, হি যস্মাৎ সর্বত্রৈবোপাধি-সম্বন্ধে তদসম্বন্ধে চ তস্য সবিশেষত্বমেবোপলভ্যতে। তত্রোপাধি-সম্বন্ধে তাবদুভয়থাপি সবিশেষত্বম্ ; তেনোপাধিনা

(ব্রঃ সূঃ ১।১।২-১।১।১১) পর্যন্ত বেদান্তের দশটি সূত্রে সবিশেষত্বই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য বলিয়াছেন,—স্বয়ং সূত্রকার এইসকল সূত্রের দ্বারা 'নির্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মবাদ' নিরাস করিয়াছেন। সেইসকলের পক্ষে শ্রুতি এই—(১) 'অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' (ছাঃ ৬।৩।২), (২) 'সন্মূলাঃ সৌম্যাঃ সর্বাঃ' ইত্যাদি (ছাঃ ৬।৮।৪), (৩) 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা' (ছাঃ ৬।৮।৭), (৪) 'যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি তৎ সর্বং তস্মিন্ সমাহিতম্' (ছাঃ ৮।১।৩), (৫) 'তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ' (ছাঃ ৮।১।৫), (৬) 'এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ' ইত্যাদি (ছাঃ ৮।১।৫), (৭) 'ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে' (শ্বেঃ ৬।৯), (৮) 'সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ' (মহাবাক্য ৩), (৯) 'অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং' (তৈঃ আঃ ৩।১১), (১০) 'পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্' মহানাঃ (৯।৩), (১১) 'যচ্চ কিঞ্চিৎ জগত্তস্মিন্' ইত্যাদি (মহানাঃ ৯।৫)।

শ্রীরামানুজাচার্যের সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের সবিশেষত্ব শ্রুতিপ্রতিপাদ্য

তত্রৈব স্বরূপশক্তি-প্রকাশনেন চ যদি তত্র স্বরূপশক্তির্ন স্যাত্তদা জড়স্য তস্যোপাধেঃ প্রবৃত্ত্যাদিকমপি ন স্যাৎ। ন চ স উপাধিরাগন্তুকঃ ; ন চ তদুপাধিদোষেণ তল্লিপ্তম্ ; তস্মিন্ সতাপি তেন তদস্পর্শাৎ ; 'অপহতপাপ্মা' (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তদনন্তরমেক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ সবিশেষত্বমেব বোধয়তি। তত্রৈকমিত্যনেন জগদুপাদানস্য ব্রহ্মণ একত্বমেব, ন তু পরমাণুবদ্বাহুল্যম। 'অদ্বিতীয়ম্' ইত্যনেন তস্য স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বম্, ন তু কুলালাদিবন্মৃত্তিকাদিলক্ষণ-বস্ত্বন্তরসহায়মিতি গম্যতে। 'এব'-কারোঽত্রাসম্ভাবনা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। তস্যাব্যক্তস্য তচ্ছক্তিত্বেঽপ্যুপাধিত্বপ্রত্যয়ো বহিরঙ্গত্বাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। তথোপাধি-প্রতিষেধ-বাক্যে—'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যম্' (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদৌ প্রাকৃত-হেয়-গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি-কল্যাণগুণযোগো ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে। 'নিত্যং বিভুং সর্বগতম্' (মুঃ ১। ৬) ইত্যাদিনা এবং 'নির্গুণং নিরঞ্জনং' ইত্যাদীনামপি প্রাকৃত-হেয়-গুণবিষয়-নিষেধত্বমেব। সর্বতা নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ সিসাধয়িষিতা নিত্যাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ।"

শ্রীরামানুজাচার্যপাদ বলেন,—(ভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনীতে উদ্ধৃত শ্রীভাষ্য ১।২।১২) যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, তিনি পরমার্থতই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি-গুণ-যোগী ('ঈক্ষ'ধাতুর মুখ্যার্থ—দেখা)। অতএব বেদান্তে যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, তিনি দর্শন-গুণ-যোগী। 'গৌণশ্চেৎ নাত্মশব্দাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৬) ইত্যাদি সূত্রেও সবিশেষ-বাদই স্থাপিত হইয়াছে। নির্বিশেষবাদে ব্রহ্মের সাক্ষিত্ব পর্যন্ত অপারমার্থিক। বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কথা আছে, সেই ব্রহ্ম যে চেতন, 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্'—এই সূত্রের দ্বারা প্রতি-পাদিত হইয়াছে। চৈতন্য-গুণযোগই চেতনত্ব। অতএব **যদি নির্বিশেষ-বাদী কেবলাদ্বৈতী বলেন যে—ব্রহ্মের ঈক্ষণ-গুণ নাই—তিনি ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম অচেতন বা প্রধানতুল্যই হইয়া পড়েন।**

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—নির্বিশেষবাদে কেবল দোষই প্রবর্তিত হয়। 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি' (ব্রঃ ঃসূঃ ৩।২।১১) এই অধিকরণস্থ সমস্ত বাক্যই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-প্রতিপাদক। উক্ত সূত্রের তাৎপর্য এই যে—'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ' (ছাঃ ১৪।৩) ইত্যাদি ছান্দোগ্য-শ্রুতিসমূহ পরব্রহ্মের সবিশেষত্বের চিহ্ন।

আচার্য শঙ্করের উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে সগুণ এবং সেই সগুণ-ব্রহ্মের গুণ-সমূহকে সগুণ ব্রহ্মের সহিত ব্যবহারিক বা মিথ্যা বলিবার চেষ্টা কিরূপ অযৌক্তিকী ও শ্রুতিবিরোধিনী, তাহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—উপাধিযোগে তাঁহার সবিশেষত্ব এবং স্বতঃ তাঁহার নির্বিশেষত্ব—এইরূপ হইতে পারে না। কারণ, উপাধি-সম্বন্ধই হউক, আর উপাধি-সম্বন্ধের অভাবই হউক, সর্বত্রই পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। উপাধি-সম্বন্ধে উভয়প্রকারই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের যে স্বরূপশক্তির উপলব্ধি হয়, তাহা হইতেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদি পরব্রহ্মের

শঙ্করের সগুণব্রহ্ম-বাদ অযৌক্তিক ও অশ্রৌত

স্বরূপশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই জড়-উপাধির প্রবৃত্তি-প্রভৃতিও হইতে পারে না; সেই উপাধি আগন্তুকও নহে। পরব্রহ্মের পক্ষে উপাধিদোষ-লিপ্ততার প্রসঙ্গই হইতে পারে না। মায়াতীত পরব্রহ্মের উপাধি-স্পর্শ অসম্ভব। শ্রুতি যাঁহাকে 'অপাপবিদ্ধ' বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মের উপাধিযোগ হইতেই পারে না। এতদ্ব্যতীত এক বিজ্ঞানের দ্বারা যে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাও সবিশেষত্বেরই বোধক।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রুতির তাৎপর্য

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে যে 'একম্'-শব্দ আছে, তদ্দ্বারা জগতের উপাদান-স্বরূপ ব্রহ্মের একত্বই প্রকাশ করে, 'পরমাণু'র ন্যায় বহুত্ব প্রকাশ করে না। 'অদ্বিতীয়'-শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম যে একমাত্র নিজশক্তিতেই সহায়বান্, কিন্তু কুম্ভকারাদির ন্যায় মৃত্তিকাদি অন্য বস্তুর সহায়যুক্ত নহেন,—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। উক্ত শ্রুতিতে যে 'এব' পদ আছে, উহা পরব্রহ্মের শক্তির 'অসম্ভাবনা' বা 'সংশয়' নিরাসের জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। মায়াবাদিগণ 'পরবিদ্যা', যাহার দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়, সেই ব্রহ্ম 'অচক্ষুঃ', 'অগ্রাহ্যম্', ইত্যাদি (মুঃ ১।১।৬) শ্রুতি 'উপাধি-প্রতিষেধক'-বাক্য বলিয়া উদ্ধার করেন। বস্তুতঃ এইসকল বাক্য প্রাকৃত-হেয়-গুণসমূহকে নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব-বিভুত্বাদি কল্যাণগুণযোগ প্রতিপন্ন করে। 'নিত্য,' 'বিভু', 'সর্বগত' এবং 'নির্গুণ', 'নিরঞ্জন' প্রভৃতি শ্রুতিও ব্রহ্মের প্রাকৃত-হেয়-গুণ-বিষয়ে নিষেধ-সূচক। যাহারা ব্রহ্মের সকল-গুণেরই নিষেধ সাধন করিতে প্রয়াসী, তাহাদের সেই প্রয়াসে 'স্বপক্ষ-স্বীকৃত' ব্রহ্মের নিত্যগুণাদিও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মায়াবাদিগণের মতে—জীবের আশ্রয়-স্বরূপিণী অবিদ্যা। জীবের নানাত্বহেতু অবিদ্যাও নানাপ্রকার। অবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রিত জীব ও উহাদের বিভাগাদির অনাদিত্বহেতু অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্ম, শুক্তিতে যদ্রূপ রৌপ্য-ভ্রম হয়, তদ্রূপ জগদ্রূপে বিবর্তিত হন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ

বলেন,—এই মত স্বীকার করিতে গেলে জ্ঞানস্বরূপ 'ব্রহ্ম'কে অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হয়। জ্ঞানবানে কখনও কখনও অজ্ঞান দেখা যায়; তাহা সম্ভবও হইতে পারে; কিন্তু **জ্ঞানমাত্র বস্তুতে** কখনই উহার সম্ভাবনা হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

শ্রীশ্রীজীবপাদ-কর্তৃক মায়াবাদের বিভিন্ন-মত-খণ্ডন

অন্য একপ্রকার মায়াবাদী বলেন,—'অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর।' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও 'জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সর্বত্র অবস্থিত হইয়া জীব ও জগতের অন্তর্যামিরূপে নিয়মন করেন'—এই অন্তর্যামি-শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে।

'মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর'—মায়াবাদীর এই সিদ্ধান্তও টিকে না; কারণ, ঈশ্বরের আশ্রয়ই 'মায়া'। 'মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর' ইহা বলিলে তাঁহার অন্তর্যামিত্বে 'দ্বিগুণবৃত্তিবিরোধ' দোষ উপস্থিত হয়।

'জীবত্ব অবিদ্যাকৃত',—ইহা স্বীকার করিলেও, অবিদ্যাদি অনাদি হইলেও, অবিদ্যায় জীবের আশ্রয়ত্ব ঘটে না। রজ্জু ও সর্পাদিতে অজ্ঞান থাকে না; অজ্ঞান থাকে সেই জীবে, যেই জীব 'রজ্জুতে সর্প ভ্রম' করে। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি, তদ্রূপ অজ্ঞান-পরম্পরা হইতে জীবত্ব-পরম্পরার-প্রসক্তি হয়। ইহাতে জন্মে জীবের 'উৎপত্তি', মৃত্যুতে উহার 'সমাপ্তি' ও প্রতিজন্মেই উহার পার্থক্য-প্রসিদ্ধি ঘটে। এই সিদ্ধান্তে জীবাত্মা যে 'অজ, নিত্য ও মোক্ষার্হ'—এই শ্রৌতপ্রমাণ নিরর্থক হয়।

মায়াবাদিগণের অপর মতে,—চৈতন্যের অবিদ্যা-প্রতিবিম্বই 'ঈশ্বর', চৈতন্যের আভাসই 'জীব' এবং ইহারা 'ব্যবহারিক' বা 'মিথ্যা'। কিন্তু রজ্জু যেরূপ 'সর্প' নহে, সেইরূপ অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব চৈতন্যও 'ঈশ্বর' নহেন, চৈতন্যাভাসও 'জীব' নহে। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-নিষেধ-প্রধান শ্রুতি-সমূহই শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, সুতরাং উহাদেরই 'মহাবাক্যত্ব'।

মায়াবাদিগণ বলেন,—ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করে। সেই অবিদ্যাই কার্য-লাঘবার্থ আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে 'অবিদ্যা' ও 'মায়া' নামে কথিত হয়। 'আবরণ'-শক্তিতে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব হইলে, উহা 'জীব' নামে কথিত হয় এবং 'বিক্ষেপ'-শক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই 'ঈশ্বর'; অর্থাৎ একপ্রকার মায়াবাদীর মতে **অবিদ্যা-উপহিত চৈতন্যই**—'জীব' এবং **মায়া-উপহিত চৈতন্যই**—'ঈশ্বর'।

শ্রীশ্রীজীবপাদ বলেন,—এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অনাদি-কাল হইতেই এই অনন্যাশ্রয়া অবিদ্যার দ্বারা জীবাদির 'দ্বৈতত্ব' কল্পিত হইয়া আসিতেছে ; এই দ্বৈত-কল্পনার অন্য কল্পক নাই। জীবাদি-দ্বৈত-কল্পনা অবিদ্যারই স্বভাব। মায়াবাদিগণেরই মতে ব্রহ্মের স্বাভাবিক-শক্তিমত্তার অভাবহেতু, তদ্ব্যতীত অন্য বস্তুরও অভাবহেতু এবং শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তির অভাবহেতু ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। স্বাভাবিকত্ব, আরোপিতত্ব বা তটস্থত্ব—এইসকল কোন ভাবেই ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। জীবের যেরূপ চক্ষুঃকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একান্ত অভাব, ব্রহ্মেরও সেইরূপ অবিদ্যার একান্ত অভাব ; কারণ মায়াবাদী ব্রহ্মের কোন শক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে এই অবিদ্যা বা মায়া কোথা হইতে আসিয়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিল ? আর তাহার 'আবরণ' বা 'বিক্ষেপ'-শক্তিই বা কোথা হইতে আসিল ? কারণ, মায়াবাদীর মতে,—ব্রহ্মের শক্তি নাই, অন্য বস্তুরও অস্তিত্ব নাই। তারপর অদ্বয়, শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্বত্ব স্বীকার করিলে প্রতিবিম্বের কল্পনা-কর্তৃত্বাদির অভাব ঘটে ; আর যদিও সেইরূপ কল্পনা কর, তাহাও নিষ্ফল হয়। জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব-পাত হয় ; কারণ, সূর্য সাবয়ব ও খণ্ডিত। কিন্তু নিরবয়ব, নির্বিশেষ, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের কিরণচ্ছটা কাহার উপর সম্পতিত হইবে ? শ্রীজীব-

পরিচ্ছেদ-বাদ ও প্রতিবিম্ববাদ-খণ্ডন

গোস্বামিপাদ বলেন,—(তত্ত্বসন্দর্ভ—৩৭ অনু ও পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্ব-সম্বাদিনী, অনুব্যাখ্যা) মায়াবাদিগণের 'পরিচ্ছেদ-বাদ' ও 'প্রতিবিম্ব-বাদ' উভয়ই স্বযুক্তি-বিরোধী। যেরূপ প্রস্তর-খণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, সেরূপ বাস্তবোপাধি-দ্বারা ছিন্ন হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের একখণ্ড 'ঈশ্বর' ও একখণ্ড 'জীব' হইয়াছে ; এরূপ যুক্তি স্বীকার করা যায় না ; কারণ, শ্রুতি ব্রহ্মকে 'অখণ্ড' ও 'অচ্ছেদ্য' বলিয়াছেন। বিশেষতঃ এক বস্তুর দুই-তিন ভাগ করাই ছেদ। ঈশ্বর ও জীবকে ব্রহ্মের ছিন্ন অংশ স্বীকার করিলে তাহারা অনাদি না হইয়া আদিমান্ হইয়া পড়ে ; কিন্তু শ্রুতি জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই 'অনাদি, নিত্য, সনাতন, অচ্ছেদ্য' প্রভৃতি বলিয়াছেন। ইহা না স্বীকার করিয়া অচ্ছিন্ন-উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের একটি প্রদেশে ঈশ্বর ও জীব—এ-কথা বলিলেও অযৌক্তিক হয়, কারণ, প্রতিক্ষণ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মে প্রদেশের ভেদ হওয়ায় সর্বক্ষণই উপহিতত্ব-অনুপহিতত্ব, এইরূপ দোষ আসিয়া পড়ে। আর ব্রহ্মের সর্বাংশই উপহিত হইয়া 'জীব ও ঈশ্বর' সংজ্ঞা লাভ করে, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ, তাহাতে অনুপহিত ব্রহ্মে একটা সত্তাই থাকে না। যদি বলা যায়—ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নহেন, উপাধিই উক্ত জীব ও ঈশ্বরভাবে বিদ্যমান, তাহাতেও দোষ হয়। কারণ, শুদ্ধ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান স্বীকার না করায় মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরভাব থাকিয়া যায়। ব্রহ্মের 'পরিচ্ছেদবাদ'-স্থাপনের জন্য মায়াবাদিগণ মহাকাশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। ব্রহ্ম অবিষয় ও নির্গুণ ; সেই ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ-বিষয়তার সম্ভাবনা কোথায় ? আকাশ সাদি-দ্রব্য বলিয়া পরিণামবিশিষ্ট ; আকাশের ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে।

ব্রহ্ম নির্ধর্মক, ব্যাপক, নিরবয়ব ; সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্বও হইতে পারে না। যাঁহার কোন ধর্মবিশেষ নাই, সেই ব্রহ্মের উপাধির সম্ভাবনা কোথায় ? যে ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, তাঁহার বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদ কিরূপে হইতে পারে ? যাঁহার অবয়ব নাই, তাহা ত' দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না।

তাঁহার আবার প্রতিবিম্ব কি ? উপাধিপরিচ্ছিন্ন আকাশে যে সাকার জ্যোতিষ্ক চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি ; তাহারই প্রতিবিম্ব হয় ; আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না ; কারণ, আকাশ নিরাকার। মায়াবাদিগণ বলেন,—'যেরূপ নির্মল স্ফটিকপাত্রে স্থাপিত জবাপুষ্পের রক্তিমা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইলে শুভ্র স্ফটিকও রক্তবর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ জড় অন্তঃকরণের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মও চিৎস্বভাব আত্মায় প্রতিবিম্বিত হইলে আত্মাও (ব্রহ্ম) জ্ঞাতা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মা (ব্রহ্ম) জ্ঞাতা ইত্যাদি নহেন।'

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও নির্ধর্মক ; নির্ধর্মক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতিফলন কিরূপে হইবে ? ব্রহ্ম সর্বব্যাপক বলিয়া স্ফটিকাদিতে বিম্বরূপে সর্বক্ষণই বর্তমান ; প্রতিবিম্বের আধারে বিম্ব থাকিলে, তাহার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। আর প্রতিবিম্বটিও সাকার জবাকুসুমের। জবাপুষ্প স্ফটিকাদি দ্রব্যের নিকট রাখিলেই উহার প্রতিবিম্ব স্ফটিকে পড়ে। স্ফটিকের গুণ স্বচ্ছতা, জবার গুণ রক্তিমা, উভয়ই সগুণ ও সাকার। তাই একটির মধ্যে আর একটির প্রতিফলন হয় ; কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মকে অসঙ্গ বলিয়াছেন,—'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' (বৃঃ ৪।৩।১৫) ; সুতরাং ব্রহ্মের উপাধিসম্বন্ধ হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ আরও বলেন,—ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেই অবিদ্যার ব্রহ্মপ্রতিবিম্বস্বরূপই জীব, এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে আবার জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মে জীব-কল্পিত অবিদ্যাসম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে ; সুতরাং ইহাতে 'পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ'-দোষ ঘটে। ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ কল্পিত হইলে এইরূপ দাঁড়ায়—পেচক যেমন দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর সূর্যজ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও অন্ধকার দেখে, ব্রহ্ম-স্বরূপ জীবও সেইরূপ অবিদ্যার অন্ধকারে গ্রস্ত হয়। সেই অবিদ্যা-

'পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ' দোষ

সম্বন্ধদ্বারাই অবিদ্যা, জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার তাহা হইতেই জীবাদিলক্ষণ প্রতিবিম্ব-প্রাপক অপর উপাধির কল্পনা করা হয়। এইরূপ কল্পনার ব্যর্থতা সহজেই বুঝা যায়। **জ্ঞানবানে কখনও কখনও অজ্ঞান দেখা যায়, তাহা সম্ভবপরও হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানমাত্র বস্তুতে কখনই অজ্ঞানের সম্ভাবনা হইতে পারে না।** কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

মায়াবাদী বলিতে পারেন,—মরীচিকায় কল্পিত জলের ন্যায় ব্রহ্মের কল্পিত প্রতিবিম্ব স্বীকার্য হইবে না কেন? তাহা হইতে পারে না। কারণ, কল্পনাময় উপাধি-সম্বন্ধে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই।

যদি বল, স্বীকার করিলাম, সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই, কিন্তু একহস্ত-পরিমিত অতি অল্প অংশ আকাশের একদেশবিশিষ্ট অবয়ব স্বীকার করিয়া উহাতে যে সূর্যরশ্মি আপতিত হইয়া সে আকাশের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, উহার অব্যবহিত সৃষ্টির প্রতিবিম্বের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মেরও ক্ষুদ্রতম অংশের স্বীকার করিলে, উহা 'অতিসম্বন্ধ-দোষ-দুষ্ট' হয় না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—মায়াবাদীর এই উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, **যাহার রূপ আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব হয়। উপাধির কোন রূপ নাই, সুতরাং উপাধির প্রতিবিম্বত্ব অত্যন্ত অসম্ভব।** দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব-প্রাপ্ত চৈতন্যের দেহপ্রতিবিম্বত্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় নহে। অন্যত্র মুখাদির দৃশ্য-প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা মুখ নহে—অপর ব্যক্তি। এস্থলে জীবেশ্বর-রূপ প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বতা-প্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা কে হইবে?

প্রতিবিম্বিত বস্তুর উপাধিনাশের কথা দূরে থাকুক, 'বিম্ব' ও 'প্রতিবিম্ব' পৃথক্ অধিষ্ঠানে প্রতিবিম্বিত বলিয়া প্রত্যক্ষই ভেদের উপলব্ধি হয়। 'বিম্ব'-নাশ হইলে যেরূপ তদাভাস 'প্রতিবিম্বে'র নাশ হয়, সেইরূপ **বিম্বরূপ ব্রহ্মের নাশ হইলেও অবিদ্যোপাধিক প্রতিবিম্বরূপ জীবত্বনাশ ও**

তাহা হইতে মোক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয়। 'প্রতিবিম্ব'-বাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিনাশেই (!) মোক্ষের সম্ভাবনা হইতে পারে! এইরূপ বহু কারণে 'পরিচ্ছেদ' ও 'প্রতিবিম্ব'-বাদ আদৌ স্বীকৃত হইতে পারে না।

কিন্তু "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্, অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽয়মাত্মা ॥" * ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিষয়ে প্রমাণ। যে-প্রকার জলে বহু সূর্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই জগতে পরমাত্মার সদৃশ বহু আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই শাস্ত্রবাক্য জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, মনে হয়। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবপাদ 'প্রীতিসন্দর্ভে' (৫ অনুচ্ছেদ) বলেন,—"বিম্ব-প্রতিবিম্বনির্দেশশ্চ 'অম্বুবদগ্রহণাৎ' ইত্যাদিসূত্রদ্বয়ে গৌণ এব যোজিতঃ।" অর্থাৎ 'অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৯), 'বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২০) এই সূত্রদ্বয়ে বিম্ব-প্রতিবিম্বনির্দেশ গৌণভাবেই যোজিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত সূত্রের তাৎপর্য এই— 'অম্বুবৎ'—জলের ন্যায়, 'অগ্রহণাৎ'—গ্রহণ করা যায় না বলিয়া, 'তু'—কিন্তু, 'ন'—না, 'তথাত্বং'—সেইরূপ ভাব; জল-সূর্যাদি দৃষ্টান্ত এস্থানে গ্রহণ বা স্বীকার করা যায় না, কারণ, আত্মা (পরমাত্মা) জল-সূর্যাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহেন। দূরবর্তী সূর্য ও তাহার প্রতিবিম্বের আশ্রয়ভূত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাম্য না থাকায় জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে না। জীবের উপাধিই অবিদ্যা; উহা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ। জলের ন্যায় অবিদ্যা পরমাত্মরূপ সূর্য হইতে দূরবর্তিনী নহে। পরমাত্মা সর্বব্যাপী; সুতরাং তাঁহার দূরবর্তি কোন বস্তু থাকিতে পারে না। **পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই**

* ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৮ শাঙ্কর-ভাষ্যধৃত মোক্ষশাস্ত্রবচন

প্রতিবিম্ব সম্ভব; পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। অপরিচ্ছিন্ন আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না। আকাশ-গত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতির অংশবিশেষেরই প্রতিবিম্ব দেখা যায়। শ্রুতিতে যে প্রতিবিম্বের উল্লেখ আছে, তাহার তাৎপর্য—মুখ্যভাবে প্রতিবিম্বের নির্দেশ নহে; গৌণভাবে ইহাই 'অম্বুবদগ্রহণাৎ' সূত্রে (৩।২।১৯) প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরবর্তি সূত্রে প্রতিবিম্ব-শ্রুতির সঙ্গতি করিয়াছেন, —'বৃদ্ধিহ্রাসভাকৃত্বম্'—বৃদ্ধি ও হ্রাসভাগিত্ব, 'অন্তর্ভাবাৎ'—মধ্যে অবস্থান-হেতু, 'উভয়সামঞ্জস্যাৎ'—উভয় দৃষ্টান্তের-সামঞ্জস্য রক্ষার হেতু, 'এবং' এই-প্রকার, 'দর্শনাৎ'—যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, 'চ'—ও; সাধর্ম্যাংশেই প্রতিবিম্ব-শ্রুতির তাৎপর্য পর্যবসিত। এইরূপ হইলে উপমান ও উপমেয় উভয়ের সামঞ্জস্য হয়। পূর্বসূত্রে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের মুখ্যত্ব নিরসন করিয়া কিঞ্চিৎ সাধর্ম্য-গ্রহণপূর্বক প্রকরণগত সেই ভাব ব্যাখ্যাত হইতেছে। সূর্য বৃদ্ধিভাক্—বৃহদায়তন, জলাদি উপাধি-ধর্মে অসংস্পৃষ্ট ও স্বতন্ত্র; আর সূর্যের প্রতিবিম্ব হ্রাসভাক্—ক্ষুদ্রায়তন, জলাদি উপাধি-ধর্মসংযুক্ত ও পরতন্ত্র অর্থাৎ বিম্বরূপ সূর্যের অধীন। এইরূপ **পরমাত্মা বিভু, প্রকৃতি-ধর্মে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র; আর তাঁহার অংশভূত জীব তাঁহার অণু, প্রকৃতিধর্মে লিপ্ত ও পরতন্ত্র; এইরূপভাবে 'প্রতিবিম্ব' শ্রুতির সঙ্গতি করিতে হইবে।**

জীব—অবিদ্যাপরবশ; পরব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ; যদি এই দুইয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ না থাকে, তাহা হইলে একই সময়ে পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ 'অজ্ঞান' ও 'জ্ঞান' উভয়কে আশ্রয় করিতে পারে না। যে-সময়ে জীব অবিদ্যাপ্রাপ্ত, সে-সময়ে পরব্রহ্ম বিদ্যাপরিসেবিত; সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয়,—জীব ও পরব্রহ্মে ভেদ বর্তমান। জীব পরব্রহ্মের তটস্থা শক্তির অংশ। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—পরব্রহ্মের এই দুই শক্তির সম্মেলনে জগৎ রচিত। যেরূপ গৃহের একস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে

বহুস্থান ব্যাপিয়া অগ্নির জ্যোৎস্না বিস্তৃত হয়, সেইরূপ পরতত্ত্ব মায়ার অতীত চিন্ময়ধামে বিলাস করিলেও তদ্বহির্ভাগে জীবশক্তি ও মায়াশক্তির অনন্ত বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি বর্তমান। পরব্রহ্ম অগ্নিস্থানীয় ও জগৎ জ্যোৎস্না-স্থানীয়। জ্যোৎস্না অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, আবার অগ্নিও নহে ; সেইরূপ জীব ও মায়িক-জগৎ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, আবার এই দুই বস্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরও নহে ; অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সম্বন্ধ। পরতত্ত্ব অচিন্ত্য-শক্তিময় বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্বে যুক্তি-বিরোধ নাই। *

পূর্বপক্ষ হইতে পারে, জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিলে—'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭) ও 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুঃ ৩।২।৯) শ্রুতির সহিত কি বিরোধ হইবে না ? দ্বিতীয়তঃ শ্রুতি পরতত্ত্বকে 'নিরংশ' (অর্থাৎ যাঁহার কোন অংশ নাই) বলিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার অংশ কিরূপে হয় ? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবপাদ বলেন,—**'তত্ত্বমসি' শ্রুতিবাক্য ভগবৎ-প্রেমপর।** 'তৎ' পদে পরোক্ষ-নির্দেশ, 'ত্বং' পদে সাক্ষাৎ নির্দেশ। পরতত্ত্ব পরোক্ষ-বস্তু ; আর জীব সাক্ষাৎ-বস্তু ; অর্থাৎ পরোক্ষ-চৈতন্য—ব্রহ্ম ; অপরোক্ষ-চৈতন্য—জীব। 'অসি' ক্রিয়া তদুভয়ের অন্বয় (যোগ) করাইতেছে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে—উক্ত ক্রিয়া উভয়ের ঐক্য সূচনা করিতেছে ; কিন্তু অন্যান্য সাত্বত আচার্যগণ বলেন,—জীব ও ব্রহ্মে অণু-বিভু, আশ্রিত-আশ্রয়, নিয়ম্য-নিয়ামক, শক্তি-শক্তিমান্—এরূপ নিত্য সম্বন্ধ থাকায় সম্পূর্ণ ঐক্য সম্ভব নহে। **জীব ও পরব্রহ্ম উভয়ই চিৎস্বরূপ, দুইটি চেতন-**

শ্রীজীবপাদ-কর্তৃক 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির তাৎপর্য-কথন

* "সর্বং চৈতৎ পরমস্যাচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদবিরুদ্ধমিতি পূর্বং দৃঢ়ীকৃতমস্তি, 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি-ন্যায়েন, 'একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ' ইত্যাদিনা চ। তত্র জীবেশ্বরয়োরত্যন্তাভেদে যুগপদবিদ্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বাদ্যনুপপত্তিশ্চ পূর্বং বিবৃতা। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদৌ লক্ষণা ত্বত্যন্তাভেদে তদংশত্বে চ সমানৈব।" (প্রীতি-সঃ—৫ অনু)

বস্তু সম্বন্ধের বন্ধনে—প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ; 'তত্ত্বমসি'—জীবতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব উভয়ের সংযোগ-ব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রীতিকর—প্রেমতাৎপর্যসূচক। তুমিই 'অমুক' ইহা বলিলে, তুমি-পদের বাচ্যের সহিত নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ সূচিত হয়। সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ'-পদার্থের বাচ্যের সহিত 'ত্বম্'-পদার্থের বাচ্যের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; এইজন্য 'তত্ত্বমসি'-বাক্য ভগবৎ-প্রেমপর। * শুদ্ধদ্বৈতবাদিগণের কেহ কেহ 'তত্ত্বমসি'র অর্থ করিয়াছেন,—'তস্য ত্বম্ অসি'—তাঁহার তুমি হও; অর্থাৎ তুমি তাঁহার জন, তাঁহার দাস, তাঁহার শক্তি—ইহা সূচনা করিতেছে। শ্রীরামানুজীয়গণ বলেন,—'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যে সমানাধিকরণ্য (একাশ্রয়-বৃত্তি) দৃষ্ট হয়, তাহা নির্বিশেষ-বস্তু-জ্ঞাপক নহে। তৎ-পদার্থ ও ত্বং-পদার্থ—সবিশেষ পরব্রহ্মেরই অভিধায়ক। মায়াবাদিগণ 'তৎ-ত্বম্-অসি' বাক্যের প্রকারদ্বয়ের মুখ্য-অর্থ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া 'লক্ষণা'-অর্থে নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন,—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'—সেই এই দেবদত্ত; এস্থানে 'সঃ' বলায় পূর্বদৃষ্ট অতীতকালীয় ব্যক্তিকে বুঝায়, 'অয়ং' শব্দে বর্তমান-দৃষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। 'অতীত-দৃষ্ট' ও 'বর্তমান-দৃষ্ট' বস্তু সমানাধিকরণ্যে উপস্থাপিত হইতে পারে না। শ্রীরামানুজাচার্য ইহা প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—মুখ্যার্থের উপস্থিতি থাকা-সত্ত্বেও লক্ষণায় অর্থ-গ্রহণ দোষজনক। 'সেই এই দেবদত্ত' এস্থানে লক্ষণায় অর্থ গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই। কেন-না অতীত সময়ে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এখনও তাহাকেই দেখিতেছি; সুতরাং দেবদত্ত-সম্বন্ধে ঐক্য-প্রতীতির কোনই বিরোধ নাই। এস্থানে দেবদত্ত একই ব্যক্তি। প্রত্যক্ষ-চৈতন্য জীবকে পরোক্ষ-চৈতন্য পরতত্ত্বের অংশ স্বীকার করিলেও এক চৈতন্যেই তাৎপর্য পর্যবসিত হয়। বিভুচৈতন্য পরব্রহ্ম ও অণুচৈতন্য জীবে চিদ্বস্তু-

* "তত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্; ত্বমেবামুক ইতিবৎ।"
(প্রীতি-সঃ—১ অনু)

গত ঐক্যই বর্তমান। আবার কেহ কেহ বলেন,—যেমন, যমুনা-নির্ঝর
উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়—'তুমিই কৃষ্ণপত্নী', সূর্যমণ্ডলকে উদ্দেশ্য করি
বলা হয়—'হে সূর্য তুমিই ছায়ার পতি'—এইরূপ অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠে
অভিমানি-সূচক শতশত প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় পাওয়া যা
'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও ঐরূপই অর্থ করিতে হইবে। 'য আত্মনি তিষ্ঠ
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীব ও পৃথিবী ব্রহ্মে
অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় এক বস্তু ন
'যমুনে, তুমি কৃষ্ণপত্নী' বলিলে যমুনার অধিষ্ঠাত্রী-দেবীই 'কৃষ্ণপত্নী'
বুঝায়। 'শ্বেতকেতো তুমিই সেই (পরব্রহ্ম)' বলিলে শ্বেতকেতুর অধিষ্ঠা
পরমাত্মাই পরব্রহ্ম, ইহাই বুঝায়।

যে-সকল শ্রুতি পরতত্ত্বকে 'নিরংশ' অর্থাৎ যাঁহার কোন অংশ
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেইসকল শ্রুতির দুই-প্রকার অভিপ্রায়—
'তিনি কেবল আনন্দবস্তু' ইহা বিজ্ঞাপনার্থ; (২) তিনি আনন্দবস্তু হই
সত্তামাত্রে পর্যবসিত নহেন; তিনি আনন্দের মূর্তি, স্বরূপানন্দ-আস্বাদ
নিপুণ; তাহা হইলেও তাঁহাতে প্রাকৃত-অংশের লেশ নাই। এই জ
'নিরংশ' বলা হইয়াছে।

'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুঃ ৩।২।৯)—যিনি পরব্রহ্মকে জা
তিনি ব্রহ্মই হন। এই শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির 'ব্রহ্ম-সা
ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য'-প্রাপ্তিই জ্ঞাপিত হইয়াছে, একত্ব
অভেদত্ব-প্রাপ্তি নহে। 'ব্রহ্ম-সামান্য' শব্দে
সমানতা; যাহা ব্রহ্ম-সামান্য, তাহাই ব্রহ্মতাদা
পাপরাহিত্য বা পাপাতীতত্ব, জরা-রাহিত্য,

'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি

রাহিত্য, শোকরাহিত্য, ক্ষুধা-রাহিত্য, পিপাসা-রাহিত্য, সত্যকামত্ব ও
সঙ্কল্পত্ব (ছাঃ ৮।৭।১-৩) এই আটটি—পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের সাধারণ
ব্রহ্মবিৎ বা মুক্তপুরুষ সেইসকল গুণসম্পন্ন হন। অগ্নি-সংযোগে লৌহ যে

অগ্নিধর্ম প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম-সংযোগে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারা মুক্ত জীবও সেইরূপ উক্ত ধর্মসকল প্রাপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্ম-সামান্য—**ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি। মুক্তাবস্থায় এই তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিতেও জীব পরব্রহ্ম হইয়া যায় না।** মুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের এইরূপ সাম্যনির্দেশ (মুঃ ৩।১।৩) ও ভগবৎ-সাধর্ম্য-প্রাপ্তির কথা (গীঃ ১৪।২) প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমাণে দৃষ্ট হয়। মুক্তজীবের ব্রহ্ম-সামান্য বা ব্রহ্মতাদাত্ম্য-প্রাপ্তিরূপ অভেদ এবং ব্রহ্ম-সাম্য অর্থাৎ ভেদাভেদ উভয়ই নিম্নোক্ত শ্রুতিতে স্পষ্ট-ভাবে উক্ত হইয়াছে,—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং **তাদৃগেব** ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥"

(কঠ ২।১।১৫)

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,—হে গৌতম ! যেমন নির্মল জল নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে **'তাদৃক্‌ই'—তৎসদৃশই** (নির্মল জলের মতই) হয়, তেমন পরতত্ত্বকে যিনি বিশেষরূপে জানেন, সেই মুনির আত্মাও পরতত্ত্ব-সদৃশ হন। 'তাদৃগেব' (তাঁহার সদৃশই), এস্থানে যে 'এব'কার ('ই'-অব্যয়) প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দারা শ্রুতি **তৎসাদৃশ্য-প্রাপ্তির নিশ্চয়তা** জ্ঞাপন করিয়াছেন। **তাহাই হয় না, কিংবা** অসমান-ধর্ম-প্রযুক্ত পৃথক্ উপলব্ধির বিষয় অর্থাৎ **ভিন্নজাতীয় বস্তুও হয় না,** ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। **ব্রহ্ম যেরূপ চিৎস্বরূপ, শুদ্ধজীবও সেরূপ চিৎস্বরূপ।** পুরাণও শ্রুতির এই সিদ্ধান্তই আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন। স্কন্দপুরাণে এই ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—জলে সিক্ত (নিক্ষিপ্ত) জল যেমন মিশ্রিত হয়, জল জলই হইয়া গেল, ইহা বুঝা যায় ; সেইরূপ মুক্তজীব **পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মা হয় না; স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণই তাহার কারণ;** অর্থাৎ বিশেষণ কার্যান্বয়ী। পরমাত্মাতে সর্বদা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম আছে, জীবাত্মাতে তাহা নাই, পরমাত্মার

সহিত মিলিত হইলেও জীবাত্মায় স্বাতন্ত্র্যের অভাব থাকে অর্থা
পরমাত্মার অধীনই থাকে। *

পরিণামের লক্ষণ এই—(ক) "স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদ
হৃতঃ।"—একটি সত্য-তত্ত্ব হইতে অন্য একটি সত্য-তত্ত্বের উদয় হইলে
তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই 'বিকার' বা 'পরিণাম'

পরিণাম

দৃষ্টান্ত—দুগ্ধ হইতে 'দধি,' মৃত্তিকা হইতে 'ঘট'
এখানে দুগ্ধরূপ সত্য-তত্ত্ব হইতে অন্য একটি 'দধি'রূ
সত্য-তত্ত্বের উদয় হইয়াছে এবং 'দধি'কে দুগ্ধ হইতে অন্যবস্তু বলিয়াই বু
হইয়াছে। 'মৃত্তিকা' ও 'ঘট' সম্বন্ধেও তাহাই। (খ) কারণ হইতে সত
কার্যসৃষ্টিই 'পরিণাম'। দৃষ্টান্ত—'দুগ্ধ'রূপ কারণ বা 'মৃত্তিকা'রূপ কা
হইতে সত্য-কার্য 'দধি' বা 'ঘটে'র সৃষ্টি বা 'পরিণাম'। এখানে কারণ-
'দুগ্ধ' বা 'মৃত্তিকা' এবং কার্য—'দধি' বা 'ঘট' উভয়ই সমভাবে সত্য
বাস্তব। (গ) "তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম ইতি এব লক্ষণং ন
তত্ত্বস্যেতি।" (পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী) অর্থাৎ **তত্ত্ব হইতে অন্যর
ভাবই 'পরিণাম,' তত্ত্বের অন্যরূপ ভাব নহে।** দৃষ্টান্ত—ব্রহ্ম হই
জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। **ব্রহ্মরূপ তত্ত্ব হইতে অন্যরূপ অথ**

---

* "ব্রহ্মৈব সন্নিতি তৎসামান্য-তত্তাদাত্ম্যাপত্ত্যেবাভেদ-নির্দেশঃ। এবং 'ব্রহ্ম বেদ ব্র
ভবতি' ইত্যত্রাপি ব্যাখ্যেয়ম্! ক্বচিদেকত্ব-শব্দেনাপি তথৈবোচ্যতে। তত্র তৎসাম্যং যথো
—'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি-শ্রুতৌ ; 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমা
ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু। উভয়ং চোক্তং স্পষ্টমেব—'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তা
ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥' ইতি শ্রুতৌ। তত্রৈবকারেণ ন তু
ভবতি, ন তু বা তদসাধর্ম্যেণ পৃথগুপলভ্যত ইতি দ্যোত্যতে। স্কান্দে চ—'উদকে তূদকং
মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে॥ এবমেবং হি জীবে
তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্তোঽপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণাৎ॥' ইতি।" (শ্রী
—৫ অনু)

জগদ্রূপ ভাবই 'পরিণাম,' কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের অন্যরূপ ভাব নহে। গৌড়ীয়বৈষ্ণব দার্শনিকগণের বিচারে মূল-বস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি অন্য-রূপ ধারণ করে, তবে সেই অন্য-রূপকে তাহার 'পরিণাম' বলা হয়।

ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ

'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬) *—এই বেদান্তসূত্রানুসারে ব্রহ্মই 'জগৎ'রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হয়। এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেন,—শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম স্বয়ংই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে পরিণামিত করিলেন। এই বাক্যে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব উভয়রূপতাই উপদিষ্ট। কর্তাও 'ব্রহ্ম', কর্মও 'ব্রহ্ম'। পূর্বপক্ষ হইতে পারে,—পূর্বসিদ্ধ বা অনাদি, সৎস্বরূপ বা নিত্য বর্তমান, ও কর্তৃস্বরূপ ব্রহ্ম কিরূপে কর্ম হইতে পারেন? তদুত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেন,—ব্রহ্ম পূর্বসিদ্ধ সৎস্বরূপ হইলেও বিশেষ বিকারিরূপে আপনাকে পরিণামিত করিয়াছেন। ব্রহ্মের বিকারাত্মতাবশতঃই এই 'পরিণাম'। ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়া বিকারী হন। শঙ্করের মতবাদে ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই 'জগৎ' ঈশ্বরের 'পরিণাম' বা 'কার্য' এবং 'ঈশ্বর' জগতের অভিন্ন 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত' বা কারণ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ 'মায়া' অথবা 'ভ্রম'মাত্র, সত্যতত্ত্ব নহে।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'পরমাত্মসন্দর্ভে' বলেন,—"তস্মান্নির্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং

---

* "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইত্যাত্মনঃ কর্মত্বং কর্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্মত্বম্, স্বয়মকুরুতেতি কর্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম্, পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধঃ।" (শারীরকভাষ্যম্)

ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ।” (৭২ অনু)
—যেহেতু নির্বিকারত্ব ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব, সেই হেতু পরমাত্মার
অচিন্ত্যশক্তিবলে পরিণামাদি-সত্ত্বেও তিনি নির্বিকারই
থাকেন ; চিন্তামণি যদ্রূপ তাহার স্বরূপগত ধর্ম-
বশতঃ সর্বপ্রয়োজন প্রসব করে এবং চুম্বক যদ্রূপ
তাহার স্বভাব-বশতঃ লৌহকে চালিত করে, তদ্রূপ
সর্বসম্বাদিনীতেও শ্রীশ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ শক্তিপরিণাম-বাদী

“তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ’ ইত্যেব লক্ষণম্, ন তু তত্ত্বস্যেতি। দৃশ্যতে
চাপি মণিমন্ত্রমহৌষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈকগম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম্
তস্মান্নাসম্ভাবনীয়মপি। তথা চ সর্বেষামেবাচিন্ত্যশক্তিক-জগদ্বস্তূনাং মূল-
কারণস্য তস্যাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে সুতরামেব লব্ধে শ্রুতিদৃষ্টযুগপদ্বিকার
বিকারাদীনাং সাধনায় তাদৃশশক্তিহীনানাং শুক্ত্যাদীনামিব বিবর্তঃ সমা-
শ্রয়িতুমযুক্ত এব।”

তত্ত্ব হইতে অন্যরূপ ভাবই ‘পরিণামে’র লক্ষণ, তত্ত্বের অন্যরূপ ত
নহে। মূল-বস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যদি অন্যরূপ ধারণ করে, ত
সেই অন্যরূপকে তাহার ‘পরিণাম’ বলে। মণি-মন্ত্র-মহৌষধি-প্রভৃ
এইরূপ অচিন্ত্যশক্তি দৃষ্ট হয়। তর্কের দ্বারা এইরূপ অচিন্ত্যশক্তির সমা
পাওয়া যায় না ; কিন্তু পরতত্ত্বের সেই অচিন্ত্যশক্তিত্ব একমাত্র শাস্ত্র
শ্রুতিসিদ্ধ বা শব্দমূলক। অতএব পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিত্ব অসম্ভাব
নহে। এই জগতের যাবতীয় ভাব-বস্তুতেই অচিন্ত্যশক্তি আছে।
সকলের মূল-কারণস্বরূপ পরব্রহ্মের অবিচিন্ত্যশক্তিত্ব নিশ্চয়ই প্র
হয়। *

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে ‘শক্তিপরিণামবাদ’-সম্বন্ধে যে
বলিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ‘সন্দর্ভে’ ও ‘সর্বসম্বাদিনী’তে প্র
করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তটি এই,—

'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭)—এই অধিকরণে ২।২।৩৮ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন,—ব্রহ্মবাদী শাস্ত্রপ্রমাণবলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন। সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানে যাহা দেখি বা বুঝি, তৎসমস্তই যে তত্তদ্রূপে মানিতে হইবে, তাহা ব্রহ্মবাদীর অভিপ্রায় নহে। 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮)—এই ব্রহ্মসূত্রে সর্বত্রই যে পরব্রহ্মের আশ্চর্য-শক্তিত্ব আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

'জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র।' *—শঙ্করের এই মতবাদ বৈষ্ণব দার্শনিকগণ খণ্ডন করিয়া বেদান্তসূত্রোক্ত (১।৪।২৬) **'পরিণামবাদ'** স্থাপন করিয়াছেন। (ক) অতাত্ত্বিক অন্যথাভাবই 'বিবর্ত'; তাহা পূর্বরূপ-অপরিত্যাগে রূপান্তর-প্রতীতি-বিষয়ত্ব; যেরূপ রজ্জুতে 'সর্প', বা শুক্তিতে 'রজত'-প্রতীতি। এস্থানে রজ্জু বা শুক্তি নিজ-নিজ (পূর্ব) রূপ পরিত্যাগ করে নাই, অথচ উহাতে 'সর্প' ও 'রজত' প্রতীতি হইয়াছে। 'সর্প' বা 'রজতে'র যে প্রাতিভাসিক সত্তা, তাহা 'তত্ত্ব' বা সত্য নহে—অতাত্ত্বিক

"বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ। দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময়॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৩-২৭)

* বিবর্তঃ—(ক) অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ। স চ অপরিত্যক্তপূর্বরূপস্য রূপান্তরপ্রকারক-প্রতীতিবিষয়ত্বম্ (বৈয়াকরণভূষণসারদর্পণঃ, ২ পৃঃ)। যথা মায়াবাদিমতে পরব্রহ্মণি সর্বস্য জগতো বিবর্তঃ। (খ) পূর্বরূপাপরিত্যাগেনাসত্যনানাকারপ্রতিভাসঃ। যথা শুক্তিকায়াং রজতস্য রজ্জ্বাং বা সর্পস্য প্রতীতিঃ (অথর্বভাষ্যে সায়নঃ)। (গ) স্বরূপাপরিত্যাগেন রূপান্তরাপত্তির্বিবর্তঃ (সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, ৪১০ পৃঃ, শং)।

অন্যথাভাব-মাত্র অর্থাৎ ভ্রম বা মিথ্যা। এইভাবে মায়াবাদিগণ পরব্রহ্মে জীব ও জগতের বিবর্ত হইয়াছে অর্থাৎ একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব পরব্রহ্মে 'জীব' ও 'জগদ্রূপ' 'রজ্জু-সর্প'-বৎ, 'শুক্তি-রজত'-বৎ ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, বলেন। (খ) কারণে মিথ্যাকার্য-প্রতীতিই 'বিবর্ত'। মায়াবাদিগণের মতে 'কারণ'-রজ্জুই কেবল সত্য, 'কার্য'-সর্প সত্য নহে; বস্তুতঃ কারণ হইতে কার্যোৎপত্তিই হয় না, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে জীব-জগতে পরিণতই হন না; রজ্জু-সর্পবৎ প্রতীতি হয় মাত্র; তাহা ভ্রম ও মিথ্যা। (গ) "অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।"—যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি বা ধারণাকেই 'বিবর্ত' বলে। দৃষ্টান্ত—দেহে 'আত্ম'-বুদ্ধি; জড়দেহ 'চেতন আত্মা' নহে; অথচ মোহগ্রস্ত জীবের জড়-দেহে যে দেহী বা আত্মপ্রতীতি তাহাই 'বিবর্ত'।

ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-ব্যাপারাদি একমাত্র শাস্ত্রগম্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া 'শুক্তি-রজত'বৎ পুরুষ-দৃষ্ট উদাহরণ-গম্য বিবর্তবাদ নিরাকরণপূর্বক বেদান্তপ্রকরণসিদ্ধ 'পরিণামবাদ'কেই সুদৃঢ় করিয়াছেন। মুণ্ডক-শ্রুতিতে (১।১।৭) উর্ণনাভির সৃষ্টিবিষয়ক যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেরূপ লৌকিক-দৃষ্টিতেও পরিণাম-প্রক্রিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (বৃঃ আঃ ২।৫।১৯), এই শ্রুতিতে যে 'মায়া'-শব্দ, তাহার অর্থ—'মায়াশক্তি'। এই স্থলে মায়ার অর্থ 'ইন্দ্রজাল' নহে। পরমাত্মার 'শক্তিপরিণাম'ই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। বেদান্তসূত্রে (২।১।২৪) উক্ত হইয়াছে,—দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্য-সাধন অপেক্ষা করে না, অথচ 'দধি' ও 'হিমানী'রূপে পরিণত হয়, তেমন সাধনান্তর-সংগ্রহ ব্যতীতও অদ্বিতীয় বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মেরও সর্বজনকত্ব উপপন্ন হয়। দুগ্ধাদি-বস্তুতে যে 'দম্বল' বা 'সাজা' নিক্ষেপের আবশ্যক হয়, তাহা দধিভাবে শীঘ্রতা অথবা রসবিশেষ সমুৎপাদনের উদ্দেশ্যেই, দধ্যাদি-ভাব-সম্পাদন ইহার উদ্দেশ্য নহে। (শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ)। পরবর্তি সূত্রেও (২।১।২৫)

উক্ত হইয়াছে,—দেবতাগণ যেরূপ কোন-প্রকার বাহ্য-সাধন গ্রহণ না করিয়া সঙ্কল্প-প্রভাবেই নিজ-নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেন, পরব্রহ্মও সেইরূপ করেন। এইসকল সূত্রে 'পরিণামবাদ' উক্ত হইয়াছে। পরবর্তি সূত্রে (২।১।২৬) আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্যাকারে পরিণত হয়।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন,—ব্রহ্ম 'নিষ্কল' ও 'নিষ্ক্রিয়'। ইহার দ্বারা জানা যায়,—ব্রহ্মের অবয়ব নাই। ব্রহ্ম যখন নিষ্কল অর্থাৎ কলা বা অংশ-রহিত, তখন তাঁহার আংশিক পরিণামও সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদয় পরিণাম স্বীকার করিলে 'মূলচ্ছেদ'-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি 'জগৎ' হইয়াছেন,—এই দোষ ঘটে। যদি মূলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে 'ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে', 'তাঁহাকে জানিতে হইবে',—এইসকল শ্রুতি-কথিত উপদেশ ব্যর্থ হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে 'অজর', 'অমর' ইত্যাদি উক্তি আছে, তাহাও নিরর্থক হয়। ব্রহ্মকে 'সাবয়ব' মনে করিলে শ্রুতিতে যে তৎসম্বন্ধে 'নিরবয়ব'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহারও ব্যাঘাত হয়।

এই আপত্তির সমাধানার্থ 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (২।১।২৭) সূত্রের অবতারণা। শ্রুতি-প্রমাণানুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ শব্দগম্য-বিষয়ে 'শব্দই' একমাত্র প্রমাণ। শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে 'জগদুপাদান' বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তখন আর অসঙ্গতির শঙ্কা হইতেই পারে না। শ্রুতিসমূহ স্বকীয়-শব্দে যাহা বলিবেন, তাহাই মূল বা প্রকৃত তাৎপর্য। শ্রুতি পরমালৌকিক বস্তুরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। যে-সকল বিষয় অচিন্ত্য, সেই-সকল বিষয়কে তর্কের সহিত সংযুক্ত করা কর্তব্য নহে। যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত', তাহাই 'অচিন্ত্য' (শ্রীশঙ্কর-ভাষ্যানুযায়িনী ব্যাখ্যা)। 'ব্রহ্ম হইতেই জগদুৎপত্তি

ঘটে', এবিষয়ে যেমন শ্রুতি আছে, আবার বিকার ব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান-বিষয়ে তেমনই শ্রুতি আছে,—'তিনি অজ হইলেও বহুবিধ আকারে জন্ম-গ্রহণ করেন।' মন্ত্রে, ইতিহাসে, অর্থবাদে, পুরাণ-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়,—দেবাদি কোন-প্রকার বিকার-প্রাপ্ত না হইয়াই ঐশ্বর্যযোগবিশেষে বহুপ্রকার শরীর, প্রাসাদ, রথ প্রভৃতি তাঁহাদের শরীর হইতে সৃষ্টি করেন। এইসকল বিষয়ের সৃষ্টিতে তাঁহারা কোন উপাদান গ্রহণ করেন না। শ্রীশঙ্করের 'শারীরক-ভাষ্যে' লিখিত আছে,—সাধারণ শরীর 'অচেতন', কিন্তু দেবাদির শরীর 'মহাপ্রভাবসম্পন্ন'। সুতরাং তাঁহাদের সৃষ্ট দ্রব্যাদি 'মায়িক' নহে, ঐন্দ্রজালিকগণের ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবলে রচনার ন্যায় মিথ্যা নহে। 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' (২।২।২৮) সূত্রে শ্রী-শঙ্করাচার্য 'দেবাদি—মায়াবী প্রভৃতি' এইরূপ লিখিয়া 'মায়াবী' হইতে দেবতাদিগকে পৃথক্ করিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অতএব দেবাদি যেই-রূপ 'ঐশ্বর্যবিশেষযোগাভিধ্যানমাত্রেণ স্বত এব' (শারীরকভাষ্যম্) অর্থাৎ বিনা উপকরণে কেবলমাত্র ঐশ্বর্যবিশেষযোগে ও সঙ্কল্পদ্বারা বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদি নির্মাণ করেন, সেইরূপ পরব্রহ্মও অচিন্ত্য শক্তিবলে বিকার-রহিত হইয়া জীব ও জগদ্রূপে পরিণামিত হইয়াছেন। লোকে ও শাস্ত্রে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে যে,—'চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়াও নানাদ্রব্য প্রসব করে।' 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' এই সূত্রানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 'সাবয়ব' ও 'নিরবয়ব' ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম শ্রুতি-বিরুদ্ধ নহে, তাহা শ্রুতিসিদ্ধই। অচিন্ত্যস্বভাব ব্রহ্মে বিরুদ্ধধর্মের সমাশ্রয় অসঙ্গত নহে। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি—শ্রুতি-সিদ্ধ। শ্রুতিতে যেমন ব্রহ্মকে 'নিষ্কল', 'নিষ্ক্রিয়' ও 'শান্ত' বলা হইয়াছে, তেমনই পরব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টাদশ-কল, ষোড়শ-কল (ছাঃ ১৩।১৮।২) ইত্যাদিও উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রকার নিজেও 'বিকরণত্বান্নেতি চেৎ,

ব্রহ্ম—পরিণামবান্ হইয়াও নির্বিকার

তদুক্তম্' (২।১।৩১) সূত্রে করণ-(ইন্দ্রিয়)বিহীন ব্রহ্মের সর্বসামর্থ্যযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যও লিখিয়াছেন,—পরব্রহ্ম অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নহেন। এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা যায়, অন্য ব্যক্তিতেও সেইরূপ-ভাবে শক্তি অবস্থান করিবে,—এইরূপ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তিনি হস্তপদ-রহিত, অথচ গ্রহণ ও গমন করিতে সমর্থ; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, কর্ণও নাই, অথচ তিনি দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন—শ্রুতি এইরূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়শূন্য পরব্রহ্মের সর্ব-সামর্থ্যযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব অচিন্ত্যশক্তিযোগে পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও 'সাবয়ব', পরিণামবান্ হইয়াও 'নির্বিকার'রূপেই বর্তমান; ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত।

কার্য—সত্য, মিথ্যা নহে; আত্মা ও পরমাত্মার যে অধ্যাস কল্পনা করা হয়, উহাই মিথ্যা। সাধারণ জ্ঞানেও শুক্তিতে যে রজতের 'অধ্যাস' হয়, উহাকেই মিথ্যা বলে। স্বয়ং রজতের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই উহার অধ্যাস মিথ্যা, কিন্তু যাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, তাহার অধ্যাসত্বও নাই, যেমন, 'আকাশ-কুসুম'। ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সেই 'পরমকারণই সত্য, তিনি আত্মা'। তদ্দ্বারা সেই একেরই সত্যত্ব উল্লেখ করিয়া সেই শ্রুতি তাঁহা হইতে জাত সকল-পদার্থেরই সত্যত্ব উপদেশ করিয়াছেন। রজত 'শুক্তি'-জাত নহে; তবে যে-স্থলে শুক্তিকে 'রজত' বলিয়া মনে করা হয়, উহা মিথ্যা, কারণ উহা প্রকৃত নহে, অধ্যাস-জনিত মিথ্যা জ্ঞানমাত্র। এইরূপে 'বিবর্তবাদ' পূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। অতএব বস্তুর 'কারণ'-অবস্থা ও 'কার্য'-অবস্থা উভয়ই সত্য। বস্তু-মাত্রই 'দ্বি'-অবস্থাত্মক। অতএব কার্য 'কারণ' হইতে অনন্য। এইজন্যই ব্রহ্ম-সূত্রকার বলিয়াছেন,—'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৫)—তদনন্যত্বং [সেই ব্রহ্ম হইতে (জগতের) অভিন্নত্ব] আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ

কারণ ও কার্য উভয়াবস্থাই সত্য

[‘আরম্ভণ’-শব্দ প্রভৃতি হইতে (জানা যায়)]—এইস্থানে কারণ হইতে ‘কার্যে’র অনন্যত্ব অর্থাৎ অভিন্নত্বই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ‘তন্মাত্রসত্য’ এইরূপ উক্ত হয় নাই। কার্য কারণের ‘অনন্য’, কিন্তু ‘তন্মাত্র’ নহে। বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই উহার আতান-বিতানের বৈশিষ্ট্য (টানা-পৈড়ান) অনুভূত হইয়া থাকে, উহাতে তন্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এই বিশিষ্টতার উপলব্ধি হইলেই তৎফলে বস্ত্র হইতে সূত্রসমূহকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া জানা যায় এবং তখন ইহাও বুঝা যায় যে, এই সূত্রসমূহই বস্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ‘কার্য’-রূপ বস্ত্র ‘কারণ’-রূপ সূত্র হইতে অনন্য (অভিন্ন), কিন্তু কারণাবস্থমাত্র নহে।

মায়াবাদী ও বৈষ্ণব-দর্শনাচার্যগণের ‘নির্গুণ’ ও ‘সগুণ’ শব্দের বিচার-পার্থক্য

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম—‘নির্গুণ’; বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের মতেও পরতত্ত্ব—‘নির্গুণ’; কিন্তু শঙ্করাচার্যের পরতত্ত্ব ব্রহ্মের নির্গুণতার অর্থ—সকল গুণ বা বিশেষণ-রাহিত্য; তাঁহার মতে—গুণ দ্রব্যের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করে এবং দ্রব্যকে সীমাবদ্ধ করে। তবে যে শ্রুতিতে কোন-কোন স্থলে ব্রহ্মকে ‘সগুণ’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, শঙ্করাচার্য স্ব-কপোল-কল্পনা-বলে ঐসকল বর্ণনাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীজাত বলিয়াছেন অর্থাৎ উহারা—ঈশ্বর-(শঙ্করমতে মায়া-উপাধিসংযুক্ত, পারমার্থিক সত্তাহীন) বিষয়ক, পরব্রহ্ম-(পরতত্ত্ব) বিষয়ক নহে।

বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ আচার্য শঙ্করের স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত এই মতবাদ স্বীকার করেন নাই; কারণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শব্দপ্রমাণ সমস্বরে পরব্রহ্মকে অনন্ত, অচিন্ত্য, অতীন্দ্রিয় গুণ ও শক্তির আধার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-প্রসূত প্রাকৃত হেয়-গুণহীন বলিয়া ‘নির্গুণ’ এবং তিনি সকল মঙ্গলগুণের নিলয় বলিয়া ‘সগুণ’। ব্রহ্মের গুণাবলী ও শক্তিসমূহ ক্ষুদ্র জীববুদ্ধির অচিন্ত্য ও অগম্য।

তাঁহাতে আপাতবিরোধী গুণ ও শক্তির সমাহার ও সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। জীবের মনীষার নিকট ইহা অচিন্ত্য ও অবোধ্য প্রতীয়মান হইলেও শাস্ত্রোপদিষ্ট বলিয়া ইহা অবশ্য স্বীকার্য। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় পরতত্ত্ব-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, আব্রহ্ম-স্তম্ব জীবের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তি নহে। এজন্যই পরব্রহ্মের শক্তি ও গুণ 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর'।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের সহিত শ্রীশঙ্করাচার্যের মতবাদের ঐক্য, পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্তসার

ঐক্য—(১) শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—'ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত।

(১) শ্রীজীবগোস্বামিপাদও বলেন,—'ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত।

পার্থক্য—(১) শ্রীশঙ্করাচার্যের **'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব' বলিতে নিঃশক্তিক 'কেবলজ্ঞান'**। তাঁহার মতে শক্তি স্বীকার করিলেই শক্তিক্রিয়া-জাত ভেদের স্বীকার হয়; সুতরাং 'অদ্বয়ত্ব' আর থাকে না। ব্রহ্মকে 'জ্ঞাতা' বা 'সর্বজ্ঞ' বলিলে তাঁহার জ্ঞাতৃত্বশক্তির বা সর্বজ্ঞতা-শক্তির স্বীকারের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হয় না। এজন্য ব্রহ্ম—কেবলজ্ঞান 'অদ্বয়তত্ত্ব'।

(১) শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে **ব্রহ্ম স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তির আশ্রয় 'অদ্বয়তত্ত্ব'**। ইঁহারা ব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী অবিচ্ছেদ্যা শক্তি। সুতরাং শক্তি-স্বীকারে পৃথক্তত্ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় ব্রহ্মের 'অদ্বয়ত্বে'র ব্যাঘাত হয় না। ব্রহ্ম **'কেবলজ্ঞান' নহেন, তিনি 'জ্ঞাতা' বা 'সর্বজ্ঞ'**। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ত্ব। এই জ্ঞাতৃত্বশক্তি

ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি। ব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়ভেদশূন্য ও স্বয়ংসিদ্ধ-স্বগতভেদশূন্য।

ঐক্য—(২) আচার্য শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মের 'সর্বশক্তিমত্তা' (শাঃ ভাঃ ১।১।১,৪), অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিমত্তা (ঐ, ১।১।২, ২।১।২৭), ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব (ঐ, ১।৪।২৩, ২।১।২৬), জীবের অংশত্ব, অণুত্ব ও নিত্যত্ব, বহুত্ব (ঐ, ২।৩।১৬-১৭, ২।৩।৪২-৪৫), জীব ও পরমাত্মার 'ভেদ' ও 'অভেদ' (ঐ, ৩।২।২৭-২৮) স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্যগণের সহিত তাঁহার এইসকল সিদ্ধান্তের যে ঐক্য, তাহা একটি কথাদ্বারাই বাতিল হইয়া গিয়াছে,—এইসকল সিদ্ধান্ত ব্যবহারিক স্তরে 'সত্য', কিন্তু পারমার্থিক 'অসত্য'।*

(২) শ্রীশ্রীজীবপাদ সমস্ত বৈষ্ণবাচার্যের সহিত সমস্বরে ব্রহ্মের অচিন্ত্য, অনন্ত 'সর্বশক্তিমত্তা', 'জগৎকারণত্ব', জীবের 'অংশত্ব', 'অণুত্ব', বহুত্ব' ও 'নিত্যত্ব'; জীব ও ব্রহ্মের 'ভেদ' ও 'অভেদ' স্বীকার করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত পারমার্থিক 'সত্য' বলিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যও ঐসকল সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তবে তিনি কারণ (ব্রহ্ম) ও কার্যে (জীব ও জগৎ) অভেদই 'স্বাভাবিক' এবং ভেদ 'ঔপাধিক' (আগন্তুক) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। † ভাস্করাচার্য শঙ্করাচার্যের 'ব্যবহারিক' বা

* "এবমবিদ্যাকৃত-নামরূপ-উপাধি-অনুরোধীশ্বরো ভবতি। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপ-কৃতকার্যকরণ-সঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে। তদেবম-বিদ্যাত্মকোপাধি-পরিচ্ছেদাপেক্ষমেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চ, ন পরমার্থতো বিদ্যয়া-পাস্তসর্বোপাধি-স্বরূপে আত্মনীশিত্রীশিতব্য-সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে।" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪, ২।৩।৪৩-৫৩ শাঃ ভাষ্য ; কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত সং, ১৯২৮ খৃঃ)

† "এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্মভেদঃ, স্বতস্ত্বেকাত্মমেব।' স্বাভাবিকত্বাদভেদস্য অবিদ্যা-কৃতত্বাচ্চ ভেদস্য বিদ্যয়াঽবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণানন্তে প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং গচ্ছতি।" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৫, ২৬ শাঃ ভাষ্য)

'মিথ্যা' সিদ্ধান্তের স্বীকার করেন না ; ঔপাধিককে 'অপারমার্থিক' বা 'ব্যবহারিক'ও বলেন না। শঙ্করের মতে যাহা 'ঔপাধিক', তাহা সর্বদাই 'মিথ্যা'। ভাস্করের মতে যাহা ঔপাধিক, তাহা 'সত্য' অথচ অনিত্য ; ব্রহ্ম হইতে জীবের 'ভেদ' সত্য, অথচ অনিত্য ; সৃষ্টি-কালেই কেবল সত্য ; প্রলয় ও মোক্ষকালে নহে। জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব ভাস্করাচার্যের মতে 'ঔপাধিক' অর্থাৎ আগন্তুক।

পার্থক্য—(২) শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—মায়িক-উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরেরই 'সর্বশক্তিমত্তা', অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিমত্তা ; সগুণ ঈশ্বরই জগতের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ ; **সগুণ ঈশ্বরের অংশই 'জীব' ;** ভ্রান্ত ব্রহ্ম সংসারী জীবরূপে 'কর্মকর্তা' ও 'কর্ম-ফলভোক্তা', 'অণুপরিমাণ' ও 'অসংখ্য' ; সগুণ ঈশ্বরই জীব হইতে 'ভিন্ন'। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, সুতরাং ব্যবহারিক সত্য। *

(২) শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন,—মায়ী বা মায়াধীশ পরব্রহ্মের মায়া-সংস্পর্শ পর্যন্ত নাই ; মায়াচ্ছন্নতা ত' দূরের কথা। পরব্রহ্ম তাঁহার নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তির দ্বারাই অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিমান্ ; ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জগতের সৃষ্টি। অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেরূপ অপর বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, সেরূপ পরব্রহ্মের আশ্রিতা শক্তি প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য করিতে সমর্থা। কৃষ্ণশক্তি 'মুখ্য' নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়া (জীবের স্বরূপজ্ঞান-আচ্ছাদনকারিণী মায়াশক্তির বৃত্তি) 'গৌণ' নিমিত্ত-কারণ ; ঈশ্বরের শক্তি 'মুখ্য' উপাদান-কারণ ; গুণমায়া ('সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ' গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান) 'গৌণ' উপাদান-কারণ। **জীবশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশই 'জীব' ; শক্তিরূপেই জীব ব্রহ্মের অংশ ;** শক্তিমান্ পরমাত্মাতে জীবশক্তির অণুপ্রবেশ-বশতঃই ব্রহ্ম

---

* ব্রঃ সূঃ ১।১।১২, ২০ ; ২।১।১৪ ; শাঃ ভাষ্য।

জীবশক্তিযুক্ত। সুতরাং জীবাত্মা কেবল শক্তিমাত্রেরই অংশ ন
জীবশক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্মের অংশ, সুতরাং স্বাংশ (স্বরূপশক্তিবি
পরব্রহ্মের অংশ) নহে, বিভিন্নাংশ (বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ); (
বিভিন্নাংশ পরব্রহ্মের তটস্থশক্ত্যাত্মক। বিভিন্নাংশ জীব—পরব্র
'তটস্থশক্তি' ; জগৎ—'বহিরঙ্গাশক্তি'র পরিণাম।

ঐক্য—(৩) কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে—মায়া 'তমোরূপা', 'জড়
'মোহাত্মিকা'।

(৩) গৌড়ীয়বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতেও—মায়া বহি
জড়শক্তি ও মোহজননী।

পার্থক্য—(৩) কেবলাদ্বৈতবাদিগণ মায়া-প্রকৃতি কি, তাহা বলেন
তাঁহারা বলেন,—**মায়া অনির্বচনীয়া; মায়া সৎও ন**
অসৎও নহে। অনুভবপ্রযুক্ত মায়াকে 'অসৎ' বলা যায় না,
নাশ্যত্ব-প্রযুক্ত 'সৎ'ও বলা যায় না। উক্ত মায়াকে তিন-প্র
ব্যক্ত করা যায়,—শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয়
লৌকিক-দৃষ্টিতে বাস্তব। * যাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পার
না, অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, এরূপ যে-সকল ঐন্দ্রজা
ব্যাপার, তাহাকেই লোকে 'মায়া' বলে। যেমন চিত্রপটের স
ও বিস্তার-দ্বারা তত্রস্থ চিত্রিত পুত্তলিকাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দৃ
তেমন এই মায়াই জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব; চৈতন্য ব্যতি
মায়ার স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না, এজন্য তাহাকে 'পরাধীন' বল

---

* **"অব্যক্তা হি সা মায়া** তত্ত্বান্যত্ব-নিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ"—(ব্রঃ সূঃ
২।১।১৪ শাঙ্করভাষ্যম্ ; মহেশপাল-সং, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। "ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্
ভূয়তে। যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ॥ নাসদাসীদ্ বিভাতত্বান্নো স
বাধনাৎ। বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ॥ তুচ্ছানির্বচনীয়া চ বাস্তবী
ত্রিধা। জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥" —(পঞ্চদশী ৬।১
বঙ্গবাসী-সং, ১৩১১ বঙ্গাব্দ)

এবং অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যরূপ অর্থাৎ সসঙ্গাদি করে বলিয়া তাহাকে স্বাধীনও বলা যায়। মায়ার এমন সামর্থ্য যে, কূটস্থ চৈতন্যকে অচেতন জড়স্বরূপ প্রতীত করায় এবং আভাসচৈতন্য-দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্মাণ করিয়া তাহার প্রভেদ প্রতীত করায়, আত্মার কূটস্থ স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই তাঁহাতে জগৎ ভাসমান করে।

(৩) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে*—**মায়া পরমাত্মার বহিরঙ্গা-শক্তি**; তাহা **জগৎসৃষ্ট্যাদিকারিণী।** ইহার তিনটি 'বর্ণ' বা 'গুণ' আছে,—ইহা 'শুক্লা' অর্থাৎ সত্ত্বগুণময়ী,' রক্তা' অর্থাৎ রজোগুণময়ী ও 'কৃষ্ণা'

* "এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।" ('পরমাত্মসন্দর্ভঃ', বহরমপুর-সংস্করণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ৪৮ অনুচ্ছেদ); "ভগবতঃ স্বরূপভূতৈশ্বর্যাদেঃ পরমাত্মন এষা তটস্থলক্ষণেন পূর্বোক্তা জগৎসৃষ্ট্যাদিকারিণী মায়াখ্যা শক্তিঃ। ত্রয়ো বর্ণা গুণা যস্যাঃ সা।" (ঐ); "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' ইত্যত্র গুণময়ীতি" (ঐ); "তস্যা মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ং, তত্র মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্যোপাদানাংশস্য চ পরস্পরং ভেদমাহ" (ঐ, ৪৯ অনু); "তয়োর্দ্বিধা-ভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে উভয়াত্মিকা কার্য-কারণরূপিণীত্যেষা।" (ঐ, ৫২ অনু) ; "অথ নিমিত্ত-রূপাংশস্য প্রথমে দ্বে বৃত্তী আহ,—'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে॥" (ঐ, ৫৪ অনু); "অথাবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তী—আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্বা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয়স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা উত্তরা চ তং তদন্যথা-জ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তত ইতি।" (ঐ, ৫৪ অনু); "অত্র নিমিত্তাংশস্যেবং বিবেচনীয়ঃ। যথা নিমিত্তাংশরূপা মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে; জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া-রূপত্বেন।", "তত্র তস্যাঃ পরমেশ্বরজ্ঞানরূপত্বং। সা বৈ দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা। সৎ দৃশ্যং, অসৎ অদৃশ্যং, আত্মা স্বরূপং সদসতোরাত্মা যস্যাস্তদুভয়ানুসন্ধানরূপত্বাদিতি।", "তদিচ্ছারূপত্বং যথা তত্রৈব। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মেত্যস্য টীকায়ামাত্মেচ্ছা মায়া, তস্যা অনুগতৌ লয়ে সতি ইতি।", "তৎ ক্রিয়ারূপত্বং চৈকাদশে।' এষা মায়া ভগবত ইত্যুদাহৃতবচনে এব দ্রষ্টব্যম্।", "অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণম্,—'যত্তত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥' যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়-সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্ত-বিশেষম্। অতএব অব্যাকৃত-সংজ্ঞত্বঞ্চ গমিতম্।" (ঐ, ৫৫ অনু)

এবং অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যরূপ অর্থাৎ সসঙ্গাদি করে বলিয়া তাহাকে স্বাধীনও বলা যায়। মায়ার এমন সামর্থ্য যে, কূটস্থ চৈতন্যকে অচেতন জড়স্বরূপ প্রতীত করায় এবং আভাসচৈতন্য-দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্মাণ করিয়া তাহার প্রভেদ প্রতীত করায়, আত্মার কূটস্থ স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই তাঁহাতে জগৎ ভাসমান করে।

(৩) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে*—**মায়া পরমাত্মার বহিরঙ্গা-শক্তি**; তাহা **জগৎসৃষ্ট্যাদিকারিণী**। ইহার তিনটি 'বর্ণ' বা 'গুণ' আছে,—ইহা 'শুক্লা' অর্থাৎ সত্ত্বগুণময়ী,' রক্তা' অর্থাৎ রজোগুণময়ী ও 'কৃষ্ণা'

---

* "এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।" ('পরমাত্মসন্দর্ভঃ', বহরমপুর-সংস্করণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ৪৮ অনুচ্ছেদ) ; "ভগবতঃ স্বরূপভূতৈশ্বর্যাদেঃ পরমাত্মন এষা তটস্থলক্ষণেন পূর্বোক্তা জগৎসৃষ্ট্যাদিকারিণী মায়াখ্যা শক্তিঃ। ত্রয়ো বর্ণা গুণা যস্যাঃ সা।" (ঐ) ; "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' ইত্যত্র গুণময়ীতি" (ঐ) ; "তস্যা মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ং, তত্র মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্যোপাদানাংশস্য চ পরস্পরং ভেদমাহ" (ঐ, ৪৯ অনু) ; "তয়োর্দ্বিধা-ভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে উভয়াত্মিকা কার্য-কারণরূপিণীত্যেষা।" (ঐ, ৫২ অনু) ; "অথ নিমিত্ত-রূপাংশস্য প্রথমে দ্বে বৃত্তী আহ,—'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে॥" (ঐ, ৫৪ অনু) ; "অথাবিদ্যাখ্যস্য ভাগস্য দ্বে বৃত্তী—আবরণাত্মিকা বিক্ষেপাত্মিকা চ। তত্র পূর্বা জীবে এব তিষ্ঠন্তী তদীয়স্বাভাবিকং জ্ঞানমাবৃণ্বানা উত্তরা চ তং তদন্যথা-জ্ঞানেন সঞ্জয়ন্তী বর্ত্তত ইতি।" (ঐ, ৫৪ অনু) ; "অত্র নিমিত্তাংশস্ত্বেবং বিবেচনীয়ঃ। যথা নিমিত্তাংশরূপা মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে ; জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া-রূপত্বেন।", "তত্র তস্যাঃ পরমেশ্বরজ্ঞানরূপত্বং। সা বৈ দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা। সৎ দৃশ্যং, অসৎ অদৃশ্যং, আত্মা স্বরূপং সদসতোরাত্মা যস্যাস্তদুভয়ানুসন্ধানরূপত্বাদিতি।", "তদিচ্ছারূপত্বং যথা তত্রৈব। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মেত্যস্য টীকায়ামাত্মেচ্ছা মায়া, তস্যা অনুগতৌ লয়ে সতি ইতি।", "তৎ ক্রিয়ারূপত্বং চৈকাদশে।' এষা মায়া ভগবত ইত্যুদাহৃতবচনে এব দ্রষ্টব্যম্।", "অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণম্,—'যত্তত্ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥' যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়-সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্ত-বিশেষম্। অতএব অব্যাকৃত-সংজ্ঞত্বঞ্চ গমিতম্।" (ঐ, ৫৫ অনু)

অর্থাৎ তমোগুণময়ী। মায়া ভগবদ্‌বহির্মুখ জীবের মোহয়িত্রী, মহাপাশ-রূপা, দুরতিক্রমা। মায়ার দুইটি অংশ—একটি মায়াখ্য 'নিমিত্তাংশ', আর একটি 'উপাদানাংশ'। 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত'-রূপ দ্বিধাভূত অংশের মধ্যে উপাদানরূপা মায়া 'কার্য'-রূপিণী ও নিমিত্তরূপা মায়া 'কারণ'-রূপিণী। নিমিত্তরূপ অংশের প্রথম দুইটি বৃত্তি—(১) 'বিদ্যা' ও (২) 'অবিদ্যা'; 'বিদ্যা' মোক্ষবিধায়িনী, 'অবিদ্যা' বন্ধনকারিণী। অবিদ্যাখ্য ভাগের আবার দুইটি বৃত্তি—(১) আবরণাত্মিকা ও (২) বিক্ষেপাত্মিকা; আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবে অবস্থান করিয়া জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান আবৃত করে এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি অন্যপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা জীবকে সম্যগ্‌রূপে জয় করিয়া বর্তমান থাকে। নিমিত্তাংশরূপা মায়া 'জ্ঞান'শক্তি, 'ইচ্ছা'শক্তি ও 'ক্রিয়া'-শক্তিভেদে ত্রিবিধা। 'জ্ঞান'শক্তি 'দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধান'রূপা—'সৎ' (দৃশ্য) ও 'অসৎ' (অদৃশ্য), উভয়ের অনুসন্ধানরূপত্বহেতু সদসদাত্মিকা। 'ইচ্ছা'শক্তি পরমাত্মার 'ইচ্ছা'রূপা—আত্মেচ্ছা 'মায়া' নামে কথিতা। পরমাত্মার ক্রীড়ারূপা মায়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী। মায়ার উপাদানাংশ প্রধান 'অব্যক্ত', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি নামে কথিত; গুণত্রয়ের সাম্যরূপত্বহেতু অনভিব্যক্ত বা অব্যক্ত। 'প্রধান'ই অনাদি জগতের সূক্ষ্ম অবস্থারূপ, ইহা পরমেশ্বরের অধীন। চিন্তামণি ও অয়স্কান্তাদি মণির দ্বারা সর্বার্থপ্রসব ও লৌহচালনাদির ন্যায়, সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির সমাশ্রয় পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তির দ্বারাই জগৎ 'কার্য'রূপে পরিণত হয়। স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য-শক্তিদ্বারাই পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাতে স্বরূপের পরিণাম হয় না; ইহাই শক্তি-পরিণামবাদ হইতে বস্তুপরিণামবাদের পার্থক্য। পরমাত্মার স্বরূপানুবন্ধিনী অচিন্ত্যশক্তি মায়াকে 'ইন্দ্রজালবিদ্যা' বলা যুক্ত নহে। কিন্তু 'মীয়তে বিচিত্রং নির্মীয়তে অনয়া ইতি' (ইহার দ্বারা বিচিত্র বিশ্ব নির্মিত হয়) এই অর্থে পরমাত্মার বিচিত্রার্থকর-শক্তি 'মায়া'। কোন স্থানে ব্রহ্ম বিশ্বের উপাদান-কারণ, কোথাও বা প্রধান উপাদান-কারণরূপে শ্রুত হয়। সেই

মায়াখ্যা পরিণামশক্তিও দুই প্রকার—(১) নিমিত্তাংশ—মায়া, (২) উপাদানাংশ—প্রধান ; তন্মধ্যে কেবলা শক্তি—'নিমিত্ত', তদ্ব্যূহময়ী শক্তি—'উপাদান'। শ্রুতিতে মায়াকে 'বিজ্ঞান' ও 'অবিজ্ঞান' বলিয়াছেন। অতএব মায়ার কোন অংশের অচেতনতা শ্রুত হয়।

সত্যসঙ্কল্প স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তুচ্ছ, মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা নহে। চিন্তামণির অধিপতি কিংবা স্বয়ং চিন্তামণি কৃত্রিম স্বর্ণ সৃষ্টি করে না, তাহা বাস্তব স্বর্ণই প্রকাশ করে। অতএব সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সৃষ্ট জগৎ 'সত্য', মিথ্যা নহে। পরমেশ্বর স্বাভাবিকী মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করেন ; কিন্তু জীব তাহাতে মোহগ্রস্ত হয়। যৎকর্তৃক এই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি হয়, তাহাই ভগবানের অচিন্ত্যস্বরূপশক্তির 'মায়া'-নাম্নী শক্তি। ভগবানের অচিন্ত্যস্বরূপা, মহাপ্রবলা, অন্তরঙ্গা শক্তি থাকা-হেতু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রবলা ও অচিন্ত্যা হইলেও ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু তটস্থশক্তি জীবকে স্পর্শ করে। *

---

* "ইদমেব প্রধানমনাদের্জগতঃ সূক্ষ্মাবস্থারূপমব্যাকৃতাব্যক্তাদ্যভিধং বেদান্তিভিরপি পরমেশ্বরাধীনতয়া মন্যতে।" ('পরমাত্মসন্দর্ভঃ', বহরমপুর-সং, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ৫৫ অনু), "তৎকার্যং জগল্লক্ষ্যতে।" (ঐ, ৫৬ অনু), "তস্মান্নির্বিকারাদিস্বভাবেন সতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্বার্থপ্রসব-লোহ-চালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি। ততস্তস্য তাদৃশ-শক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়াশব্দস্যেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু মীয়তে বিচিত্রং নির্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্বমেব। তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ।" (ঐ, ৫৮ অনু), "তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমানস্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে ; যথৈব চিন্তামণিঃ। অতস্তন্মূলত্বান্ন পরমাত্মোপাদানত্ব সংপ্রতিপত্তিভঙ্গঃ।" (ঐ, ৫৮ অনু), "অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বঞ্চ শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা

(৪) শ্রীশঙ্করের মতে—**নির্বিশেষ ব্রহ্মই 'পরতত্ত্ব'।** *

(৪) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে—নির্বিশেষ 'ব্রহ্ম' পরমপুরুষ ভগবানের অসম্যক্ প্রতীতি বা পদবিশেষ। লৌকিক ঘট-পটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষে যেমন প্রথমতঃ 'নির্বিকল্প'-জ্ঞান, অনন্তর বিশেষ বোধ বা 'সবিকল্প' জ্ঞান, তেমন ভগবদ্দর্শনের প্রথম সোপানস্বরূপ 'নির্বিকল্প দর্শন'। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের যে প্রাথমিক জ্ঞান, তাহাই 'নির্বিকল্প' জ্ঞান। অনন্তর উক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যখন উক্ত সচ্চিৎ-আদির ধর্ম বা তাঁহার শক্তির জ্ঞান হইয়া শক্ত্যাদিবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়; উহাই 'বৈশিষ্ট্য'-জ্ঞান বা 'সবিকল্প'-জ্ঞান। বৈশিষ্ট্যবুদ্ধির উদয়ে বিচিত্র-শক্তিগুণলীলাদিবিশিষ্ট শ্রীভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হয়। অতএব বিচিত্র-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিশেষবিশিষ্ট নির্বিকল্প সত্তাস্বরূপই 'ব্রহ্ম'। 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ বা মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে 'ভগবান্'। ভগবচ্ছব্দের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ 'বাচ্য', কিন্তু 'লক্ষ্য' নহে। নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা, প্রতিমা অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মের পরমাশ্রয় বা পর্যাপ্তিই 'শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ'। অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্ম 'অসম্যক্ প্রতীতি' বা 'অস্ফুট-স্বরূপ'। **শক্তিবর্গলক্ষণ বিশেষধর্মাতিরিক্ত কেবলজ্ঞান 'ব্রহ্ম', অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তি-**

পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশো মায়া, উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তির্নিমিত্তম্। তদ্ব্যূহময়ী তূপাদানমিতি বিবেকঃ। অতএব শ্রুতাবপি বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চেতি কস্তচিদ্ভাগস্যাচেতনতা শ্রূয়তে।" (ঐ, ৫৮, অনু), "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তৎসঙ্কল্প এব বাচ্যঃ স চ সত্যস্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্তিঃ পরমেশ্বরস্তুচ্ছং মায়িকমপি ন কুর্যাৎ চিন্তামণীনামধিপতিঃ স্বয়ং চিন্তামণিরেব বা কূটকনকাদিবৎ।" (ঐ, ৭১ অনু), "যয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং ভবতি, সেয়ং ভগবতোঽচিন্ত্যস্বরূপশক্তের্মায়াখ্যা শক্তিঃ।" (ঐ, ৯০ অনু) "ভগবতোঽচিন্ত্যস্বরূপান্তরঙ্গ-মহাপ্রবলশক্তিত্বাদ্বহিরঙ্গয়া, প্রবলয়াপ্যচিন্ত্যয়া মায়য়া ন সৃষ্টিঃ জীবস্য তু তয়া সৃষ্টিরিতি সিদ্ধান্তিতম্।" (ঐ, ৯২ অনু)।

* ব্রঃ সূঃ ৩।২।১৪,২১ শাঃ ভাষ্য (কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত-সং)

প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট জ্ঞান পরমাত্মা, পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞান 'ভগবান্'। *

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে **ব্রহ্ম** 'নির্গুণ' অর্থাৎ **সমস্ত গুণ ও বিশেষণাদিরহিত,** কেবল সাক্ষিবৎ উদাসীন।

(৫) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর মতে—**পরতত্ত্ব** প্রকৃতির 'পর' অর্থাৎ অতীত বলিয়া **'নির্গুণ' বা প্রাকৃত-গুণরহিত ;** প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি রহিত এবং তজ্জন্য অন্যকর্তৃক ব্যক্ত হন না বলিয়া তিনি 'অব্যক্ত' বা স্বয়ংপ্রকাশ-দেহাদিবিশিষ্ট। †

(৬) শঙ্করাচার্য 'বিবর্তবাদী' অর্থাৎ জগৎকে ব্রহ্মের 'বিবর্ত' বা 'এক বস্তুতে আর এক ভ্রান্তি'রূপ মিথ্যাজ্ঞান বলেন। যদিও শ্রীব্যাস-সূত্রে 'পরিণামবাদ' কথিত হইয়াছে, তথাপি পরিণামবাদে নির্বিকার ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন বলিয়া 'বিবর্তবাদ'ই গ্রহণীয়। তিনি বলেন,— **জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে—ব্রহ্মে 'ভ্রম'-মাত্র।** ‡

---

* "সর্বতো বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্মেতি যদ্বিতত্ত্বং খলু পরমস্য পুংসো ভগবতঃ পদমেব ; নির্বিকল্প তয়া সাক্ষাৎকৃতেঃ প্রাথমিকত্বাৎ, ব্রহ্মাশ্চ ভগবত এব নির্বিকল্পসত্তারূপত্বাৎ, বিচিত্ররূপাদি বিকল্পবিশেষবিশিষ্টস্য ভগবতস্য সাক্ষাৎকৃতেস্তদনন্তরজত্বাৎ, তদীয়স্বরূপভূতং তদ্ব্রহ্ম তৎসাক্ষাৎ কারাস্পদং ভবতি।" ('ভগবৎসন্দর্ভঃ', শ্রীসত্যানন্দগোস্বামি-সম্পাদিত, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ৭ অনু) ; "পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ।" (ঐ, ৩ অনু) ; "ব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং ন তু লক্ষ্যম্" (ঐ, ৩ অনু) ; "অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং নির্দিশ্যান্যস্য তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গী করোতি। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে, অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি, পরিপূর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।" (ঐ ৩ অনু)

† "প্রকৃতেঃ পরস্তস্মান্নির্গুণঃ প্রাকৃতগুণ-বিরহিতঃ। * * অব্যক্তঃ প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদি রহিতত্বান্নান্যেন ব্যজ্যত ইতি স্বয়ংপ্রকাশদেহাদিরিত্যর্থঃ।" ('পরমাত্মসন্দর্ভঃ', বহরমপুর-সং ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ৯৮ অনু)

‡ "বিবর্তস্তু প্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ। অনাদিবাসনোদ্ভূতো ন সারূপ্যমপেক্ষ্যতে॥"
(ব্রঃ সূঃ ১।২।২১ শাঃ ভাষ্য টীকা 'ভামতী', কালীবরবেদান্তবাগীশকৃত-সং)

(৬) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—ব্রহ্ম স্বরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হন না, উপাদানরূপ বহিরঙ্গাশক্তিরূপেই পরিণতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ **তাঁহার শক্তিতে প্রকৃতিই জগদ্রূপে পরিণত হয়; তিনি স্বরূপে অবিকৃতই** থাকেন। বস্তুতঃ অনাত্ম দেহে যে 'আত্মবুদ্ধি' তাহাই 'বিবর্ত'।

(৭) শ্রীশঙ্করাচার্য **'তত্ত্বমসি'** প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যকেই **'মহাবাক্য'** বলেন।

(৭) গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ এরূপ বলেন,—ছান্দোগ্যোপনিষদের **'তত্ত্বমসি' শ্রুতি বেদের একটি একদেশবাচিকা উক্তি।** বস্তুতঃ 'প্রণব' বেদের নিদান। বেদ সূক্ষ্মরূপে প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রণব সাক্ষাৎ 'পরব্রহ্মস্বরূপ' বলিয়া শ্রুতিতে কথিত। ব্রহ্ম যেইরূপ 'বিভু', প্রণবও সেইরূপ 'বিভু' বা বৃহত্তম বাক্য অর্থাৎ 'মহাবাক্য'। **'তত্ত্বমসি'র বাচক প্রণব 'ব্যাপক', 'তত্ত্বমসি' বাক্য 'ব্যাপ্য'।** অতএব **প্রণবই যথার্থ 'মহাবাক্য'।** * 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি ভগবৎপ্রেমপর। 'তুমিই অমুক'—এই বাক্যের মত। এস্থানে 'তৎ' পদে পরোক্ষ-নির্দেশ এবং 'ত্বং' পদে সাক্ষাৎ-নির্দেশ সূচিত হইতেছে। পরতত্ত্ব—পরোক্ষ-বস্তু; জীব—সাক্ষাদ্-বস্তু, 'অসি' ক্রিয়া তদুভয়ের অন্বয় অর্থাৎ যোগ প্রতীতি করাইতেছে। 'তত্ত্বমসি' বাক্য জীব ও ঈশ্বরের সংযোগ-ব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রেমতাৎপর্যপর।

---

* "শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্" (ভঃ সঃ, ১৭৮ অনু)। "এবং তত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্, ত্বমেবামুক ইতিবৎ।" (প্রীতি-সঃ, ১ অনু)

চতুর্থ প্রসঙ্গ

ভাস্করাচার্য

ভাস্করাচার্য একরূপ 'ভেদাভেদবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য 'ভেদাভেদবাদ' স্বীকার করিলেও অভেদকেই 'স্বাভাবিক' এবং ভেদকে 'ঔপাধিক' বলিয়াছেন; যথা—(৪।৪।৪ সূত্রের ভাষ্য)

অভেদ—স্বাভাবিক; ভেদ—ঔপাধিক

"জীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকোঽভেদ **ঔপাধিকস্তু ভেদঃ** স তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ততে।"

ভাস্করাচার্য বলেন,—একই বস্তুর অবস্থাভেদে 'কারণত্ব', আবার অবস্থাভেদে 'কার্যত্ব; সুতরাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। সকল বস্তুরই এইরূপ 'ভেদাভেদ' স্বীকার্য। * ভাস্করের মতে, ব্রহ্ম দ্বিরূপ—(১) 'কারণ'-রূপ ও (২) 'কার্য-'রূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম—এক অদ্বিতীয়, ও কার্যরূপে ব্রহ্ম—বহু; যেমন—স্বর্ণ কারণরূপে এক, কার্যরূপে বহু; যথা—বলয়, কর্ণভূষণ, হার প্রভৃতি। অতএব ব্রহ্ম কারণরূপে 'অভিন্ন' ও কার্য-রূপে 'ভিন্ন'; অভিন্ন কারণ-রূপটি ব্রহ্মের সত্য, আদিম ও স্বাভাবিক রূপ; আর কার্যরূপটি ঔপাধিক; সত্য হইলেও আগন্তুক। প্রথমে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এক অদ্বিতীয়; কেবল কারণমাত্র হইয়াই বিরাজ করেন। তৎপরে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে উপাধিদ্বারা সবিশেষত্ব ও বহুত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণতি কার্যরূপ ঔপাধিক হইলেও মিথ্যা নহে; এখানেই শঙ্করাচার্যের 'ঔপাধিক' পরিভাষার সহিত ভাস্করের উক্ত পরিভাষার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শঙ্করের মতে যাহা ঔপাধিক, তাহাই 'মিথ্যা', তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। যেমন রজ্জুসর্প ভ্রমকালে রজ্জু সত্য,

শঙ্কর ও ভাস্করের 'ঔপাধিক' পরিভাষার পার্থক্য

---

* "কার্যকারণয়োর্ভেদাভেদাবনুভূয়েতে। অভেদধর্মশ্চ ভেদো যথা—মহোদধেরভেদঃ স এব তরঙ্গাদ্যাত্মনা বর্তমানো ভেদ ইত্যুচ্যতে, ন হি তরঙ্গাদয়ঃ পাষাণাদিষু দৃশ্যন্তে, তস্যৈব তাঃ

উহার কখনও বিলয় নাই ; আর সর্প ঔপাধিক, তাহা বর্তমানে 'সত্য' বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও রজ্জু-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়। সর্প পূর্বেও ছিল না, বর্তমানেও নাই, পরেও থাকিবে না ; অতএব যাহা ঔপাধিক, তাহা বর্তমানেও মিথ্যা, সর্বদাই মিথ্যা। এইভাবে শঙ্করাচার্য 'সত্যত্ব' ও 'নিত্যত্ব'কে সম-পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু ভাস্করাচার্য বলেন,—সত্যবস্তুও অনিত্য হইতে পারে, অর্থাৎ কিছুসময়ের জন্য সত্য থাকিয়া অন্য সময় অসত্য হইতে পারে। যেমন অগ্নির উষ্ণতা সত্য ও নিত্য ; কিন্তু চুল্লীস্থিত লৌহপাত্রের উষ্ণতা সত্য; অথচ অনিত্য এবং সেই লৌহপাত্রের বর্তমান উষ্ণতা অনিত্য হইলেও কম সত্য নহে। অতএব ভাস্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য ও নিত্য। উহা সৃষ্টি, লয় ও মুক্তি সকল অবস্থাতেই সত্য ; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ—ঔপাধিক অর্থাৎ সত্য, অথচ অনিত্য। সৃষ্টিকালেই কেবল সত্য ; প্রলয় ও মোক্ষকালে নহে। উপাধির বিনাশে জীব ও ব্রহ্মের পুনরায় অভেদত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থিত আকাশ মহাকাশের সহিত একীভূত হয়। ভাস্করাচার্য কেবলাদ্বৈতবাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি তর্কদ্বারা ঘট-পটাদির প্রত্যক্ষ ভেদরূপ প্রত্যক্ষ সত্যকে 'মিথ্যা' বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টাকে বৃথা বাগাড়ম্বর-মাত্র বলিয়াছেন। ভাস্করাচার্য বলেন,—

ভাস্করের 'ভেদাভেদ' মতবাদের স্বরূপ

তাত্ত্বিক-বিচারে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তবজগতে প্রত্যেক বস্তু অপরাপর বস্তু হইতে শুদ্ধ ভিন্নও নহে, শুদ্ধ অভিন্নও নহে ; কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। সর্বত্রই কার্যরূপে ও ব্যক্তিরূপে একবস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ। কিন্তু একই কারণ-সম্ভূত ও একই

শক্তয়ঃ শক্তিশক্তিমতোশ্চানন্যত্বমন্যত্বং চোপলক্ষ্যতে, যথাগ্নের্দহনপ্রকাশনাদিশক্তয়ো ভেদাঃ, যথা চ বায়োঃ প্রাণাদিবৃত্তিভেদেন ভেদঃ। তস্মাৎ সর্বমেকানেকাত্মকং নাত্যান্তমভিন্নং ভিন্নং বা।" (ভাস্করীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।১।১৮ ; বিদ্যাবিলাস-প্রেস্ সংস্করণ, কাশী)

জাতিভুক্ত বলিয়া অপর বস্তুর সহিত অভেদ। যেমন বৃষ ও গাভীর আকার-প্রকারে ভেদ ; কিন্তু জাতিতে অভেদ। যেমন মাটি ও ঘট কারণ-রূপে অভেদ ; কিন্তু কার্যরূপে ভেদ। স্বর্ণকুণ্ডল ও স্বর্ণবলয়—কুণ্ডল ও বলয়রূপ ভেদবিশিষ্ট হইলেও স্বর্ণরূপে অভেদ। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে সত্য। ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। **ভেদ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক-মাত্র ; অর্থাৎ যাবৎকাল স্থায়ী, তাবৎকাল সত্য ; আর অভেদই স্বাভাবিক অর্থাৎ শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও চিরসত্য।** জীব ও জগৎ সৃষ্টিসময়েই মাত্র ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, প্রলয়কালেও নহে, মোক্ষাবস্থায়ও নহে, সকল অবস্থাতেই নহে। জীব ও জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টি-কালে, প্রলয়-কালে, মোক্ষাবস্থায়—সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন,—ইহাই ভাস্করের 'ঔপাধিক' বা 'ঔপচারিক' ভেদাভেদবাদ।

ভাস্করাচার্য শঙ্কর-মতবাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিলেও কার্যতঃ শঙ্কর-মতের সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য বলেন,—ভেদ-শ্রুতির নিন্দা থাকায় 'অভেদ'ই শ্রুতির তাৎপর্য। ভাস্কর বলেন,—'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই শ্রুতির তাৎপর্য ; কিন্তু পরিণামে ভাস্কর 'ভেদ'কে 'ঔপাধিক' বলেন। সুতরাং ইহাও একপ্রকার প্রচ্ছন্ন-শঙ্কর-মতবাদ। ভাস্করাচার্য শঙ্কর-মতকে 'বৌদ্ধ-মত' বলিয়াও পরিণামে তৎকুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনীতে ভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদ' খণ্ডন করিয়াছেন। (এই গ্রন্থের 'শ্রীনিম্বার্ক' প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের যুক্তি দ্রষ্টব্য।।)

পঞ্চম প্রসঙ্গ

শ্রীরামানুজাচার্য

শ্রীরামানুজাচার্যের মতে—'ব্রহ্ম' একমাত্র তত্ত্ব না হইলেও ব্রহ্মের 'একত্বে'র ও 'অদ্বয়ত্বে'র ব্যাঘাত ঘটে না; কারণ, অপর দুইটি তত্ত্ব—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত ও আশ্রিতরূপেই সত্য, ব্রহ্মের বহির্ভূত অথবা স্বাধীনভাবে নহে। ব্রহ্মের 'সজাতীয়' ও 'বিজাতীয়' ভেদ নাই; কারণ, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের বহির্ভূত সমজাতীয় বা ভিন্নজাতীয় কিছুই নাই; কিন্তু ব্রহ্মের 'স্বগতভেদ' আছে। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ) তাঁহার 'স্বগতভেদ'। তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মান্তর্গত, অতএব ব্রহ্মের ন্যায় সত্য; কিন্তু ব্রহ্মের 'দ্বিতীয়' নহে।

ব্রহ্ম—চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্ব

শ্রীরামানুজাচার্যের মতে—চিৎ ও অচিদ্বিশিষ্ট স্বরূপই 'ঈশ্বর'; ব্রহ্ম—'অংশী', জীব ও জগৎ—'অংশ'; ব্রহ্ম—'আত্মা', জীব ও জগৎ—'দেহ'; ব্রহ্ম—আধার বা আশ্রয়, জীব ও জগৎ—আধেয় বা আশ্রিত। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ধর্মতঃ ভিন্ন হইলেও 'ব্রহ্মাশ্রয়ী' ও 'পৃথক্‌সত্তাহীন' বলিয়া এই অর্থে 'অভিন্ন'। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ধর্মতঃ 'ভিন্ন' হইলেও স্বরূপতঃ 'অভিন্ন'। **ভেদের দিক্ হইতে তত্ত্ব তিনটি—'ব্রহ্ম', 'চিৎ' ও 'অচিৎ'; কিন্তু চিৎ ও অচিৎ 'ব্রহ্মাত্মক' বলিয়া অভেদের দিক্ হইতে তত্ত্বমাত্র একটি—চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম।** যেমন ব্যষ্টির দিক্ হইতে 'মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্প'—এই পঞ্চতত্ত্ব; কিন্তু সমষ্টির দিক্ হইতে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষ—এই একটি তত্ত্ব। এজন্য শ্রীরামানুজাচার্যের মতকে **'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ'** বলা হয়; বিশিষ্ট (ধর্মতঃ ভিন্ন), বস্তুর (স্বরূপতঃ) অভিন্ন; অথবা,

(চিৎ ও অচিৎ)-বিশিষ্ট (যুক্ত) অদ্বৈত (অদ্বিতীয় একমাত্র) ব্রহ্মবিষয়ক মতবাদ বলা হয়। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের তাৎপর্য এই—(১) স্থূল (সৃষ্টি-কালীন) চেতনাচেতন এবং সূক্ষ্ম (প্রলয়-কালীন) চেতনাচেতন-বিশিষ্ট (যুক্ত) ব্রহ্মের অদ্বৈত বা একত্ব-প্রতিপাদক বাদ (মতবাদ বা সিদ্ধান্ত); (২) জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিশিষ্ট (ধর্মতঃ ভিন্ন) হইয়াও ব্রহ্মাশ্রয়ী ও পৃথক্‌সত্তাহীন বলিয়া স্বরূপতঃ বস্তুর (ব্রহ্মের) অদ্বৈত বা একত্ব, এই বাদ (সিদ্ধান্ত)।

'বিশিষ্টাদ্বৈত' নামের তাৎপর্য

শ্রীরামানুজাচার্য বলেন,—চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (মায়া বা জগৎ) ব্রহ্মস্বরূপের আশ্রিত দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব; আর গৌড়ীয়গণ বলেন,—চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মস্বরূপেরই 'শক্তি'। শ্রীরামানুজাচার্য বলেন,—চিৎ ও অচিৎ —এই দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব; শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ বলেন,—উভয়ই যখন শক্তি, তখন শক্তি-রূপে তাহারা একই, কিন্তু অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-ভেদে শক্তির ক্রিয়ায় বিচিত্রতা বর্তমান। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তানুসারে সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের 'বিশেষণ'। শ্রীরামানুজাচার্যের মতে—কেবল জীব ও জগৎ ব্রহ্মের 'বিশেষণ'। **শ্রীরামানুজাচার্য শক্তিমান্ ও শক্তিতে 'ভেদ' স্বীকার করেন;** শ্রীল শ্রীজীবপাদ শক্তি ও শক্তিমানের 'কেবল ভেদ' স্বীকার করেন না। **শ্রীরামানুজাচার্য ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করেন** অর্থাৎ চিৎ (জীব) ও অচিৎ (মায়া বা জগৎ) ব্রহ্মের স্বগতভেদ; কিন্তু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মের কোনরূপ ভেদই স্বীকার করেন না।

শ্রীরামানুজাচার্য ও শ্রীজীবগোস্বামি-পাদের মত-বৈশিষ্ট্য

শ্রীল শ্রীজীবপাদ বলেন,—"শ্রীরামানুজীয়াস্তু শক্তিশক্তিমতোর্ভেদমেব বর্ণয়ন্তি—তথাহি তথাভূতায়াস্তস্যাঃ স্বরূপান্তরঙ্গত্বাৎ স্বরূপভূতত্বমেব প্রতি-পাদয়ন্তীতি **সমানঃ পন্থাঃ।"** (ভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, ১০ অনু)।

শ্রীরামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ বর্ণন করেন। তাহা হইলেও সেই শক্তি যে, স্বরূপেরই অন্তরঙ্গ, সুতরাং স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ইহা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। অতএব সেই মতের ও আমাদের মতের একই পথ।

"বিশিষ্টস্যৈব চাব্যভিচারিরূপত্বেন স্বরূপত্বম্, ন কেবলং বিশেষ্যমেবাব্যভিচারিতয়া সম্প্রতিপদ্যন্তে ইতি তস্মাদস্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ।" (ঐ, ১০ অনু)। শ্রীরামানুজীয়গণ কেবল বিশেষ্যকে অব্যভিচারিরূপে 'স্বরূপ' বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই, বিশিষ্টকেও ইঁহারা অব্যভিচারিরূপে 'স্বরূপ' বলিয়াই স্বীকার করেন; সুতরাং ইঁহাদের মতেও স্বরূপশক্তি অবশ্য স্বীকার্য।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

শ্রীমধ্বাচার্য

'তত্ত্ববাদগুরু' শ্রীমন্মধ্বাচার্য পরতত্ত্বকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান্ ও স্বগতভেদরহিত বলিয়াছেন। "আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদ-বিবর্জিতাত্মা।" (মঃ ভাঃ তাঃ ১।১১)। জীবাত্মা বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। পরমেশ্বরের দ্বিবিধ অংশ—(১) 'প্রতিবিম্বাংশ' ও (২) 'স্বরূপাংশ'। 'প্রতিবিম্বাংশ'—এই অনন্ত জীবাত্মা, আর মৎস্যাদি অবতারগণ—'স্বরূপাংশ'। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ—(১) সোপাধিক ও (২) নিরুপাধিক। জীবাত্মা পরমেশ্বরের 'নিরুপাধিক' প্রতিবিম্ব, আর আকাশে দৃষ্ট 'ইন্দ্রধনু' সূর্যের 'সোপাধিক' প্রতিবিম্ব, অতএব অনিত্য। (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৫০ সূত্রের ভাষ্যধৃত পৈঙ্গী শ্রুতি)। জীবসমূহ শ্রীহরির নিত্য অনুচর। জীব 'স্বল্প'-জ্ঞানানন্দাত্মক-বিগ্রহ এবং ভগবান্ 'পূর্ণ'-জ্ঞানানন্দাত্মক-বিগ্রহ, ভগবান্ 'প্রযোজক' কর্তা, জীব 'প্রযোজ্য' কর্তা। বিষ্ণু জগতের 'নিমিত্ত'-

কারণ, 'উপাদান'-কারণ নহেন। জগৎ 'অনিত্য', কিন্তু 'অসত্য' নহে। জীব ও জগৎ ভগবানের 'অধীন'; ভগবান্ জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য (১) 'জীবেশ্বরে' ভেদ, (২) 'জীবে জীবে' পরস্পর ভেদ, (৩) 'ঈশ্বরে জড়ে' ভেদ, (৪) 'জীবে জড়ে' ভেদ, ও (৫) 'জড়ে জড়ে' পরস্পর ভেদ—এই 'পঞ্চভেদ' স্বীকার করেন।

পঞ্চভেদের নিত্যত্ব

"জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা॥
পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্বদা॥"

(মঃ ভাঃ তাঃ ১।৭০-৭১)

এই 'পঞ্চভেদ' সর্বাবস্থাতেই 'নিত্য'। মুক্তিতেও জীবেশ্বরে 'নিত্য-ভেদ' থাকিবে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য কোথায় কোথায়ও 'ভেদাভেদবাদ' ও পরতত্ত্বের অচিন্ত্য-শক্তির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'ব্রহ্মতর্কে'র উদ্ধৃত প্রমাণে আপাততঃ এইরূপই মনে হয়, যথা—

শ্রীমন্মধ্বাচার্য-কথিত ভেদাভেদবাদে ভেদেরই নিত্যত্ব

"অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা।
শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা॥
স্বরূপাংশাংশিনোশ্চৈব **নিত্যাভেদো জনার্দনে**।
জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি॥
চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি।
হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু স্বভেদতঃ॥
পৃথগ্গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি।
বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥
ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্ত্যব্যক্তিবিশেষণম্।
ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ॥

বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু।
সর্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্‌যুজ্যতে পরমেশ্বরে ॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ ॥
কার্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা।” ইতি।

(ভাঃ, ১১।৭।৫১ শ্লোকের মাধ্বভাষ্য-ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য)

জনার্দনে অবয়বী ও অবয়বসমূহ, গুণী ও গুণসমূহ, শক্তিমান্ ও শক্তি, ক্রিয়াবান্ ও ক্রিয়া এবং অংশী ও স্বরূপাংশ—ইহাদের পরস্পর নিত্য ‘অভেদ’ বর্তমান। জীবস্বরূপসমূহ এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (ঐ-সকল বিষয়ে) ঐরূপ অভেদ রহিয়াছে। অতএব অভেদহেতু (অংশ প্রভৃতির সহিত অংশী প্রভৃতির অভেদহেতু), গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের (গুণী প্রভৃতি হইতে গুণ প্রভৃতির পৃথক্ অবস্থানের) অভাবহেতু এবং অংশী প্রভৃতি ও অংশ প্রভৃতি—এই উভয়ের নিত্যত্বহেতু তাহারা (অংশী প্রভৃতি) অনংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীনরূপে কথিত হয়। আর শ্রীবিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তিত্ব-নিবন্ধন এই সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যত্ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তিত্ব নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত। আর তাঁহার শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্‌বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান ; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্-বিষয়ে) ‘ভেদ’ ও ‘অভেদ’ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ‘ভেদাভেদ’ জ্ঞাতব্য।

কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্যপাদ নিজ উক্তিতে শক্তি ও শক্তিমান্, অথবা জীব ও ব্রহ্ম, জগৎ ও ব্রহ্ম প্রভৃতির মধ্যে ‘শুদ্ধ’ বা ‘কেবল-ভেদ’ ব্যতীত স্পষ্টভাবে কোনও মত প্রকাশ করেন নাই।

সপ্তম প্রসঙ্গ

শ্রীনিম্বার্ক

শ্রীনিম্বার্ক স্বাভাবিক বা 'বাস্তব ভেদাভেদ' স্বীকার করিয়াছেন। শ্রী-নিম্বার্কের মতে 'ভেদ' ও 'অভেদ' কেবল সমসত্যই নহে, সমনিত্যও; সর্বকালে, সর্বাবস্থায় ভেদ ও অভেদ সমভাবে বর্তমান। নিম্বার্ক বলেন,—

স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদ

ব্রহ্ম—কারণ, জীব ও জগৎ—কার্য; ব্রহ্ম—শক্তিমান্, জীব ও জগৎ—শক্তিদ্বয়; ব্রহ্ম—সমগ্র সত্তা, জীব ও জগৎ—ব্রহ্মের অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। কারণ ও কার্য, শক্তি ও শক্তিমান্, অংশী ও অংশে ভেদ—বাস্তব, স্বাভাবিক ও নিত্য। ব্রহ্ম—ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও প্রাপ্তব্য; জীব—ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও প্রাপক। ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, সর্বব্যাপী, পূর্ণ স্বাধীন; জীব—সৃষ্ট্যাদিশক্তি-হীন, অণুমাত্র ও শাসিত। কেবল বদ্ধজীব নহে, মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবের এই স্বভাব ও ধর্মগত ভেদ নিত্য।

জগৎসম্বন্ধেও তাহাই। ব্রহ্ম—কেবল চেতন, অজড়, অস্থুল, নিত্য-শুদ্ধ; কিন্তু জগৎ—অচেতন, জড়, স্থূল ও অশুদ্ধ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতের

ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক ভেদাভেদ

মধ্যে স্বভাব ও ধর্ম্মগত ভেদ নিত্য বর্তমান। কিন্তু ব্রহ্ম এবং জীব ও জগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ যেরূপ সত্য, স্বাভাবিক অভেদও সেইরূপ সমভাবেই সত্য। কার্য কারণ হইতে গুণতঃ ও কার্যতঃ ভিন্ন; কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন। আবার কারণও কার্যাতিরিক্ত-(Transcendental) রূপে কার্য হইতে ভিন্ন, কিন্তু কার্যলীন (Emanant) ও কার্য স্বরূপরূপে কার্য হইতে অভিন্ন। কার্য—কারণ হইতে ভিন্ন, যেহেতু কার্য ও কারণের গুণ ও কার্যসমূহ এক নহে। মৃন্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন, যেহেতু ঘটের আকার (কম্বুগ্রীবাকৃতি) ও কার্য (জল-আহরণাদি) মৃৎপিণ্ডের

আকার ও কার্য হইতে পৃথক্। কিন্তু ভিন্ন হইলেও মৃন্ময় ঘট মৃৎপিণ্ড হইতে অভিন্ন; যেহেতু মৃন্ময় ঘট মৃত্তিকা ব্যতীত অপর কিছুই নহে, অর্থাৎ কার্য—কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী; অতএব কার্য ও কারণ অভিন্ন।

আবার কারণও কার্য হইতে ভিন্ন, যেহেতু সেই কার্য-বিশেষ ব্যতীত অন্যান্য কার্যেরও জনক। যেমন মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘট হইতে ভিন্ন, যেহেতু মৃৎপিণ্ড কেবল মৃন্ময় ঘটরূপেই পরিণত হয় না; মৃন্ময় শরাব, চুল্লী প্রভৃতি অসংখ্যরূপেও পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘট হইতে অভিন্ন, যেহেতু মৃন্ময় ঘটেরই ন্যায় ইহাও মৃত্তিকাস্বরূপ। অতএব কারণ কার্যাতিরিক্তরূপে কার্য হইতে ভিন্ন, কিন্তু কার্য-লীন ও কার্য-স্বরূপরূপে কার্য হইতে অভিন্ন। 'স্বাভাবিক-ভেদাভেদ-'বাদে ভেদের অর্থ—(ক) কার্যের দিক্ হইতে গুণতঃ ও কার্যতঃ প্রভেদ; (খ) কারণের দিক্ হইতে কার্যাতিরিক্ততা। অভেদের অর্থ—(ক) কার্যের দিক্ হইতে কারণাত্মকতা ও কারণাশ্রয়িত্ব; (খ) কারণের দিক্ হইতে কার্য-লীনত্ব সুতরাং ব্রহ্ম—জগদতিরিক্তরূপে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন হইলেও জগল্লীনরূপে জীব ও জগৎ হইতে অভিন্ন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'ঔপচারিক' বা 'ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ' এবং 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ' উভয়ই খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন—কার্যকারণের 'ভেদাভেদ' নাই; কার্যাবস্থাতেই কার্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, কারণত্ব-অবস্থাতেই কারণত্ব হয়। ঘটত্ব-ব্যাপারটি কার্যের, কারণের নহে ঘটত্ব কার্য-সাধ্য। সুতরাং কার্য ও কারণ এবং তদাশ্রয়বস্তু নিশ্চয়ই ভিন্ন, এক নহে। কার্য-কারণের যে অভিন্নত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় বিশিষ্ট বস্তুগত, কিন্তু সকলপ্রকার বস্তুগত নহে। পরস্পর কার্যসমূহেরও ভিন্নাভিন্নত্ব প্রতীত

শ্রীশ্রীজীবপাদের ঔপচারিক ও স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ-খণ্ডন

হয় না ; কেন-না, প্রত্যেকেরই বৈলক্ষণ্য আছে। জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও অযৌক্তিক ; কারণ, একবস্তুর দ্ব্যাত্মকতা অসম্ভব। যদি কেহ বলেন,—দুইটি 'আকার' আশ্রয় করিয়া আর একটি 'বস্তু' স্বীকার করিলেই ত' দ্ব্যাত্মকতাদোষ খণ্ডিত হইতে পারে ? ইহাতে একটি তৃতীয়বস্তু স্বীকার করিতে হয় ; তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। অতএব ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। 'তত্ত্বমসি' বাক্য যে, কেবলাভেদ-নির্দেশক নহে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বিশিষ্ট বস্তু-অপেক্ষায়ই 'ভেদাভেদবাদ' এবং বিশেষ-অনুসন্ধান-রাহিত্য-হেতুই 'অভেদবাদ' প্রবর্তিত হউক। *

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ' এবং 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ'-খণ্ডনমুখে, সর্বসম্বাদিনীর অন্যত্র এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—**ঔপচারিক বা ভাস্করীয় 'ভেদাভেদবাদ' অনুসারে ব্রহ্মেই উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়** এবং **এই উপাধি-সম্বন্ধ-জন্যই জীবের জীবত্ব স্বীকৃত হওয়ায় জীবগত দোষসমূহ ব্রহ্মেই প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়ে।** সুতরাং নিখিলদোষ-বিরহিত অশেষ-কল্যাণ-

* "ন তাবৎ কার্যকারণয়োর্ভেদাভেদৌ * * * অতএব নাকারবিশেষবিশিষ্টায়া অপি তস্যাঃ কার্যত্বম্। ঘটত্বন্তু বিশিষ্টায়া এব ; তৎকার্যকরত্ব-তৎপ্রতীতি-তচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তস্যামেব দর্শনাৎ। অতো ঘটস্য কার্যত্বম্, কার্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্যাদেব ব্যপদিশ্যতে। তদেবং তদবস্থায়া এব কার্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরস্যাস্তদবস্থায়া এব ভবিষ্যতি। ততশ্চ কার্য-কারণয়োস্তদ্রূপাবস্থাদ্বয়াশ্রয়স্য বস্তুনশ্চ ভিন্নত্বমেব। তয়োরনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্ত্ব-পেক্ষয়ৈব—ন তু প্রত্যেকবস্ত্বপেক্ষয়া। তথা পরস্পরং কার্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ। তথা ব্যক্তিগতভেদো জাতিগতশ্চাভেদ ইতি নৈকস্য দ্ব্যাত্মকতা। তদাকারদ্বয়াশ্রয়ং বস্ত্বন্তরমস্তীতি ত্রিতয়াভ্যুপগমেঽপি স এব দোষঃ,—অনবস্থাপাতশ্চ,—তস্মাদ্ভেদ এব। তত্ত্বমস্যাদাবভেদনির্দেশস্তু ব্যাখ্যাত এব। * * অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্ত্বপেক্ষয়ৈব প্রবর্ততাম্। অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি।" (পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ সং, ১৪৮-৪৯ পৃঃ)

গুণময় ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ পরস্পর বিরোধহেতুই পরিত্যক্ত হইয়াছে। **স্বাভাবিক ‘ভেদাভেদবাদে’ও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণ-বৎ জীবের দোষগুলিও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।** এজন্য ব্রহ্মের সহিত সদোষ-জীবের ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। *

শ্রীঔড়ুলোমি-প্রণীত বৃত্তি-অবলম্বনে শ্রীনিম্বার্কাচার্য ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ভেদাভেদবাদটি বহুকাল হইতেই বৈদান্তিকগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ঔপচারিক ও স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ-খণ্ডন-কালে ভাস্করাচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, বঃ সাঃ পঃ সং, ১৪৮ পৃঃ) ; কিন্তু স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ যে নিম্বার্কের দ্বারা প্রপঞ্চিত, ইহা তিনি বলেন নাই। ইহাতে মনে হয়, আধুনিক নিম্বার্কীয় মত শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদের পরে পল্লবিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজাচার্য ভেদাভেদবাদ নিরাস করিয়াছেন, যথা—“কৈশ্চিদুক্তম্—ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যত ইতি। তদযুক্তম্, ন হি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবদ্ভেদাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সংগচ্ছেতে।” (শ্রীভাষ্যম্ ১।৪।৪) অর্থাৎ কেহ কেহ বলিয়াছেন,—(যুগপৎ) ভেদ ও অভেদে বিরোধ নাই ; কিন্তু তাহা অযৌক্তিক ; কারণ, শীত ও উষ্ণ, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় ভেদ ও অভেদ কখনই এক বস্তুতে সঙ্গত হইতে পারে না।

* “ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধি-সংসর্গাত্তৎপ্রযুক্তা **জীবগতদোষা ব্রহ্মণ্যেব প্রাদুঃষ্যুরিতি** নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ। **স্বাভাবিকভেদাভেদবাদেঽপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাদ্ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি** নির্দোষব্রহ্মতাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ এব।” (পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, বঃ সাঃ পঃ সং, ৩৩ পৃঃ)

শ্রীরামানুজের এই ভেদাভেদবাদ-খণ্ডন বস্তুতঃ ভাস্করাচার্যের ভেদাভেদবাদের বিরুদ্ধে, ইহাই 'শ্রুতপ্রকাশিকা'কার সুদর্শনাচার্য বলিয়াছেন,—

ভাস্করীয় ভেদাভেদবাদ-খণ্ডন

"অথায়মেব ধ্যাননিয়োগবাদী **ভাস্করমতং দূষয়িতুং** তদভিমতং ভেদাভেদ-বিরোধমনুবদতি।"

যেখানে শক্তি বা শক্তিপরিণত বস্তুর সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ-বিচার, সেখানে ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিশালী পরতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি-বলেই যুগপৎ সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্যশক্তি-বলেই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম পরতত্ত্বে সমন্বিত হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন, অভিন্নতা স্বীকার করেন না; কিন্তু সেই শক্তি যে স্বরূপেরই অন্তরঙ্গা, ইহা স্বীকার করায় কার্যতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতা স্বীকার করিয়া ফেলেন; ইহা শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বা

শক্তিপরিণাম ও বস্তুপরিণাম

গৌড়ীয়বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শক্তি-পরিণামবাদী, বস্তু-পরিণামবাদী নহেন। বস্তু-পরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকারের আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু অবিচিন্ত্য-শক্তির পরিণামবাদে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই; কারণ, তাহা শ্রুতিসিদ্ধ বা শব্দমূলক ('শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ')। অবিচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মের শক্তিই জীব, জগৎ এবং তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ, ধাম, লীলা, পরিকরাদিরূপে পরিণত হন। ব্রহ্মের মায়াশক্তি পরিণত হইয়া মায়িক জগৎ, জীবশক্তি পরিণত হইয়া জীবজগৎ, চিচ্ছক্তি পরিণত হইয়া চিজ্জগৎ প্রকটিত হয়,—ইহাই শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা। তিনি সর্বশক্তিমান্। সেই সর্বশক্তিমানে 'বিরোধভঞ্জিকা'-নামে একটি অচিন্ত্যশক্তি আছেন, তাহা শব্দপ্রমাণ-গম্য, চিন্তা বা তর্ক-গম্য নহে।

অষ্টম প্রসঙ্গ

শ্রীবিষ্ণুস্বামী

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাবার্থদীপিকা'য় (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায়) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সংক্ষিপ্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়াছেন।* উহা হইতে ঈশ্বর ও জীব-বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ জানা যায়।

শ্রীধরস্বামিপাদ-উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপাস্য ভগবান্ যে শ্রীনৃহরি বা শ্রীনৃসিংহ, তাহাও শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত নৃহরি-নমস্কার-শ্লোকে প্রকাশিত। হ্লাদিনী (আনন্দ-দায়িনী) ও সম্বিৎশক্তি-(সর্বজ্ঞতা-শক্তি) দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই ঈশ্বর। ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ বস্তু, আর জীব নিজ (অনাদিবহির্মুখতারূপ) অবিদ্যার (অথবা 'স্ব'-শব্দে পরমাত্মা, তাঁহার মায়ার) দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আবৃত ও সংক্লেশ-সমূহের আকরস্বরূপ। মায়া যাঁহার বশে অবস্থিত অর্থাৎ যিনি মায়াধীশ, তিনি ঈশ্বর, আর যে (ব্যক্তি) মায়াদ্বারা অর্দিত অর্থাৎ লাঞ্ছিত বা পীড়িত বা মায়াগ্রস্ত, সেই (ব্যক্তিই) জীব। পরমেশ্বর স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ, আর জীব স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও প্রচুর দুঃখের আধার।

'স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস-' ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ক্রমসন্দর্ভে (১।৭।৬) এইরূপ বলেন,—"তত্র স্বাদৃগুত্থেতি—স্বাদৃক্ স্বাজ্ঞানং তেনোত্থিতো যো বিপর্যাসঃ স্বরূপান্যথাজ্ঞানং তদ্‌ভবো যো ভেদঃ, ভিন্নে দেহাদাবহং-মমতা-রূপঃ, তস্মাজ্জাতা যা ভীঃ শুচশ্চ তা জুষমাণ আস্তে ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ জীব

* "তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুস্বামিনা—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥' তথা—'স ঈশো যদ্‌বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দিতঃ। স্বাবির্ভূত-পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুদুঃখভূঃ॥ স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস-ভবভেদজভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥' ইত্যাদি।" (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬)

নিজ 'অজ্ঞান', তাহা হইতে উত্থিত যে 'স্বরূপের অন্যথা জ্ঞান', তাহা হইতে উদ্ভূত যে 'ভেদ' অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদিতে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি, তাহা হইতে জাত যে 'ভয়' ও 'শোক', উহাদেরই (এই পঞ্চ ক্লেশেরই) সেবা করিয়া অবস্থান করে। যাঁহার মায়ার দ্বারা জীব এইরূপ সংসারে অবস্থিত হয়, আমরা সেই শ্রীনৃহরিকে নমস্কার করি।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর এই সিদ্ধান্তে শ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীল পরব্রহ্ম মায়াধীশ শ্রীনৃহরি, তাঁহার মায়া, তন্মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন জীব, জীবের অজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতির কথাও পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাবার্থদীপিকা'র অন্যত্রও (ভাঃ ৩।১২।১-২) বিষ্ণুস্বামি-প্রোক্ত পঞ্চ ক্লেশ যথা—(১) অজ্ঞান, (২) বিপর্যাস, (৩) ভেদ, (৪) ভয় ও (৫) শোকের উল্লেখ করিয়াছেন।*

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ' টীকায় (১।১২।৭০) শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত 'সর্বজ্ঞসূক্তি'-নামক ভাষ্যের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে ঈশ্বর ও জীব-বিষয়ক শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রোক্ত দার্শনিক-সিদ্ধান্তসূচক শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন।† শ্রীস্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকার অন্যত্র (ভাঃ ১০।৮৭।২১ টীকা) সর্বজ্ঞ ভাষ্যকারকে গৌরবসূচক বাক্যে ভূষিত করিয়া অথর্ববেদীয় নৃসিংহ-পূর্বতাপনীশ্রুতির একটি মন্ত্রের (২।৫।১৬) ভাষ্য উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত ভাষ্য হইতে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্বজ্ঞভাষ্যকার মুক্তপুরুষগণেরও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীভগবদ্‌ভজনের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। ‡ এই সিদ্ধান্তও কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত হইতে

---

* "শ্রীবিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা বাজ্ঞান-বিপর্যাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ। তদুক্তং প্রথমটীকায়াম্—'স্বাদৃগুত্থবিপর্যাস-' ইত্যাদি।"

† "তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ-নিকরাকরঃ॥' ইতি।"

‡ "শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি। যথাহ—'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে'

সম্পূর্ণ পৃথক্। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের কেহ কেহ ভক্তিকে (?) মুক্তি-লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করিলেও মুক্তিকেই 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলেন। ভক্তি বা ভজন 'ব্যবহারিক'-স্তরে সত্য হইলেও 'পারমার্থিক'-স্তরে মিথ্যা। সুতরাং তাঁহাদের মতে ভক্তি—অনিত্যা। মুক্তিতে ভগবান্ বা ভজন নাই, এক বা বহু নিত্যভজনকারীও নাই; কিন্তু সর্বজ্ঞভাষ্যকার (১) বহুমুক্তপুরুষ, (২) তাঁহাদের নিত্য-তনু বা সিদ্ধ-দেহ, (৩) তাঁহাদের নিত্য-ভজন, (৪) শ্রীনৃহরির নিত্য শ্রীবিগ্রহ এবং (৫) মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

'সর্বদর্শনসংগ্রহ'কার কেবলাদ্বৈতবাদী মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত 'রসেশ্বর-দর্শনে' শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সংক্ষিপ্ত মত উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে শ্রীরুদ্রান্তর্যামী শ্রীনৃপঞ্চাস্য-বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ নিত্য অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের **'সাকারসিদ্ধি'-গ্রন্থেও** উক্ত হইয়াছে,—যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে যিনি একমাত্র পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ, সেই শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্মত শ্রীনৃপঞ্চাস্য ও তাঁহার রূপের বন্দনা করি।* এই উক্তির পর উক্ত রসেশ্বরদর্শনে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর পদানুগ **গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র** †

মাধবাচার্য-উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত

ইতি।" পাঠান্তর—'মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা নমন্তি' (এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল সংস্করণ, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ; ও মহেশপাল-সংস্করণ, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ); 'মুক্তাশ্চ লীলয়া বিগ্রহং পরিগৃহ্য নমন্তি।' (পুনা আনন্দাশ্রম-সংস্করণ, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ)

* "বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ **নৃপঞ্চাস্য-শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ।** তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণু-স্বামিসম্মতম্॥' ইতি।"

† "প্রভু-বিষ্ণুস্বামী * * নিজধর্মস্থাপনায় নিজাম্নায়-দ্বিজবরান্ বিল্বমঙ্গলং ভর্গশ্রীকান্ত-**গর্ভশ্রীকান্ত**মিশ্রৌ সত্ত্ববোধি-পণ্ডিতং সোমাগর্যাদীন্ যতীন্ নরহর্যাদীন্ নরসিংহভক্তান্ বিধায় * * বৈকুণ্ঠমবাপ।" (শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত 'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ঃ', ২য় অবচ্ছেদ)

আচার্যের নাম পাওয়া যায়। তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিক্ষানুযায়ী শ্রীনৃহরির সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। *

এই সিদ্ধান্ত কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহারা শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে মিথ্যা বলেন। † মায়াবাদি-মতে শ্রীবিগ্রহবান্ বা নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাযুক্ত পরব্রহ্ম 'সগুণ-ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত। তিনি ব্যবহারিক-স্তরেই জীবের উপাস্য-দেবতা। বস্তুতঃ পারমার্থিক-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম—শুদ্ধজ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। অতএব শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর মত (যাহা 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' উদ্ধৃত হইয়াছে) মায়াবাদীর মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও মায়াবাদ

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সম্বন্ধে প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে শ্রীধরস্বামিপাদ ও সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। অজ্ঞাতনামা লেখকের কৃত 'সকলাচার্য-মতসংগ্রহে', শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত

---

* "সদাদীনি বিশেষণানি গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৈঃ বিষ্ণুস্বামিচরণ-পরিণতান্তঃকরণৈঃ প্রতি-পাদিতানি।" (সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর-দর্শন, ২৬ অনু)

† শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (২।১।২৬) ব্রহ্ম কোনরূপেই সাবয়ব নহেন, প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিলে ব্রহ্ম অনিত্য বস্তু হইয়া পড়ে—"সাবয়বত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সর্বথাঽয়ং পক্ষো ন ঘটয়িতুং শক্যতে।" ৩।২।১৪ সূত্রের ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন,—"নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যমিতরাণি ত্বাকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি।"—শ্রুতিপ্রমাণানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মই প্রধান এবং সাকারব্রহ্ম-বোধক বাক্যসমূহকে উপাসনা-বিধি-প্রধান বলিয়া অবধারণ কর।

'পঞ্চদশী'কার (কাহারও কাহারও মতে ইনি 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র লেখক মাধবাচার্য) বলেন,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম তদ্‌বস্তু তস্য তৎ। ঈশ্বরত্বন্ত জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্॥ তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥" (পঞ্চদশী ৩।৩৭,৪০)—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ—এই রূপই পারমার্থিক; ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব ব্রহ্মের উপাধিদ্বয়-সাহায্যে কল্পিতমাত্র। নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যই পরব্রহ্ম এবং মায়াশক্তিরূপ উপাধি-সংযোগ হইতেই ব্রহ্ম ঈশ্বরতা লাভ করে।

'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ে', * নাভাদাসের 'হিন্দী-ভক্তমালে', † 'রামপটলে' ‡ শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়-সম্বন্ধে বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে Theodor Aufrecht, Farquhar প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার § বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সম্পাদিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র ভূমিকায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীশ্রীগীতার ভাষ্যকাররূপে উক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদেরও ভাষ্য ¶ করিয়াছিলেন।

---

* বরদা-কলেজের অধ্যাপক G. H. Bhatt, M. A., মহাশয়ের মতে "Vallabhadigvijaya, an apparently recent work, but wrongly attributed to Yadunathji, the sixth grandson of Vallabhacharya, who flourished in the Sixteenth Century."—'The Birth-Date of Vallabhacharya' by G. H. Bhatt, M. A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth All-India Oriental Conference, Trivandrum, 1937,' (Govt. Press, Trivandrum).

† "খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মানসিংহের অভ্যুদয়। তাঁহার গুরুর অনুশিষ্য—নাভাজী।" (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুর-লিখিত 'সংস্কৃত ভক্তমাল' প্রবন্ধ, 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ৮।৪ ; ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ)

নাভাজীকৃত 'হিন্দী ভক্তমালে' শ্রীবল্লভাচার্যকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হইয়াছে। ('শ্রীভক্তমাল' সটীক, 'বার্তিক-প্রকাশ'যুত, নবলকিশোর প্রেস্, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ)

‡ 'রামপটলে'র প্রণেতার নাম পাওয়া যায় না। 'রামায়েৎ'-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ইহাকে প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি বলিয়া মনে করেন। ('শ্রীরামপটল'—ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য-কর্তৃক সম্পাদিত, বরদা, ১৯৩১ ইং, ৬৫-৬৭ পৃঃ)

§ (1) 'Catalogus Catalogorum' by Theodor Aufrecht ; Leipzig, 1891, Part I, p. 402—Commentary on ভাগবতপুরাণ by Vishnuswamin ; S. B. 226 (S. B.—Catalogue of Sans. Mss. in the Sanskrit College Library, Benares)

(2) 'An Outline of the Religious Literature of India' by Dr. J. N. Farquhar, Oxford, 1920, Pp. 304-5.

¶ প্রজ্ঞানানন্দ-সরস্বতীকৃত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' (২য় ভাগ, ৬৬৩ পৃঃ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ সং)

'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ঃ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অবচ্ছেদে আচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর ও তৎসম্প্রদায়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আচার্য শ্রীবল্লভকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য হইতে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস-সংকলনের চেষ্টা হইয়াছে। সেই ইতিহাস-মতে, প্রাচীন দ্রাবিড়ের অন্তর্গত পাণ্ড্যদেশে 'পাণ্ড্যোবিজয়' (পাণ্ডুবিজয় ?) নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পরমভাগবত পুরোহিতের নাম 'শ্রীদেবস্বামী', তাঁহার পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার—'শ্রীবিষ্ণুস্বামী'। শ্রীবিষ্ণুস্বামী বাল্যকালেই শ্রীবালগোপালের অর্চনপরায়ণ ছিলেন। এক বৎসর সেবা করিবার পর শ্রীবালগোপালের সাক্ষাদ্দর্শন না পাওয়ায় তিনি মনের দুঃখে সম্পূর্ণ অনশন-ব্রত ধারণ করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে থাকেন। সপ্তমদিবসে শ্রীবালগোপালরূপী শ্রীভগবান্ বালক শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন দিয়া বেদধর্ম-প্রচারার্থ আদেশ করেন এবং শ্রীশুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীব্যাসদেবের অভিপ্রেত বেদান্তব্যাখ্যা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীব্যাসদেবের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া তাহা জগতে বিস্তার করিবার উপদেশ দেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী গন্ধমাদন-পর্বতে গিয়া শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার ও উপদেশ লাভ করেন। যে ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীনারায়ণ হইতে 'সঙ্কর্ষণ', তাঁহা হইতে '[illegible]', তাঁহা হইতে 'নারদ', তাঁহা হইতে 'ব্যাস' লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রাপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে 'দেবদর্শন', 'শ্রীকণ্ঠ', 'সহস্রার্চি', 'শতধৃতি', 'কুমারপাদ', 'পরাভূতি' প্রভৃতি শিষ্যগণকে সেই ভাগবতধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী নিজ শিষ্য 'দেবদর্শন'কে স্বপূজিত শ্রীবিগ্রহ ও নিজ আম্নায়-গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে সাতশত আচার্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। আদি বিষ্ণুস্বামীর পর্যায়ে সাতশত আচার্যের পরে

'বল্লভদিগ্বিজয়ে' বিষ্ণুস্বামীর ইতিহাস

আদিবিষ্ণুস্বামী—দেবস্বামিতনয়

'আন্ধ্রাত্রিদণ্ডী' 'শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী'-নামক দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি দ্বারকাতে শ্রীদ্বারকাধীশ স্থাপন করেন। তিনি বৌদ্ধমতবাদ উৎসাদন করিলে, বৌদ্ধগণ প্রতিহিংসাপর হইয়া শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামীর শিবির লুণ্ঠন ও সমস্ত আম্নায়-গ্রন্থ দগ্ধ করে। তখন শ্রীরাজ-বিষ্ণুস্বামী কতিপয় শিষ্যের সহিত কাঞ্চীতে গমন করিয়া দ্রাবিড় যতিরাজ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যের আসন প্রদান করেন। 'শ্রীবিল্বমঙ্গল' ও 'শ্রীদিবোদাস' আচার্যদ্বয় শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় রক্ষা করেন। 'লিঙ্গায়েৎ' সম্প্রদায়ের উপদ্রবে ব্যথিত হইয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল 'শ্রীদেবমঙ্গল'কে স্বীয় অধস্তন আচার্যরূপে স্থাপনপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় শ্রীগোপীজনবল্লভের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল নিত্য-লীলায় প্রবেশের ইচ্ছুক হইলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে তাঁহারই ভাবি-শক্ত্যাবেশাবতার অগ্নি, যিনি 'বল্লভভট্ট' নামে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার উপদেশার্থ ভৌম-বৃন্দাবনে বাস করিতে বলেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে একটি মহাবৃক্ষে যোগবলে সাতশত বৎসর বাস করেন।*

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীই শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী

শ্রীবিল্বমঙ্গল

* যদুনাথজীর নামে আরোপিত 'বল্লভদিগ্বিজয়ঃ' গ্রন্থ অতি আধুনিক। তাহাতে বর্ণিত বিল্বমঙ্গলের সহিত শ্রীবল্লভাচার্যের সাক্ষাৎকার, তথা শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়-ভুক্তির ইতিহাস পরবর্তিকালে কল্পিত বলিয়া আধুনিক গবেষকগণ প্রমাণ করিয়াছেন।

(1) See 'Proceedings and Transactions of the Seventh All-India Oriental Conference, Baroda, 1933,' paper on 'Vishnusvami and Vallabhacharya' by Prof. G. H. Bhatt, M. A., pp. 449—465.

(2) See 'Proceedings and Transactions of the Eighth All-India Oriental Conference, Mysore ; December, 1935,' paper on 'A further note on Vishnusvami and Vallabhacharya' by Prof. G. H. Bhatt ; pp. 322—328.

(3) "Apart from the mystery of Bilvamangala's extraordinary long life, the impossibility of the thing lies in the fact that Vallabha

এই সাতশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামীর আম্নায়ে **শ্রীপ্রভু-বিষ্ণুস্বামী**-নামক তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার শিষ্যবর্গ লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত হইলে রুদ্রাংশ বিষ্ণুস্বামী শ্রীরুদ্রের আজ্ঞায় নিজ শিষ্যগণকে 'গোপালগায়ত্রী' উপদেশ ও 'ব্রহ্মচারী' করিয়া লিঙ্গায়েদ্‌গণকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। সর্বত্র নিজধর্ম-সংস্থাপনার্থ নিজাম্নায়স্থ শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীভর্গ-শ্রীকান্ত মিশ্র, শ্রীগর্ভ-শ্রীকান্ত মিশ্র, শ্রীসত্যবোধী পণ্ডিত, শ্রীসোমগিরি প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণকে নৃসিংহ-ভক্ত করেন। শ্রীজনার্দনক্ষেত্রে 'শ্রীশ্রৌতনিধি'-নামক নিজ-শিষ্যকে আচার্যের আসনে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীপ্রভুবিষ্ণুস্বামী বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। সেই শ্রীপ্রভুবিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর পারম্পর্যে 'শ্রীগোবিন্দাচার্য' আবির্ভূত হন। 'গোবিন্দাচার্যে'র অনুগৃহীত আচার্য শ্রীবল্লভদীক্ষিৎ, তৎপুত্র যজ্ঞনারায়ণ ভট্ট, তৎপুত্র গঙ্গাধর সোমযাজী, তৎপুত্র গণপতি ভট্ট, তৎপুত্র বল্লভ সোমযাজী নামে খ্যাত বালংভট্ট; তৎপুত্র লক্ষ্মণ ভট্ট—ইনি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী গোপালোপাসক 'প্রেমাকর' মুনির শিষ্য ছিলেন। লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্রই শ্রীবল্লভভট্ট বা প্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভাচার্য।

তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী বা প্রভু বিষ্ণুস্বামী

শ্রীবল্লভাচার্য

রামানন্দি-সম্প্রদায়ের 'রামপটল'-নামক একটি পুস্তকে শ্রীনিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত 'রাম-পটলে'র বর্ণনানুসারে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ধর্মশালা—বিষ্ণুকাঞ্চী, ক্ষেত্র—

---

nowhere in his writings mentions either him or Vishnuswami as his spiritual fathers. In one or two places he has actually criticised the teachings of Vishnuswami as defective. His position is that, his own faith is a matter of special revelation to him from God. Some of his followers also have repudiated any close connection between his church and that of Vishnuswami."—('Sri Vallabhacharya—Life, Teachings and Movement' by Bhai Manilal C. Parekh (1943), p. 26; Sri Bhagavata Dharma Mission, Harmony House, Rajkot, India.)

মার্কণ্ড, বিলাস—ইন্দ্রদ্যুম্ন, মুক্তি—সাযুজ্য, উপাস্য—শ্রীকমলাসহ শ্রীজগন্নাথ, মন্ত্র—শ্রীতুলসী, সখা—ত্রিপুরারি, আচার্য—বামদেব, দ্বার—নয়ন, ধাম—পুরুষোত্তম, আহার—শ্রীহরিনাম, পার্ষদ—সুনন্দ, বেদ—যজুঃ, বর্ণ—শুক্ল, গোত্র—অচ্যুত ইত্যাদি। উহাতে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পঞ্চ-সংস্কারের কথা উক্ত হইয়াছে,—(১) ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ও হরিপদাকৃতিমুদ্রা, স্বয়ং ধারণ ও স্বপুত্রাদি-গৃহোপকরণে শঙ্খ-চক্রাদি-অঙ্কন, (২) বিষ্ণুদাস্যসূচক নাম স্বয়ং গ্রহণ ও পুত্রাদিকে প্রদান, (৩) শ্রীতুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ, (৪) বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণ ও (৫) ভগবদর্চন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তিনটি দ্বারের কথাও 'রামপটলে' উক্ত হইয়াছে,—(১) শ্রীকর্মচন্দ্রজী, (২) শ্রীকালুনয়নজী ও (৩) শ্রীবনখণ্ডীজী। *

আধুনিক গবেষকগণের মধ্যে কেহ কেহ তথাকথিত সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'কার মাধবের গুরু (বিদ্যাশঙ্কর) বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন, † ইঁহাদের মতে—শ্রীশ্রীধরস্বামি-কথিত 'সর্বজ্ঞ' ও 'সর্বজ্ঞসূক্তি'কার সর্বজ্ঞভাষ্যকার এবং নৃসিংহপূর্বতাপনীর ভাষ্যকার 'সর্বজ্ঞ'

---

* 'Rampatal,' edited by Brahmachary Bhagavadacharya, Baroda, 1933, pp. 65—67. See also 'A further note on Vishnuswami and Bhallabhacharya' by Prof. G. H. Bhatt, M. A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Eighth All-India Oriental Conference, Mysore ; December, 1935', pp. 322—324.

† See 'Annals of the Bhanderkar Oriental Research Institute, Poona' ; Vol. XIV. Parts III—IV ; April—July, 1933, pp. 174—177—'The Vishnuswami Riddle' by Rai Bahadur Amarnath Roy, B. A. ; 'Sankaracharya the Great and his followers at Kanchi' by N. Venkataraman, p. 93. প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীকৃত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস', ২য় ভাগ, পাদটীকা, ৬০৯ পৃঃ (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ সং) দ্রষ্টব্য।

Prof. B. N. Krishnamurti Sharma 'The Journal of the Annamalai University ; Vol. III, No. I' পত্রিকায় (p. 100) 'The Madhwa Vidyasankara Meeting—A Fiction' প্রবন্ধে বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের সহিত বিদ্যাতীর্থের একীকরণ খণ্ডন করিয়াছেন।

একই ব্যক্তি। এই সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীই কেবলাদ্বৈতবাদী শৃঙ্গেরিমঠাধীশ বিদ্যাতীর্থ বা বিদ্যাশঙ্করতীর্থ। শৃঙ্গেরিমঠাধীশ হইবার পূর্বে ইঁহার নাম 'বিষ্ণুস্বামী' ছিল। এই বিদ্যাশঙ্কর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'কার মাধবাচার্যের গুরু ছিলেন; যেহেতু মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহের উপক্রমে গুরুপ্রণামে লিখিয়াছেন,—"শ্রীশার্ঙ্গপাণি-তনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং **সর্বজ্ঞবিষ্ণুগুরু**মন্বহমাশ্রয়েঽহম্।" এই সর্বজ্ঞ বিষ্ণুই সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী এবং ইনি ১২২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (১০৫ বৎসর) শৃঙ্গেরিমঠের মঠাধীশ ছিলেন। এই বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের সহিতই দ্বৈতবাদগুরু মধ্বাচার্যের শাস্ত্রযুদ্ধ হইয়াছিল। বিদ্যাশঙ্কর আদিশঙ্করাচার্যের ন্যায় প্রতিষ্ঠা, এমন কি শঙ্করের অবতার বলিয়া পূজা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চসারতন্ত্র, নৃসিংহপূর্বতাপনীর ভাষ্য, সর্বজ্ঞসূক্তি এবং অন্যান্য আরও বহুগ্রন্থ যাহা আদিশঙ্করাচার্যের নামে আরোপিত হইতেছে, তাহাই উক্ত বিদ্যাশঙ্করেরই রচিত এবং ইনিই সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী, অপর কেহ নহেন।

কোনও কোনও গবেষকের মতে কেবলাদ্বৈতী—বিদ্যাশঙ্করতীর্থই শ্রীবিষ্ণুস্বামী

'সর্বদর্শনসংগ্রহ'কার রসেশ্বরদর্শনে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ বর্ণন-প্রসঙ্গে অর্থাৎ 'জীবন্মুক্তিত্বের প্রমাণ অদৃষ্টচর নহে'—ইহার প্রমাণ-উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিষ্ণু-স্বামি-মতানুসারিগণের নৃপঞ্চাস্যের শরীরের নিত্যত্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে **'সাকারসিদ্ধি'** তথা শ্রুতি ও **শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ** উল্লেখ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপাস্য পরতত্ত্বের রূপের সচ্চিদানন্দত্ব, নিত্যত্ব, অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব ও পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহত্ব স্থাপন করিয়া শ্রী-সনকাদির তথা শ্রীমদ্ভাগবত-(ভাঃ ১০।৩।৯) প্রোক্ত শ্রীবসুদেবের যথাক্রমে প্রত্যক্ষীকৃত সহস্রশীর্ষা পুরুষ ও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীবৎসালঙ্কৃত অদ্ভুত শ্রী-বালকৃষ্ণ-রূপের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণু-

শ্রীনৃহরির সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব-স্বীকার মায়াবাদের প্রতিকূল

স্বামীর 'চরণপরিণতান্তঃকরণ গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রে'র প্রতিপাদিত শ্রীভগবদ্-বিগ্রহের নিত্যত্ব-বিষয়ক সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। *

শঙ্কর ও তৎসম্প্রদায়-কর্তৃক বিষ্ণুকলেবরের অনিত্যত্ব-প্রতিপাদন-চেষ্টা

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীদেবকীর বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩।২৪) শ্রীদেবকীদেবী আত্মজকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন,—'তুমি অধ্যাত্ম-দীপ সাক্ষাৎ বিষ্ণু।' শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তেও শ্রী-বসুদেবের প্রত্যক্ষীকৃত সেই বালগোপাল-রূপেরই নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদিগণের মধ্যে কেহই শ্রীভগবদ্রূপের এইরূপ নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করা যাইতে পারে,—"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড-খণ্ড॥ বাখানয়ে বেদ—**মোর বিগ্রহ না মানে।** সর্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥ সর্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র। অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র॥ পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বলে' বেটা কেমন সাহসে?" (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৭-৪০)। "ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'। চিদৈশ্বর্যপরিপূর্ণ অনূর্ধ্ব সমান॥ তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার। চিদ্‌বিভূতি আচ্ছাদিয়া **কহে 'নিরাকার'**॥ চিদানন্দ—দেহ, তাঁর স্থান, পরিবার। তাঁরে **কহে 'প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার'**॥

---

* "নন্বেতৎ সাবয়বং রূপবদবভাসমানং নৃকণ্ঠীরবাঙ্গবদিতি ন সঙ্গচ্ছত ইত্যাদিনাক্ষেপপুরঃসরং সনকাদি-প্রত্যক্ষং 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুতিঃ, 'তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যায়ুধম্' ইত্যাদি (ভাঃ ১০.৩।৯) পুরাণলক্ষণেন প্রমাণত্রয়েণ সিদ্ধং রূপপঞ্চাননঙ্গং কথমসৎ স্যাদিতি। সদাদীনি বিশেষণানি গর্ভশ্রীকান্তমিশ্রৈর্বিষ্ণুস্বামিচরণপরিণতান্তঃকরণৈঃ প্রতিপাদিতানি।" (সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনম্—২৬ অনু)

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে, তার হয় সর্বনাশ ॥ **প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।** বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১-১১৫)

'পঞ্চদশী'কার (যিনি কোনও কোনও গবেষকের মতে 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ'কার) বলেন,—নাম-রূপাদি-হীন 'ত্বং'-পদার্থলক্ষ্য কূটস্থ চৈতন্য—যিনি পরব্রহ্মরূপে স্বীকৃত এবং যিনি জীব ও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত, তিনিই কেবল-স্ব-প্রভ জীবেশত্বাদি-রহিত অদ্বয়-তত্ত্ব। (পঞ্চদশী ৮।৪৭, ৫৯)। মায়া সেই 'কূটস্থচৈতন্য'কে অচেতন জড়স্বরূপে (জগদ্রূপে) প্রতীত করায় এবং আভাস-চৈতন্যের দ্বারা জীব ও ঈশ্বর-স্বরূপ নির্মাণ করিয়া প্রভেদ প্রতীত করায়। (পঞ্চদশী ৬।৩১-৩৪)। "মায়া আভাস-যোগে জীব ও ঈশ্বর সৃষ্টি করেন"—এই শ্রুতি-অনুসারে জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব সিদ্ধ হয়। পরন্তু যেমন পার্থিবরূপে অবিশেষ হইলেও মৃৎকুম্ভ অপেক্ষা কাচ-কুম্ভ স্বচ্ছ হয়, অথবা অন্ন-বিকাররূপে সমান হইলেও দেহ হইতে মন স্বচ্ছ হয়, তদ্রূপ মায়িক হইয়াও জীব ও ঈশ্বর অন্য সকল মায়িক পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছ। যদিও ঈশ্বর জীবের ন্যায় মায়িক বটে, তথাপি জীবের ন্যায় তিনি অসর্বজ্ঞ নহেন, যেহেতু মায়াই ঈশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করে। যে মায়া ধর্মী ঈশ্বরকেই কল্পনা করিতে পারে, সর্বজ্ঞত্বাদিধর্ম কল্পনা করিতে তাহার আর ভার বোধ হয় না। *

'পঞ্চদশী'-কারের সিদ্ধান্ত বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিকূল

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের উদ্ধৃত-শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তানুসারে সর্বজ্ঞ-বিষ্ণুস্বামী যে মায়াবাদী নহেন, ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রী-বিষ্ণুস্বামী শ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদী হইয়াও নিত্য-সবিশেষ পরতত্ত্বের কোন আবির্ভাববিশেষ শ্রীনৃসিংহদেবের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের

* পঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত অনুবাদ (পঞ্চদশী ৮।৫৯-৬১,৬৪)

হ্লাদিনী, সম্বিদাদি-শক্তি স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বরকে মায়াধীশ ও জীবকে মায়াবশ-যোগ্য বলেন। তিনি মুক্তপুরুষের সিদ্ধদেহে ভগবদ্-ভজনের বা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন। এই হিসাবে—শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে 'মায়াবাদী বা অশুদ্ধাদ্বৈতবাদী' না বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায় 'শুদ্ধা-দ্বৈতবাদী' বলা যায়। কাশী চৌখাম্বা হইতে বল্লভ-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত রত্নগোপাল ভট্ট-সম্পাদিত অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সকলাচার্য-মতসংগ্রহে' শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ শ্রী-বল্লভাচার্যেরই মত; কেবল তথায় শ্রীবল্লভাচার্যের নাম নাই। বস্তুতঃ আলোচ্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত হইতে শ্রীবল্লভের মতবাদ পৃথক্। ইহা শ্রীবল্লভও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রী-বল্লভাচার্যকে তৎসম্প্রদায়ের পরবর্তী ব্যক্তিগণ ('বল্লভদিগ্বিজয়ঃ' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক) বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন; অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির প্রমাণ (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১০৮-১১০) হইতে জানা যায়, শ্রীবল্লভ ভট্ট (সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারী) শ্রীধরস্বামিপাদের মতানুসরণ করেন নাই, তজ্জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৩১) অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতটীকার সর্বত্র শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদের পদাঙ্কানুসরণ-পূর্বক গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত পল্লবিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-প্রভুর ভক্তিসাহিত্যে শ্রীধরস্বামিপাদের সেরূপ অনুগমন দেখা যায় না। বোধ হয়, কেবল-ভেদবাদী শ্রীমন্মধ্বাচার্যের প্রতি অত্যাদর প্রকাশ করায় শ্রীবলদেব অদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদকে গৌড়ীয়-আচার্যগণের ন্যায় 'ভক্ত্যেকরক্ষক', 'জগদ্গুরু' বলিয়া বহুমানন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দপুরীপাদ এবং তচ্ছিষ্য শ্রী-

ঈশ্বরানন্দ পুরীপাদ, শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরীপাদ, শ্রীকেশবানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কিঞ্চিৎ-পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'কার শ্রীবিষ্ণুপুরী শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদের অনুগমনে নিত্য-সবিশেষ পরতত্ত্বের কোন আবির্ভাববিশেষের অর্থাৎ সর্বোত্তম আবির্ভাববিশেষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যানের এবং কোথায়ও কোথায়ও পাদসেবন বা পরিচর্যারূপ অভিধেয়ের আশ্রয়ে শ্রীদ্বারকা-শ্রীমথুরা-শ্রীবৃন্দাবনাধীশ স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎকার বা তাঁহাতে প্রবেশরূপ সম্ভোগময় বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভময় প্রীতি-রসকে শুদ্ধ-সাধকের পরম প্রয়োজন বলিয়া আচরণ ও প্রচারণ করিয়াছেন।

নবম প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ যে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ' টীকায় (১৩২) শক্তি ও শক্তিমানের 'অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত' পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে,—**"অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি-বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ** কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ"—শক্তি বস্তুর সহিত ভিন্ন অথবা অভিন্ন, ইহা চিন্তার দ্বারা কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না, ইহা কেবল 'অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর'।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রীভাবার্থদীপিকা'য় (১১২) বলেন,—"বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্যং জগচ্চ তৎ সর্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথগিতি।" অর্থাৎ তত্ত্ব-বস্তুর অংশ—'জীব', তত্ত্ব-বস্তুর শক্তি—'মায়া', তত্ত্ববস্তুর কার্য—'জগৎ'; তাহা সকলই 'বস্তু'ই,

তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে ; অর্থাৎ জীব, মায়া বা জগৎ কেহই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 'দ্বৈত'-বস্তু নহে ; শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর ভাষায় বলিলে অন্য-নিরপেক্ষ 'স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব' নহে। প্রত্যেকে 'স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব' না হইলে পরস্পরের মধ্যে ঐকান্তিক 'ভেদ' আছে, বলা যাইতে পারে না। ভাবার্থ-দীপিকায় (১১।২২।১০) শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ জীব ও ব্রহ্মের কিরূপে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অনু-সরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—'জীব ও পরমেশ্বরের ভেদাভেদ বলিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—অনাদি-অবিদ্যাযুক্ত জীবের আত্মজ্ঞান নিজেনিজেই সম্ভব নহে। অপর পক্ষে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের তাহা স্বতঃসিদ্ধ।'—এই বিচারে জীব ও পরমেশ্বরে ভেদ। কিন্তু জীব ও পরমেশ্বরে বিসদৃশত্ব নাই, উভয়েই চিদ্রূপ বলিয়া তাহারা চেতনাংশে সদৃশ বা অভিন্ন ; অতএব জীব ও পরমেশ্বরের অত্যন্ত ভেদকল্পনা ব্যর্থা। ভাবার্থ এই যে,—জীব অল্পজ্ঞ এবং তাহার সেই অল্পজ্ঞতাও পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বর সর্বতন্ত্র-সর্বজ্ঞ ; তাঁহার সেই সর্বজ্ঞতা নিত্যসিদ্ধ। জীব ও পরমেশ্বরে এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়ে বিসদৃশ নহে, চিদ্রূপত্বে উভয়ে অভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ভেদ নহে, পরন্তু ভেদাভেদ।*

শ্রীধরস্বামিপাদের ভেদাভেদ

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'সুবোধিনী'তে বলিয়াছেন†,—ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সমূহে অবিভক্ত কারণরূপে **অভিন্ন,** কার্যরূপে বিভক্ত—

---

* "জীবেশ্বরয়োস্তু কথং **ভেদাভেদবিবক্ষয়া** * * অথ আহ—অনাদীতি। স্বতো ন সম্ভবতি, অন্যতস্তু সম্ভবাৎ স্বতঃ সর্বজ্ঞপরমেশ্বরোঽন্যো ভবিতব্য ইতি। * * * পুরুষেতি। বৈলক্ষণ্যং বিসদৃশত্বং নাস্তি, দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাৎ ; অতস্তয়োরত্যন্তমন্যত্বকল্পনা অপার্থা ব্যর্থা ; * *।" (ভাবার্থদীপিকা ১১।২২।১০-১১)

† "ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽ**ভিন্নং** কার্যাত্মনা **ভিন্ন**মিব স্থিতং চ বিভক্তম্. সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি, তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম্।" (শ্রীগীতা-টীকা 'সুবোধিনী' ১৩।১৬)

ভিন্নভাবে অবিহিত। সমুদ্র হইতে জাত ফেনাদি সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তৎস্বরূপেই কথিত হয়, জানিতে হইবে।

মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-প্রমুখ পদার্থগণ যাঁহার অনুপ্রবেশ-হেতু সামর্থ্য লাভ করিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ দেহ সৃষ্টি করিয়াছে, আর তন্মধ্যে অন্নময় প্রভৃতি পঞ্চবিধ কোষে আবিষ্ট হইয়া যিনি তত্তদাকারে তাহাদিগের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার করেন, তিনিই 'পরমেশ্বর' (শ্রীকৃষ্ণ)।

শ্রীস্বামিপাদের মতে **ব্রহ্মের** স্বরূপ

আশঙ্কা—যিনি চিদেকরস অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে অন্নময়াদির ন্যায় বিবিধ আকার-প্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিলেন,—তিনি অন্নময়-প্রভৃতিতে যে সম্বন্ধযুক্ত হন, ইহাকেই তত্তদাকার-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাদৃশ বিভিন্ন আকার-প্রাপ্তি ঘটে না। পুনরায় আশঙ্কা—পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে তাঁহার সত্যত্ব ও অসঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এ-বিষয়ে উত্তর—যিনি অন্নময় প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের উপদেশ-ক্রমে চরমে 'ব্রহ্মই পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠাস্বরূপ' এইরূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই 'পরব্রহ্ম'। পুনরায় আশঙ্কা—তিনি অন্নময়াদি বিকারী তত্ত্বসমূহের চরম তত্ত্ব এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠারূপে সত্য হইলেও উক্ত অন্নময়াদির সহিত সম্বন্ধস্বীকারহেতু তাহার অসঙ্গত্বের ব্যাঘাত অবশ্যই স্বীকার্য। * ইহার উত্তরে বলিলেন,—

---

* "মহানহঙ্কারশ্চাদির্যেষাং তে যদনুগ্রহতো যস্যানুপ্রবেশেন লব্ধসামর্থ্যাঃ সন্তঃ, অণ্ডং দেহং সমষ্টিব্যষ্টিরূপং সৃষ্টবন্তঃ। তত্র চ পঞ্চাপি কোষানন্নময়াদীনাবিশ্য তত্তদাকারঃ সন্, যশ্চেতয়তে স ত্বম্। তদাহ—পুরুষবিধ ইতি, পুরুষস্যান্নময়াদের্বিধেব বিধা আকারো যস্য স তথা। নন্বু, চিদেকরসস্য কথং তত্তদাকারতা? অত আহ—অন্বয়োঽত্রেতি। অত্রেষ্বন্ন-ময়াদিষন্বেতীত্যন্বয়ঃ; অতস্তত্তদাকারতেতি। এবং তর্হি সত্যত্বম্. অসঙ্গত্বঞ্চ কথম্? তত্রাহ—'চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ' ইতি। অন্নময়াদিষূপদিশ্যমানেষু যশ্চরমঃ 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইতি পুচ্ছত্বেনোক্তঃ, স ত্বমিতি সম্বন্ধঃ। নন্বু তথাপ্যন্নময়াদিষ্বন্বিতত্বেঽসঙ্গত্বব্যাহতিরেব?" (ভাবার্থ-দীপিকা, ১০।৮৭।১৭)

পরব্রহ্ম সৎ ও অসৎ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্নময় প্রভৃতির 'পর' অর্থাৎ অতিরিক্ত, তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ, 'অবশেষ' অর্থাৎ অবাধ, অতএব 'ঋত' অর্থাৎ সত্যবস্তু। আশঙ্কা—তিনি ঐরূপ পারমার্থিক সত্য হইলে অন্নময়াদি বিকারের সহিত তাঁহার অন্বয় বা সম্বন্ধ বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে—শাখাচন্দ্র-প্রদর্শন ন্যায়ানুসারে শুদ্ধস্বরূপের নির্দেশের জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। আকাশস্থ দূরবর্তী চন্দ্রকে প্রদর্শন করাইতে হইলে প্রথমতঃ একবারে চন্দ্রে দৃষ্টিপাত অসম্ভব বলিয়া,—'ঐ যে গাছের শাখার উপরে চন্দ্র'—এইরূপে নিকটবর্তী বৃক্ষশাখার দিকে প্রথমতঃ দৃষ্টিপাত করাইয়া পশ্চাৎ বৃক্ষশাখার উপর দিয়া আকাশস্থ চন্দ্রে দৃষ্টি প্রবেশ করাইতে হয়; এস্থলেও সেইরূপ প্রথমতঃ একবারে শুদ্ধস্বরূপের উপদেশ অসম্ভব বলিয়া, প্রথমতঃ 'সেই পুরুষ অন্নরসময়' ইত্যাদিবাক্যে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম ইত্যাদিক্রমে পঞ্চকোষের উপদেশ করিয়া, 'অন্বয়ঃ পুরুষবিধঃ' এই বাক্যে অন্নময়াদির সহিত সম্বন্ধহেতু ব্রহ্মেরও অন্নময়াদির ন্যায় আকৃতি প্রদর্শন করাইয়া, বাস্তবরূপে সর্বশেষে 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' এই বাক্যে তদীয় সর্বসাক্ষী শুদ্ধস্বরূপের নিরূপণ করা হইয়াছে। *

শ্রুতিসমূহ—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বোপাস্য, সর্বকর্মফলদাতা, সকলমঙ্গলগুণাধার, সগুণ হইলেও গুণদ্বারা অনভিভূত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানেরই প্রতিপাদক।

'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যসমূহ সংসারী জীবের সংসারনিবৃত্তির জন্য তাদৃশ ঈশ্বরত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এই স্থলে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের

---

* "তত্রাহ—সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্বশেষমৃতমিতি। সদসতঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদন্নময়াদেঃ পরং ব্যতিরিক্তং তৎ সাক্ষিভূতম্, অবশেষমবশিষ্যত ইত্যবশেষমবাধ্যম্; অথাতএব ঋতং সত্যম্। তর্হি কিমর্থং তেষ্বন্বয় উক্তঃ? শাখাচন্দ্রবচ্ছুদ্ধস্বরূপলক্ষণার্থম্। তথা হি 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়স্তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদিনা স্থূল-সূক্ষ্মক্রমেণ পঞ্চকোষানুপদিশ্য তস্য পুরুষবিধতাম্ 'অন্বয়ঃ পুরুষবিধঃ' ইতি পুনঃ পুনস্তদন্বিতত্বেনালক্ষ্য 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইতি সর্বসাক্ষিশুদ্ধস্বরূপনিরূপণমিত্যনবদ্যম্।" (ভাবার্থদীপিকা, ১০।৮৭।১৭)

সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকত্ব লক্ষিত হইতেছে। 'তৎ' পদের অর্থ বৃহৎ-চৈতন্য এবং 'ত্বং' পদের অর্থ অণু-চৈতন্য পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া উভয়ের সামানাধিকরণ্যের অসম্ভাবনাহেতু বৃহত্ত্ব ও অণুত্বরূপ বিরুদ্ধ অর্থদ্বয়কে ত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যরূপ অর্থদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য সম্ভব হওয়ায় নির্গুণ ব্রহ্মেই বাক্যার্থের পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। *

শ্রীস্বামিপাদের মতে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব, অপরিচ্ছিন্নত্ব ও সত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ভগবানের শ্রীমূর্তি অর্থাৎ তাঁহার অবয়ব যে মায়িক নহে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।১৫) শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদের টীকা উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে (৩৪-৩৫ অনু) শ্রীব্রহ্মার বাক্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। † শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের জলাদি-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অবয়ব স্বয়ং সমাধিযোগে অবলোকন করিয়া শ্রীনারায়ণকে বলিতেছেন,—"হে ভগবন্, জগতের আশ্রয়ভূত গর্ভোদকস্থিত আপনার নারায়ণাখ্য-বিগ্রহের অপরিমেয়ত্ব আমি অনুভব

---

* "সগুণমেব গুণৈরনভিভূতং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং সর্বেশ্বরং সর্বনিয়ন্তারং সর্বোপাস্যং সর্বকর্মফলপ্রদাতারং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি। * * * তথাভূতেশ্বরতাং তাবৎ সংসারিণো জীবস্য তন্নিবৃত্তয়ে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যানি বোধয়ন্তি। তত্র চ তত্ত্বংপদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং প্রতীয়তে। * * * * বিরুদ্ধাংশ-ত্যাগেনানুগতচিদংশেনৈকার্থেন সামানাধিকরণ্যেন নির্গুণে ব্রহ্মণি পর্যবসানম্।" (ভাবার্থ-দীপিকা, ১০।৮৭।২)

† "মিথ্যাভিব্যঞ্জক-কলাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাত্তর্হি কিংবা রূঢ়সমাধিযোগ-বিরূঢ়বোধেন ময়া হৃদি তদৈব সুষ্ঠু সচ্চিদানন্দঘনত্বেন দৃষ্টং, সমাধ্যনন্তরং কিংবা পুনঃ সপদ্যেব নো ব্যদর্শি, ন দৃষ্টম্। অতস্তন্মূর্তের্মায়াময়ত্বং দেশবিশেষকৃত-পরিচ্ছেদশ্চ সত্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। অত্র 'তচ্চাপি সত্যম্' ইত্যত্র, তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেব, ন তু বিরাড়্বন্মায়েতি, 'তচ্চেজ্জলস্থম্' ইত্যত্র চ তজ্জলস্থং সদ্রূপং তব বপুর্যদি জগৎ স্যাৎ, প্রপঞ্চান্তঃপাতি স্যাৎ, ইতি ব্যাবৃর্বন্তি।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ, ৩৪-৩৫ অনু)

করিয়াছি। উহা মায়িক বা মিথ্যাভিব্যঞ্জিত নহে ; কারণ, আমি রূঢ় সমাধিযোগে বিরূঢ় জ্ঞান লাভ করিয়া কি-প্রকারে সেই-ক্ষণেই আপনাকে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহে দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম ? আবার, আমার সমাধির পরক্ষণেই আর আমি সেই শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পাইলাম না। অতএব 'আপনার মূর্তি মায়িক বা দেশবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন',—ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আপনার উক্ত মূর্তিও নিত্য সত্য ও অপরিচ্ছিন্ন। এখানে "তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া" (ভাঃ ১০।১৪।১৪) —এই মূল শ্লোকোক্ত 'সত্য' শব্দ হইতে তদীয় অঙ্গভূত সেই শ্রীনারায়ণ-মূর্তিও যে সত্য, তাহা বিরাট্ মূর্তির মত যে মায়া বা প্রাকৃত নহে, তাহা উক্ত হইয়াছে। "তচ্চেজ্জলস্থং" (ভাঃ ১০।১৪।১৫) এই বাক্যে জলস্থিত সদ্রূপ আপনার মূর্তি যদি জগৎ হইত অর্থাৎ মায়িক জগৎ হইতে পৃথক্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ না হইত, তাহা হইলে প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ততা-বশতঃ উহা প্রাপঞ্চিকই হইত।

ঈশ্বর হইতে নিজেদের উৎপত্তিহেতু ও তদধীন বলিয়া নরগণ তাঁহার ভজন করেন। যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ বিকীর্ণ হয়, সেরূপ পরমাত্মা হইতে নিখিল প্রাণ, নিখিল লোক, নিখিল দেবগণ ও নিখিল ভূতগণ উদ্গত হয়। যে-কালে 'অজা'র অর্থাৎ মায়ার সহিত ঈশ্বরের বিহার হয়, তখন স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর স্বয়ং মায়া হইতে দূরে বর্তমান। আর, উক্ত বিহারও ঈশ্বরের ঈক্ষণের লেশদ্বারাই সাধিত হয়। প্রলয়ে জীবগণের ঈশ্বরে লয় হইলে পশ্চাৎ কিরূপে জন্ম হয় ? ঈশ্বরের ঈক্ষণবশতঃই জীবগণের জন্মের নিমিত্তস্বরূপ কর্মসমূহ অথবা লিঙ্গশরীর-সমূহের উত্থান হইলে তাহার সহিত যুক্ত হইয়াই জীবের জন্ম হয়। আশঙ্কা, ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই জীবগণের জন্ম হউক, তাহার জন্য অন্যপ্রকার নিমিত্তের উত্থানের প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর—ঈশ্বরের

'জীব'-সম্বন্ধে স্বামিপাদ

মধ্যে কোন বৈষম্যভাব নাই বলিয়া কেবলমাত্র আপনা হইতে এই বৈষম্য-যুক্ত সৃষ্টি হইতে পারে না।*

পরমাত্মা হইতে, অবিদ্যাজনিত-কার্যরূপ উপাধিবিশিষ্ট এবং পর-মাত্মারই অংশস্বরূপ জীবগণ উৎপন্ন হইয়া সংসারগ্রস্ত অবস্থায় তাঁহার ভজন করেন। অবিদ্যা যদি এক হয়, তাহা হইলে জীবেরও একত্বহেতু একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হউক। আর, অবিদ্যা অনেক হইলে জীবের এক অংশে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও অন্য অংশে না হওয়ায় সংসারনিবৃত্তি সম্ভব হয় না। এই-সকল তর্কবলে অবশেষে জীবের বহুত্বই স্বীকৃত হয়। সেই জীব অণুপরিমাণ হইলে দেহের একদেশগত বলিয়া দেহের সর্বত্র চৈতন্য অসম্ভব। যদি দেহপরিমাণ হয়, তবে মধ্যম-পরিমাণ-বিশিষ্ট বলিয়া সাবয়বতানিবন্ধন তাহার অনিত্যত্ব অবশ্যম্ভাবি। অতএব কেহ কেহ মনে করেন, জীব অনেক এবং প্রত্যেকেই সর্বগত ও নিত্য। এরূপ স্বীকার করিলে কোন দোষই হয় না।† কারণ, অবিদ্যা বা তদীয়-শক্তির বহুত্ব-নিবন্ধন যে জীবের অবিদ্যা বা অবিদ্যাশক্তির নাশ হয়, তিনি

---

* "তদেবং করণপ্রবর্তকমীশ্বরং করণপরতন্ত্রা নরা ভজন্তীত্যুক্তম্। 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি সর্ব এবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি।' তবাজয়া মায়য়া বিহরো বিহারঃ ক্রীড়া ভবতি, তদা স্থিরচর-জাতয়ঃ। অজাতঃ পরস্য দূরে বর্তমানস্যাসঙ্গস্যেত্যর্থঃ। কথং বিহারঃ? উদীক্ষয়া—ঈক্ষণ-লেশেন। নন্বু ময়ি লীনানাং জীবানাং কথং জন্ম স্যাৎ? তত্রাহ—উত্থনিমিত্তযুজ ইতি, ঈক্ষয়ৈবোত্থানুত্থিতান্যাবির্ভূতানি নিমিত্তানি কর্মাণি, তদ্যুক্তানি লিঙ্গশরীরাণি বা, তৈর্যুজ্যন্ত ইতি তথা। নন্বু কিং নিমিত্তোত্থানেন? মদিচ্ছয়ৈব ভবন্তু। ন ত্বয়ি বৈষম্যাভাবাদ্বিষম-সৃষ্টেরযোগাৎ।" (ভাবার্থদীপিকা, ১০।৮৭।২৯)

† "এবং তাবৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদবিদ্যাকৃত-কার্যোপাধয়স্তদংশা এব জীবা জাতাঃ সংসরন্তো ভজন্তীত্যুক্তম্। তত্র যদ্যেকা অবিদ্যা, তদা জীবস্যাপ্যেকত্বাদেকমুক্তৌ সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ। অথবা নানাঽবিদ্যাস্তর্হি তস্যৈবাংশান্তরেণ সংসারানপগমাদনির্মোক্ষ ইত্যাদি-তর্কবলেন বস্তুত এব নানাত্মনস্তত্র চ তেষামণুত্বে দেহব্যাপিচৈতন্যং ন স্যাৎ। দেহ-পরিমাণত্বে চ মধ্যম-

মুক্ত; আর, যাঁহার তাহা নষ্ট হয় না, তিনি বদ্ধ, এইরূপে ব্যবস্থা হইতে পারে ; পরন্তু ঈশ্বরের কোনরূপেই সংসারাশঙ্কা নাই, ইহা উক্তই হইয়াছে। আর, আত্মার ঐক্য সকল শ্রুতিতেই প্রসিদ্ধ।

প্রাণাদি উপাধিবিশিষ্টরূপে জীবগণের জন্ম হয়। দৃষ্টান্ত—'জলবুদ্‌বুদবৎ'। কেবল জল বা বায়ুর দ্বারা জলবুদ্‌বুদের সৃষ্টি হয় না, উভয়ের যোগে হয়। দৃষ্টান্তস্থলে বায়ু—নিমিত্ত-কারণ, জল—উপাদান-কারণ। প্রকৃতস্থলেও প্রকৃতি নিমিত্ত-কারণ, পুরুষ উপাদান-কারণ। 'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।'; 'তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।'; 'অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই আত্মা হইতে নিখিল প্রাণ, লোক, দেবগণ, ভূতগণ ও আত্মসমূহ উদ্গত হইয়াছে।' —এই-সকল শ্রুতিতে পরমাত্মাকে চেতন ও অচেতন প্রপঞ্চের উপাদানরূপে জানা যায়। পরমাত্মা হইতে প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইলেও তাঁহাকে বিকারী বলা যায় না ; কারণ, তাঁহার পরিণাম স্বীকার করা হয় নাই। কেহ কেহ পরিণাম স্বীকার করিয়াও পরমাত্মার বিকারিত্ব-প্রসঙ্গভয়ে বিপরীতভাব (পরমাত্মা—নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি—উপাদান-কারণ) বর্ণন করেন। যেরূপেই হউক, প্রকৃতি ও পুরুষের ঐক্য হইতেই জীব-প্রভৃতির সৃষ্টি সিদ্ধ হইতেছে। * অতএব, 'ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়', 'অজা একা', 'এই আত্মা অবিনশ্বর' ইত্যাদি শ্রুতিহেতু এবং উৎপত্তি-শ্রবণহেতু

পরিমাণানাং সাবয়বত্বেনানিত্যত্বং স্যাৎ। অতঃ সর্বগতা নিত্যাশ্চেতি কেচন মন্যন্তে। তত্র ন তাবদুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ, অবিদ্যাভেদেন তচ্ছক্তিভেদেন বা বন্ধমুক্তব্যবস্থাসম্ভবাৎ। ঈশ্বরস্য তু ন কেনাপ্যংশেন সংসারশঙ্কেত্যুক্তমেব। প্রসিদ্ধঞ্চাত্মৈক্যং সর্বশ্রুতিষু।" (ভাবার্থদীপিকা, ১০।৮৭।৩০)

* "প্রাণাদ্যুপাধয়ো জীবা জায়ন্তে। জলবুদ্‌বুদবদিতি, যথা কেবলেন জলেনানিলেন বা জলবুদ্‌বুদা ন ভবন্তি, কিন্তু মিলিতাভ্যাম্, তদ্বৎ। তত্র যথানিলো নিমিত্তং জলমুপাদানম্, এবমত্রাপি প্রকৃতির্নিমিত্তং পুরুষ উপাদানম্। 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ',

স্থিরীকৃত হয় যে, জীবগণের জন্ম ঔপাধিক, পরন্তু বাস্তব নহে। আর, উপাধির লয় হইলে পরমাত্মায় পুনরায় জীবগণের লয়-শ্রবণহেতুও জীবের জন্ম বাস্তব নহে। জীবগণ কারণস্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে 'বিবিধ নাম ও গুণ' অর্থাৎ অনেক-প্রকার কার্য-উপাধির সহিত লীন হয়। লয়-সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, মধুর মধ্যে সকল-প্রকার পুষ্পের রস লীন হইয়া যেরূপ বিশেষভাবে উপলব্ধ না হইলেও সাধারণভাবে উপলব্ধ হয়, সুষুপ্তি এবং প্রলয়দশায়ও জীবের বিশেষ উপাধির লয় হইলেও অবিদ্যারূপ মূল কারণের সত্তাহেতু সেইরূপ সাধারণভাবে উপলব্ধি থাকে, মুক্তিতে সেই মূল কারণেরও লয়হেতু নদীসমুদয়ের সমুদ্রে লয়ের ন্যায় উপাধিবর্জিত পরব্রহ্মের মধ্যে জীবগণের সম্পূর্ণ লয় হয়। এ-স্থলে শ্রুতি—হে সৌম্য! মধুকরগণ নানাবৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া একত্র করে। সেই পুষ্পরস-সমূহ যেরূপ একত্র হইয়া আর এরূপ ধারণা করিতে পারে না যে, 'আমি অমুক বৃক্ষের রস, আর, আমি অমুক বৃক্ষের রস', এইরূপ নিখিল জীবগণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আর এরূপ বিচার করিতে পারে না যে, 'আমি অমুক, এই ব্রহ্মে মিলিত হইয়াছি'। 'প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ পরিত্যাগ-পূর্বক সমুদ্রে লীন হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষও নাম-রূপবিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে লাভ করেন। জীবসমন্বিত এই বিশ্ব (যাঁহার) পরমকরুণায় কেবল-আত্মজ্ঞানস্বরূপ যাঁহাতে উদিত ও প্রলয়াদিতে লীন

'সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি, 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি সর্ব এবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি।' ইত্যাদি-শ্রুতিষু চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্য পরমাত্মোপাদানত্বশ্রবণাৎ। ন চ বিকারিত্বম্, পরিণামানঙ্গীকারাৎ। কেচিৎ পুনঃ পরিণামমঙ্গীকৃত্যাত্মনো বিকারিত্বপ্রসঙ্গভিয়া বিপরীতং নিমিত্তোপাদানভাবমিচ্ছন্তি। সর্বথা তাবৎ প্রকৃতিপুরুষৈক্যাদ্ভবন্তীতি সিদ্ধম্। তদেবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম', 'অজামেকাম্', 'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা' ইত্যাদি-শ্রুতিবলাদুৎপত্তিশ্রবণাচ্চ জীবানামৌপাধিকমেব জন্ম, ন বস্তুত ইত্যুক্তম্। উপাধিলয়েন পরমাত্মনি পুনর্লয়শ্রবণাদপি ন বাস্তবং জন্ম।" (ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।৩১)

হয় এবং মধ্যদশায় যাঁহাতে প্রকাশমান থাকে, আবার সমুদ্রমধ্যে নদীর ন্যায় যাঁহার মধ্যে আত্যন্তিক-লয়-প্রাপ্ত হয়, হৃদয়মধ্যে সেই ত্রিভুবনগুরু শ্রীনৃসিংহদেবকে ভাবনা করিতেছি। *

জীবসম্বন্ধে শ্রীস্বামিপাদ তাঁহার 'সুবোধিনী'-টীকায় † বলেন,—শ্রীভগবানেরই অংশ এই জীব অবিদ্যার দ্বারা সর্বদা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ। জীবমাত্র ভগবানের অংশ-নিবন্ধন সুষুপ্তি ও প্রলয়ে ভগবানে লয়-বশতঃ তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। তথাপি অবিদ্যা-কর্তৃক আবৃত বাসনাযুক্ত তাদৃশ জীবের ভগবানের প্রকৃতিতে লয় হয়, শুদ্ধ ভগবানে নহে। ব্রহ্মার দিবসের প্রারম্ভে অব্যক্ত-প্রকৃতি হইতে সমস্ত চরাচর ভূতসমূহ প্রকাশ লাভ করে, আবার জন্ম-মরণরূপ সংসারের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞ জীব প্রকৃতিতে লুপ্তাবস্থায় অবস্থিত নিজের উপাধি ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বিজ্ঞ জীবের শুদ্ধ-স্বরূপ-প্রাপ্তি হওয়ায় পুনরায়

---

* "বিবিধনামগুণৈরনেকপ্রকারকার্যোপাধিভিঃ সহ লিল্যুর্লীনা বভূবুঃ। তত্র সুষুপ্তি-প্রলয়য়োর্মধুন্যশেষরসা ইব লীয়ন্তে। যথা মধুনি সকলকুসুমরসা বিশেষতোঽনুপলক্ষ্যমাণা অপি সামান্যেনোপলক্ষ্যন্তে, এবং স্বাপাদৌ বিশেষমাত্রলয়াৎ কারণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সামান্যতো বর্তন্তে। মুক্তৌ তু কারণস্যাপি লয়াত্ত্বয়ি পরমে নিরুপাধৌ সরিত ইবার্ণবে লীয়ন্ত ইতি বিবেকঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ—'যথা সৌম্য! মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি, নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং সঙ্গময়ন্তি। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তে, অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মামুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ, সতি সম্পদ্যামহে' ইতি, 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে,-হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ, পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥' ইত্যাদ্যাঃ। 'যস্মিন্নুদ্যদ্বিলয়মপি যদ্ভাতি বিশ্বং লয়াদৌ, জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে। অত্যন্তান্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে, মধ্যেচিত্তং ত্রিভুবনগুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্'॥" (ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।৩১)

† "মমৈবাংশোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সর্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ; * * সত্যং সুষুপ্তি-প্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যাবৃতস্য

প্রত্যাবর্তন হয় না। শ্রীস্বামিপাদের এই সিদ্ধান্ত হইতে জীবের শুদ্ধ-স্বরূপ-প্রাপ্তির কথা জানা যায়, তবে শ্রীস্বামিপাদ সুবোধিনীতে ইহাও বলেন যে, নিত্যশুদ্ধ জীবের পরমেশ্বরের প্রসাদলব্ধ-জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তির পর শুদ্ধ ও স্বতঃ চিদংশের দ্বারা তদৈক্য উক্ত হইয়াছে।* শ্রীস্বামিপাদের কথিত এই 'শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ' জীবত্ববিনাশ-রূপ মায়াবাদ নহে, কারণ স্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকায় মুক্তপুরুষগণের নিত্যসিদ্ধদেহে ভগবানের নিত্য ভজনের কথা স্বীকার করিয়াছেন।+

জগৎ-সম্বন্ধে শ্রীস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত—"উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ, কুর্বৎ কার্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবংপরঃ। অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা, বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৩৬)—

জগৎ-সম্বন্ধে স্বামিপাদ

এই বিশ্ব সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও উহা 'সৎ' নহে। মাল্য অথবা রজ্জুতে আরোপিত ভ্রান্ত সর্প, ভয়াদি-উৎপাদনরূপ কার্য, কিংবা কৃত্রিম স্বর্ণ ব্যবহারাদি-কার্য সম্পাদন করিলেও উহা সত্য নহে। আর বেদ দ্বৈত-প্রতিপাদকও নহে।

সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে; তদুক্তং—'অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তি' ইত্যাদিনা। অতঃ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিশন্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি; **বিদুষান্তু শুদ্ধস্বরূপ-প্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি।**" (সুবোধিনী ১৫।৭)

"ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্। ত্বদঙ্ঘ্রিং সেবমানস্য পরানন্দ নিবর্তয় ॥"

(ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।২০)

* "ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধ-জ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তম্।" (সুবোধিনী ৪।১০)

+ "শ্রুতিশ্চ * * 'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' (নৃঃ পূঃ তাঃ ৪।১৬) ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি।" (ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।২১)

বস্তুতঃ পরব্রহ্মের পরমানন্দময় অদ্বৈতপদই 'সত্য'। সেই সুন্দর পরমানন্দপ্রদ পদকে বন্দনা করি।

"আদ্যন্তয়োরবিদ্যমানত্বাদ্ বিকারিত্বাদ্ দৃশ্যত্বাচ্চ শুক্তিরজতাদিবদিত্যন্বয়ে দৃষ্টান্তঃ। আত্মবচ্চেতি ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ। 'মুকুটকুণ্ডলকঙ্কণ-কিঙ্কিণী-,পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ। মহদহঙ্কৃতি-খ- প্রমুখং তথা, নরহরের্ন পরং পরমার্থতঃ॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৩৭)—এই বিশ্ব অসৎ, যেহেতু আদি ও অন্তে (সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়ান্তে) ইহার সত্তা নাই, যেহেতু ইহা বিকারী পদার্থ, যেহেতু ইহা দৃশ্য। অন্বয় বা অনুরূপ দৃষ্টান্ত—শুক্তিতে কল্পিত যে রজত, তাহার মত। ব্যতিরেক বা বিপরীত দৃষ্টান্ত—আত্মার মত (যেহেতু আত্মা সর্বদা বিদ্যমান, অবিকারী ও অদৃশ্য বলিয়া নিত্য ; অতএব বিশ্ব তাহার বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অনিত্য) এক সুবর্ণ ই যেরূপ মুকুট, কুণ্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে পরিণত বলিয়া ঐ-সকল পদার্থ পরমার্থতঃ সুবর্ণ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতিও পরমার্থতঃ শ্রীনৃসিংহরূপী পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত।' ইত্যাদিশ্রুত্যা শূন্যপূর্বকত্বমিব প্রতীয়তে। * * শূন্য-সাম্যং ভজতঃ। তদেব দর্শয়িতুং পুনর্বিশিনষ্টি—অপদস্যেতি, ন পদ্যত ইত্যপদস্তস্য বাঙ্মনসয়োরগোচরস্যেত্যর্থঃ।" (ভাঃ দীঃ ১০।৮০।২৯)—'এই জগৎ-উৎপত্তির পূর্বে অসৎ ছিল, তাহা হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে'—এই শ্রুতিদ্বারা উৎপত্তির পূর্বে শূন্যের প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ শূন্য ছিল না, কিন্তু পরব্রহ্মই শূন্যের ন্যায় ছিলেন। শূন্যতুল্যত্ব অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর (অতএব শূন্যসদৃশ)।

মায়া-সম্বন্ধে শ্রীস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত—"ননু যদি প্রপঞ্চো নাম নাস্ত্যেব, তদা অসতা তেন ন চৈতন্যস্য সম্বন্ধগন্ধোঽপি। তর্হি কিমপরাদ্ধং জীবেন, যতোঽয়ং সংসরতি ? কিংবা বহুপুণ্যমীশ্বরস্য, যতো নিত্যমুক্তঃ ? কিং-বিষয়ঞ্চ তদা কর্মকাণ্ডমিত্যপেক্ষায়াং জীবেশ্বরবিশেষং 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং

বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-,নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥', 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্' ইত্যাদ্যা বদন্তীত্যাহ—স যদজয়েতি। স তু জীবো যদ্ যস্মাদজয়া মায়য়াঽজামবিদ্যামনুশয়ীতালিঙ্গেৎ, ততো গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্ সেবমান আত্মতয়াঽধ্যস্তংস্তদনু তদনন্তরং সরূপতাং তদ্ধর্মযোগঞ্চ জুষন্নপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্, মৃত্যুং

মায়াসম্বন্ধে স্বামিপাদ

সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি। * * ত্বমুত ত্বন্তু জহাসি তামজাং মায়াম্। * * যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপি কঞ্চুকং গুণবুদ্ধ্যা নাভিমন্যতে, তথা ত্বমজাম্। ন হি নিরন্তরাহ্লাদি-সংবিৎকামধেনুবৃন্দপতেরজয়া কৃত্যমিতি তামুপেক্ষস ইতি। * * ন হ্যন্যেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুণিতমৈশ্বর্যম্, অপি তু পরিপূর্ণ-স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ। 'নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কালস্ব-ভাবাদিভি-,র্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্। মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সম্মর্দয়ন্ত্যাতুরং, মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বমেব তাং বারয় ॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৩৮)—আশঙ্কা, যদি প্রপঞ্চ 'অসৎ' অর্থাৎ মিথ্যা হয়, তবে চৈতন্যের সহিত সেই অসদ্‌বস্তুর কোন সম্বন্ধই নাই। তবে জীবের এমন কি অপরাধ যে, সে সংসারগ্রস্ত হয়, আর ঈশ্বরেরই বা এমন কি বহু পুণ্য যে, তিনি নিত্যমুক্ত? (কারণ, অসৎ প্রপঞ্চের সহিত জীব বা ঈশ্বর উভয় চৈতন্যেরই সম্বন্ধ না থাকায় উভয়েরই তুল্য অবস্থা হওয়া সঙ্গত।) আর, প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে কাহাকে বিষয় বা লক্ষ্য করিয়াই কর্মকাণ্ডের প্রবৃত্তি হইবে? এই আশঙ্কায় 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি এবং 'অজামেকাম্' ইত্যাদি শ্রুতি জীব ও ঈশ্বরের বিশেষত্ব বলিয়াছেন। জীব যেহেতু মায়াদ্বারা অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করে; আর সেই-হেতু দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গুণসমূহকে আত্মরূপে আরোপ করিয়া অনন্তর তাহাদের রূপ এবং তাহাদের ধর্ম বা গুণসমূহ নিজের রূপ বা ধর্মরূপে জ্ঞান করিয়া তদীয় আনন্দাদি গুণের আবরণ ঘটে, তখন সংসার-প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর

সেই মায়াকে ত্যাগই করেন। সর্প যেরূপ তাহার কঞ্চুক (খোলস) স্বগত হইলেও গুণবুদ্ধিতে অভিমান করে না (ইহা আমার গুণ, এরূপ অভিমান রাখে না), সেইরূপ পরব্রহ্মও মায়ার সম্বন্ধে তাদৃশ অভিমান পোষণ করেন না। বস্তুতঃ পরব্রহ্ম নিরন্তর আহ্লাদপ্রদা অসংখ্য সম্বিচ্ছক্তিরূপা কামধেনুর অধিপতি বলিয়া মায়াদ্বারা কোন কার্য আবশ্যক নহে, এইহেতু তাহাকে উপেক্ষাই করেন। ঈশ্বরের অষ্টগুণিত ঐশ্বর্য অন্যান্যের ন্যায় দেশকালাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ স্বরূপানুগত বলিয়া অপরিমিত। ঈশ্বরের মায়া তদীয় দৃষ্টির সম্মুখে নৃত্য-সহকারে কাল, স্বভাব প্রভৃতির দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক বহু পদার্থের উদ্ভাবন করিয়া জীবকে মর্দিত করিতেছে। ঈশ্বরে শরণাগত জীবই মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। হে নৃহরে! আমি শরণাগত হইলাম, আপনি মায়াকে দূর করুন।

শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতি সম্প্রদায়ের কাশীবাসী একদণ্ডি-সন্ন্যাসী ছিলেন * ; কিন্তু তিনি মায়াবাদী ছিলেন না। তিনি কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের শোধনের জন্য নিত্য সবিশেষ পরতত্ত্বের কোনও আবির্ভাব-বিশেষের নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান-রূপ অভিধেয়ের আশ্রয়ে ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ কৈবল্যকে প্রয়োজন বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন,—"মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গসঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্, সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্। নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্বিগলিত-ত্বৎপুণ্যগাথামৃত-,স্রোতঃ-সংপ্লবসংপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৩৫ ; উপসংহার-শ্লোক)—হে ভগবন্! আমি সর্বদা বিষয়সঙ্গ পরিহার-পূর্বক

---

* "শ্রীবিন্দুমাধবং বন্দে পরমানন্দবিগ্রহম্। বাচং বিশ্বেশ্বরং গঙ্গাং পরাশরমুখান্ মুনীন্॥ * * * যতিঃ শ্রীধরঃ স্বামী" ইত্যাদি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ' টীকার মঙ্গলাচরণ —'বিষ্ণুপুরাণম্', বঙ্গবাসি-সংস্করণ, সন ১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। "পরানন্দপদাম্ভোজ-শ্রীধরঃ শ্রীধরো যতিঃ" (উক্ত টীকায় ২য় অংশের পুষ্পিকা, পৃঃ ১০৯)

আপনাকেই চিন্তা করিয়া এবং নিরহঙ্কার মহান্তগণ যে-স্থানে অবস্থান করেন, সেই-সকল আশ্রমে অবস্থান করিয়া, নিরন্তর ভবদীয় মুখপদ্মবিগলিত ভবদীয়-পুণ্য-কথারূপ অমৃতপ্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া চিরকালের জন্য দেহ-বিমুক্ত অর্থাৎ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব। অন্যত্র—"নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি, শ্রবণবর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ। নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং, দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ॥ (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।১৭)—হে নরহরে! জীবগণ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদির দ্বারা যদি আপনার ভজন না করেন, তাহা হইলে ভস্ত্রার ন্যায় তাদৃশ নরগণের ঐ নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া অর্থাৎ জীবনধারণ নিশ্চয়ই বিফল। অন্যত্র—"অবগমং তব মে দিশ মাধব, স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখসঙ্গমঃ। শ্রবণ-বর্ণন-ভাবমথাপি বা, ন হি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৪০) —হে মাধব! আপনি আমাকে ভবদীয় তত্ত্বজ্ঞান দান করুন, যাহাতে আর সুখদুঃখের সম্বন্ধ না ঘটে। অথবা শ্রবণ-কীর্তনের অধিকার দান করুন, যাহাতে আমি আর বিধি-নিষেধের দাস না হই। অন্যত্র—"ত্বৎ-কথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২১)—আপনার কথামৃতসমুদ্রে বিহার-কারী পরমানন্দময় কোনও-কোনও কৃতিগণ চতুর্বর্গকে তৃণতুল্যই জ্ঞান করেন।

এইজন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরস্বামিপাদকে 'স্বামী' বা 'জগদ্-গুরু', "শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি" (চৈঃ চঃ অঃ ৭।১[illegible]) প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীস্বামিপাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল-সনাতনগোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে স্বামি-পাদকে বহুবচনে বিভূষিত করিয়া 'ভক্ত্যেকরক্ষক' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদও সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া সন্দর্ভের সর্বত্র শ্রীস্বামিপাদের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীস্বামিপাদের

রচনার মধ্যে যে-সকল অংশে শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়াছে, সেই-সকল স্থানে শ্রীল-সনাতনপ্রভুপাদ ও শ্রীল-শ্রীজীবপ্রভুপাদ সসম্ভ্রমে ও সগৌরবে 'কষ্টকল্পনা' বলিয়া বা কোথায়ও সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক অংশরূপে উল্লেখ করিবার পর অথবা সম্পূর্ণ বাদ দিয়াই **স্ব-স্বকৃত** ব্যাখ্যায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা—"শ্রীভাগবত-নিধ্যাপ্ত্যৈ (-সিদ্ধ্যর্থা) টীকা-দৃষ্টিরদায়ি যৈঃ। **শ্রীধরস্বামি-পাদাংস্তান্** বন্দে **ভক্ত্যেকরক্ষকান্॥"** (শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী—মঙ্গলাচরণ, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিত সংস্করণ)। "ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা তু সম্প্রতি মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো নূনং ভগবন্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কর্বুরিতলিপীনাং **পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামি-চরণানাং** শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে।" (তত্ত্বসন্দর্ভঃ ১৭ অনু, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিত সংস্করণ)

শ্রীধরস্বামিপাদ যে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা তৎকৃত 'আত্ম-প্রকাশ'-নাম্নী শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকা হইতে স্পষ্টই জানা যায়। ঐ টীকা শঙ্করমতীয় চিৎসুখাচার্যের টীকার বিশদব্যাখ্যা বা বিবৃতিবিশেষ ; ইহা স্বয়ং শ্রীধরস্বামিপাদ স্বীকার করিয়াছেন। * তিনি কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের অশুদ্ধ-অদ্বৈতবাদের শুদ্ধি বিধান করিয়াছেন, এই হিসাবে তাঁহাকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলা যায়। বস্তুতঃ তথাকথিত শুদ্ধাদ্বৈত-প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত মত প্রচারক হিসাবে নহে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বা শুদ্ধব্রহ্মবাদী শ্রীবল্লভাচার্যের মতবাদের সহিত শ্রীধরস্বামিপাদের যথেষ্ট মতবৈষম্য রহিয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্য যে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদকে স্বীকার

---

* "শ্রীমচ্চিৎসুখযোগিমুখ্যরচিতব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটং, তন্মার্গেণ সুবোধসংগ্রহবতীমাত্মপ্রকাশাভিধাম্। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরাণসারবিবৃতিং কর্তা যতিঃ শ্রীধর-,স্বামী সদ্‌গুরুপাদপদ্মমধুপঃ সাধু স্বধীশুদ্ধয়ে॥" ('আত্মপ্রকাশ'টীকায় মঙ্গলাচরণ ; শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ)

করেন নাই, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠেই (অন্ত্য, ৭ম পরিচ্ছেদ) জানা যায়। শ্রীস্বামিপাদ জগৎকে 'অসৎ' বলিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য জগৎকে কেবল সৎ নহে, ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যসত্য বা অবিনশ্বর 'সত্য' বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বীয়-সম্প্রদায়ের (কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের) বিশুদ্ধির জন্য * যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন তাহাতে মায়াবাদের সহিত স্বামিপাদের অনেকাংশে মতভেদ হইয়াছে ; যথা—(১) মায়াবাদি-সম্প্রদায় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে 'পরতত্ত্ব' বলেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মের আশ্রয় বা ঘনীভূত ব্রহ্ম, ইহা মায়াবাদিগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু, শ্রীস্বামিপাদ শ্রীগীতার টীকায় বলেন,—"যস্মাদ্ব্রহ্মণোঽহং **প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং,** যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলম্, তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য চ মোক্ষস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ, তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ।" (গীঃ ১৪।২৭ শ্লোকের 'সুবোধিনী' টীকা)—আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা—আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) ঘনীভূত ব্রহ্ম ; সূর্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপই। আরও, নিত্যমুক্ত হওয়ায় অব্যয়—নিত্য, অমৃতের—মোক্ষের প্রতিষ্ঠা ; শুদ্ধসত্ত্বময় হওয়ায় তাহার সাধন, শাশ্বত ধর্মের এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় ঐকান্তিক—অখণ্ডিত সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। (২) মায়াবাদি-সম্প্রদায় শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, নাম, রূপ, গুণ, বিভূতি, ধাম ও পরিকরের

মায়াবাদের সহিত স্বামিপাদের মত-বৈশিষ্ট্য

---

* **"সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং** স্বীয়নির্বন্ধযন্ত্রিতঃ। শ্রুতিস্তুতি-মতব্যাখ্যাং করিষ্যামি যথামতি॥" (ভাঃ ১০।৮৭ অধ্যায়ের 'ভাঃ দীঃ টীকা'র মঙ্গলাচরণ)—আমি সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্য নিজ আগ্রহদ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়া জ্ঞানানুসারে শ্রুতিস্তবের মত ব্যাখ্যা করিতেছি।

নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ তাহা স্বীকার করেন। যথা—"ব্রহ্মাভিপ্রৈতি নিত্যত্ববিভুত্বে ভগবত্তনোঃ' শ্রীমূর্ত্তেরয়মাবির্ভাব এব, ন ত্বস্মদাদিবজ্জন্মাদি তবাস্তীত্যাহ—ন জাতা জন্মাদয়ো যস্য। কুতঃ ? অগুণায়, অতো নির্বাণসুখস্যার্ণবায়াপারমোক্ষসুখস্বরূপায়েত্যর্থঃ ; তথাপ্যণোরপ্যণিম্নেঽতিসূক্ষ্মায়, দুর্জ্ঞানত্বাৎ ; বস্তুতস্ত্বপরিগণ্যমিয়ত্তাতীতং ধাম মূর্তির্যস্য, তস্মৈ ; ন চৈতদসম্ভাবিতম্, যতো মহানচিন্ত্যোঽনুভাবো যস্য, তস্মৈ। **তন্মূর্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্ব**ঞ্চোপপাদয়তি—রূপমিতি।" (ভাঃ দীঃ ৮।৬।৭-৯)—অস্মদাদিবৎ (অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা বা অন্য দেবতা-গণ বা মনুষ্যাদির ন্যায়) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের জন্মাদি নাই। তাঁহার আবির্ভাব-মাত্রই জন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। গুণসম্পর্ক-পরিশূন্যতাই তাঁহার জন্মাদি-রাহিত্যের কারণ ; তিনি নির্বাণ-সুখের অর্ণবস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি অপার মোক্ষসুখরূপ। তিনি অণু হইতেও অণুতর, অতি সূক্ষ্ম ; দুর্জ্ঞেয়ত্ব-নিবন্ধন তাঁহাকে 'অতি সূক্ষ্ম' বলা হয়। অতএব তাঁহার মূর্তি ইয়ত্তাতীত। শ্রীভগবানে ইহার অসম্ভাবনার আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, তিনি মহানুভাব অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য মহান্ বা অচিন্ত্য ; তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। **শ্রীভগবানের মূর্তির সনাতনত্ব ও অপরিমেয়ত্ব** মূল-শ্লোকেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৩) মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগৎকর্তা ঈশ্বরের নিত্যমুক্ততা স্বীকার করেন না। তাঁহারা সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরকেও মিথ্যা 'মায়ামাত্র' বলেন। তাঁহাদের মতে, ব্যবহারিক স্তরে মায়িক উপাধিবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মই 'ঈশ্বর'। কিন্তু শ্রীধর-স্বামিপাদ ঈশ্বরের উপাধিবশ্যহীনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমেশ্বর—'সগুণ' অর্থে প্রাকৃত গুণের দ্বারা অনভিভূত। ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র নহেন ; তিনি জ্ঞাতা, তিনি সমস্ত-কল্যাণগুণ-নিলয়। "প্রভুরিতীশ্বরস্যোপাধিবশ্যতাভাবেন নিত্যমুক্ততাং দর্শয়তি। অয়মভিপ্রায়ঃ—**সগুণমেব গুণৈরনভিভূতং** সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং সর্বেশ্বরং সর্বনিয়ন্তারং সর্বোপাস্যং সর্বকর্মফল-প্রদাতারং

সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি—'যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, সর্বস্য বশী, সর্বস্যেশানঃ'; 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরঃ'; 'সোঽকাময়ত বহু স্যাম্'; 'স ঐক্ষত', 'তত্তেজোঽসৃজত'; 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদ্যাঃ।" (ভাঃ ১০।৮৭।২ শ্লোকের 'ভাবার্থদীপিকা' টীকা)—'প্রভু' এই পদদ্বারা—তিনি উপাধিসমূহের বশ্য নহেন, পরন্তু নিত্যমুক্ত—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলে অভিপ্রায় এই যে—শ্রুতিসমূহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বোপাস্য, সর্ব-কর্মফলদাতা, সকলমঙ্গলগুণাধার, সগুণ হইলেও গুণদ্বারা অনভিভূত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানেরই প্রতিপাদক। যথা—'যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যাঁহার তপঃ অর্থাৎ সঙ্কল্প জ্ঞানাত্মক, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান'; 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত'; 'তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব'; 'তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন'; 'তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'; 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত' ইত্যাদি। (৪) মায়াবাদি-সম্প্রদায় মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ মায়াকে পরমেশ্বরের 'শক্তি', সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা বলিয়া জানাইয়াছেন। স্বামিপাদ ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী স্বভাবসিদ্ধা 'শক্তি' বা স্বরূপশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (৫) **"পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া** সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা।" ('সুবোধিনী' টীকা ৭।১৪); "সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য **ব্রহ্মণোঽপি স্বভাব-সিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ।** শ্রুতিশ্চ —'ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' (শ্বেঃ ৬।৮), 'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্' (শ্বেঃ ৪।১০) ইত্যাদি। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ—'স বাঽয়মাত্মা

—৯

সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ' (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি।" ('আত্ম-প্রকাশ' টীকা—বিঃ পুঃ ১।৩।১-২)—অর্থাৎ মায়া পরমেশ্বরের সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা 'শক্তি'। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিমান্। সত্ত্বাদিপ্রাকৃত-গুণ-রহিত ব্রহ্মেরও স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসমূহ নিশ্চয়ই আছে, অগ্নির দাহিকাদি শক্তির ন্যায়। এ-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—পরব্রহ্মের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও তাঁহার প্রাকৃত কার্য নাই ; তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিক কোন তত্ত্ব নাই। পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী এক পরাশক্তি 'জ্ঞান' (সম্বিৎ), 'বল' (সন্ধিনী) ও 'ক্রিয়া' (হ্লাদিনী) বিবিধ নামে শ্রুত হয়। অতএব অগ্নির স্বাভাবিকী দাহিকাশক্তি যেরূপ মণিমন্ত্র-মহৌষধাদিদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ দাহিকাশক্তি বা উত্তাপকে যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমান্‌কে পৃথক্ করা যায় না। অতএব পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ।

(৬) মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুক্ত-পুরুষগণের সিদ্ধদেহে নিত্য ভক্তি-যাজন অর্থাৎ মুক্তির পরও ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বামিপাদ ভক্তির নিত্যত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির পরও ভক্তি-যাজনের কথা বলিয়াছেন। "ভক্তিরসিকা বিরলাঃ। * * * শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি ; যথাহ—'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি। 'ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥" (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২১)—অর্থাৎ, ভক্তিরসিকগণ বিরল। শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য প্রদর্শন করিতেছেন ; যথা—'সকল দেবগণ, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে প্রণাম করেন।' সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন।' 'আপনার কথামৃতরূপ সমুদ্রে বিহারকারী পরমানন্দশালী কোন কোন কৃতিগণ চতুর্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন।'

শ্রীস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনাম-ভজনের সহিত অন্যান্য সাধনের তুল্যতা স্বীকার না করিয়া মায়াবাদ-বিজৃম্ভিত সমন্বয়বাদ নিরাস করিয়াছেন। (৭) তিনি শ্রীকৃষ্ণনাম ও তাঁহার শ্রবণ-কীর্তনের অসমোর্ধ্বতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। "জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং, প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াম্। সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং, কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥"—শ্রীধর-স্বামিনাম্। (শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃতা শ্রীশ্রীপদ্যাবলী, ১৪ সংখ্যা, অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামি-সং) "সদা সর্বত্রাস্তে নন্থ বিমলমাদ্যং তব পদং, তথাপ্যেকং স্তোকং ন হি ভবতরোঃ পত্রমভিনৎ। ক্ষণং জিহ্বাগ্রস্থং তব তু ভগবন্ নাম নিখিলং, সমূলং সংসারং কষতি কতরৎ সেব্যমনয়োঃ॥" (শ্রীশ্রীপদ্যাবলী-ধৃত শ্রীস্বামিপাদের শ্লোক, ২৭, ঐ)

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ পরমবৈষ্ণব। (৮) তাঁহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ঐশ্বর্য, ধাম ও পার্ষদগণের নিত্যত্ব এবং মুক্তির পরেও ভক্তির অনুবৃত্তির সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার গ্রন্থের স্থানে-স্থানে যে কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রতিম বা মায়াবাদ-প্রতিম সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল তদানীন্তন মধ্যদেশব্যাপ্ত অদ্বৈতমতবাদিগণকে 'বড়িশামিষার্পণ' ন্যায়-অবলম্বনে কোনওরূপে ভুলাইয়া শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ করাইয়া তাঁহার মহিমায় অবগাহন করাইবার উদ্দেশ্যে। অদ্বৈতবাদিগণকে আকর্ষণ করিতে হইলে তাঁহাদের ভাব, ভাষা ও আকার-প্রকার গ্রহণ না করিলে তাঁহারা নিত্য-ভক্তির মহিমার কথায় কর্ণপাতই করিবেন না। এ-জন্যই অন্তরে পরমবৈষ্ণব শ্রীধর-স্বামিপাদ বাহ্য-লোকব্যবহারে অদ্বৈতবাদের মিশ্রণে তদীয় লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন।—"সম্প্রতি **মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো নূনং ভগবন্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কর্বুরিতলিপীনাং পরম-বৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব নিলিখ্যতে।"** (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২৭ অনু)। শ্রীবলদেব-টীকা—

"**শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণবা এব,** তট্টীকাসু ভগবদ্বিগ্রহ-গুণ-বিভূতি-ধাম্নাং তৎপার্ষদতনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তের্ভগবদ্ভক্তেঃ সর্বোৎকৃষ্টমোক্ষানুবৃত্তেরুক্তেশ্চ। তথাপি **ক্বচিন্মায়াবাদোল্লেখস্তদ্বাদিনো ভগবদ্ভক্তৌ প্রবেশয়িতুং বড়িশামিষার্পণ-ন্যায়েনৈবেতি বিদিতমিতি।"**

দশম প্রসঙ্গ

শ্রীবল্লভাচার্য

অন্ধ্রদেশীয় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় লক্ষ্মণ ভট্ট বিজয়নগরের রাজপুরোহিত সুশর্মার কন্যা যল্লমেল্লমাগারুর পাণিগ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ-নামক পুত্র এবং সরস্বতী ও সুভদ্রা-নাম্নী কন্যাদ্বয়ের জনক হইবার পর সংসার পরিত্যাগ-পূর্বক 'কেশবপুরী' * নাম গ্রহণ করিয়া 'প্রেমাকর'-নামক এক গোপাল-উপাসক ত্রিদণ্ডি-সাধুর † সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কথিত হয়, লক্ষ্মণ ভট্ট প্রেমাকরজীর আজ্ঞায় পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীকাশীধামে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। ‡ কিছুদিন পরে অহিন্দু-গণের দ্বারা কাশী-আক্রমণাত্মক অভিযানের জনরব শুনিয়া গর্ভবতী স্ত্রীসহ দাক্ষিণাত্যাভিমুখে পলায়ন-কালে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে মতান্তরে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে §

---

* 'পুষ্টিমার্গণো ইতিহাস' (গুজরাটীভাষায়)—বসন্তরাম হরিকৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ ; আমেদাবাদ (১৯৩৩ খৃঃ, পৃঃ ৩)।

† শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত 'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ঃ', ১ম অবচ্ছেদ, শ্রীনাথ-দ্বারস্থ শ্রীগোবর্ধনলালজীর আজ্ঞায় প্রকাশিত (১৯৭৫ সম্বৎ)।

‡ 'Sri Vallabhacharya—Life, Teachings and Movement' by Bhai Manilal C. Parekh; Rajkot, 1943, Pp. 1—3.

§ "The followers of the other six sons of Vitthalanathaji differed in thought and action from those of Gokulanathaji, thus giving rise to two sections in the School with different traditions. The followers of Gokulanathaji are of the opinion that Vallabhacarya

বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের নিকট 'চম্পারণ্য'-নামক বনে লক্ষ্মণ ভট্টের চতুর্থ সন্তান (দ্বিতীয় পুত্র) পরবর্তিকালে প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্যের জন্ম হয়। অহিন্দু-অভিযানের ভয় বিগত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ ভট্ট পত্নী ও শিশুপুত্র বল্লভকে লইয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীবল্লভের জীবনের প্রথমভাগ কাশীক্ষেত্রে বিদ্যাধ্যয়নে ব্যয়িত হয়। যৌবনে তাঁহার পিতার স্বধামপ্রাপ্তির পর তিনি দক্ষিণদেশে বিদ্যানগর বা

---

was born in Vikrama Samvat 1529 (=1473 A.D.), while those of the other six sons hold the view that the Acarya was born in Vikrama Samvat 1535 (=1479 A. D.). * * * The works like Sampradaya-Pradipa, Vallabhacarya-Carita, Caritra-Cintamani, Vaisnava Vartamala, Vallabhakhyana and Gharuvarta, although they furnish the other important details of the life of the Acarya, are unfortunately silent on the point of the date of Acarya's birth. * * The other works wonderfully agree at least in one point that the Acarya was born on the eleventh day of the dark half of the month of Caitra, which corresponds to the month of Vaisakha according to the convention of the people living in the territory of Vraja round about Mathura in the north. But these authorities differ with regard to the day, some mentioning Sunday, some mentioning Thursday and some others mentioning Saturday. There is also the difference as regards the actual time on the day of Acarya's birth, morning according to some, and night according to others. As regards the year also the opinions differ. The other works such as Kallola, Prakatya-Siddhanta and Vallabha-Vela clearly mention the Vikrama Samvat 1529 (=1473 A.D.) as the year of Acarya's birth, while the Mula-Purusa (both Sanskrit and Gujarati), Vallabhadigvijaya attributed to Yadunathaji, the anonymous horoscope, one Kirtana and the Nija-Varta state that the Acarya was born in the Vikrama Samvat 1535 (=1479 A.D.)."—('The Birth-date of Vallabhacarya' by G. H. Bhatt, M.A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth All-India Oriental Conference, Trivandrum, 1937', Pp. 595—99)

বিজয়নগরের প্রবল-পরাক্রান্ত বৈষ্ণবনৃপতি কৃষ্ণদেব রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেই সময় তত্ত্ববাদী শ্রীব্যাসতীর্থের সহিত মায়াবাদিগণের প্রবল তর্কযুদ্ধ চলিতেছিল। কৃষ্ণদেব রায় শ্রীব্যাসতীর্থকে সমর্থন করেন এবং শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে শ্রীবল্লভাচার্যও বিজয়নগরের রাজ-দরবারে সম্মানিত হন। শ্রীবল্লভ শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার না করিয়া শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-দ্বারা মায়াবাদিগণকে নিরস্ত করেন এবং তাহাতে বিজয়নগর-রাজের সন্তোষ অর্জন করিতে সমর্থ হন। শ্রীবল্লভ ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগোবর্ধন পর্বতের উপর শ্রীল-মাধবেন্দ্রপুরীপাদের 'শ্রীগোপাল' বা 'শ্রীনাথজী'র শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'পূর্ণমল্ল' নামে এক ক্ষত্রিয় ঐ মন্দির-নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রজমণ্ডলে অবস্থানকালে শ্রীবল্লভ ভট্ট বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও শিষ্যাদি করিবার জন্য ভগবদাদেশ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার 'আচার্য'-খ্যাতি হয়। তৎপরে তিনি 'মহালক্ষ্মী'-নাম্নী একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার 'শ্রীগোপীনাথ' ও 'শ্রী-বিট্‌ঠল' নামক দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। উত্তর ভারতে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে শ্রীবল্লভাচার্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীকেশব কাশ্মীরীর সাক্ষাৎকার হয়। বল্লভ তাঁহার জীবনের শেষভাগে প্রয়াগের অপর পারে 'আড়াইল' গ্রামে গিয়া বাস করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ-কালে যে-সকল গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আড়াইলে বসিয়া সমাপ্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃপা করিয়া আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্যের গৃহে পদার্পণ-পূর্বক তথায় ভিক্ষা গ্রহণ ও উপদেশ দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীবল্লভাচার্য গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য অর্থাৎ 'রাগাত্মিকা' ও 'রাগানুগা' ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া 'পুষ্টিমার্গে'র কথা স্বীয় গ্রন্থে আলোচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, * নিম্বার্ক-পণ্ডিত শ্রীকেশব কাশ্মীরী তাঁহার ছাত্র মাধবভট্টকে

* M. T. Telivala-সম্পাদিত 'অণুভাষ্যে'র ভূমিকা, নির্ণয়সাগর প্রেস্, ১৯২৬ খৃঃ।

ভাগবত-শ্রবণের দক্ষিণারূপে শ্রীবল্লভাচার্যকে প্রদান করেন। শ্রীবল্লভাচার্য আড়াইলে উক্ত মাধবভট্টকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সহযোগিতায় বহু-গ্রন্থ রচনা করেন ; 'পূর্বমীমাংসা-ভাষ্য', 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য', 'সভাষ্য-তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধ', 'সূক্ষ্মটীকা', শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী' টীকা এবং 'ষোড়শ প্রকরণ' গ্রন্থ (যাহাতে শ্রীবল্লভাচার্যের সংক্ষিপ্ত মত পাওয়া যায়)—সমস্তই এই সময়ে রচনা করেন। 'পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যে'র অতি সামান্য অংশই বর্তমানে পাওয়া যায়। শ্রীবল্লভাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের 'অণুভাষ্যে'র সমগ্রও বল্লভাচার্যের রচিত নহে। অসম্পূর্ণাংশ তাঁহার পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী সম্পূর্ণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী'-টীকারও ১ম, ২য়, ৩য়, ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের কিয়দংশ পাওয়া যায়। বায়ান্ন বৎসর বয়সে শ্রীবল্লভ তাঁহার পর্ণশালা দগ্ধ করেন এবং কাশীতে আসিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 'বল্লভদিগ্বিজয়ে'র মতে শ্রীবল্লভাচার্য নিজপুত্র শ্রীগোপীনাথকে আচার্য-সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া ভাগবতসন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং **মাধব-সম্প্রদায়ী বিষ্ণুস্বামি-মতানুযায়ী ভগবদনুগৃহীত মাধবেন্দ্র-যতির নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্বক 'পূর্ণানন্দ' সন্ন্যাস-নাম** প্রাপ্ত হইলেন। কাশীতে গমন করিয়া কাশীর গঙ্গাতীরে 'হনূমান্-ঘাটে' ১৫৮৭ সম্বৎ (১৫৩১ খৃষ্টাব্দ) আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় মধ্যাহ্নকালে তিনি স্বধাম গমন করেন। শ্রীবল্লভাচার্যের পরলোক-গমন-কালে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথ প্রায় বিংশ বৎসর-বয়স্ক এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর-বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু ন্যূনাধিক ১৬২০ সম্বতে শ্রীগোপীনাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমকে রাখিয়া পুরীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তখন শ্রীমান্ পুরুষোত্তমকে বালক জানিয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীবিট্‌ঠলনাথকে আচার্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। ইহাতে শ্রীগোপীনাথের বিধবা পত্নী

শ্রীবল্লভাচার্যের সন্ন্যাস-নাম 'পূর্ণানন্দ'

স্বধাম-প্রাপ্তি

দেবরের সহিত বিরোধ করিয়া শ্রীবল্লভাচার্যের রচিত যাবতীয় গ্রন্থ ও ধনাদি লুকাইয়া ফেলেন। ১৬২২ সম্বতে বল্লভের দ্বিতীয়পুত্র বিট্‌ঠলনাথ ঐরূপ পারিবারিক অশান্তিতে 'আড়াইল' গ্রাম চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোকুলে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ১৬২২-৪২ সম্বতের মধ্যে বাদ্‌শাহ্‌ আক্‌বর, বীরবল, টোড়রমল প্রভৃতির সহিত শ্রীবিট্‌ঠলনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আক্‌বর শ্রীবিট্‌ঠলনাথকে গোকুল ও যতিপুরার গ্রামসমূহ দান করেন। এই সময় হইতে শ্রীবিট্‌ঠলনাথ 'গোস্বামী' উপাধিতে ভূষিত হন। কালক্রমে এই 'গোস্বামী'-উপাধি বল্লভসম্প্রদায়ের গৃহস্থ অধস্তন আচার্যগণের বংশগত উপাধিতে পরিণত হয়। * শ্রী-বিট্‌ঠলনাথ † ১৬৪২ সম্বতে পরলোক গমন করেন।

---

* 'Mathura' by F. S. Growse, 2nd Edition, 1880, Pp. 265-66.

† শ্রীবল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ বা শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর পরমভাগবত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'সাক্ষাদ্‌ ভগবান্‌' বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর শ্রীব্রজবাসী শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ-দাস, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী, শ্রী-লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি আচার্যবৃন্দ শ্রীমথুরায় শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর-গৃহে গমন করিয়া প্রায় একমাস কাল শ্রীবিট্‌ঠলের পূজিত 'শ্রীগোপাল' (শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের) দর্শন করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মঃ ১৮।৪৬-৫১ দ্রঃ)। শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীস্তবাবলীতে' 'শ্রীশ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রে' শ্রীগোপালকে 'শ্রীবিট্‌ঠলপ্রেমপুঞ্জঃ' (১৩) ও 'শ্রীবিট্‌ঠলস্মোরুসখ্যোঃ' (১৪) ইত্যাদি পদে স্তব করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর 'শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকে' স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—"অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-, সুদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্‌। প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্যভক্ত্যা, স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীগোপালদেবঃ ॥" শ্রীনরহরি চক্রবর্তি-ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"বিট্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥ শ্রীবিট্‌ঠলনাথ ভট্ট বল্লভ-তনয়। করিলা যতেক প্রীতি—কহিলে না হয় ॥ শ্রীদাসগোস্বামি-আদি পরামর্শ করি'। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী ॥ পিতা শ্রীবল্লভ ভট্ট, তাঁর অদর্শনে। কথো-দিন মথুরায় ছিলেন নিজ নে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়। সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবায় ॥" (ভঃ রঃ, ৮০৪-৫, ৮১৫-১৭)

শ্রীযতুনাথজীর নামে আরোপিত 'বল্লভদিগ্বিজয়ে'* শ্রীবিল্বমঙ্গলকে শ্রী-বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হইয়াছে। ভূতপূর্ব অদ্বৈতবাদী শ্রীবিল্বমঙ্গল হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-কার শ্রীবিল্বমঙ্গলের পার্থক্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে পরবর্তি-কালে বল্লভসম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ তিনজন বিল্বমঙ্গলের নাম কল্পনা করিয়াছেন। যথা—"অথ শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে বিল্বমঙ্গলনামা বভূব। বিল্বমঙ্গলৌ দ্বাব-ভূতাম্, উৎকলদেশীয়স্তৃতীয়শ্চ, যস্থাষ্টোত্তর (শত) শ্লোক-সংখ্যাকং স্তোত্রং শ্রূয়তে। একঃ কাশ্যামেকো দ্রাবিড়ে চ। দ্রাবিড়দেশীয়ো বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী। কাশীবাসী দ্বিতীয়জন্মনি জয়দেবনামা বভূব, যেন শ্রীগীত-গোবিন্দগানং কৃতম্।" † ('সম্প্রদায়প্রদীপঃ' ৩য় প্রকরণ, ৩১ পৃঃ ; বিদ্যা-বিভাগ, কাংকরোলী)

---

* "The Vallabhadigvijaya, otherwise known as Yadunathadigvijaya, attributed to Yadunathaji, the sixth grandson of Vallabhacarya, who flourished in the sixteenth century, no doubt, appears to be a modern work, not only from the consideration of style but also from the fact that Mss. of this work are very rare and are found in the place of its publication where the devout followers of the school desired to give to the world an ancient and, therefore, authoritative account of the life of the Acarya. This supposition is further confirmed by the fact that we do not find any reference to this work in the whole literature of the school ; and this is very strange, if the work giving so many details about the life of the Acarya, happens to be the composition of such an old authority like Yadunathaji. It seems that some modern scholar of the School wrote the work and passed it off in the name of Yadunathaji simply with a view to giving it the air of antiquity."—('The Birth-date of Vallabhacarya' by G. H. Bhatt, M.A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth All-India Oriental Conference, Trivandrum, 1937', P. 600)

† উক্ত 'সম্প্রদায়প্রদীপে'র পাদটীকায়ই দৃষ্ট হয় যে, এই উক্তিগুলি সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না।—লেখক।

বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী বিল্বমঙ্গলকে বল্লভভট্টের সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগদানের জন্য সাতশত বৎসরকাল ব্রজমণ্ডলের ব্রহ্মকুণ্ডের মহাবৃক্ষে যোগবলে অবস্থানের যে ঐতিহ্য 'বল্লভদিগ্বিজয়ে' দৃষ্ট হয়, তাহা অনেকেই সমর্থন করেন না* এবং শ্রীবল্লভাচার্যের নিজ উক্তির মধ্যেও সেরূপ কোন ইতিহাস নাই, বরং শ্রীবল্লভাচার্য তাঁহার 'তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধঃ' গ্রন্থে বিল্বমঙ্গলের সম্বন্ধে অন্যরূপ ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি বিল্বমঙ্গলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নাই। "কস্যচিদ্ ভক্তেরেবাতিশয়ে নামমাত্রেণ মায়াবাদিত্বে বিল্বমঙ্গলাদীনামিব মোক্ষো ভবেদিতি, ন তু স্বমতপক্ষপাতে। অতো নৈকান্তিকং ফলং তত্র হেতুঃ, বিরুদ্ধাচরণাদিতি।"† শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়িগণকে 'তামস-ভক্ত' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

---

* "It was conjectured in my last paper ('Vishnusvami and Vallabhacharya'—'Proceedings of the Seventh Oriental Conference, Baroda, 1933', p. 456) on this subject that Bilvamangala might have met Vallabhacharya. Even this is not possible as the latter is removed from the former by a long period. Moreover the traditional account that Bilvamangala was the follower of the Vishnusvami School and he passed on the doctrines of that school to Vallabhacharya, is unreliable. Vallabhacharya himself describes Bilvamangala as the follower of the Mayavada School of Sankaracharya. It is, therefore, quite unnatural that Vallabhacharya should receive philosophical traditions from Bilvamangala. The whole episode of Bilvamangala and Vallabhacharya does not, therefore, deserve any consideration." ('A Further Note on Vishnusvami and Vallabhacharya' by Prof. G. H. Bhatt, M.A.,—'Proceedings and Transactions of the Eighth All-India Oriental Conference, Mysore, 1935', Pp. 325—26)

† শ্রীবল্লভাচার্য-বিরচিত 'তত্ত্বার্থদীপে'র ১।১০১ শ্লোকের স্বকৃত-'প্রকাশাখ্য'টীকা, ১৮০ পৃঃ, চৌখাম্বা-সংস্করণ, কাশী।

শ্রীশঙ্করাচার্য কার্যের মিথ্যাত্বের আশ্রয়ে কার্য-কারণের 'অভেদত্ব' বলিয়াছেন। অতএব তাহাতে বস্তুতঃ অভেদত্ব সিদ্ধ হয় নাই। কারণ, 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' (ব্রহ্ম 'সত্য', জীব-জগৎ 'মিথ্যা') এই উভয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। শঙ্করাচার্যের মতে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য—'কারণ' এবং অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য—'কার্য'। এই উভয়ের মিলনে 'কেবলাদ্বৈতবাদ'; তাহা নিরাস করিবার জন্য 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদে'র আবির্ভাব। 'শুদ্ধ' এই শব্দটি 'অদ্বৈত' শব্দের বিশেষণ এবং 'শুদ্ধাদ্বৈত'-পদে কর্মধারয় সমাস হইয়াছে। যাহা মায়া-সম্বন্ধরহিত, তাহা 'শুদ্ধ'। কার্য-কারণরূপ 'ব্রহ্ম' শুদ্ধ, মায়িক নহে। "মম মায়া" অর্থাৎ 'আমারই মায়া',—এই ভগবদুক্তি হইতে মায়াকে 'ভগবচ্ছক্তি' বলিয়া জানা যায়। শক্তি শক্তিমানের সহিত 'অভিন্ন' বলিয়া শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদে'র ন্যায় 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদে' মায়াসম্বন্ধ নাই। 'অধ্যাস'ই মায়িক, জীব মায়িক নহে। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজীর কুলোদ্ভব গোস্বামী শ্রীগোপালের পুত্র শ্রীগিরিধরজী-কৃত 'শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ডে' * যথা (২৬-২৮) —"এতন্মতে সুনিষ্পন্নং সাঙ্কর্যং কার্যকারণে॥ তন্নিবৃত্ত্যর্থমাচার্যৈঃ পদং শুদ্ধং বিশেষিতম্ ॥ শুদ্ধাদ্বৈতপদে জ্ঞেয়ঃ সমাসঃ কর্মধারয়ঃ ॥ মায়াসম্বন্ধরহিতং শুদ্ধমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ কার্যকারণরূপং হি শুদ্ধং ব্রহ্ম ন মায়িকম্॥" 'শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ডে'র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট-বিরচিত 'প্রকাশ'-নামক টীকায়, (৪২,২৮) —"শঙ্করাচার্যাস্তাবৎ কার্য-কারণয়োরনন্যত্বং কার্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ কথয়ন্তি। তেষাং কার্যকারণয়োরনন্যত্বং ন সিদ্ধ্যতি, সত্যমিথ্যয়োরভেদানুপপত্তেঃ। মম মায়েতি বাক্যাদ্ভগবচ্ছক্তিত্বেন তস্যাশ্চাভিন্নত্বেন ন পরমতবন্মায়াসম্বন্ধঃ। কিঞ্চাধ্যাস এব মায়িকো, ন জীবঃ। জীবস্য মায়িকত্বং তু পূর্বং নিরস্তম্।"

শ্রীবল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা শুদ্ধব্রহ্মবাদ

* 'শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ডঃ' রত্নগোপালভট্ট-সম্পাদিত, চৌখাম্বা, সংস্কৃত বুক্ ডিপো, কাশী, জানুয়ারী, ১৯০৬।

ব্রহ্ম স্বীয় বহুভবন-সামার্থ্যযোগে জীব-জগদ্রূপে অবিকৃতভাবে পরিণত হন। ব্রহ্ম কারণাবস্থায় যদ্রূপ, কার্যাবস্থায়ও তদ্রূপ; কোনও অবস্থাতেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অন্যথা হয় না। কার্যের কারণসহ —জগতের ব্রহ্ম-সহ ঐক্য—অভেদত্ব, শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। **কার্যকারণরূপ শুদ্ধব্রহ্মের অভেদত্বই—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।** "আরম্ভণশব্দাদিভ্যস্তদনন্যত্বং প্রতীয়তে। কার্যস্য কারণানন্যত্বং ন মিথ্যাত্বম্।"—(শ্রীবল্লভাচার্যকৃত 'অণুভাষ্যম্' ২।১।১৪)

শ্রীকৃষ্ণ 'পরব্রহ্ম' শব্দবাচ্য, তিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্। 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতি তাঁহার প্রাকৃত পাণি-পাদ নিষেধ করিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি শ্রুতি পরব্রহ্মকে অপ্রাকৃত-ধর্মাধার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। পরব্রহ্ম সাকার, তিনি প্রাকৃত গুণ ও আকারাদি-রহিত, তিনি নানাবিরুদ্ধ শক্তিসমূহের আশ্রয়, বিশুদ্ধ-স্বরূপাত্মক, সর্বধর্মবিভূষিত, বাৎসল্যাদি সমগ্র উত্তমগুণসমূহের সমুদ্র। কিন্তু ধর্ম ও গুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মে দ্বৈতের গন্ধ পর্যন্তও স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ, পরব্রহ্মের গুণ অথবা ধর্ম কেবল স্বরূপাত্মক; যেমন সূর্যের তেজঃ সূর্যের স্বরূপের সহিত অপৃথক্ ('প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ' ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮)। ব্রহ্ম—অচিন্ত্যশক্তি; যাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধে সর্বতোভাবে সম্ভব। অতএব ব্রহ্ম নিরবয়ব, অথচ কর্তা ও উপাদান এবং নির্বিকার।*

শুদ্ধাদ্বৈতবাদে **ব্রহ্ম**

---

* "সচ্চিদানন্দরূপং তু ব্রহ্ম ব্যাপকমব্যয়ম্। সর্বশক্তিং স্বতন্ত্রং চ সর্বজ্ঞং গুণবর্জিতম্॥
সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতদ্বৈত-বর্জিতম্। সত্যাদিগুণসাহস্রৈর্যুক্তমৌৎপত্তিকৈঃ সদা॥
সর্বাধারং বশ্যমায়মানন্দাকারমুত্তমম্। প্রাপঞ্চিক-পদার্থানাং সর্বেষাং তদ্বিলক্ষণম্॥"
(শ্রীবল্লভাচার্যকৃত 'সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধঃ' ১।৬৫-৬৭; নির্ণয়সাগর সং, ১৯৪৩ খৃঃ)

পরব্রহ্মের বহিঃক্রীড়াপ্রবৃত্তি তাঁহার জাগতিক অবস্থা এবং অন্তঃক্রীড়া-নিরতিই তাঁহার জগৎসৃষ্টির পূর্বাবস্থা। যখন তাঁহাতে বাহ্যরমণের ইচ্ছা উদ্ভূত হয়, তখন তাঁহার ধর্মগুলির তিরোভাবাদি বিবিধ তারতম্য-দ্বারা এই জগৎ আবির্ভূত হয়। প্রথমে যে রূপের দ্বারা ভগবান্ স্বীয় ধর্মগুলিকে স্বীয় স্বরূপের সহিত পৃথক্ করেন, তাহাই শ্রুতিসমূহে 'অক্ষর', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত। শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানিগণের হৃদয়ে এই অক্ষরের স্ফূর্তি প্রকাশমাত্র-রূপে হয়। কারণ, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র জ্ঞান-শক্তি ব্যতীত অন্য সমুদয়শক্তির তিরোভাব পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য জ্ঞানিগণ এই অক্ষরকে 'নির্ধর্মক' বলিয়া অভিহিত করেন।

শঙ্করাচার্যের মতে—ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, আর জীব-বিশেষই আনন্দ-ময়। শঙ্করাচার্য বলেন,—যদি আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' বলা যায়, তাহা হইলে

"ন হি শ্রুতিবিরোধোঽস্তি কল্পোঽপি ন বিরুদ্ধ্যতে।
সর্বভাবসমর্থত্বাদচিন্ত্যৈশ্বর্যবদ্ বৃহৎ॥" (অণুভাষ্যম্, ১।১।২)
"বিরুদ্ধসর্বধর্মাশ্রয়ত্বং তু ব্রহ্মণো ভূষণায়" (ঐ, ১।১।৩)
"বিরোধাভাবো বিচিত্রশক্তিযুক্তত্বাৎ সর্বভবনসমর্থত্বাচ্চ॥" (ঐ, ২।১।২৮)

"জগতঃ সমবায়ি স্যাত্তদেব চ নিমিত্তকম্। কদাচিদ্ রমতে স্বস্মিন্ প্রপঞ্চেঽপি ক্বচিৎ সুখম্॥" ('তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধঃ', ১৬৮)

"প্রত্যক্ষাঽনুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বা ব্রহ্ম সাকারমনন্তগুণপরিপূর্ণং চেতি নাব্যক্ত-মেবেতি নিশ্চয়ঃ।" (অণুভাষ্যম্, ৩।২।২৪)

"ব্রহ্ম তূভয়রূপম্; উভয়-ব্যপদেশাৎ। উভয়রূপেণ নির্গুণত্বেনানন্তগুণত্বেন সর্ববিরুদ্ধ-ধর্মেণ রূপেণ ব্যপদেশাৎ।" (ঐ, ৩।২।২৭)

"উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং জগতঃ কর্তৃ বৈ বৃহৎ। বেদেন বোধিতং তদ্ধি নান্যথা ভবিতুং ক্ষমম্॥ এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং পরিজ্ঞায় কিংলক্ষণকং ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং জন্মাদিসূত্রদ্বয়েন বেদ-প্রমাণকং জগৎকর্তৃ সমবায়ি চেত্যুক্তম্।" (ঐ, ১।১।২ ; ১।১।৩)

"ব্রহ্মৈব সমবায়িকারণম্। কুতঃ? সমন্বয়াৎ সম্যগনুবৃত্তত্বাৎ। অস্তি ভাতি প্রিয়ত্বেন সচ্চিদানন্দরূপেণান্বয়াৎ। নামরূপয়োঃ কার্যরূপত্বাৎ। সর্বে বেদান্তাঃ স্বার্থ এব যুক্তার্থা ইতি ন্যায়ৈর্বক্তব্যত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সমবায়িত্বায় সমন্বয়সূত্রং বক্তব্যম্॥" (অণুভাষ্যম্, ১।১।৩)

অন্নময়কে কেন 'ব্রহ্ম' বলা হইবে না ? অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দময়েও যে ময়ট্-প্রত্যয় আছে, তাহা বিকারার্থেই গৃহীত হওয়া উচিত, প্রাচুর্যার্থে নহে।

দ্বৈতাপত্তির ভয়ে শঙ্করাচার্য আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' বলিয়া মানিতে অসম্মত। বস্তুতঃ যেরূপ সূর্য স্বয়ং তেজঃ ও তেজোময়, পরব্রহ্মও সেইরূপ আনন্দ ও আনন্দময়। আনন্দ ও আনন্দময় উভয়েই যখন একই বস্তু, তখন দ্বৈতাপত্তির আশঙ্কা কোথায় ? ঐক্য-সত্ত্বেও যে পার্থক্য প্রতীত হইতেছে, তাহা বস্তু-শক্তিরই কার্য ; কিন্তু একই বস্তুর দুইরূপ প্রতীত হইলেও তাহা দুইটি বস্তু হইয়া যায় না।

ব্রহ্মের রূপ বা আকার-স্থানীয় যে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মের সহিত পৃথক্ নহে। ব্রহ্ম স্বয়ংই সেই রূপ বা আকার। এইজন্য লেশমাত্র দ্বৈত নাই। যেখানে রূপ ও রূপী একই বস্তু, সেখানে দ্বৈতাপত্তির কোন শঙ্কা থাকিতে পারে না। চিনি ও চিনির পুতুল বস্তুতঃ একই বস্তু। প্রাকৃত বস্তুর রূপ বা আকারের বস্তুর সহিত বরং পার্থক্য স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দরূপ আকার ব্রহ্মের সহিত পৃথক্ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন,—বিকারার্থক '-ময়ে'র প্রবাহে পতিত হইয়া 'আনন্দময়' যে জীববিশেষ তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। এখানে বক্তব্য এই যে, প্রবাহে পতিত পদার্থে প্রবাহের ধর্ম সঞ্চারিত হয় না। জল-প্রবাহে পতিত তৃণ জল হইয়া যায় না। 'অপহত-পাপ্মা' ইত্যাদি শ্রুতি আনন্দময়ের বিকারাপাতের নিরাস করিয়াছেন।

ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্ব, বিশুদ্ধ রজঃ ও বিশুদ্ধ তমঃ তিনটি গুণ আছে। কিন্তু প্রাকৃত ও ভগবদীয় গুণে প্রচুর পার্থক্য। যখন সেই সর্বান্তর্যামী ভগবান্ এই প্রপঞ্চকে যথাবস্থিত রাখিবার কিংবা ধারণ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) সত্ত্বকে বিগ্রহরূপ করিয়া লৌহগোলকান্তর্গত অগ্নির ন্যায় তাহাতে প্রবেশপূর্বক 'বিষ্ণু'-নাম ধারণ

করেন ; বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) রজোগুণের বিগ্রহে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং বিশুদ্ধ (অপ্রাকৃত) তমোগুণের বিগ্রহ রচনাপূর্বক শিবরূপ পরিগ্রহ করেন। এই হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর 'গুণাবতার' নামে অভিহিত হন। ইঁহাদিগকে প্রকৃতির গুণ স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্—সমুদয় অবতারের মূলস্বরূপ। তিনি সকলের সহিত পৃথক্, পুরুষোত্তম, নির্গুণ, আনন্দময়, সাকার ও সর্বশ্রেষ্ঠ। মূলস্বরূপ ভগবানের চারিটি স্বরূপ। প্রথম—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ পুরুষোত্তমস্বরূপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—অক্ষর ব্রহ্ম, যাঁহার দুইপ্রকার স্ফূর্তি হয় এবং চতুর্থ—অন্তর্যামি-স্বরূপ। যেই-প্রকার অনুভবের স্ফূর্তিতে গ্রাহকে আনন্দের মাত্রা অতিমাত্র বিশেষ হয়, সেই আনন্দানুভবই 'ভগবান্'। ধর্মাত্মক আনন্দই ভগবানের আকার-রূপাদি ; আর ধর্ম ও ধর্মী 'অভিন্ন'—একই বলিয়া ভগবান্ আনন্দমাত্র অর্থাৎ আনন্দানুভবমাত্র। তিনি—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। সেই আনন্দানুভব বেদে 'ব্রহ্ম', 'পর' প্রভৃতি শব্দে, স্মৃতিতে 'পরমাত্মাদি' শব্দে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভগবান্' শব্দে উক্ত হইয়াছেন। নিত্যবর্তমান বলিয়া এবং অনুভবরূপ বলিয়া সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান্ 'সচ্চিদানন্দ' বলিয়া অভিহিত হন।

আনন্দানুভবমাত্র ভগবান্ স্বীয় ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবসকল-দ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা (অন্তর্যামী) এবং জীবাদিরূপ-সকল পরিগ্রহ করেন। এই হেতু লেশমাত্র দ্বৈতাপত্তি হয় না। জীব সজাতীয়, জড়বর্গ বিজাতীয় এবং অন্তর্যামী স্বগত। প্রকৃতি 'সদংশ' বলিয়া প্রকৃতিও ভগবানে বিজাতীয় দ্বৈত নাই। জীব 'চিদংশ' বলিয়া জীব ও ভগবানে সজাতীয় দ্বৈত নাই এবং অন্তর্যামী 'সচ্চিদানন্দ' বলিয়া অন্তর্যামী ও ভগবানে স্বগত দ্বৈত নাই ; ইহাই 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'।

যেই-প্রকার অনুভবের স্ফূর্তিতে গ্রাহকে অনুভবের মাত্রা বিশেষ হয় এবং আনন্দ কিঞ্চিৎ তিরোহিতবৎ থাকে, তদ্রূপ আনন্দানুভব 'অক্ষর ব্রহ্ম'

বলিয়া অভিহিত হন। এই অক্ষর ব্রহ্মই সমুদয় প্রপঞ্চের (জগতের) উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগতের পিতৃ-মাতৃরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি উভয় আবির্ভূত হইয়াছেন। অক্ষর ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দাত্মক ; এই হেতু ইঁহা হইতে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব ও ব্যষ্টিজীব উদ্ভূত হয়। এই অক্ষর ব্রহ্মের যে দুই-প্রকার স্ফূর্তি, তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানিগণের জ্ঞানমাত্র স্ফূর্তি এবং ভক্তগণের ব্যাপি বৈকুণ্ঠরূপ স্ফূর্তি হইয়া থাকে। যাঁহাদের জ্ঞানমাত্র স্ফূর্তি হয়, তাঁহাদের সেই স্ফূর্তিটি নির্বিশেষ-তুল্য বলিয়াও কথিত হয়। কিন্তু তজ্জন্য অক্ষর ব্রহ্মরূপ বস্তুতে অবশ্য ভেদ হইয়া যায় না। যখন সেই ভগবান্ নাম-রূপের পৃথক্করণ করিতে চা'ন, বিশ্ব ধারণ করিতে চা'ন, সকলকে স্বীয়-স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত করিতে চা'ন, কিংবা সমুদয়কে প্রকাশিত করিতে চা'ন, তখন ভগবান্ই পর-পুরুষ, অন্তর্যামী, কিংবা পরমাত্মরূপ পরিগ্রহ করেন। অথবা এই আনন্দানুভব যখন গ্রাহকের হৃদয়ে ধারকত্বাদি শক্তিসমূহ-সহ উদ্ভূত হন, তখন ইনি 'পরমাত্মা' বলিয়া উক্ত হন ; সমুদয়কে সঞ্জীবিত করেন (স্বীয় স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত করান) বলিয়া, ইনি কোন কোন স্থলে 'জীব' বলিয়াও উক্ত হন। জ্ঞানমার্গীয় সাধন-দ্বারা ব্রহ্মস্ফূর্তি, মর্যাদামার্গীয় ভক্তিদ্বারা পরমাত্ম-স্ফূর্তি এবং শুদ্ধপ্রেম-দ্বারা ভগবৎস্ফূর্তি হয়।

জীব—ব্রহ্মসম্বন্ধী অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। জীব ব্রহ্মের 'অংশ' ও 'বহু'। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, তেমন পরমাত্মা হইতে সর্বপ্রাণাদি মহাভূত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত জীব, সর্ব-অন্তর্যামী বহির্গত হন। জীব-সৃষ্টিতে কতকগুলি সদ্বাসনাবিশিষ্ট, কতকগুলি অসদ্বাসনাবিশিষ্ট। ব্রহ্মের সদংশ হইতে জড়-সৃষ্টি, চিদংশ হইতে জীব-সৃষ্টি এবং আনন্দাংশ হইতে অন্তর্যামীর আবির্ভাব হয়। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপটি ব্রহ্মের অবিভক্ত স্বরূপ বলিয়া যদিও বস্তুতঃ 'জড়' ও 'জীব'—সেই সমগ্র

শুদ্ধাদ্বৈতবাদে
জীব

অবিভক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই সৃষ্টি, তথাপি 'আমি এক হইলেও বহু হই' এইরূপ বহুভবনেচ্ছায় স্বতন্ত্রেচ্ছ ভগবান্ সদ্রূপ জড়পদার্থ হইতে চিৎ ও আনন্দাংশের এবং চিদ্রূপ জীবপদার্থ হইতে সৎ ও আনন্দাংশের তিরোভাব করিয়া সৃষ্টি সম্পন্ন করেন বলিয়া সদ্রূপ জড়পদার্থে সদংশের ও চিদ্রূপ জীবে চিদংশের বিশেষ আবির্ভাব হয়। জীবের প্রাকট্য অতর্ক্য-শক্তি ভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশতঃই হয়।*

শুদ্ধাদ্বৈত-মতে—জীব ব্রহ্মের 'অংশ'। কেবলাদ্বৈতবাদীর মতে—জীব ব্রহ্মের 'প্রতিবিম্ব', ব্রহ্মের 'আভাস' বা ব্রহ্মের ঔপাধিক 'ভেদ'মাত্র। জীব-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রুতিতে বহুবচন-প্রয়োগে জীবের অসংখ্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে। যেমন লোকে রাজমন্ত্রী প্রভৃতিও 'রাজা' নামে অভিহিত হন, তেমন জীবে প্রমাতৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভগবদ্ধর্ম-সকল সন্নিবিষ্ট থাকায় জীবও 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্মের 'অংশ' বলিয়া জীব **'অণু'**। শ্রুতির 'স চানন্ত্যায় কল্পতে' বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, জীবে ব্রহ্মের আনন্দাংশের আবির্ভাব হওয়ার পরে জীব ব্যাপকতা-প্রাপ্ত হয়। যখন আনন্দাত্মক ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও স্বরূপে স্বয়ং প্রবেশ করেন, তখন কাষ্ঠ

---

* "জীবস্তু ব্রহ্মসম্বন্ধিরূপমুচ্যতে। জীবো নাম ব্রহ্মণোঽংশঃ। কুতঃ? নানাব্যপদেশাৎ। সর্ব এবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি কপূয়চরণা রমণীয়চরণা ইতি চ। * * তত্রৈষা যুক্তিঃ—বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নের্হি জড়জীবা বিনির্গতাঃ। সর্বতঃ পাণিপাদান্তাৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখাৎ ॥ নিরিন্দ্রিয়াৎ স্বরূপেণ তাদৃশাদিতি নিশ্চয়ঃ। সদংশেন জড়াঃ পূর্বং চিদংশেনেতরে অপি ॥ অন্যধর্ম-তিরোভাবা মূলেচ্ছাতোঽস্বতন্ত্রিণঃ ॥ ইতি।"; * * * "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি ভূতানাং জীবানাং পাদত্বম্, পাদেষু স্থিতত্বেন বা অংশত্বমিতি।" (অণুভাষ্যম্ ২।৩।৪৩-৪৪, চৌখম্বা-সং, কাশী)

"তদিচ্ছামাত্রতস্তস্মাদ্ব্রহ্মভূতাংশচেতনাঃ। সৃষ্ট্যাদৌ নির্গতাঃ সর্বে নিরাকারাস্তদিচ্ছয়া ॥
বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নেস্তু সদংশেন জড়া অপি। আনন্দাংশস্বরূপেণ সর্বান্তর্যামিরূপিণঃ ॥"

(সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধঃ, ১।২৭-২৮, নির্ণয়সাগর-সং)

যেরূপ অনলাত্মা হয়, সেরূপ এই জীবও ব্রহ্মাত্মক হয়। তৎকালে জীবের প্রতিলোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হইতে থাকে।*

কেবলাদ্বৈতবাদী জীবকে 'জ্ঞাতা' ও 'কর্তাদি' বলিলে পাছে দ্বৈতাপত্তি হয়, এইজন্য তাহা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—যেমন অগ্নি 'দাহক' বলিয়া অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গ-সকলও 'দাহক', তেমন ব্রহ্ম 'জ্ঞাতা' বলিয়া ব্রহ্মাংশ জীবও 'জ্ঞাতা'; তবে বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির ন্যায় সর্বদাহকশক্তিসম্পন্ন নহে, তেমন জীবও ব্রহ্মের ন্যায় সর্বজ্ঞতাসম্পন্ন নহে। জীব 'কর্তা', ইহা ব্রহ্মসূত্রের (২।৩।৩৩) 'কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' সূত্রে উক্ত হইয়াছে। জীবকে 'কর্তা' না মানিলে জীবাধিকারের সমুদয় বৈদিক কর্ম নিরর্থক ও বিফল হইয়া যায়।†

---

* "জীবস্ত্বারাগ্রমাত্রো হি গন্ধবদ্ব্যতিরেকবান্।

* * *

প্রকাশকং তচ্চৈতন্যং তেজোবত্তেন ভাসতে।"

(সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধঃ, ১।৫৩-৫৫, ঐ)

"আনন্দাংশতিরোধানাত্তত্তদ্বত্তেন ভাসতে।

মায়াজবনিকাচ্ছন্নং নাহন্যথা প্রতিবিম্বতে॥"

"* * এতত্তিরোধানাজ্জীবত্বং ভাসতে। তেন আনন্দাংশেনাবির্ভূতেন যুক্তং যত্তদ্দব্রহ্মবদ্বভাসত ইত্যর্থঃ। অংশদ্বয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ সদংশস্ফূর্ত্তাবাভাসত্বমুভয়োঃ স্ফূর্ত্তৌ প্রতিবিম্বত্বং ত্রিতয়স্ফূর্ত্তৌ ব্রহ্মত্বমিতি নির্ণয়ঃ। ন তু লৌকিকাভাসত্বম্। তথা সতি অলীকতা স্যাৎ। অতো মায়াবাদিব্যতিরিক্তাস্তং তথা মন্যন্ত ইতি মিথ্যাবাদং * * মায়াজবনিকাচ্ছন্নং ন প্রতিবিম্বতে। যথা তিরস্করিণ্যাং বিদ্যমানায়াং পুরুষো ন প্রতিবিম্বতে।" (ঐ, ১।৫৭-৫৮, ঐ)

"ব্যাপকত্বশ্রুতিস্তস্য ভগবত্ত্বেন যুজ্যতে। আনন্দাংশাভিব্যক্তৌ তু তত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ। প্রতীয়েরন্ পরিচ্ছেদো ব্যাপকত্বঞ্চ তস্য তৎ॥" (ঐ, ১।৫৩-৫৪, ঐ ; অণুভাষ্যম্ ২।৩।৩০)

† "কর্তা জীব এব। কুতঃ? শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ। জীবমেবাধিকৃত্য বেদে অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সফলার্থং সর্বাণি কর্মাণি বিহিতানি, ব্রহ্মণোহনুপযোগাৎ, জড়স্যাশক্যত্বাৎ।" (অণুভাষ্যম্ ২।৩।৩৩)

মায়া পরব্রহ্মের 'শক্তি'। মায়ার দুইটি ভেদ—একটি 'ব্যামোহিকা' শক্তি এবং অপরটি 'আচ্ছাদিকা' শক্তি। 'ব্যামোহিকা' মায়াশক্তি জীবকে মুগ্ধ করে এবং 'আচ্ছাদিকা' মায়াশক্তি জগতের সত্যবস্তু-সদৃশ অসত্য বস্তুর রচনা করিয়া তদ্দ্বারা জগতের সত্যপদার্থকে আচ্ছাদন করে। তাহাতে সদ্বস্তুর যেটি প্রকৃতস্বরূপ, সেটি দৃষ্ট না হইয়া অন্যথা দৃষ্ট হয়। এইরূপ দর্শনই সত্যে মিথ্যা-দর্শন বা বিষয়তা-দর্শন। এ-স্থলে বিষয় 'সত্য', কিন্তু বিষয়তা 'মিথ্যা'। এই মায়াজন্য 'বিষয়তা' হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ভ্রমাত্মক এবং 'বিষয়'-জন্য যে জ্ঞান, তাহা যথার্থ অনুভূতি বা প্রমাণ। স্বপ্নসৃষ্টি, ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্টি, রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ভ্রমাত্মক-সৃষ্টি—এই তিনটি একই ভাবের মায়াজন্য সৃষ্টি। কিন্তু জগদ্বর্তী সমস্ত পদার্থ 'ব্রহ্ম-জন্য' সৃষ্টি।*

শুদ্ধাদ্বৈতবাদে
মায়া

শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীশঙ্করাচার্যের 'জগন্মিথ্যাত্ববাদ' সর্বতোভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে 'জগৎ' ও 'সংসার' দুইটি পৃথগ্‌বস্তু। মায়াবাদিগণ সদ্বস্তুভূত 'জগৎ' ও অবিদ্যামূলক 'সংসারে'র একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ শব্দ-প্রমাণ সমস্বরে বলেন,—'এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক ও সত্য।'; 'সেই পরব্রহ্মই আপনাকে জগদ্রূপে প্রকাশ করিলেন।'; 'সেই

* "যদ্বস্তু স্বরূপে অন্যথা প্রতিভাসতে, তদাত্মনাং জীবানাং ব্যামোহিকা যা মায়া পূর্বং নিরূপিতা, তস্যাঃ কার্যং—সা হি জীবং ব্যামোহয়িত্বা তৎসম্বন্ধিনমন্তঃকরণ-বুদ্ধ্যাদিকমপি ব্যামোহয়তি, তয়া ব্যামোহিতা বুদ্ধিঃ পদার্থানন্যথা মন্যতে, ন তু পদার্থা অন্যথা ভবন্তি। * * মায়া চ দ্বিধা ভ্রমং জনয়তি—বিদ্যমানং ন প্রকাশয়তি, অবিদ্যমানঞ্চ প্রকাশয়তি দেশকালব্যত্যাসেন। * * প্রমাণভূতো বেদঃ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মৈব' ইত্যাহ। ব্রহ্মবিদাং প্রতীতিরপি তথা। ভ্রান্তপ্রতীতেস্তু নার্থনিয়ামকত্বমন্যথা ভ্রমদৃষ্টিগৃহীতং জগদ্ভ্রমরূপমেব স্যাৎ। * * অতোঽন্যত্রৈব সিদ্ধভ্রমির্মায়য়া পুরঃস্থিতে বিষয়ে সমানীয়তে। * * বিষয়তা মায়া-জন্যা, বিষয়ো ভগবান্। * * অতো বিষয়তাজনিতং জ্ঞানং ভ্রান্তং বিষয়জনিতং প্রমেতি।" (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃতা 'সুবোধিনী' টীকা, ভাঃ ২।৯।৩৩)

পরব্রহ্মই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ।'; 'এই সমুদয়ই পরমাত্মার স্বরূপ।'; 'পরমাত্মাই সমস্ত ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জগৎ।'; 'হে ভগবন্! এই জগৎ আদি, মধ্য ও অন্তে স্বতন্ত্র আপনাতেই অবস্থিত ছিল। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত; সেরূপ প্রধান হইতেও প্রধান আপনি এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত।'; এইসকল শ্রৌত প্রমাণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই জগৎ পরব্রহ্মের রচিত, পরব্রহ্মের কার্য, ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'হে সৌম্য! পূর্বে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না।' সুতরাং সেই এক পরব্রহ্মই এই জগতের 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত' কারণ।*

শুদ্ধাদ্বৈতবাদে জগৎ

---

* 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' (তৈঃ ২।৭।১); 'স হৈতাবানাস' (বৃঃ ১।৪।৩); 'স বৈ সর্বমিদং জগৎ'; 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' (বৃঃ ২।৪।৬ ; ৪।৫।৭); 'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্' (শ্বেঃ ৩।১৫); 'ত্বয্যগ্র আসীত্ত্বয়ি মধ্য আসী-,ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে। ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং, ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ॥' (ভাঃ ৮।৬।১০); 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছাঃ ৬।২।১)

"প্রপঞ্চো ভগবৎকার্যস্তদ্রূপো মায়য়াঽভবৎ। তচ্ছক্ত্যাঽবিদ্যয়া ত্বস্য জীবসংসার উচ্যতে।'

অয়ং প্রপঞ্চো ন প্রাকৃতঃ, নাপি পরমাণুজন্যঃ, নাপি বিবর্তাত্মা, নাপ্যদৃষ্টাদিদ্বারা জাতঃ, নাপ্যসতঃ সত্তারূপঃ। কিন্তু ভগবৎকার্যঃ পরমকাষ্ঠাপন্নবস্তুকৃতিসাধ্যঃ, তাদৃশোঽপি ভগবদ্রূপঃ। * * মায়া হি ভগবতঃ শক্তিঃ সর্বভবনসামর্থ্যরূপা তত্রৈব স্থিতা। * * অত্র সংসারপ্রপঞ্চয়োর্ভেদাজ্ঞানাৎ কেচিন্মুগ্ধা ভবন্তি। তন্মোহনিরাকরণায় ভেদং নিরূপয়তি—অবিদ্যয়েতি। অবিদ্যাপি তচ্ছক্তিঃ। * * * ভগবতঃ শক্ত্যা অবিদ্যয়া জীবস্য সংসার উচ্যতে, ন তু জায়তে। * * * অজ্ঞানং ভ্রমঃ, অসদিত্যাদিশব্দা অহং-মমেতিরূপে সংসার এব প্রবর্তন্তে, ন তু প্রপঞ্চে, তস্য ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ। * * রমণার্থমেব প্রপঞ্চরূপেণ আবির্ভাবাৎ তদন্তঃপাতিপুরুষরূপেণ তৎকৃতসাধনরূপেণাবির্ভূয় তৎফলরূপেণ চাবির্ভবন্ ক্রীড়তি ভগবান্। এবং সতি, অহমেতৎ কর্মকর্তা, এতজ্জনিতং ফলঞ্চ মম, অহমেতস্য ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞানানি স্বস্য স্বক্রিয়ায়াস্তৎফলস্য চাব্রহ্মত্বেন জ্ঞানাদ্ভ্রমরূপাণীতি মন্তব্যম্। স চাহংতামমতাত্মকোঽবিদ্যয়া ক্রিয়তে। তত্ত্বজ্ঞানে সত্যুক্তরূপত্বজ্ঞানান্নিবর্ততে, ন তু প্রপঞ্চঃ। * * তস্য নিত্যত্বা-

যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই কার্য ; যেরূপ ঘট একটি 'কার্য'। যাহা আদি, মধ্য ও অন্তে কার্যের সহিত সমবেত বা সংযুক্ত, তাহাই 'সমবায়ি কারণ' (কেহ কেহ ইহাকে 'উপাদান'-কারণও বলেন) ; যথা—মৃত্তিকা ঘটের 'সমবায়ি' বা 'উপাদান'-কারণ। যাহা কার্যের পূর্বে বিদ্যমান এবং কার্যোৎপত্তির নিমিত্ত অনিবার্যরূপে আবশ্যক, তাহা সেই কার্যের 'নিমিত্ত'-কারণ ; যেমন কুম্ভকার স্বয়ং, তাহার চক্র (কুমারের চাক), দণ্ড (চাক ঘুরাইবার কাঠি) প্রভৃতি ঘটরূপ কার্যের 'নিমিত্ত'-কারণ। জগদ্রূপ কার্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—'ব্রহ্ম'। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্যসত্য হওয়ায়, জগৎও নিত্য-সত্য, যেহেতু কার্য কারণের অনুরূপ হয় ; সুবর্ণ যেরূপ, তন্নির্মিত কুণ্ডলাদিও সেইরূপই হইয়া থাকে। 'পট'-রূপ কার্যের কারণরূপ 'তন্তু' সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহার কার্যরূপ পটও সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। অতএব সর্বকারণ ব্রহ্ম যখন সত্য ও নিত্য, তখন তাঁহার কার্যরূপ এই জগৎও 'সত্য' ও 'নিত্য' অর্থাৎ ব্রহ্মসমবায়ি ও ব্রহ্মরূপ এই জগৎ 'সত্য'।*

দাবির্ভাবতিরোভাবাবুচ্যেতে। * * * সংসারস্যাবিদ্যাহেতুকত্বমেব শ্রুতির্বদতি, ন প্রপঞ্চবদ্ ব্রহ্মরূপতাম্। * * অবিদ্যয়া সংসারমাহ, বিদ্যয়া তদভাবং চাহ, অতঃ প্রপঞ্চভিন্নত্বমবশ্যমূরী-কার্যম্, * * কারণভেদাৎ।" (সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপঃ ১।২৭, চৌখাম্বা-সং, কাশী)

* "**সমবায়িকারণম্**—(ক) যৎ সমবেতং কার্যমুৎপদ্যতে তৎ ; যথা, তন্তবঃ পটস্য পটশ্চ স্বগতরূপাদেঃ সমবায়িকারণম্। (তর্কসংগ্রহঃ)। যৎ সমবেতমিত্যস্যার্থশ্চ যস্মিন্ সমবায়েন সম্বদ্ধং সৎ কার্যমুৎপদ্যতে তৎ। (ন্যায়বোধিনী)। (খ) স্বসমবেতকার্যোৎপাদকম্ ; তচ্চ দ্রব্য-মেব ভবতি। (গ) উপাদানকারণম্ ইতি সাংখ্যমায়াবাদিবেদান্তিপ্রভৃতয় আহুঃ।" (ভীমাচার্য-বিরচিত-'ন্যায়কোশঃ', ৯৬৩ পৃঃ) Published by 'The Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona', 1928.

"ব্রহ্মৈব সমবায়িকারণম্, সম্যগনুবৃত্তত্বাৎ। * * ব্রহ্মণ এব সমবায়িত্বম্। এতৎ সর্বং শ্রুতিরেবাহ—'স আত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি। নিমিত্তত্বন্তু স্পষ্টমেব সর্ববাদিসম্মতম্। * * সমবায়িকারণত্বমেবানেন সূত্রেণ সিদ্ধম্। * * তদ্‌যদি ব্রহ্মণঃ সমবায়িত্বং ন ব্রূয়াদ্ ভূয়ানু-

জগতে কোন পদার্থেরই কোন কালেই 'অত্যন্তাভাব' হয় না। মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহা হয় তৃণরূপে, না হয় আকাশরূপে, কিংবা ভূতলরূপে চিরকালই বিদ্যমান ছিল। আর, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও কোন-না কোন আকারে ঘট নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকিবে। অতএব অত্যন্তা-ভাব হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি হয় না, উহার বিনাশেও তেমনই অত্যন্ত অভাব হয় না। জগৎ-সম্বন্ধেও তাহাই। বেদান্তের (১।৪।২৬) 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' সূত্রে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপ অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত হন। মৃত্তিকারূপ কারণে ঘটাদি-কার্য বিদ্যমান থাকে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে উহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তবে কারণাবস্থায় কার্য বিদ্যমান থাকার সময় 'দধিতে ঘৃত' থাকার ন্যায় অস্পষ্টতাবশতঃ কার্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপে সৃষ্টির পূর্বে এই জগদ্রূপ কার্য সর্বকারণ ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্ম যখন কার্যাকারে পরিণাম-প্রাপ্ত হন, তখন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন। 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' এই দুইটি ভগবানের 'শক্তি'। স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হওয়ার নাম—'আবির্ভাব' এবং বিদ্যমানতা-সত্ত্বে দৃষ্ট না হওয়ার নাম—'তিরোভাব'। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ স্বেচ্ছানুযায়ী এই শক্তিদ্বয়ের ব্যবহার করেন। ভগবান্ যখন 'আবির্ভাব'-শক্তির ব্যবহার করেন, তখন পদার্থ পরিদৃষ্ট হয় এবং যখন তিরোভাব-শক্তির ব্যবহার করেন, তখন পদার্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্বকারণ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগৎকার্যরূপ পরিগ্রহ করিলে উত্তমরূপে পরিদৃষ্ট হন এবং যখন সেই অভীষ্টকাল পর্যন্ত ঐরূপে অবস্থিত

পনিষদ্ভাগো ব্যর্থঃ স্যাৎ। 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা, আত্মৈবেদং সর্বম্, স সর্বং ভবতি, ব্রহ্ম তং পরাদাদিত্যাদি' ইত্যাদি। 'স আত্মানং স্বয়মকুরুত', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'বাচারম্ভণং বিকারঃ' ইত্যাদি।" (অণুভাষ্যম্, ১।১।৩)

"নিমিত্তকারণং, সমবায়িকারণং চ ব্রহ্মৈব। * * অলীকত্বনিরাকরণায় চ 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইতি। ব্রহ্মত্বেনৈব জগতঃ সত্যত্বং, নান্যথেতি।" (ঐ, ১।৪।২৩); "তস্মাদ্ ব্রহ্ম-পরিণামলক্ষণং কার্যমিতি জগৎ সমবায়িকারণত্বং ব্রহ্মণ এবেতি সিদ্ধম্।" (ঐ, ১।৪।২৬)

থাকিয়া তিনি পুনর্বার কারণাবস্থা পরিগ্রহ করেন, তখন আর পূর্বের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন না। ব্রহ্মের উভয়বিধ কার্য শাস্ত্রে, এই জগতে 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' নামে কথিত।

শাস্ত্র জীবের বৈরাগ্য সম্পাদন করিবার জন্য জগতের তিরোভাবকে উদ্দেশ করিয়া জগতের অসত্যত্ব বর্ণন করিয়াছেন। পুরাণোক্ত জগন্মিথ্যাত্ব জগন্নাস্তিত্বের অববোধক নহে। অন্যকার আয়ত্ত বস্তু পরে অনায়ত্ত হইবে, অন্যকার পদার্থ পরে পদার্থান্তরে পরিণত হইবে, ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য পুরাণাদি জগৎকে কোথায়ও কোথায়ও 'মিথ্যা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই জগৎ লীলারসিক পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবশালী লীলাবিশেষ। ইহা উপলব্ধি করাইবার জন্যই পুরাণাদির ঐরূপ প্রবৃত্তি।

'জগৎ' ও 'সংসার' একার্থ-বাচক নহে; **ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণামের স্বরূপই 'জগৎ'**পদবাচ্য—**উহা সত্য, নিত্য** এবং **প্রবাহবদ্ গমনশীল।** সংসার অবিদ্যাকৃত, অহং-মমতার আগার, জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখের আধার। জগদ্দর্শনে জীবের 'আমি ও আমার' বলিয়া যে প্রতীতি, তাহাই 'সংসার'। এই **সংসার—অবিদ্যার কার্য,** আর **জগৎ—ভগবৎ-কার্য**।*

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-মতে **'পরিণাম' দুইপ্রকার**—একপ্রকার পরিণাম এইরূপ যে, পরিণামের পরও পুনর্বার পূর্বস্বরূপ লাভ হইতে পারে, **যেমন, 'স্বর্ণকুণ্ডল'**; আর অপরপ্রকার, পরিণামপ্রাপ্তি হইলে আর পূর্বস্বরূপ লাভ হয় না,—ইহাই **'বিকার'** নামে কথিত, **যেমন, 'দধি'**। যেইরূপ

* "মায়িকত্বং পুরাণেষু বৈরাগ্যার্থমুদীর্যতে। তস্মাদবিদ্যামাত্রত্বকথনং মোহনায় হি॥' আসক্তিনিবৃত্ত্যর্থং তথা বোধ্যতে।" (সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধঃ ১।৮৯, নির্ণয়সাগর-সং)

"প্রপঞ্চো ভগবৎকার্যস্তদ্রূপো মায়য়াঽভবৎ। তচ্ছক্ত্যাঽবিদ্যয়া ত্বস্য জীবসংসার উচ্যতে॥
সংসারস্য লয়ো মুক্তৌ ন প্রপঞ্চস্য কর্হিচিৎ। কৃষ্ণস্যাত্মরতৌ ত্বস্য লয়ঃ সর্বসুখাবহঃ॥
পঞ্চপর্বা ত্ববিদ্যা হি জীবগা মায়য়া কৃতা॥" (ঐ, ১।২৩-২৪, ঐ)

পরিবর্তনে পদার্থের অসাধারণ ধর্মগুলি পরিত্যক্ত হওয়া ব্যতীত পূর্বাবস্থা-লাভের বিরোধী অন্যপ্রকার ধর্মের উদয় হয়, সেইরূপ পরিবর্তনকে 'বিকার' বা 'বিকৃতপরিণাম' বলা হয়। দধিত্ব-লাভ হইলে কারণরূপ দুগ্ধের মাধুর্যাদি অসাধারণ ধর্মগুলি পরিত্যক্ত হওয়া ব্যতীত পুনর্বার দুগ্ধাবস্থালাভের বিরোধী অম্লত্ব ও গাঢ়ত্বাদি ধর্মের উদয় হয়। দধিরূপ পরিণামপ্রাপ্তি হইলে দুগ্ধের স্বীয় স্বরূপের অন্যথা হয়; আর পরিণামপ্রাপ্তির প্রাক্কালে, পরিণাম-প্রাপ্তির সময়ে ও পরিণাম-প্রাপ্তির পরে কোনপ্রকার অন্যথাভাব-বিবর্জিত যে পরিণাম অর্থাৎ কারণের কার্যরূপ-পরিগ্রহণ, সেই পরিণামই 'অবিকৃত-পরিণাম'। ব্রহ্মের জগদ্রূপ পরিণাম-প্রাপ্তি এই প্রকারের। * ব্রহ্ম স্বীয় 'বহুভবন'-ইচ্ছাশক্তিযোগে ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ ও আনন্দ—জড়, জীব ও চৈতন্যরূপে জগদ্রূপ 'অবিকৃত পরিণাম'-প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম জগদ্রূপ পরিণাম-প্রাপ্তির পূর্বে, পরিণাম-প্রাপ্তির কালে এবং পরিণাম-প্রাপ্তির অন্তে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপই থাকেন। সুবর্ণ, লৌহ ও মৃত্তিকা যথাক্রমে কুণ্ডল, কটাহ ও ঘটে পরিণত হইলেও যেরূপ ইহাদের তত্ত্বের অর্থাৎ স্বরূপের অন্যথা হয় না; ঊর্ণনাভি ইহার জালরূপ কার্য-সম্পাদনের জন্য পৃথক্ কর্তা বা কোন নিমিত্ত-কারণের অপেক্ষা রাখে না; সেইরূপ ব্রহ্মও পৃথক্ কর্তা বা কোন নিমিত্ত-কারণের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং জগদ্রূপ গ্রহণ করেন; 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছাঃ ৬।২।১)—হে সৌম্য! পূর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মমাত্র ছিলেন; তৎপরে উক্ত হইয়াছে 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'

অবিকৃত পরিণামবাদ

---

* "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। * * আত্মকৃতেঃ—তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি স্বস্যৈব কর্মকর্তৃ-ভাবাৎ। * * পরিণামাৎ—পরিণমতে কার্যাকারেণেতি। অবিকৃতমেব পরিণমতে সুবর্ণম্। সর্বাণি চ তৈজসানি। * * পূর্বাবস্থান্যথাভাবস্তু কার্যশ্রুত্যনুরোধাদঙ্গীকর্তব্যঃ। * * তস্মাদ্ ব্রহ্মপরিণামলক্ষণং কার্যমিতি জগৎ, সমবায়িকারণত্বং ব্রহ্মণ এবেতি সিদ্ধম্।" (অণুভাষ্যম্ ১।৪।২৬)

(তৈঃ ২।৭।১),—তখন তিনি আপনাকে জগদ্রূপ করিলেন,—এই-সকল শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয়, ব্রহ্মই 'জগৎকর্তা' এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত-উপাদান-কারণ। কুম্ভকারকে চক্র-দণ্ডাদির দ্বারা কার্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া কেহ কেহ সেই দৃষ্টান্তের অনুরূপ মনে করিতে পারেন, ব্রহ্মেরও জগদ্রূপ ধারণ করিবার জন্য নিমিত্তাদি কারণের অপেক্ষা থাকা উচিত। বস্তুতঃ এস্থানে নিমিত্তাদি কারণ অন্য কিছু নহে, উহা স্বয়ং 'ব্রহ্ম'। দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপ পরিণাম-প্রাপ্তির জন্য কর্তা ও নিমিত্তাদির অপেক্ষা রাখে না, তৎপরিবর্তে দুগ্ধ স্বয়ংই কর্তা ও নিমিত্তাদি হয়, সেরূপ ব্রহ্মও জগদ্রূপ-পরিগ্রহের জন্য অপর কোন কর্তা বা নিমিত্তাদির অপেক্ষা রাখেন না, তৎপরিবর্তে স্বয়ংই কর্তা এবং নিমিত্ত-উপাদান-কারণ হইয়া জগদ্রূপ হন।*

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ২।১০।৪) "পোষণং তদনুগ্রহঃ" অর্থাৎ নিজ-ভক্তের প্রতি বা সাধক-ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহারই নাম—'পোষণ'। এই শ্রীশুকবাক্য হইতে কৃষ্ণানুগ্রহরূপা 'পুষ্টি'ই পুষ্টিমার্গে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিপথ—মর্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসন-অনুযায়ী যে বৈধী-ভক্তি, তাহাই মর্যাদা-মার্গ। আর, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহমাত্র-লাভৈকহেতুকা যে ভক্তি তাহাই 'পুষ্টিমার্গ'। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুপাদ শ্রী-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীবল্লভাচার্যের কথিত উক্ত 'মর্যাদামার্গ' ও 'পুষ্টি মার্গ'কে যথাক্রমে স্বসম্প্রদায়ের 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভক্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন ; যথা—

'পুষ্টিমার্গ'

"শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্যাদয়ান্বিতা।
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্**মর্যাদা-মার্গ** উচ্যতে ॥"

---

* "ব্রহ্মৈব কেবলং জগৎকারণম্। * * কুলালাদেশ্চক্রাদিসাধনান্তরস্তোপসংহারদর্শনাৎ সম্পাদনদর্শনাদিতি চেন্ন। ক্ষীরবদ্ধি ; যথা ক্ষীরং কর্তারমনপেক্ষ্য দধিভবনসময়ে দধি ভবতি। এবমেব ব্রহ্মাপি কার্যসময়ে স্বয়মেব সর্বং ভবতি।" (অণুভাষ্যম্ ২।১।২৪)

"কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ১।২।২৬৯,৩০৯)

অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রবল-মর্যাদাযুক্তা এই বৈধীভক্তিকে কেহ কেহ 'মর্যাদামার্গ' নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের করুণামাত্র-লাভই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র সর্বোত্তম কারণ। কেহ কেহ এই রাগানুগামার্গকে 'পুষ্টিমার্গ'ও বলিয়া থাকেন।

শ্রীবল্লভাচার্য শ্রুতির (কঠ ১।২।২২ ; মুণ্ডক ৩।২।৩) "নায়মাত্মা * * যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই মন্ত্র হইতে পরব্রহ্মের দ্বারা যে জীব বৃত অর্থাৎ অনুগৃহীত হন, তিনিই পুষ্টিমার্গের পথিক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্যকৃত 'তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে'—"অনুগ্রহরূপো ভগবদ্ধর্মঃ পুষ্টিঃ" অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহরূপ যে ভগবদ্ধর্ম, তাহাই 'পুষ্টি'। *

শ্রীবল্লভাচার্য বলেন,—শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ সকল জীবের প্রভু হইলেও যাঁহাকে স্বীয়ত্বে বরণ করেন, তাঁহার (সেই জীবরূপা প্রকৃতির) বিবাহিত পতির ন্যায় ভর্তা হইয়া বরণজ-স্নেহাতিশয্যে ভক্তের পোষ্য বা পাল্য হন অর্থাৎ পালক প্রভু ভক্তাধীন পাল্য হইয়া পড়েন। ভক্ত যেরূপ ভগবান্‌কে ধারণ করেন, শ্রীভগবান্ স্বয়ংও সেরূপ সেই ভক্তকে আপনার মধ্যে ধারণ করেন।

অতএব পুষ্টিমার্গে শ্রীভগবানের অনুগ্রহই নিয়ামক; এজন্য পুষ্টিমার্গকে অনুগ্রহৈক-সাধ্য বলা হইয়াছে। মর্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে বরণ দ্বিবিধ।

---

* শ্রীবল্লভাচার্য-শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর-চরণানুচরসেবক-লালুভট্টোপনাম-বালকৃষ্ণকৃত-'প্রমেয়রত্নার্ণবে' পুষ্টিবিবেকঃ, ১ম পৃঃ। (Chowkhamba Sanskrit Series No. 97, Benares, 1906)

'Pustimarga of Vallabhacarya'—by G. H. Bhatt, M. A., in 'The Indian Historical Quarterly', edited by Dr. N. N. Law. Vol. IX, Cal., 1933, Pp. 300-306,

কিন্তু মর্যাদামার্গে সাধনাদির অপেক্ষা আছে; পুষ্টিতে কৃপা ব্যতীত অন্যাপেক্ষা নাই। *

বিশেষানুগ্রহজন্যা যে ভক্তি, তাহাই 'পুষ্টি'ভক্তি। ভগবানের স্বরূপাতিরিক্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতত্বই উহার লক্ষণ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপের সেবা বা সর্বপ্রকারে সুখানুসন্ধান ব্যতীত পুষ্টিভক্তিতে অন্য কোন-প্রকার ফল বা প্রয়োজন-লাভের বাসনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে (ভাঃ ১১।১৪।১৪), শ্রীগোপীগণের উক্তিতে (১০। ২১।৭; ১০।২৯।৩৯) যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাত্মক ফলাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই পুষ্টিভক্তির লক্ষণ; যথা—শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি,—'যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্বভৌমপদ, পাতালরাজ্যাধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদ-লাভের ইচ্ছা করেন না।' গোপীগণের

---

* "নিসর্গতঃ সর্বেষাং জীবানাং ভগবান্ ভবত্যেব প্রভুর্যদ্যপি, তথাপি যং স্বীয়ত্বেন বৃণুতে তস্য বিবাহিতঃ পতিরিব ভর্তা সন্ বরণজ-স্নেহাতিশয়েন ভক্তেনাপি ভ্রিয়মাণঃ সন্, স ভক্ত ইব স্বয়মপি তং স্বস্মিন্ বিভর্তি।" (অণুভাষ্যম্, ৪।৪।১৫)

"কৃতিসাধ্যং সাধনং জ্ঞানভক্তিরূপং শাস্ত্রেণ বোধ্যতে। তাভ্যাং বিহিতাভ্যাং মুক্তির্মর্যাদা। তদ্রহিতানামপি স্বরূপবলেন স্বপ্রাপণং পুষ্টিরুচ্যতে। তথা চ যং জীবং যস্মিন্মার্গেঽঙ্গীকৃতবান্, তং জীবং তত্র প্রবর্তয়িত্বা তৎফলং দদাতীতি সর্বং সুস্থম্। অতএব পুষ্টিমার্গেঽঙ্গীকৃতস্য জ্ঞানাদিনৈরপেক্ষ্যম্, মর্যাদায়ামঙ্গীকৃতস্য তদপেক্ষিত্বং চ যুক্তম্।" (ঐ, ৩।৩।২৯)

"অনুগ্রহঃ পুষ্টিমার্গে নিয়ামক ইতি স্থিতিঃ।" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ১৮)

"পুষ্টিমার্গোঽনুগ্রহৈকসাধ্যঃ প্রমাণমার্গাদ্বিলক্ষণঃ।" (অণুভাষ্যম্, ৩।৪।৯)

"মর্যাদাপুষ্টিভেদেন বরণং দ্বিধোচ্যতে। তত্র সহকার্যন্তরবিধিস্তু মর্যাদাপক্ষেণোচ্যতে। পুষ্টৌ তু নান্যাপেক্ষা।" (ঐ, ৩।৪।৪৬)

"সাধনং বিনা স্বস্বরূপবলেনৈব কার্যকরণে হি পুষ্টিঃ।" (ঐ, ৪।১।১৩)

"সাধনক্রমেণ মোচনেচ্ছা হি মর্যাদামার্গীয়া মর্যাদা। বিহিতসাধনং বিনৈব মোচনেচ্ছা পুষ্টিমার্গমর্যাদা।" (ঐ, ৪।২।৭)

পরস্পরোক্তি,—'হে সখীগণ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে এতাদৃশ প্রিয়-দর্শনই যথার্থ ফল বলিয়া মনে করি—ইহা ভিন্ন আর কিছুই ফল মনে করি না। যাঁহারা বয়স্যগণের সহিত বনে পশু-বিচারণকারী রামকৃষ্ণের বেণুবাদনরত স্নিগ্ধকটাক্ষ-বর্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন।' শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের উক্তি,—'(হে প্রভো !) কুণ্ডলযুগলের শ্রী-বিভূষিত, অধরামৃতযুক্ত, সহাস্য নিরীক্ষণশালি ভবদীয় অলকাবৃত বদনমণ্ডল, ভক্তজনের অভয়প্রদ বিশাল বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র রতিজনক বক্ষোদর্শনেই আমরা আপনার দাস্য অবলম্বন করিয়াছি।' *

পুষ্টিভক্তি চতুর্বিধা—(১) প্রবাহ-পুষ্টি, (২) মর্যাদা-পুষ্টি, (৩) পুষ্টি-পুষ্টি ও (৪) শুদ্ধ-পুষ্টি। (১) অহংতা-মমতাত্মক যে সংসার, তাহাই প্রবাহ। এই প্রবাহ বা স্রোতে বদ্ধজীবমাত্রই পতিত। এই-সকল বদ্ধজীবের কেবল কর্মে রুচি। সেই রুচি যখন ভগবদুপযোগি-ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হয়, তখন উহাকে 'প্রবাহ-পুষ্টি' ভক্তি বলা যায়। লৌকিকী ক্রিয়াগুলি ভগবদুপযোগি-ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হইলে 'প্রবাহ-পুষ্টি' ভক্তি হয়। (২) জীবের বিষয়-প্রবৃত্তি নিরাকরণ করিয়া শাস্ত্রানুশাসন বা মর্যাদা নিবৃত্তমাগায় ধর্ম-সমূহে প্রযোজনা করে। সেই শাস্ত্রানুশাসন বা মর্যাদামিশ্রণ হইতে যাঁহারা বিষয়াসক্তিকে সংযত করিয়া ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা 'মর্যাদা-পুষ্টি'-ভক্ত। (৩) ভগবদ্ভক্তির উপযোগি জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ

* "বিশেষানুগ্রহজন্যা যা ভক্তিঃ সা পুষ্টিভক্তিঃ। তল্লক্ষণন্তু ভগবৎস্বরূপাতিরিক্তফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতত্বে সতি ভগবৎস্বরূপাত্মক-ফলাকাঙ্ক্ষাবত্ত্বম্। অতএব (ভাঃ ১০।২১।৭) 'অক্ষণ্বতাং ফলম্' ইত্যত্র স্বরূপস্যৈব ফলত্বং নিরণায়ি। অতঃ পুষ্টিমার্গীয়া ন তদতিরিক্তং কাময়ন্তে। (ভাঃ ১১।১৪।১৪) 'ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাহন্যৎ' ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ। এতচ্চ (ভাঃ ১০।২৯।৩৯) 'বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-' ইতি পুষ্টিভক্ত- ব্রজসুন্দরীবাক্যে স্পষ্টম্।" (লালুভট্টোপনাম-বালকৃষ্ণকৃত-'প্রমেয়রত্নার্ণবে' পুষ্টিবিবেকঃ, ১৭পৃঃ, চৌখাম্বা, কাশী)

সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া যে ভগবানে ভক্তি, তাহাই 'পুষ্টি-পুষ্টি'-ভক্তি। (৪) কেবলপ্রেমপ্রধানা যে ভক্তি, তাহাই 'শুদ্ধপুষ্টি'-ভক্তি। প্রেমপ্রধান ভক্তগণ স্নেহের বশবর্তী হইয়া প্রেমাস্পদ ভগবানের কেবল পরিচর্যা, গুণ-শ্রবণ-কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। এই ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভা ও সর্বোৎকৃষ্টা।*

একাদশ প্রসঙ্গ

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের পরে তাঁহার শিক্ষাশিষ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'য় শ্রীচৈতন্য-দেবের উপদিষ্ট শক্তিমান্ পরতত্ত্বের সহিত শক্তিতত্ত্ব-সমূহের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে'র উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', **'ভেদাভেদ-প্রকাশ'** ॥

* "সা পুষ্টিভক্তিশ্চতুর্ধা—প্রবাহপুষ্টিভক্তি-মর্যাদাপুষ্টিভক্তি-পুষ্টিপুষ্টিভক্তি-শুদ্ধপুষ্টিভক্তি-ভেদাৎ। * * প্রবাহস্থাহন্তামমতাত্মক-সংসারপ্রধানত্বাৎ তদ্ধর্মেণ কেবলং কর্মরুচয়ঃ, পুষ্টিভক্তত্বাচ্চ ভগবদুপযোগিক্রিয়ায়াং প্রবর্তন্তে প্রবাহপুষ্টিভক্তাঃ। * * মর্যাদা হি জীবস্থ রাগতো বিষয়-প্রবৃত্তিং নিরাকৃত্য নিবৃত্তিমার্গীয়-ধর্মেষু যোজয়তি। অতো মর্যাদা-মিশ্রণাদ্বিষয়াসক্তিমবিভাব্য ভগবৎকথাশ্রবণাদৌ যে প্রবর্তন্তে তে মর্যাদাপুষ্টিভক্তাঃ। * * যে পুষ্টিভক্তাঃ পুনঃ পুষ্টৈা বিমিশ্রা অনুগ্রহান্তরেণ ভজনোপযোগি-জ্ঞানজনকেন যুক্তাস্তে সর্বজ্ঞা ভবন্তি। সর্ব-শব্দেন প্রভু-তল্লীলা-তৎপরিকর-প্রপঞ্চস্বরূপাদি গ্রাহ্যম্। সর্ববস্তূনাং যথোক্তস্বরূপং বিদিত্বা যে ভজন্তে তে পুষ্টিপুষ্টি-ভক্তা ইত্যর্থঃ। * * শুদ্ধাঃ প্রেম্ণেতি। কেবলং প্রেমপ্রধানাঃ পরিচর্যাগুণগানাদিকং স্নেহেনৈব কুর্বন্তি, তেঽত্যন্তং দুর্লভাঃ সর্বোৎকৃষ্টা ইত্যর্থঃ।" ('প্রমেয়রত্নার্ণবে' পুষ্টিবিবেকঃ, ১৭ পৃঃ, চৌখাম্বা-সং, কাশী)

সূর্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন-প্রকার 'শক্তি' হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-৯,১১১)

এতৎপ্রসঙ্গেই শ্রীল কবিরাজগোস্বামী "শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরাঃ" ইত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (১।৩।২) শ্লোক উদ্ধার করিয়া ভেদাভেদের 'অচিন্ত্যত্ব' প্রমাণ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বিবৃত করিয়াছেন।*

শ্রীকাশীধামে সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকটেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত-জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
*　　*　　*　　*
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা-রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি, ইথে কি বিস্ময়॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৬,১২৪-২৭)

---

* চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৩ সংখ্যা দ্রঃ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং।

ঈশ্বর-তত্ত্ব অর্থাৎ পরতত্ত্ব প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় বৃহৎ; আর, জীবের স্বরূপ ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সূক্ষ্মতা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধের দৃষ্টান্তরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সূর্য ও তৎকিরণকণ, অগ্নিরাশি ও তৎস্ফুলিঙ্গকণ, সমুদ্র ও উহার জলকণের উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ ইহার সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদের দৃষ্টান্তে সদোষতা দেখাইবার দুরভিসন্ধিমূলে মৃত্তিকা ও ঘটের উদাহরণের উল্লেখ করেন। মৃত্তিকা—উপাদান-কারণ ও ঘট—কার্য; কিন্তু অগ্নিরাশি ও অগ্নিকণে সেরূপ কার্য-কারণগত-সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয় নাই। অগ্নি ও তৎস্ফুলিঙ্গ, সূর্য ও তৎকিরণকণ, জলধি ও উহার জলকণ উভয়ে স্বরূপতঃ 'এক'ই বস্তু; তদ্রূপ 'ঈশ্বর' ও 'জীব' উভয়েই স্বরূপতঃ 'চেতন', কিন্তু পরমেশ্বর—'বিভু-চেতন' ও জীব—'অণুচেতন', চৈতন্যাংশে উভয়েই 'এক' অর্থাৎ 'অভেদ'; * কিন্তু অণুত্ব ও বিভুত্ব-বিচারে অর্থাৎ পরিমাণগত উভয়ের মধ্যে 'ভেদ'। চিন্ময়ধর্ম-সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের 'অভেদ'-প্রকাশ এবং অণুচৈতন্যধর্মবশতঃ জীব বিভুচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের 'ভেদ'-প্রকাশ এবং এই 'ভেদ' ও 'অভেদ' কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি-বলেই যুগপৎ সিদ্ধ।

ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি, মায়া-শক্তি ও জীব-শক্তি—এই তিনটি শক্তির প্রত্যেকটির সহিতই ব্রহ্মের পরস্পর অনুপ্রবেশ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এইরূপ,—

"পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্বাপর্য-প্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥" (ভাঃ ১১।২২।৭)

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তত্ত্ব-সমূহ পরস্পর-পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া বাদিগণের বিবক্ষানুসারে কার্য-কারণ-ভাবের গণনা হইয়া থাকে।

---

* "জীবেশ্বরাভেদস্থাপনা চ চিদংশমাত্র এবেতি।" (পরমাত্মসন্দর্ভঃ, ৮৫ অনু, শ্রীমৎ-পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ)

এই শ্লোক-প্রমাণবলে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমাত্মসন্দর্ভে (৪১ অনু) শক্তি ও শক্তিমানে পরস্পর অনুপ্রবেশ স্বীকার করিয়াছেন। *

"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ॥"
(ভাঃ ১০।১৫।৩৫)

হে রাজন্! সূত্রে বস্ত্রের ন্যায় অর্থাৎ বস্ত্র যেমন ওত—দীর্ঘতন্তুতে ও প্রোত—তির্যক্-তন্তুতে গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমগ্র ঐশ্বর্যাদিযুক্ত, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্নশক্তি, অতএব জগদীশ্বরে এই বিশ্ব ওতপ্রোত বা অনুস্যূতভাবে রহিয়াছে। অতএব এই (শ্রীবলদেবে এই বন-প্রকম্পনাদি) কার্য আশ্চর্য নহে।

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" (গীঃ ১০।৪২)

হে অর্জুন! অথবা এই বিভূতি-দর্শনে ও পৃথগ্‌ভাবে বহুজ্ঞানে তোমার আর প্রয়োজন কি? আমি একাংশদ্বারা এই সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি।

ঐ-সকল প্রমাণ হইতে মায়া-শক্তিতে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা জানা যায়।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৯)

---

* "সর্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশ-বিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়তে, ইতোবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশ-বিবক্ষৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি।" (পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ, ৪১ অনু, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সং)

অন্যত্র—"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ **ক্বচিদভেদ-নির্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্য-দর্শনাদ্‌ভেদনির্দেশশ্চ** নাসমঞ্জসঃ।" (ঐ, ৩৭ অনু)

যেরূপ আত্মাশ্রয়া (ঈশ্বরাশ্রয়া) বুদ্ধি আত্মার (দেহের) সুখ-দুঃখাদি গুণ-দ্বারা যুক্ত হয় না, ঈশ্বরও সেরূপ আত্মস্থ (স্বতত্ত্বে গুণসমূহের এবং গুণ-সমূহে নিজাবস্থান হইলেও) গুণসমূহদ্বারা যুক্ত হন না। অতএব ঈশ্বরের ইহাই ঐশ্বর্য যে, তিনি প্রকৃতিতে স্থিত হইলেও প্রকৃতির গুণের দ্বারা যুক্ত (মিশ্রিত) হন না। (অর্থাৎ গুণজাত জগতে অবতীর্ণ হইলেও তিনি নির্গুণই থাকেন।)

এই প্রমাণ-বলে ইহাও জানা যায় যে, মায়া-শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও পরব্রহ্ম মায়াদ্বারা সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট থাকেন। ইহাই পরমেশ্বরের ঈশিতা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলাবর্ণনমুখে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি-পাদ বিশেষতঃ শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী-শিক্ষা (চৈঃ চঃ আদি ৭ম ও মধ্য ২৫শ), শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য-শিক্ষা (ঐ, মধ্য ৬ষ্ঠ), শ্রীরূপশিক্ষা (ঐ, মধ্য ১৯শ), শ্রীসনাতন-শিক্ষা (ঐ, মধ্য ২০শ—২৫শ) প্রভৃতিতে শ্রীচৈতন্য-দেবের উপদিষ্ট বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের সেই-সকল সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদির শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রীসন্দর্ভাদিতে গুম্ফিত করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ উহাদেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের 'অকৃত্রিম ভাষ্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব 'ব্রহ্মসূত্র' প্রণয়ন করিবার পর শ্রীনারায়ণ হইতে আম্নায়-পারম্পর্যে (শ্রীনারায়ণ হইতে যথাক্রমে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস) শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বরূপ চতুঃশ্লোকী প্রাপ্ত হইলেন ; উহা পাইয়া বুঝিতে পারিলেন, চতুঃশ্লোকীর যে তাৎপর্য স্বকৃত-বেদান্তসূত্রেরও সেই মর্ম। ইহা জানিয়া তিনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ চতুঃশ্লোকী বিস্তার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। এই ভাবেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রাকট্য হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাসদেব বেদান্তসূত্রের যে

তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই বেদান্তের প্রকৃত অর্থ। কারণ, তাহা স্বয়ং সূত্রকর্তার স্বকৃত অর্থ।

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যই—শ্রীমদ্ভাগবত

"যেই সূত্রকর্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥

* * *

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক'মত॥"

(চৈ চঃ মঃ ২৫।৯১,৯৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বয়তত্ত্ব স্বীকৃত। সেই অদ্বয়তত্ত্ব পর-ব্রহ্ম—স্বরূপ-শক্তিসমন্বিত তত্ত্ব। স্বরূপে ও গুণে সর্ববৃহত্তম তত্ত্বই ব্রহ্ম। তাঁহাকে নির্বিশেষ-মাত্র বলিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়।

"ব্রহ্ম-শব্দে'র অর্থ—তত্ত্ব সর্ববৃহত্তম।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য করি' নাহি যাঁর সম॥

ব্রহ্ম স্বরূপশক্তি-সমন্বিত অদ্বয়তত্ত্ব

'বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।'

(বিঃ পুঃ ১।১২।৫৭)

'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ'

(ভাঃ দীঃ ১১।২।৪৫)

সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে স্বয়ং-ভগবান্।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন॥

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'

(ভাঃ ১।২।১১)

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব—কৃষ্ণ, স্বয়ং-ভগবান্।
তিনকালে সত্য তিঁহো, শাস্ত্র-প্রমাণ॥

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥'
(ভাঃ ২।৯।৩২)

'আত্মা'-শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্বব্যাপক, সর্বসাক্ষী, পরমস্বরূপ॥

'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ'
(ভাঃ দীঃ ১১।২।৪৫)

'ব্রহ্ম'-'আত্মা'-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী-স্বরূপেতে ভাসে॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৬৬-৭৪,৭৮-৭৯)

এক অদ্বয়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই প্রতীতি-ভেদে প্রকাশ-বিশেষে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'স্বয়ং-ভগবান্' নাম ধারণ করেন।

"প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
(১) **'ব্রহ্ম',** (২) **'পরমাত্মা',** আর (৩) **'স্বয়ং-ভগবান্'** ॥

অদ্বয়তত্ত্বই প্রতীতি-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥'
(ভাঃ ১।২।১১)

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে 'ব্রহ্ম' সুনির্মল॥

(১) **চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ।**
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥

নির্বিশেষ **ব্রহ্ম**

'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতি-ভিন্নম্।

তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥'

(ব্রঃ সং ৫।৪০)

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥
'বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা উর্ধ্বমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥'

(ভাঃ ১১।৬।৪৭)

(২) **আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।**
সেই গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয় ॥

অংশবিভূতি **পরমাত্মা**

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥
'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥'

(গীঃ ১০।৪২)

'তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥'

(ভাঃ ১।৯।৪২)

(৩) পরব্যোমেতে বৈসে 'নারায়ণ'-নাম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত **ভগবান্** ॥

ষড়ৈশ্বর্যশালী **ভগবান্** শ্রীনারায়ণ

বেদ, ভাগবত, উপনিষৎ, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম ॥

* * *

(৪) **যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।**

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশী **স্বয়ং-ভগবান্**

'স্বয়ং-ভগবান্'-শব্দের তাঁহাতেই সত্তা ॥
কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ২।১০,১৫,১৭-২১,২৩-২৪,৮৮,৯৪)

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধিনী একা শক্তি। অর্থাৎ সৎস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ **শ্রীকৃষ্ণ যদ্রূপ একটি-মাত্র বস্তু, তাঁহার স্বরূপাবস্থিতা চিচ্ছক্তিও তদ্রূপ মাত্র একটি।** সেই একা শক্তিই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি-ভেদে ত্রিবিধা অর্থাৎ একই চিচ্ছক্তির তিনটি বৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আহ্লাদক হইয়াও যাঁহার দ্বারা নিজে আহ্লাদিত হন এবং অপরকে আহ্লাদিত করেন, তাহাই 'হ্লাদিনীশক্তি'। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও তাঁহারই যে স্বরূপগত-শক্তিদ্বারা তিনি নিজে জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন, তাঁহার নাম 'সম্বিৎ-শক্তি'। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা নিজের ও অপরের সত্তা ধারণ এবং সত্তা দান করেন, তাঁহার নাম 'সন্ধিনীশক্তি'। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটির কোনটিকেই যেরূপ অপর দুইটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেরূপ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই একই শক্তির তিনটি বৃত্তিকেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যে-স্থানেই চিচ্ছক্তির বিকাশ, তথায়ই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর যুগপৎ প্রকাশ। চিদ্বস্তু স্বপ্রকাশ—তদ্রূপ চিচ্ছক্তি এবং তাঁহার বৃত্তিও স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজেকে প্রকাশ করে এবং অপরকেও প্রকাশ করে। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তিময়ী চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ-লক্ষণ-বৃত্তি-বিশেষের দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির পরিণতি পরিকরাদি প্রকটিত হন, সেই সম্পূর্ণ **মায়া-সংস্পর্শহীন** বৃত্তি-বিশেষকে **'বিশুদ্ধ-**

অদ্বিতীয় পরতত্ত্বের অদ্বিতীয়া স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি

সত্ত্ব’ বলে। সন্ধিন্যংশ-প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি ভগবদ্ধামাদি ও শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, গৃহ, শয্যাসন প্রভৃতি। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সম্বিৎ শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্যলাভ করে, তখন তাহা ‘আত্মবিদ্যা’-নামে কথিত হয়। আত্মবিদ্যার দুইটি বৃত্তি ; তাহা জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তিকা। এই জ্ঞানের দ্বারা উপাসক তাঁহার উপাস্য-বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারেন। সম্বিৎ-শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তিতে উপাসক শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তারূপ জ্ঞান বা অনুভূতি লাভ করেন ; তখন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদির জ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহা ‘গুহ্যবিদ্যা’-নামে কথিত হয়।* এই গুহ্যবিদ্যারও দুইটি বৃত্তি—একটি ভক্তি, অপরটি ভক্তির প্রবর্তিকা ; ইহার দ্বারা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি প্রকাশিত হয়। অতএব ভক্তি বা প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির—হ্লাদিনীপ্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বেরই বৃত্তি-বিশেষ। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন তিনটি শক্তিই যুগপৎ সমান-ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই বিশুদ্ধসত্ত্বকেই ‘মূর্ত্তি’ কহে। শক্তিত্রয়প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বদ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয়। হ্লাদিনীর চরমপরিণতি যে ‘মহাভাব’, তাহারই মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধাঠাকুরাণী।

“সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
অদ্বয়তত্ত্বের একা শক্তি — চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি’ মানি॥
‘হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥’
(বিঃ পুঃ ১।১২।৪৮)

* ভগবৎসন্দর্ভঃ, ১১৭ অনু

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ-সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥

'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা (মনসা) বিধীয়তে ॥'

(ভাঃ ৪।৩।২৩)

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব' ॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬১-৬৯)

চিচ্ছক্তির নামান্তর 'স্বরূপশক্তি' বা 'অন্তরঙ্গাশক্তি'। চেতনময়ী শক্তিই চিচ্ছক্তি। চেতনময়ী বলিয়া চিচ্ছক্তির স্ব-কর্তৃত্ব, স্ব-পরিণাম-শীলত্ব ও বোধশক্তিত্ব আছে। অচেতন জড়শক্তিতে নিজের কোনরূপ কর্তৃত্ব বা নিজের শক্তিতে পরিণামশীলতা নাই, বোধশক্তি ত' নাই-ই। চিচ্ছক্তি সর্বদা ভগবৎ-স্বরূপে অবস্থিতা ও ভগবানের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া তাঁহাকে স্বরূপাবস্থিতা বা 'স্বরূপশক্তি' বলা হয়; তিনি ভগবৎস্বরূপের মধ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবৎস্বরূপকে স্বরূপানন্দ অনুভব করান এবং ভক্ত-

চিচ্ছক্তির 'অন্তরঙ্গা' নামের কারণ

চিত্তে সঞ্চারিতা হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপে ভগবৎস্বরূপের পরমাস্বাদ্য স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের হেতু হন ; আর ভগবান্‌কে স্বরূপশক্ত্যানন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। এইজন্য চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি 'অন্তরঙ্গা' নামেও পরিচিতা।

ভগবৎস্বরূপের বাহিরে মায়া অবস্থিতা। ভগবৎস্বরূপের বহির্ভাগেই মায়ার অঙ্গ বা শরীর—যেরূপ সূর্যের বাহিরে ছায়া। এইজন্য মায়াকে 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে ; ইহা জড়া। ঈশ্বরের শক্তিপ্রভাবেই জড়া মায়া তাঁহার কার্য অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া থাকে ; অতএব মায়া ভগবৎস্বরূপেরই বহিরঙ্গা শক্তি। **ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই জড়া মায়া বিশ্বের সৃষ্টি করে এবং** ঈশ্বরের শক্তিতেই মায়া **জীবকে মোহিত করিতে পারে।** অতএব মায়ার দুইটি বৃত্তি—**'গুণমায়া'** ও **'জীব-মায়া'**। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই **ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গুণমায়া।** গুণমায়া মহত্তত্ত্বাদির উপাদান-ভূতা। **ঈশ্বরের শক্তিতেই গুণমায়া জগতের 'গৌণ-উপাদান'-রূপে** পরিণত হয়। মায়ার যে বৃত্তি **বহির্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞান আবৃত করিয়া** জীবের 'আমি ও আমার' জ্ঞান জন্মায়, উহাকে **'জীবমায়া'** বলে। **জীবমায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি—'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা'।** যে বৃত্তিদ্বারা জীবমায়া বহির্মুখ জীবের স্বরূপ আবৃত করে, তাহাই 'আবরণাত্মিকা' ; আর যে বৃত্তিদ্বারা মায়িক বস্তুতে জীবের অভিনিবেশ জন্মাইয়া অদ্বয়তত্ত্বের অভিনিবেশ হইতে বিক্ষিপ্ত করায়, তাহাই 'বিক্ষেপাত্মিকা' বৃত্তি। **জীব-মায়া ঈশ্বরের শক্তিতে সৃষ্টিকার্যে জগতের মুখ্যনিমিত্ত-কারণ ঈশ্বরের সহায়তা করিয়া গৌণনিমিত্ত-কারণ-রূপে** পরিণত হয়। এই ভাবেই শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন ; অর্থাৎ জড়মায়ার বৃত্তি গুণমায়া বিশ্বের গৌণ-উপাদান-কারণ এবং জীবমায়ারূপ অন্য বৃত্তিটি গৌণ-নিমিত্ত-কারণ ; কোনটিই

জড়া মায়ার শক্তিত্ব কিরূপ ?

মুখ্য-কারণ নহে। ঈশ্বরের শক্তিতে মায়া হইতে অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। অতএব উহারা মায়ারই বৈভব।

অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি এবং বহিরঙ্গা জড়া শক্তি বা ছায়া-রূপিণী মায়াশক্তি—এই দুইটির কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহে, এইরূপ একটি পৃথক শক্তিকে 'তটস্থা'শক্তি বলা হইয়াছে। জীবশক্তিবিশিষ্ট—শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যংশ অনন্তকোটি জীব। তট যেরূপ নদীর অন্তর্ভুক্ত নহে, তীরভূমিরও অন্তর্ভুক্ত নহে, সেরূপ জীব স্বরূপশক্তিও নহে, আবার জড়া মায়াশক্তিও নহে। ঈশ্বর সূর্য-স্থানীয়, জীব সূর্যের রশ্মিপরমাণু-স্থানীয়। শক্তিরূপেই জীব পরব্রহ্মের অংশ; রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় বলিয়া জীবকে 'বিভিন্নাংশ' বলা হয়। স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্মের অংশ 'স্বাংশ' নামে কথিত, যথা—চতুর্ব্যূহ, পুরুষত্রয়, পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপ, লীলাবতার প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাঁহারাও স্বাংশেরই অন্তর্ভুক্ত। **জীবশক্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশই বিভিন্নাংশ**। সূর্যরশ্মিপরমাণুকণ-সমূহ যেরূপ কখনও সূর্য হইয়া যায় না; সেরূপ মুক্তাবস্থাতেও জীব পরব্রহ্ম হয় না। এজন্যই জীবশক্তি বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ বা 'বিভিন্নাংশ'।

তটস্থাখ্যা জীবশক্তি

"চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি 'অন্তরঙ্গা' নাম।
তাঁহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি, তার বিভেদ অনন্ত॥
এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১০১-৪)

আচার্যশঙ্কর তাঁহার 'সূত্রভাষ্যে' ব্যাসকৃত সূত্রসমূহের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক গৌণবৃত্তিতে যে-সকল কষ্টকল্পিত মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্তসূত্র ঈশ্বরের বাক্য, তাহাতে কোন দোষ নাই। শ্রুতির প্রমাণমূলে মুখ্যবৃত্তিদ্বারা বেদান্তসূত্রের যে অর্থ হয়, তাহাই পরমসত্য। যে-স্থানে মুখ্যবৃত্তিতেই প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়, সেই স্থানে কষ্টকল্পনা-বলে গৌণবৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে বাক্যের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। শ্রীশঙ্করাবতার আচার্য শঙ্কর পরম-গুহ্য ভক্তিযোগকে ভগবদাদেশে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে গৌণবৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্র-সমূহের অর্থ করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ এই যে—তিনি স্বরূপে ও গুণে বৃহৎ, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় কেহ নাই; তিনি সর্বশক্তিমান্; সুতরাং তিনি চিদৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তাঁহার অবিচিন্ত্যা বিচিত্রা শক্তির কথা শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র সমস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। সেই স্বরূপ-শক্তিমান্ পরব্রহ্মের স্বরূপ, দেহ, ধাম, পরিকর সমস্তই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার বলিলে অপরাধপূর্ণ বিষ্ণুনিন্দা করা হয়। বস্তুতঃ মুক্তগণও ভক্তিবলে বিগ্রহ ধারণ করিয়া যে ভগবৎ-স্বরূপের ভজনা করেন, তাহা মায়াবিজৃম্ভিত হইতে পারে না। জীব—শক্তিমান্ ভগবৎস্বরূপেরই শক্তি; গীতোপনিষৎ, বিষ্ণুপুরাণাদির শব্দ-প্রমাণই তাহার সাক্ষ্য। কেবল চৈতন্যাংশেই জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেন,—বুদ্ধি-আদি উপাধির সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই জীব; জ্ঞানোদয়ে এই উপাধি বিনষ্ট হইয়া গেলেই ভ্রান্ত জীবের ব্রহ্মত্বের উপলব্ধি হয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য 'ব্রহ্মসূত্রে'র ২।৩।১৯ হইতে ২।৩।২২ সূত্র এবং ২।৩।২৫ হইতে ২।৩।২৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রুতিপ্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া জীবস্বরূপের অণুত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অথচ তিনি শ্রুতিতে যে জীবাত্মার অণুত্বের

কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঔপচারিক, পারমার্থিক নহে—এরূপ কষ্টকল্পনাময় স্ব-কপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের অর্থকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ইহাই শঙ্করের বহির্মুখ-বঞ্চনা-লীলা। শ্রীব্যাসসূত্রে পরিণামবাদই স্থাপিত হইয়াছে। মূলবস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যখন অন্যরূপ ধারণ করে, তখন সেই অন্যরূপকে উহার 'পরিণাম' বলা যায়। মণিমন্ত্র-মহৌষধাদি প্রাকৃতবস্তুর পর্যন্ত ঐরূপ অচিন্ত্যশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তামণি উহার শক্তিপ্রভাবে নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও স্বরূপে অবিকৃত থাকে। প্রাকৃতবস্তুতে যদি ঐরূপ অচিন্ত্যশক্তি দৃষ্ট হয়, তবে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ একবাক্যে যাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ ও অবিচিন্ত্য-শক্তিমান্ বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মের পক্ষে স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া অচিন্ত্যশক্তিবলেই জগৎ-রূপে পরিণত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় কি? পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি জড়া মায়ার উপাদানাংশ প্রধান বা স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য-শক্তিই জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়; পরব্রহ্ম স্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন না।* তাৎপর্য এই যে, উপাদানরূপ বহিরঙ্গা শক্তিরই পরিণতি ঘটে। অর্থাৎ **শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন, বস্তুপরিণামবাদ নহে।** আচার্য শঙ্করের যুক্তি এই যে, ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু পরিণামবাদ স্বীকার করিতে হইলে শ্রুতিকথিত 'কূটস্থ' নিত্য অবিকারী ব্রহ্মকে বিকারী হইতে হয়; কূটস্থ ব্রহ্মে বহুধর্মাশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্যের ঐ স্বকপোল-কল্পিতা যুক্তিকে অবিচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদ-প্রদর্শনের দ্বারা খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ও তাহার অকৃত্রিম-ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের এক-তাৎপর্যপরতা স্থাপন করিয়াছেন।

ব্যাসসূত্রে শক্তি-পরিণামবাদ

---

* পরমাত্মসন্দর্ভে (৫৮ অনু) শ্রীশ্রীজীবপাদ ভাঃ ১১।২৪।১৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (শ্রীমৎপুরীদাস মহাশয়-কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ দ্রঃ।)

অর্থাৎ শ্রীব্যাসসূত্রের পরিণামবাদের তাৎপর্য, পরব্রহ্মের পরিণাম নহে—পরব্রহ্মের শক্তিতে প্রকৃতিই জগদ্রূপে পরিণত হয়, পরব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন। কূটস্থ ব্রহ্মের বিকার আশঙ্কা করাই অন্যায়। তিনি অবিচিন্ত্য (শব্দপ্রমাণগম্য) শক্তিবলে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও কূটস্থ থাকিতে পারেন ; কাজেই শ্রীব্যাসের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আচার্য শঙ্কর বেদের এক অংশস্থিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যকে মহাবাক্যরূপে স্থাপন করিয়া জীবব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'প্রণব'ই **সমগ্র বেদের বাচক ;** বেদ প্রণবেরই বাচ্য ; সুতরাং 'তত্ত্বমসি'রও বাচক। শ্রুতি প্রণবকেই পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন। প্রণবে বীজরূপে যাহা আছে, বেদাদিশাস্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং **প্রণবই মহাবাক্য।**

"প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈলা তাহা শ্রীনারায়ণ ॥

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥

গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্বকার্য ॥

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব-সমান ॥

তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ—দেহ তাঁর, স্থান, পরিকর।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্বনাশ॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥
'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥'

(গীঃ ৭।৫)

'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥'

(বিঃ পুঃ ৬।৭।৬০)

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ। *
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ॥ †

---

* "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬)

† "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য দ্রঃ)

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। *
এত কহি' 'বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান ॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। †
ইচ্ছায় জগদ্‌রূপে পায় পরিণাম ॥ ‡
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥
'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ববিশ্ব-ধাম ॥
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥
'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥

---

* "ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনায়ং পরিণামঃ" (১।৪।২৬ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য) অর্থাৎ ব্রহ্মের বিকারাত্মতাবশতঃই এই পরিণাম।

† "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮)

‡ "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন, ক্ষীরবদ্ধি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)—এই সূত্রের ভাষ্যে স্বয়ং শঙ্করাচার্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য—"পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি—'ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥' ইতি। তস্মাদেকস্যাপি **ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্‌বিচিত্রপরিণাম** উপপদ্যতে।"

সর্ব বেদ-সূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি॥
এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১০৬-৩৩)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'য় লিখিয়াছেন,—

"**অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব** কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তি-রূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা **বিস্তার**।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭-৯)

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত তত্ত্ব। সেই অদ্বয়তত্ত্বই স্বরূপশক্তিদ্বারা অনন্তবৈকুণ্ঠ বিস্তার করিয়া তাহাতে স্বীয় স্বরূপাংশ অর্থাৎ চতুর্ব্যূহ ও অবতারাদি স্বাংশস্বরূপে বিলাস করেন এবং জীবশক্তি হইতে বিভিন্নাংশ অনন্ত জীব ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকট করাইয়া সৃষ্ট্যাদি লীলা করিয়া থাকেন। বিভিন্নাংশ জীব তাঁহার শক্তিতত্ত্বে গণিত হয়। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ 'শ্রীসনাতনশিক্ষা'র আরম্ভে লিখিয়াছেন,—

"**জীবের 'স্বরূপ'** হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের **'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ প্রকাশ'**॥

সূর্যাংশু-কিরণ, যেন **অগ্নি-জ্বালাচয়।**
স্বাভাবিক কৃষ্ণের **তিনপ্রকার 'শক্তি'** হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর **মায়াশক্তি** ॥
'শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥'
(বিঃ পুঃ ১।৩।২)
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব **মায়া** তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-৯,১১,১৩; ১১৭-১৮,২০)

উদ্ধৃত পদ-সমূহে অদ্বয়তত্ত্বের চিচ্ছক্তির স্বরূপ ও স্বাভাবিকত্ব ; জীব-শক্তি ও মায়াশক্তির স্বরূপ ও ক্রিয়া এবং শক্তিসমূহের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-শিক্ষার প্রারম্ভে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ জীবাত্মার চিৎকণস্বরূপ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

"কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম **সূক্ষ্ম জীবের** 'স্বরূপ' বিচারি ॥
'কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্ম-স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥'
'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় * ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥'
(পঞ্চদশী, চিত্রদীপঃ, ৮১)

* শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯

'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১)

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৯-৪২)

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ মৃগমদ (কস্তুরী) ও উহার গন্ধ এবং অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তি—এই দুইটি উদাহরণের দ্বারা শক্তিমান্ ও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"মৃগমদ, তা'র গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৭)

মৃগমদ ও উহার গন্ধে, অগ্নিতে ও উহার দাহিকাশক্তিতে যেরূপ ভেদ নাই, সেরূপ শক্তিমান্ ও শক্তিতে ভেদ নাই। গন্ধ—মৃগমদের (কস্তুরীর) শক্তি ; জ্বালা—অগ্নির শক্তি। শক্তিমানের স্বরূপে শক্তি অবস্থিত। উহারা পৃথক্ দুইটি বস্তু নহে—একটিকে আর একটি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পরব্রহ্মের অচ্ছেদ্যা স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, —'পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।' (শ্বেঃ ৬।৮)। পরব্রহ্মের শক্তি আগন্তুক নহে, তাহা স্বাভাবিকী বা স্বরূপসিদ্ধা। বস্ত্রে কস্তুরীর গন্ধ লাগিলে বস্ত্র ঐ-গন্ধযুক্ত হয় বা লৌহ-শলাকা অগ্নি-দগ্ধ হইলে শীতল লৌহও দাহিকা-শক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু বস্ত্রের ঐ-গন্ধ বা লৌহশলাকার সেই দাহিকা-শক্তি স্বরূপসিদ্ধা বা স্বাভাবিকী শক্তি নহে, তাহা আগন্তুক। কিন্তু শ্রুতি পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথাই বলিয়াছেন। অতএব শক্তিমান্ ও শক্তি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য —অভিন্ন। মৃগমদ ও উহার শক্তি গন্ধ, অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তি অভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ-অভিন্ন কি না, তাহা বলা যায় না। কারণ, মৃগমদ বা অগ্নি দৃষ্ট না হইলেও কোনও কোনও সময় উহাদের গন্ধ বা তাপ অনুভূত হয়। পরমেশ্বর আমাদের প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও তাঁহার শক্তির আভাস কিছু না কিছু অনুভূত হয়। অতএব, মৃগমদ ও উহার গন্ধ, অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তি, পরব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি একবারে অভেদ নহে ;

তাঁহাদের মধ্যে কিছু ভেদও আছে। আবার, সম্পূর্ণ ভেদ আছে, বলাও কঠিন। জলের উপাদান অম্লজান ও উদজানের মত অগ্নি ও দাহিকা-শক্তি ত' আর অগ্নির উপাদান নহে। পরব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিকে দুইটি বস্তু বা তত্ত্ব মনে করিলে অদ্বয়তত্ত্ব পরব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা শ্রুতি, বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ।

অতএব শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না, বলিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে; আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না, বলিয়া তাহাদের মধ্যে অভেদ। জগতের সমস্ত বস্তুতেই এইরূপ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান এবং এইরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধটি যুক্তি-তর্কের অগোচর। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় প্রপঞ্চগত সকল বস্তুতেই একটি অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর-শক্তি আছে। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। যাবতীয় প্রতিবিম্বিত প্রপঞ্চ-গত বস্তুর মধ্যে শক্তি ও শক্তিমানের যেরূপ সম্বন্ধ, উহাদের বিম্বস্বরূপ পর-ব্রহ্মেও শক্তি ও শক্তিমানে সেরূপই সম্বন্ধ। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ ও অভেদ উভয় সম্বন্ধই স্বীকৃত এবং তাহা অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর 'কেবলাভেদ' নিরাস করিয়াছেন,—"অহং ভবান্ন চান্যঃ' (ভাঃ ৪।২৮।৬২) ইতি, তৎ খলু **অহং যথা চিৎ তথা** মদ্ভক্তো **ভবানপি চিন্ন তু জড়া মায়েত্যর্থঃ**। এতৎপদ্যয়োরর্থান্তরন্তু শাস্ত্রস্যাস্য মোহিনীত্বখ্যাপক-

মসুরৈরেব গ্রাহ্যম্, **একাত্মবাদস্য ভগবদনভিমতত্বাৎ।** যদুক্তং তৃতীয়ে ভগবতৈব (ভাঃ ৩।২৮।৪০-৪১) 'যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্ব-সম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ। **আত্মা তথা পৃথগ্‌ দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥'** ইতি, শ্রুত্যা চ (বৃঃ ২।১।২০) 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি' ইতি, স্মৃত্যা চ (বিঃ পুঃ ১।২২।৫২) 'একদেশে স্থিতস্যাগ্নে-র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা' ইতি; তথা সচ্চিদানন্দবিগ্রহো ভগবান্ নিরুপাধিরেব তস্য বিদ্যোপাধিত্বমপ্যসুরমতে-নৈবোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্।" (সারার্থদর্শিনী ৪।২৮।৬৩)—

কেবলাভেদ-বাদ-খণ্ডন

আমিই (পরমাত্মাই) **তুমি** (হংসরূপী জীব), পৃথক্ নহ। অর্থাৎ **আমি যেরূপ চিদ্বস্তু,** আমার ভক্ত **তুমিও** সেইরূপ **চিদ্বস্তু, জড়া মায়া নহ।** কিন্তু, এই পদ্যদ্বয়ের (ভাঃ ৪।২৮।৬২-৬৩) অর্থান্তর এই শাস্ত্রের মোহনকারিত্ব খ্যাপন করে, তাহা অসুরগণেরই গ্রহণীয়; যেহেতু **'একাত্মবাদ' ভগবানের অভিমত নহে।** যথা—শ্রীভগবানই (কপিল-দেব) তৃতীয় স্কন্ধে (২৮।৪০-৪১) বলিতেছেন,—'যেমন জ্বলন্তকাষ্ঠ হইতে অগ্নি পৃথক্, যেমন বিস্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্নি পৃথক্, যেমন স্বকার্য ধূম হইতে কারণরূপী অগ্নি পৃথক্—যদিও ঐ সকলগুলিকেই অবিবেকিগণ অগ্নিস্বরূপ বলিয়াই মনে করে—তেমন **অগ্নিস্থানীয় পরমাত্মা জ্বলন্ত কাষ্ঠ-স্থানীয় প্রধান হইতে, বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীব হইতে, ধূমস্থানীয় ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্।** যেহেতু, **পরমাত্মা দ্রষ্টা, জীবাত্মাদি দৃশ্য।'** সুতরাং **দৃশ্য** বস্তু **হইতে দ্রষ্টা** নিশ্চয়ই **পৃথক্।** একত্র অবস্থান করিয়াও অসঙ্গ (পৃথক্), যেহেতু অচিন্ত্য-ঐশ্বর্যযুক্ত সেই ভগবানই 'ব্রহ্ম'-আখ্যায় কোনও অধিকারীর নিকট নির্বিশেষ চিন্মাত্র বলিয়া প্রতীত হন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ বিনির্গত হয়, সেইরূপ এই পরমাত্মা হইতে প্রাণসমূহ, লোকসমূহ, দেবতাসমূহ ও ভূতসমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও

উক্ত হইয়াছে,—'একদেশ-স্থিত অগ্নির আলোক যেরূপ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তিও সমগ্র জগদ্ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।'

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ কেবল-ভেদবাদও নিরাস করিয়াছেন, যথা—"অনাদ্যবিদ্যয়া অযুক্তস্য যুক্তস্য বা পুরুষস্য জীবস্য * * আত্মবেদনস্য স্বতঃ স্বেন ন সম্ভবাদ্ধেতোঃ স্বতঃ-সর্বতত্ত্বজ্ঞ-পরমেশ্বরোঽন্যো ভবেদেব, ইত্যেতদ্বৈষ্ণবানাং মতম্। * * জীবাত্মপরমাত্মনো-রুক্তলক্ষণে ভেদে বর্তমানেঽপি অভেদোঽপি কীদৃশঃ? অল্পমাত্রঃ, **চিদ্রূপত্বেন শক্তিমত্ত্বেন বা ঐক্যাৎ, তয়োর্ভেদেঽপ্যল্পমাত্রঃ খল্বভেদো বর্তত এবেতি ভাবঃ। অতস্ততঃ পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্ন এব জীব ইতি কল্পনা অপার্থা ব্যর্থা।"** (সারার্থদর্শিনী ১১।২২।১০-১১)

কেবল-ভেদ-বাদ-নিরাস

অনাদি অবিদ্যা-দ্বারা অযুক্ত বা যুক্ত (অবিদ্যা-মুক্ত বা বদ্ধ) জীবের পক্ষে স্বাভাবিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভবপর না হওয়ায় স্বাভাবিক সর্বতত্ত্বজ্ঞ অপর একজন পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আছেন—ইহাই বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত। উক্তলক্ষণ ভেদ বর্তমানেও জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কিরূপ অভেদ? উভয়েরই চিদ্রূপত্বহেতু অথবা পরমাত্মার শক্তি জীবাত্মা, —এইরূপ শক্তি-শক্তিমত্তার অভেদত্ব-হেতুই উভয়ের কোনপ্রকার বিসদৃশত্ব নাই। তাহাদের ভেদ অল্পমাত্র এবং অভেদই বর্তমান—ইহাই তাৎপর্য। অতএব পরমেশ্বর হইতে জীবের অত্যন্ত ভেদ-কল্পনা ব্যর্থ। শ্রীচক্রবর্তিপাদ এই-স্থানে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের অত্যন্ত ভেদ বা কেবলভেদ খণ্ডন করিয়া শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন।

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থা'-শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)—এই পদের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর লিখিয়াছেন,—'কে আমি' ইত্যস্য উত্তরমাহ—'জীবের' ইতি। 'ভেদাভেদ'—**ব্যষ্টিরূপেণ ভেদঃ, সমষ্টিরূপেণ অভেদঃ**

ইত্যর্থঃ।—জীব ব্যষ্টিরূপে অর্থাৎ ভিন্নভিন্ন-রূপে ভেদ এবং সমষ্টিরূপে বা সামগ্র্যরূপে অভেদ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তের অনুসরণে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' স্থাপন করিয়া চতুঃশ্লোকী শ্রী-ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'র উপসংহারে বলেন,—**চিৎ, জীব ও মায়া কৃষ্ণের এই তিন শক্তি** এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ নিত্যা, তাহাদের **দ্বারা উপলক্ষিত** সেই **এক পরমেশ্বরই বিরাজমান। কার্য ও কারণের একত্ববশতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব।** এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত আর কোন বা নানা বস্তু নাই।*

শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নত্ব

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ 'সারার্থদর্শিনী'র (ভাঃ ১০।৮৭।৩২ টীকা) অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তৎপদার্থ-ত্বম্পদার্থয়োর্জ্ঞানং সূর্যোপমস্য ভগবতো বাহ্য-প্রভোপমা জীবা **অতএব ততো ভিন্নত্বেনাভিন্নত্বেনাপি ব্যপদিশ্যন্তে।** 'সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ' (ভাঃ ১১।১৬।১১) ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। 'এষোঽণু-রাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ' ইতি; 'বালাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ' ইতি; 'আরাগ্র-মাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ তেষাং **পরমাণু-পরিমাণত্ব-**মেব, তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্বং তু জটিতস্য মহামণের্মহৌষধখণ্ডস্য চ শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টিকরিষ্ণু-শক্তিমত্ত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গ-নরক-নানাযোনিষু গমনঞ্চ তেষামুপাধিপারবশ্যাদেব যদুক্তং প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্রেয়েণ—'যেন সংসরতে পুমান্' ইতি। তেষাং বহুত্বং নিত্যত্বঞ্চ 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।' ইতি

* "চিজ্জীবমায়া নিত্যাঃ স্যুস্তিস্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ। তদ্বৃত্তয়শ্চ তাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ॥ **কার্যকারণয়োরৈক্যাচ্ছক্তি-শক্তিমতোরপি। একমেবা-দ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥**" (সারার্থদর্শিনী ২।৯।৩৩)

শ্রুত্যা প্রতিপাদিতম্, সমুদিতানাং তেষাং ভগবতস্তটস্থশক্তিত্বেনৈকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। তে চ মেঘোপময়া অবিদ্যয়া আবৃতা বদ্ধজীবা একে, অন্যে ভক্তি-মজ্জ্ঞানেন তদাবরণোন্মুক্তা মুক্তজীবাঃ, অন্যে কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যা তদাবরণোন্মোচিত-প্রাপিতচিদানন্দময়-ভজনোপযোগিশরীরাঃ সিদ্ধ-ভক্তাঃ, অন্যে অবিদ্যাযোগরহিতা এব নিত্যপার্ষদা ইতি চতুর্বিধাঃ। তল্ল-ক্ষণঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে—'যত্তটস্থন্তু বিজ্ঞেয়ং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥' অস্যার্থঃ—যত্তটস্থং বিশেষতো জ্ঞেয়ং চিদ্বস্তু, স জীবঃ 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি' ইতি শ্রুতেঃ স্বসংবেদ্যা-চ্চিৎপুঞ্জাদ্ভগবতঃ সকাশাদ্বিনির্গতং চেত্তদা গুণরাগেণ রঞ্জিতং বহিরঙ্গয়া মায়াশক্ত্যা স্বীয়ানাং গুণানাং রাগেণ রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থঃ। যদা তু কেবলয়া প্রধানীভূতয়া বা ভক্ত্যা মায়োত্তীর্ণং স্যাত্তদা অন্তরঙ্গয়া চিচ্ছক্ত্যা স্বীয়কল্যাণগুণেন রঞ্জিতং ভগবত্যনুরক্তীকৃতং চিন্ময়াকারযুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ **মায়া-চিচ্ছক্ত্যোস্তটস্থবর্তিত্বাত্তটস্থমিতি তন্নাম কৃতম্।** যদা তু ভক্তিমজ্জ্ঞানেন মুক্তং স্যাত্তদা ব্রহ্মণ্যপৃথগ্‌ভূয় স্থিতং নৈব গুণরাগেণ রঞ্জিতমিত্যুপাসকনিরূপণম্। অতএব **রাজকীয়পুরুষোঽপি রাজপুরুষ ইতি তৎপদার্থসম্বন্ধী ত্বম্পদার্থ** ইতি। 'তত্ত্বমসি' ইতি মহাবাক্যার্থং কেচিত্তু তস্য ত্বমিতি ষষ্ঠী-তৎপুরুষেণাপি বদন্তি।"

বৈষ্ণবগণের 'তৎ' পদার্থ এবং 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান এইরূপ ঃ—ভগবান্ সূর্যতুল্য, আর জীবগণ তাঁহার বহিঃস্থিত কান্তিরাশিসদৃশ ; অতএব তাঁহা হইতে **ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপেই *নির্দেশযোগ্য*** হয়। 'আমি

জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন

সূক্ষ্মপদার্থসমূহের মধ্যে জীব' ভগবানের এই উক্তি তাঁহা হইতে জীবের অভিন্নত্ব-নির্দেশের সমর্থন করে। আবার 'এই অণুপরিমাণ জীবাত্মা চিত্তদ্বারা জ্ঞাতব্য, মুখ্যপ্রাণ, প্রাণ, অপানাদি পঞ্চরূপে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে' ; 'একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে

পুনরায় একশতভাগ করিলে, তাদৃশ প্রত্যেক ভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীবাত্মা সেইরূপ সূক্ষ্ম বস্তু'; 'অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট চৈতন্যস্বরূপ এই জীবের পরিমাণ আরা অর্থাৎ লৌহশলাকাবিশেষের অগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম';—এই-সকল শ্রুতিতে অণুপরিমাণ জীবকে বিভুচৈতন্য পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন-রূপেই নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা জীবকে পরমাণু-পরিমাণরূপেই স্বীকার করা হয়। কোন মহামণি বা মহৌষধখণ্ড মস্তকে বা হৃদয়ে, একদেশে স্থাপিত হইয়াও যেরূপ উহার শক্তিবিশেষদ্বারা সমগ্রদেহের পুষ্টিকারক হয়, সেইরূপ জীব অণুপরিমাণে শরীরের একদেশে হৃদয়ে স্থিত হইয়াও সমগ্র শরীরে তাহার শক্তির প্রকাশ করিতে পারে। (অতএব জীব অণুপ্রমাণ হইলে সর্বশরীরব্যাপী চৈতন্যের উপলব্ধি কিরূপে হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা নিরস্ত হইল।) আর, দার্শনিকগণের মধ্যে পরমাণুপরিমাণ বস্তুর কোন ক্রিয়া স্বীকৃত না হইলেও পরমাণুপরিমাণ জীবের পক্ষে (স্বীয় ক্রিয়ার অভাবেও) প্রাণরূপ উপাধির গতিহেতুই স্বর্গ-নরকাদি নানাযোনিতে গতিও সম্ভব হয়। দত্তাত্রেয় প্রাণের প্রস্তাবে এরূপ স্বীকারও করিয়াছেন ; যথা—'জীব যাহার (যে প্রাণের) সাহায্যে সংসারগ্রস্ত হয়।' এই জীবগণের বহুত্ব এবং নিত্যত্বও এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে ; যথা—'এক নিত্য চেতন বস্তু (পরমেশ্বর) বহু নিত্য চেতন বস্তুর (জীবগণের) কাম অর্থাৎ কর্মফলসমূহের বিধান করেন।' আবার, ভগবানের তটস্থশক্তিরূপে সমগ্র জীবকে এক বলিয়াও জানিতে হইবে।

জীবের প্রকার

তন্মধ্যে কতিপয় জীব মেঘতুল্যা অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া **বদ্ধ,** কতিপয় জীব ভক্তিযুক্ত জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া **মুক্ত,** আর, কেহ কেহ কেবলা বা প্রধানীভূতা ভক্তিদ্বারা অবিদ্যার আবরণ হইতে উন্মোচিত চিদানন্দময় ভজনোপযোগী প্রাপ্ত-শরীর ধারণ করিয়া **সিদ্ধভক্ত,** আর, অন্য কতিপয় জীব চিরকালই অবিদ্যার সম্পর্কশূন্য **নিত্যপার্ষদ**—এইরূপে চতুর্বিধ। 'নারদপঞ্চরাত্রে'

জীবের লক্ষণ এইরূপ—'স্বসংবেদ্য-বস্তু হইতে বিনির্গত, বিজ্ঞেয় তটস্থ বস্তুই জীব, উহা গুণরাগদ্বারা রঞ্জিত।' ইহার অর্থ—বিশেষরূপে বিজ্ঞেয় যে তটস্থ বস্তু, তাহাই 'জীব'। 'অগ্নি হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়', এইরূপে স্বসংবেদ্য অর্থাৎ চিৎপুঞ্জস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে যদিও জীব বিনির্গত, তথাপি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকর্তৃক স্বীয় গুণসমূহের রাগদ্বারা রঞ্জিত অর্থাৎ মায়িক আকার-প্রাপ্ত হন। যৎকালে কেবলা বা প্রধানীভূতা ভক্তির দ্বারা মায়া অতিক্রম করেন, তৎকালে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিকর্তৃক স্বীয়কল্যাণগুণের দ্বারা রঞ্জিত অর্থাৎ ভগবানে অনুরক্তীকৃত হইয়া জীব চিন্ময়াকারযুক্ত হন।

জীবের স্বরূপ

এইরূপে **মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি—এই উভয়ের তটে বা মধ্যস্থলে অবস্থানহেতুই জীবের 'তটস্থ' সংজ্ঞা।** আর, জীব যৎকালে ভক্তিযুক্ত জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হন, তৎকালে অপৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তখন গুণরাগদ্বারা রঞ্জিত হন না। এইরূপে উপাসক জীবগণের নিরূপণ হইল। অতএব রাজকীয়-পুরুষকে যেরূপ রাজার সম্বন্ধবশতঃ 'রাজপুরুষ' বলা হয়, সেইরূপ 'ত্বং' পদের অর্থ জীবও 'তৎ'পদের অর্থস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্বন্ধবশতঃই মহাবাক্যে 'তত্ত্বমসি' এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ 'তস্য (তাঁহার) ত্বং (তুমি)' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসদ্বারা 'তত্ত্বং' এই-পদের বিশ্লেষ করেন।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য

'ব্রহ্মতত্ত্ব'-সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্ত এই—"সূর্যোপমস্য ভগবতঃ প্রসৃমর-সান্দ্রজ্যোতিঃপুঞ্জোপমং ব্রহ্ম 'ব্রহ্মসংজ্ঞমভূদেকং জ্যোতির্যৎ সর্বকারণম্' ইতি নারসিংহোক্তেঃ, 'মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।' ইতি হরিবংশোক্তেশ্চ তস্যান্তর্মণ্ডলোপমঃ পরমাত্মা ; রথ-সারথ্যাদি-পরিকরবিশিষ্ট-বদননয়ন-পাণিপাদাদি-সুন্দরসূর্যোপমঃ সপরিকরঃ শ্রীভগবান্। যথা—নগরস্যাতিদূরস্থা জনা বিশেষমনুপলভমানা ইদমগ্রে

স্থিতং কান্তিময়ং বস্তুমাত্রমিতি তদেব নগরং পশ্যন্তি ; অনতিদূরস্থা ধ্বজপতাকাদিবিশিষ্টং বৃক্ষষণ্ডমিতি ; অতিসমীপস্থাস্তু পুর-গোপুর-নিষ্কুট-রথ্যা-প্রাসাদাদিযুক্তং নগরমিতি। তথৈবাতিদূরস্থা ভগবন্তমেব জ্যোতির্ময়ং ব্রহ্মেতি, অনতিদূরস্থা অনতিচিদ্বিশেষময়ঃ পরমাত্মেতি, অতিসমীপস্থা নানন্তচিদ্বিশেষময়ো ভগবানিতি, তত্রাপি অন্তঃপ্রবিষ্টা অপারমাধুর্যানুভবিনঃ কৃষ্ণ ইতি বদন্তি। যথাহুঃ প্রাঞ্চোঽপি (শিশুপালবধম্ ১।৩)—'চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা, ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্। বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি, ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ ॥" (সারার্থদর্শিনী ১০।৮৭।৩২)

ভগবান্ সূর্যস্বরূপ, ব্রহ্ম তাঁহার প্রসর্পণশীল প্রগাঢ় জ্যোতিঃপুঞ্জ-সদৃশ। এ-বিষয়ে শ্রীনৃসিংহপুরাণ বলিতেছেন,—'তাঁহার এক জ্যোতিঃ ব্রহ্মসংজ্ঞক, আর তাহা সর্বকারণ-স্বরূপ।' হরিবংশে শ্রীভগবদ্‌বাক্য—'হে ভারত! সেই ব্রহ্ম-বস্তুকে আমার ঘন তেজঃ বলিয়াই জানিবে।' তাঁহার অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলসদৃশ বস্তুই পরমাত্মা, আর পরিকরযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ রথ-সারথি-প্রভৃতি পরিকরবিশিষ্ট ও বদন-নয়ন-হস্তপদাদিযুক্ত স্বয়ং সূর্যতুল্য। নগরের অতিদূরবর্তী জনগণ নগরের বিশেষভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া—আমাদের সম্মুখে একটি কান্তিময় বস্তু—এইরূপই ধারণা করে। অনতি-দূরবর্তী ব্যক্তিগণ নগরকে ধ্বজপতাকাদিযুক্ত বৃক্ষপুঞ্জরূপে জ্ঞান করে। আর, অতিনিকটবর্তী ব্যক্তিগণ পুর, সিংহদ্বার, বিভিন্নমার্গ ও প্রাসাদাদিযুক্ত নগররূপেই অনুভব করে। সেইরূপ অতিদূরস্থ জীবগণ ভগবান্‌কে জ্যোতির্ময় 'ব্রহ্ম', অনতিদূরস্থ জীবগণ অনতিচিৎপদার্থ-বিশেষাত্মক 'পরমাত্মা' এবং অতিসমীপস্থ জীবগণ অনন্ততারহিত-চিদ্‌বিশেষময় 'ভগবান্'—এইরূপে উপলব্ধি করিতেছেন। তন্মধ্যেও অন্তঃপ্রবিষ্ট অপার-মাধুর্যানুভবকারী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়াই বর্ণন করেন। দূরত্ব-নিকটত্বাদি কারণভেদে একই বস্তুর বিভিন্নরূপে প্রতীতিবিষয়ে প্রাচীন-

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-স্বরূপ

গণের (মাঘকবি প্রভৃতির) উক্তিই নিদর্শন। যথা—(শ্রীনারদ যৎকালে আকাশ হইতে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অবতরণ করিতেছিলেন, তৎকালে দূর হইতে) 'প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ—ইহা একটি তেজঃপুঞ্জ, অনন্তর আকৃতিসমূহের লক্ষ্য হওয়ায় ইহা একটি শরীরী, অতঃপর হস্তপদাদি অবয়বের সম্পূর্ণরূপে দর্শন হইলে—ইনি একজন পুরুষ এবং ক্রমে ইনি দেবর্ষি শ্রীনারদ—এইরূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন।'

'জগৎ'-সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্ত এই—"কার্যস্য সত্যত্বং বিনা ব্যবহারোঽপি ন সিদ্ধ্যতি। * * স চ সত্য এব, সত্যৈনৈব ঘটাদিনা ব্যবহারসিদ্ধেঃ, অসতা ঘটাদিনা জলাহরণাদ্যসিদ্ধেঃ। নন্নু, কূটকার্ষাপণাদিনাপি ব্যবহারসিদ্ধির্দৃশ্যত ইত্যত আহ,—অন্ধপরম্পরয়েতি, সা সিদ্ধিরন্ধপরম্পরয়ৈব অজ্ঞপরম্পরয়ৈব ন তু বিজ্ঞপরম্পরয়া। ন হি ভ্রান্তানামিব বিজ্ঞানাং কূটকার্ষাপণাদ্যৈঃ ক্রয়বিক্রয়াদি-ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি। ন চ তৈ রসায়ন-প্রয়োগো নাপি পুণ্যার্থিনাং তদ্দানাদিকং সম্ভবেৎ। **তস্মাজ্জগদিদং সত্যমেব, বিজ্ঞানাং নারদ-দত্তাত্রেয়াদীনামপ্যর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ।** ন যদেবং, ন তদেবম্ ; যথা শুক্তিরজতমিত্যনুশাসনেনৈব, **জগৎ সত্যমেব, কিন্তু নশ্বরত্বাদনিত্যম্।"** (সারার্থদর্শিনী ১০।৮৭।৩৬)

জগদ্রূপ কার্যের সত্যতা, কিন্তু অনিত্যতাই সিদ্ধান্ত। কার্যের সত্যতা ব্যতীত ব্যবহারও সমাহিত হয় না। কার্য সত্যই, যেহেতু সত্যবস্তু ঘট প্রভৃতি-দ্বারাই ব্যবহারের সিদ্ধি দেখা যায় এবং অবিদ্যমান বা মনঃকল্পিত ঘটাদি-দ্বারা জলের সংগ্রহাদি কার্য সাধিত হয় না। যদি বলেন যে, কৃত্রিম স্বর্ণমুদ্রাদি-দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করিতেও ত' দেখা যায়? তাহাতে বলা যায়—উহা অন্ধপরম্পরাতেই চলে। এইরূপ আদান-প্রদানাদি ব্যবহারের সম্পাদন কেবল এক অন্ধ বা অজ্ঞানের সহিত অন্য অজ্ঞান ব্যক্তির ক্রমে চলিতে পারে, বিজ্ঞ বা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বিষয়ে জ্ঞানিব্যক্তির পর্যায়ে চলে না। ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় বিজ্ঞজনগণের

মধ্যে কখনও কৃত্রিম স্বর্ণমুদ্রাদির দ্বারা ক্রয় ও বিক্রয় প্রভৃতি সাধিত হয় না। উহা কোন রসায়নে অর্থাৎ রোগনাশক ঔষধাদিতে অথবা পুণ্য-কামিগণের দানাদিতে ব্যবহার করা চলে না। অতএব এই জগৎ সত্যই, যেহেতু বিজ্ঞ শ্রীনারদ, শ্রীদত্তাত্রেয় প্রভৃতির উহার দ্বারা প্রয়োজন সাধিত হয়। যাহা যেরূপ নহে, তাহা সেরূপ নহেই, যেমন শুক্তি কখনও রজত হয় না। এই আজ্ঞা বা নিয়মের বলে জগৎ সত্যই, কিন্তু নাশস্বভাব হওয়ায় অচিরস্থায়ি।

কার্যস্বরূপ জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য

'মায়া'-সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের সিদ্ধান্ত বিবৃত হইতেছে,— "নন্থ, চিদ্রূপত্বাবিশেষাদহমপি কথমবিদ্যয়ালিঙ্গিতো ন ভবেয়মিতি চেৎ, নৈবম্, জীবঃ খলু চিৎকণঃ, ত্বন্তু চিন্মহাপুঞ্জঃ, তাম্র-পিত্তল-স্বর্ণাদিতেজ এব তমসা আবৃতং ভবেন্ন তু সূর্যতেজ ইত্যাহুঃ—ত্বমুত, ত্বং পুনস্তাং জহাসি। অয়মর্থঃ—**মায়াশক্তির্হি তব স্বরূপভূতযোগমায়োত্থা তদ্বিভূতিরেব।** যতুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—'অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বে দেহাভিমানিনঃ॥' ইতি **সা অংশ-ভূতা,** তয়া স্বস্বরূপত্বেনানভিমন্যমানা, স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ত্যক্তা ভবতি, সৈব বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—অহিরিব ত্বচম্, অহি-র্যথা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বস্বরূপত্বেন নৈবাভিমন্যতে, তথৈব তাং ত্বং জহাসি, যত আত্তভগো নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্যঃ। এতদেবোক্ত-পোষ-ন্যায়েনাহুঃ—মহসি পরমৈশ্বর্যে অষ্টগুণিতে স্বতঃসিদ্ধাণিমাদ্যষ্টবিভূতি-মতি মহীয়সে পূজ্যসে, কথম্ভূতঃ অপরিমেয়ভগঃ অপরিমিতৈশ্বর্যঃ, ন হ্য-ন্যেষামিব দেশকালাদি-পরিচ্ছিন্নং তবৈশ্বর্যম্, অপি তু স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরি-মিতমিত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতয়ঃ—'অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহা-ত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ' ইত্যাদ্যাঃ।" (সারার্থদর্শিনী ১০।৮৭।৩৮) —যদি বলেন, চিদ্রূপত্ববিষয়ে জীব-ব্রহ্ম-স্বরূপে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায়

আমিও (পরব্রহ্মও) কেন অবিদ্যা-কর্তৃক বশীকৃত হই না? তদুত্তরে বলিতেছি, এরূপ নহে। **জীব চিচ্ছক্তির কণামাত্র,** আপনি **(পরব্রহ্ম) চিচ্ছক্তির মহারাশি। তাম্র, পিত্তল ও স্বর্ণাদির চাকচক্য অন্ধকার-দ্বারা আবৃত হইতে পারে, কিন্তু সূর্যতেজঃ আবৃত হয় না।** এই উদ্দেশে শ্রুতিগণ বলিলেন,—'আপনি কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করেন।' তাৎপর্য এই—**মায়াশক্তি আপনার স্বরূপভূতা যোগমায়া হইতে জাতা,** তাহার (যোগমায়ার) **বিভূতিমাত্র।** শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসংবাদ-প্রসঙ্গে কথিত আছে,—'সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বরী মহামায়া, ইঁহার (যোগমায়ার) আবরিকা শক্তি। এই মহামায়া-দ্বারা সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে এবং সকলেই দেহে আত্মাভিমান পোষণ করিতেছে। সেই **মহামায়া যোগমায়ার অংশ-রূপিণী,** এবং তাঁহা কর্তৃক নিজস্বরূপভাবে অভিমানিত হয়, আবার আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া ত্যক্তা হয়; তাহাকেই 'বহিরঙ্গা মায়াশক্তি' বলা যায়। তাহাতে দৃষ্টান্ত এই—সর্প যেরূপ উহার জীর্ণ ত্বক্‌কে ত্যাগ করে, অর্থাৎ **সর্প ত্বক্‌কে (খোলস) আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া পুনরায় তাহাতে নিজস্বরূপের অভিমান করে না, সেইরূপ** আপনি (**পরব্রহ্ম**) তাহাকে (**মায়াকে**) **ত্যাগ করেন।** যেহেতু আপনি 'আত্তভগঃ' অর্থাৎ নিত্য-ঐশ্বর্যশালী, ইহাই কথিত বিষয়ের পোষকস্বরূপে বলিলেন,—'মহসি' অর্থাৎ পরমৈশ্বর্যে, 'অষ্টগুণিতে' স্বতঃসিদ্ধ অণিমাদি অষ্টবিভূতিযুক্তে, 'মহীয়সে' অর্থাৎ পূজিত হন। কি-প্রকার? 'অপরিমেয়ভগ' অর্থাৎ আপনার ঐশ্বর্যের পরিমাণ নাই। অন্যের তুল্য আপনার ঐশ্বর্য স্থান ও কাল প্রভৃতিদ্বারা সীমাযুক্ত নহে, পরন্তু আপনার স্বরূপের অনুবর্তি হওয়ায় উহা অপরিমিত। এই-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—'এক অজ (জীব) এই মায়াকে সেবন করিয়া তদ্দ্বারা আলিঙ্গিত থাকে, অপর অজ (পরমাত্মা) ভুক্তপদার্থবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন।'

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ তাঁহার প্রণীত 'ঐশ্বর্যকাদম্বিনী' গ্রন্থে 'দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ'-সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন; কিন্তু এই গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য।*

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে-সময় 'পুরী'তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই-সময় শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুকে চাক্ষুষভাবে দর্শনকারী কোন এক মহাত্মা বৈষ্ণবের অতিবৃদ্ধ এক শিষ্যের সহিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলাপ হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—† "আমরা যখন শ্রীপুরুষোত্তমে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই-সময়ে শ্রীবলদেব-কৃত 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' পাঠ করি। তখন অনেকগুলি বৃদ্ধ পণ্ডিতকে বলদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এইমাত্র বলিলেন যে,—বলদেব উড়িষ্যার কোন প্রদেশে খণ্ডাইত বংশে জন্ম গ্রহণ করত অল্প বয়সেই তীর্থভ্রমণে এবং বিদ্যোপার্জনে নিযুক্ত হন। চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্বসতি-স্থলে তিনি ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বালবিদ্যা অভ্যাস করেন। পরে ন্যায়-শাস্ত্রে বিশেষ পরিশ্রম করত অনেক দিবস বেদ-সকল অধ্যয়ন করেন। প্রথমে শাঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্মধ্বভাষ্য

---

* "অথাত্র মাধুর্যকাদম্বিন্যাং **দ্বৈতাদ্বৈতবাদ**বিবাদাদয়ো নাবকাশং লভন্ত ইতি কৈশ্চিদপেক্ষণীয়াশ্চেদৈ**শ্বর্যকাদম্বিন্যাং দৃশ্যতাং** নাম।" (মাধুর্যকাদম্বিনী, ২য় বৃষ্টি, ১)

† শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা', ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৭-৯৮ খৃঃ, ৯ম খণ্ড, ১০ সংখ্যা, ১-৫ পৃষ্ঠা।

ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। ঐ-সময়েই তিনি **তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত হন।** বেদান্তবিশারদ বলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন। দাক্ষিণাত্য, আর্যাবর্ত প্রভৃতি দেশে যে-যে স্থলে বেদান্তের চর্চা ছিল, সকল স্থানেই তিনি পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণের প্রভূত পূজা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি **তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন।** ঐ-সময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বলদেবের ন্যায় রত্নকে স্ব-সম্প্রদায়ে সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বলদেবের বিদ্যা ও পারমার্থিক-বুদ্ধি অধিক থাকায় অনেকেই হতাশ্বাস হইয়া তৎকালস্থিত মুরারির প্রশিষ্য শ্রীরাধাদামোদর-দাস পণ্ডিতবরকে বলদেবের সহিত বিচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে, বলদেব সর্বদা তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। শ্রীরাধাদামোদর বেদান্ত-শাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন। ষট্‌সন্দর্ভে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় বলদেব ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠ করিতে চা'ন। **রাধাদামোদর** কান্যকুব্জ-বিপ্র হইয়াও মহাপ্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শন করিয়া বলদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তথাপি বিচারস্থলে দুইজনের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুদ্ধ হইলে ভগবদিচ্ছাক্রমে **বলদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যতা গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি স্বীয় মধ্বাম্নায় বজায়** * **রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে সাক্ষাদ্‌ভগবান্ জানিতে পারিয়া গৌড়ীয়-মাধ্বী-**

শ্রীবলদেব পূর্বে তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন

---

* 'সিদ্ধান্তরত্নম্' গ্রন্থের (৮।৩৪, ৩৬) উপসংহারে—

"বিজয়ন্তে **শ্রীরাধাদামোদর**-পদপঙ্কজধূলয়ঃ।
যাভিঃ সকৃদুদিতাভির্নির্মিতো যে মহান্ মোদঃ॥
আনন্দতীর্থপ্লুতমচ্যুতং মে, চৈতন্যভাস্বৎপ্রভায়তিফুল্লম্।
চেতোঽরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং, পিবত্যলির্যচ্ছবিং **তত্ত্ববাদঃ**॥"

সম্প্রদায় অভিমানে আপনাকে ধন্য বলিয়া জানিলেন। এখন তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ দর্শন করত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গিয়া কোন দেবালয়ে অবস্থিত হইলেন। সেই-সময়ে জয়পুরে একটি গোলমাল উঠিয়াছিল। জয়পুরের রাজগণ তৎপূর্ব হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকটি মহান্ত-বৈষ্ণব ঐ-সময়ে 'জয়পুরে' আসিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজার অগ্রেই শ্রীনারায়ণপূজার প্রথা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। সদাচারী রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া তদ্বিষয়ে বেদান্তাদি-বিচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে উপযুক্ত বৈষ্ণব-পণ্ডিত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবিন্দজীর মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে জয়পুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলকে অন্য পণ্ডিত অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা দিলে শ্রীবলদেবকে তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় বিচার করিয়া শ্রীবলদেবকে বেদবেদান্তে পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন। বলদেব হস্তে কমণ্ডলু, গলদেশে চিরা-কান্থা ও কটিতে কৌপীন-বহির্বসনমাত্র,

---

যাহা একবার উদিত হওয়াতে আমার মহান্ আনন্দ জন্মিয়াছে, সেই শ্রীরাধাদামোদরের পাদপদ্মের রেণুসকল জয়যুক্ত হইতেছে। শ্রীমদানন্দতীর্থপ্লুত শ্রীচৈতন্যভাস্বৎপ্রভা-দ্বারা বিকশিত শ্রীহরির প্রেমরূপ মকরন্দযুক্ত কান্তিমৎ অরবিন্দকে মধ্বসিদ্ধান্তরূপ অর্থাৎ তৎসিদ্ধান্তাক্রান্তমনাঃ আমার চিত্তরূপ ভৃঙ্গ পান করুক। (শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-কৃত বঙ্গানুবাদ)

উক্ত 'ভাষ্যপীঠকে'র টীকায় কথিত হইয়াছে,—"**শ্রীমাধ্বান্বয়দীক্ষিতভগবৎ-কৃষ্ণচৈতন্যমতস্থ**ত্বমাহ। * * আনন্দতীর্থেন মধ্বমুনিনা প্লুতং ব্যাপ্তম্। চৈতন্যং তত্ত্ববাদ-শাস্ত্রোত্থং জ্ঞানং সৈব ভাস্বৎপ্রভা তয়াতিফুল্লম্, পক্ষে চৈতন্যঃ শচীনন্দনো ভগবান্ স এব ভাস্বৎ সূর্যঃ, তস্য প্রভয়া ধ্যাতয়াঙ্গকান্ত্যাতিফুল্লং বিকসিতম্, প্রিয়তা হরেঃ প্রীতিঃ স এব মরন্দো মকরন্দো যত্র তৎ।"

একক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যে কার্যের জন্য গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা তাঁহার অকিঞ্চন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রথমে মনে করিলেন না। তথাপি শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে পণ্ডিতবর! আপনি কোন্ ভাষ্যের অনুগত? বলদেব বলিলেন,—আমি মধ্বশিষ্য, মধ্বকৃতভাষ্য লইয়া বিচার করিব। তখন তাঁহারা বলিলেন,—মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি শ্রীরাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন? বলদেব দেখিলেন যে, শ্রীমধ্বভাষ্যের দ্বারা চলিবে না। তিনি কয়েক দিবসের অবসর লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে বসিয়া শ্রীগোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন। পরে সভায় বিচার করিয়া শ্রী-বৈষ্ণব-দিগকে নিরস্তপূর্বক শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবা বজায় রাখিলেন। সেই বিদ্বৎসভা হইতে বলদেবকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি দেওয়া হয়।"

শ্রীবলদেবের পূর্বের গুরুপরম্পরা ত্যাগ না করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরার সহিত একটা যোগসূত্র এবং উভয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সঙ্গতি বা মিলন দেখাইবার স্বাভাবিক প্রবণতা উক্ত ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীসনাতন-শ্রীশ্রীরূপ-শ্রীশ্রীজীবপাদাদি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য —'শ্রীমদ্ভাগবত', সেই ভাষ্যেরই অনুভাষ্য ও বিবৃতিস্বরূপ শ্রীশ্রীসনাতনের 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত', 'শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী', শ্রীরূপের 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতা-মৃত', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি, শ্রীশ্রীজীবের 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ', 'শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'সর্বসম্বাদিনী'-প্রভৃতি গ্রন্থ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর গোস্বামিবৃন্দ এ-জন্যই বেদান্তসূত্রের পৃথগ্‌রূপে আর কোন-প্রকার ভাষ্য রচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ

করেন নাই। কিন্তু কোন কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন নিজস্ব বেদান্ত-ভাষ্য নাই'—এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরস্থ শ্রীগোবিন্দজীর স্বপ্নাদেশে ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দ-ভাষ্য' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত গোবিন্দ-ভাষ্যেরই পোষক-গ্রন্থরূপে 'সিদ্ধান্তরত্ন'-নামক ভাষ্যপীঠক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। উক্ত ভাষ্যকারের রচিত 'প্রমেয়রত্নাবলী', 'বেদান্তস্যমন্তক', 'গীতাভাষ্য', 'উপনিষদ্‌ভাষ্য', 'সহস্রনামভাষ্য', 'স্তবমালাভাষ্য', 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-টীকা', 'কাব্যকৌস্তুভ', 'সাহিত্যকৌমুদী', 'ব্যাকরণকৌমুদী', 'গোপালতাপনী-ভাষ্য', 'ষট্‌সন্দর্ভে'র টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। ষট্‌-সন্দর্ভের টীকার মধ্যে বর্তমানে একমাত্র 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র টীকা ও দশোপনিষদ্-ভাষ্যের মধ্যে একমাত্র 'ঈশোপনিষদে'র ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'বেদান্ত-স্যমন্তক' শ্রীবলদেবের গুরু শ্রীরাধাদামোদর-দাসের রচিত বলিয়া কেহ কেহ বলেন। ১৬৮৬ শকাব্দায় (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীবলদেব শ্রীরূপগোস্বামি-পাদের 'স্তবমালা'র টীকা রচনা করেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের শিক্ষা-শিষ্য—শ্রীশ্যামানন্দ। শ্রীশ্যামানন্দের দীক্ষাগুরু—শ্রীহৃদয়চৈতন্য ; ইনি শ্রীনিত্যানন্দশিষ্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের দীক্ষিতশিষ্য—শ্রীরসিকানন্দমুরারি। শ্রীরসিকানন্দ-মুরারির পৌত্র ও শিষ্য—শ্রীনয়নানন্দ দেবগোস্বামী, তাঁহার শিষ্য—শ্রীরাধাদামোদর ; শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্য 'একান্তী শ্রীগোবিন্দদাস' বা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের ভূতপূর্ব শিষ্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পরবর্তিকালে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া 'তত্ত্ববাদগুরু' শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আম্নায়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং তাঁহার শ্রী-চরণানুচরগণের শিষ্যপারম্পর্য ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি দেখাইবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ, প্রভুপাদ শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীস্বরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী অথবা শ্রীচৈতন্যলীলার

ব্যাস শ্রীঠাকুরবৃন্দাবন, কিংবা শ্রীমুরারিগুপ্ত, কিংবা শ্রীকবিকর্ণপূর, এমন-কি শ্রীবলদেবের অধ্যাপক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের বিস্তৃত লেখনীর কোথাও 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীমধ্বাচার্যের আম্নায়-আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন'—এইরূপ কোন নিদর্শন বা উক্তি নাই। শ্রীকবিকর্ণপূরের নামে প্রচলিত বর্তমান 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র প্রারম্ভে যে চতুঃ-সাম্প্রদায়িক মূল আচার্যগণের প্রমাণসূচক পদ্মপুরাণের কএকটি শ্লোক * উদ্ধৃত এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কারণ, এ-পর্যন্ত শ্রীপদ্মপুরাণের যে-সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাদের কোনটিতে উক্ত চারি সম্প্রদায়ের প্রমাণসূচক এই-সকল শ্লোকের অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দ পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরানন্দ পুরীপাদ, শ্রী-পরমানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি সকলেই 'পুরী'-উপাধিধৃক্। শ্রীআনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্যের সন্ন্যাসি-শিষ্য-পারম্পর্যে এ-পর্যন্ত কোথাও 'তীর্থ'-সন্ন্যাস-নামের পরিবর্তে 'পুরী' নাম-গ্রহণের ইতিহাসও পাওয়া যায় না। শ্রীকবি-কর্ণপূর তাঁহার নিজকৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' (৮।১) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের উক্তির মধ্যে লিখিয়াছেন,—

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় কি মধ্বানুগত ?

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে **তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্।** অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য, **রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।**

---

* "শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" (শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ২১ শ্লোক, বহরমপুর দ্বিতীয়-সং, ১৩০০ বঙ্গাব্দ)

সার্বভৌমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য মতকর্তৃতা। স্বামিন্, অতঃপরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি।"*

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন,—'কতিপয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের উপাসক, অপর ব্যক্তিগণ—**তত্ত্ববাদী**। তাঁহারাও সেইরূপ (অর্থাৎ তাঁহারাও শ্রী-নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণুর উপাসক, কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক নহেন)। তাঁহাদের মত† (সিদ্ধান্ত) **নিরবদ্য (অর্থাৎ কাপট্যহীন) নহে,** অন্য কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে শৈবমতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক। মহাপ্রবল পাষণ্ডগণেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু, হে ভট্টাচার্য! রামানন্দের মতই আমার প্রীতিকর।'

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন,—'প্রভো! **আপনার মতেই শ্রীরামানন্দ প্রবিষ্ট হইয়াছেন।** তিনি স্বয়ং কোন মত প্রবর্তন করেন নাই। অতএব আমাদের মতই শ্রেষ্ঠ মত এবং তাহাই সকলের স্বীকৃত ও সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য।'

শ্রীকবিকর্ণপূরের এই লেখনী হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তত্ত্ববাদিগণ মোক্ষাভিসন্ধিরূপ প্রয়োজন স্বীকার করেন; তাঁহাদের উপাস্য শ্রীগোপীজনবল্লভ নহেন,—শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীনারায়ণ। শ্রীরায়-রামানন্দের দ্বারা প্রপঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তই গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সর্বমান্য ও

---

* 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্', নির্ণয়সাগর-২য় সং, ৮।১

† মধ্বমতে 'সাধন—বিষ্ণুর আজ্ঞা পালন করিয়া বিষ্ণুতে কর্মার্পণ; প্রয়োজন—বায়ু বা ব্রহ্মার মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ। বায়ু বা ব্রহ্মা অভিন্ন, তাঁহার উপর লক্ষ্মী, তিনি বিষ্ণুর অধীনা অক্ষর বস্তু; তাঁহার উপর পুরুষোত্তম। লক্ষ্মীর বশীভূত পুরুষোত্তমের বিচার মধ্বমতে নাই। মধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের ন্যায়ই পূজ্য। ভক্তির তারতম্যবিচারে গোপীগণ অত্যন্ত-নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ব্রহ্মা সর্বশ্রেষ্ঠ।' মোক্ষফলাভিসন্ধিই কপট; এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে তত্ত্ববাদিগণের মত 'নিরবদ্য নহে'—এইরূপ বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত। শ্রীরায়রামানন্দ স্বয়ং মত-প্রবর্তক হন নাই; তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'গৌতমীগঙ্গা'র তীরে শ্রীরামানন্দরায়ের নিকট সেই শ্রৌতসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার ছলে শ্রীরামরায়ের মুখে বক্তা হইয়াছিলেন। সেই সিদ্ধান্তই 'প্রয়াগে' শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর* নিকট ও 'বারাণসী'তে শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব কীর্তন করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের স্নেহ-ভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ সেই সিদ্ধান্তই শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ও সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত করেন।

শ্রীমৎ-কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র প্রমাণ

যে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত-সম্বন্ধে এইরূপ বিচার-ধারা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি কি করিয়া তাঁহার অন্য গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বা গৌড়ীয়গণকে তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্যের 'অনুগত' বা 'অনুগত-সম্প্রদায়' বলিয়া স্থাপন করিবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'তে তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ-জ্ঞানে যে শ্রীমদ্ভাগবত-দশম-স্কন্ধের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ত্রয় স্বীকার করেন নাই, তাহা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া তত্ত্ববাদিগণের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।†

'শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'তে শ্রীল সনাতন

* "প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্, ৯।২৯)

† "এতচ্চাধ্যায়ত্রয়ং **কেচিত্তত্ত্ববাদিনো বৈষ্ণবা মুক্তেরেব পরম-পুরুষার্থতাং মন্যমানা ঋজুবুদ্ধয়ো**ঽত্রাসুরমুক্তি-গোপীস্তন্যপানাদিকঞ্চাসহমানাঃ পূতনা-সদ্গতি-প্রতিপাদকং 'পূতনা লোকবালঘ্নী' (ভাঃ ১০।৬।৩৫) ইত্যাদি শ্লোকষট্কমিব 'য এতৎ পূতনা-মোক্ষম্' (ভাঃ ১০।৬।৪৪) ইতি শ্লোকমিব চ বিগীতমিত্যাহুঃ, তচ্চাসঙ্গতম্,

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী'তে শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ঐরূপ সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া নিজ-সম্প্রদায় যে মধ্ব-সম্প্রদায় হইতে পৃথক্, তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৩।২।২৪) শ্লোকের ভাষ্যে ('ভাগবত-তাৎপর্যে') শ্রীকৃষ্ণ-হস্তে নিহত অসুরগণের 'দ্বিজীবতা' সিদ্ধান্ত-প্রদর্শন-দ্বারা পূতনা, কংস ও শিশুপাল প্রভৃতির গতিদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গেই শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"তদীয়-**স্বসম্প্রদায়ানঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন** তস্যাপ্রামাণ্যং চেৎ, **অন্য-সম্প্রদায়াঙ্গীকার**-প্রামাণ্যেন বিপরীতং কথং ন স্যাৎ?" (শ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণবতোষণী ১২।১) অর্থাৎ তাঁহার (শ্রীমন্মধ্বাচার্যের) স্বসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় অস্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রমাণের দ্বারা যদি ঐ অধ্যায়ত্রয়ের অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে অন্য সম্প্রদায় ঐ অধ্যায়ত্রয় অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই প্রমাণবলে তাহা বিপরীত হইবে না কেন? শ্রীশ্রীজীব প্রভুপাদের এই বাক্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে,—

—বহু-পুস্তকেষু দৃশ্যমানত্বাৎ, তথা প্রাক্তনৈরাধুনিকৈশ্চ সৎসাম্প্রদায়িকৈঃ শ্রীধরস্বামি-পাদ-প্রভৃতিভির্মহদ্ভিরাদৃতত্বাৎ, তথা শ্রীবৃন্দাবনেঽঘাসুরবধ-শাদ্বলজেমন-ব্রহ্মস্তুত্যাদিস্থান-প্রসিদ্ধেশ্চ; কিঞ্চ, পদ্মপুরাণাদৌ তদাখ্যানং ব্যক্তং বর্তত এব, তথা বৈষ্ণবপ্রবরগণ-সিদ্ধান্তেনাপি ন বিরুধ্যত এব,—ভক্তিনিষ্ঠানাং মুক্তেরনুপাদেয়ত্বাৎ। তচ্চ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ সর্বত্রৈব সুব্যক্তম্। পীতস্তন্যাশ্চ গোপ্যঃ প্রায়ঃ শ্রীযশোদাতুল্যা মান্যা এব; তৎপ্রিয়তমাস্তু পরা নবতরুণ্যঃ সহস্রশঃ সন্তি, তচ্চাগ্রেঽভিব্যক্তং ভাবি। অতঃ কোঽপি বিরোধো ন স্যাদেব। বিশেষত-শ্চাধ্যায়ত্রয়েঽস্মিন্ ভক্তের্ভক্তানাং শ্রীভগবতশ্চ সর্বতোঽসাধারণং মাহাত্ম্যমতস্তত্তদনুভবঃ শ্রীভগবদনুগ্রহ-বিশেষেণৈব সম্পদ্যত ইতি তৎ সুগোপ্যমেবেত্যেবং তেষাং বচনমপ্যুপপদ্যতে, ইত্যলং বিস্তরেণ।" (শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী, ভাঃ ১০।১২।১)

[শ্রীমন্মধ্বাচার্য-কৃত-'শ্রীমদ্‌ভাগবত-তাৎপর্যম্' টীকায় (মুম্বই নির্ণয়সাগর-যন্ত্রে টি, আর্, কৃষ্ণাচার্য-কর্তৃক ১৮৩২ শকাব্দায় মুদ্রিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য) উক্ত তিন অধ্যায়ের মধ্বকৃত ভাষ্য নাই। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজের টীকায়ও উক্ত তিন অধ্যায় স্বীকৃত হয় নাই।]

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও শ্রীমধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত পৃথক্। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় বা মধ্বানুগ হইলে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ **'তদীয় স্বসম্প্রদায়'** অর্থাৎ মধ্বাচার্যের নিজসম্প্রদায় ও **'অন্য সম্প্রদায়'** (গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতি) ভেদসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেন না। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার 'ষট্সন্দর্ভে' শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে একাধিকবার 'তত্ত্ববাদ-গুরু' বলিয়াছেন; তিনি নিজসম্প্রদায়ের পূর্বগুরুকে ঐরূপ বলিতে পারেন না। শ্রীশ্রীজীবপাদ তাঁহার সর্ব-সম্বাদিনীতে শ্রীশঙ্করাচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ', শ্রীমধ্বাচার্যের 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ', শ্রীরামানুজাচার্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', শ্রীভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদ', সম্প্রদায়ান্তরের 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ', কোনটিকেই নিজসম্প্রদায়ের নিরূপিত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই, পরন্তু তত্তন্মতবাদসমূহে 'নির্মর্যাদদোষসন্ততি' (শ্রৌতমার্গচ্যুত-দোষসমূহ) দর্শন করিয়া নিজমতে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'ই স্থাপন করিয়াছেন। "অভেদবাদশ্চ বিশেষানু-সন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি **নির্মর্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন** ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্য-ত্বাদভেদং * * অচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি। * * শ্রীরামানুজ-**মধ্বাচার্যমতে** চেত্যপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। **স্বমতে** ত্বচিন্ত্যভেদা-ভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।" * **'শ্রীরামানুজমত', 'মধ্বমত',** ও **'স্ব-মত',**—এইরূপ ভেদোক্তি থাকায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবর্যের 'স্ব-মত' (অর্থাৎ স্ব-সম্প্রদায়ের মত) যে মধ্ব-মত হইতে ভিন্ন, ইহা স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীজীবপাদ 'শ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণবতোষণী' ও 'সর্বসম্বাদিনী'তে

কেহ কেহ বলেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়ুপীতে গিয়া পরবর্তিকালের তত্ত্ববাদিগণের মতবাদই খণ্ডন (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৫৪-২৭৫) করিয়াছিলেন,

* পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-সং, ১৪৯ পৃঃ)

কিন্তু তাহা ত' সাক্ষাৎ শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' শ্রীমধ্বের মত খণ্ডন করেন নাই, কালক্রমে বিকৃত তত্ত্ববাদি-মতই খণ্ডন করিয়াছিলেন।' কিন্তু এইরূপ যুক্তি শ্রীমন্মধ্বাচার্যের স্বরচিত গ্রন্থধৃত সিদ্ধান্ত ও তৎপরিপোষকরূপে উদ্ধৃত প্রমাণ আলোচনা করিলে অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য তাঁহার 'শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্যে' (১১।১২।২২) শ্রীব্রজ-গোপীগণ হইতে অষ্ট মহিষীগণ অধিকতর শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া, তাহা হইতে শ্রীযশোদা ভক্তিবলে শ্রেষ্ঠা, তাহা হইতে শ্রীদেবকী, তাহা হইতে শ্রীবসুদেব, তাহা হইতে শ্রীঅর্জুন, তাহা হইতে শ্রীবলরাম এবং তদপেক্ষা শ্রীব্রহ্মাকে ভক্তিতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। **'ব্রহ্মা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই ;** গোপীগণ তারতম্য-বিচারে ভক্তির অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত।' * কেবল তাহাই নহে, **মধ্বাচার্য ব্রজবধূগণকে স্বর্বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়া** শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের পারকীয় সিদ্ধান্তকে হেয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। **মধ্বের মতে মুখ্য-প্রাণবায়ুর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।** শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোপীগণের প্রশংসা, তাহা কেবল বায়ুর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনের

মাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়-অনুমোদকমণ্ডলীর পূর্বপক্ষ ও তৎখণ্ডন

---

* "কৃষ্ণপ্রিয়াভ্যো গোপীভ্যো ভক্তিতো দ্বিগুণাধিকাঃ।
মহিষ্যোঽষ্টৌ বিনা যাস্তাঃ কথিতাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥
তাভ্যঃ সহস্রসমিতা যশোদা নন্দগেহিনী।
ততোঽপ্যভ্যধিকা দেবী দেবকী ভক্তিতস্ততঃ॥
বসুদেবস্ততো জিষ্ণুস্ততো রামো মহাবলঃ।
ন ততোঽভ্যধিকঃ কশ্চিদ্ ভক্ত্যাদৌ পুরুষোত্তমে॥
বিনা ব্রহ্মাণমীশেশং স হি সর্বাধিকঃ স্মৃতঃ॥"
(শ্রীমধ্বাচার্যকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্যম্' ১১।১২।২২)

জন্যই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বায়ুই সর্বগুণে সর্বোত্তম।* ব্রহ্মাই জগতের গুরু, তিনি লক্ষ্মীপতি পুরুষোত্তমকে পিতা-জ্ঞানে পূজা করেন। পুরুষোত্তম অন্যান্য দেবতাগণের গুরুর গুরু বা পিতামহ, আর সকল জীবের প্রপিতামহ। দেবতাগণ স্নেহভক্ত, আর **অপ্সরা বা স্বর্বেশ্যাগণ কামভক্ত। কোন কোন অপ্সরঃস্ত্রীগণ জারবুদ্ধিতে (উপপতি-রূপে) ভগবানের উপাসনা করেন।** আর দেবস্ত্রীগণ শ্বশুর-বুদ্ধিতে ভগবানের উপসনা করেন।† মধ্বাচার্য লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর অধীন বলিয়াছেন।

---

* "সর্বদেবোত্তমো বায়ুরিতি জ্ঞানান্ন চাপরম্।
প্রিয়মস্তি হরেঃ কিঞ্চিত্তথা বায়োর্হরের্বিদঃ॥
ভারতী-বায়ু-লক্ষ্মীণামাত্মনশ্চ যথাক্রমম্।
আধিক্যজ্ঞানতো বিষ্ণুঃ সর্বতঃ সংপ্রসীদতি॥"

(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১১।১১।৪৪)

"বায়ৌ মুখ্যধিয়া' (ভাঃ ১১।১১।৪৪) ইত্যুক্ত্যা বিশেষতো গোপিকা-প্রশংসনাৎ সংশয়ঃ।
*** * গোপিকা অপি মামাপুঃ কিমু বায়্বাদ্যা ইতি দর্শয়িতুং গোপিকা-প্রশংসনম্। সর্বৈর্গুণৈঃ সর্বোত্তমস্তু বায়ুরেব।"**

('ভাগবত-তাৎপর্যম্' ১১।১২।১৬-১৭)

† "কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ।
সম্যক্ কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ॥
পূর্বং চ জ্ঞানসংযুক্তাস্তত্রাপি প্রায়[illegible]
অতস্তাসাং পরং ব্রহ্ম গতি[illegible]ন্ন কামতঃ।
ন তু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ॥

* * *

জগৎপ্রপিতামহে **জারবুদ্ধির্ন যুক্তা** তথাপি ব্রহ্মতয়া ন সম্যক্।"

(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১০।২৭।১৩)

"বিমুক্তাবপি কামিন্যো বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দ্বেষিণশ্চ হরৌ নিত্যং দ্বেষেণ তমসি স্থিতাঃ॥ ইতি চ।

লক্ষ্মীর বশীভূত পুরুষোত্তমের বিচার তাঁহার মতে নাই। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের ন্যায় পূজ্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অখিলরসামৃতমূর্তি রসিকশেখররূপে দর্শন করেন নাই। মাধ্বমতে শ্রীমহাভারতই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণচক্রবর্তিচূড়ামণি। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম-মোহনের পর শ্রীব্রহ্মা শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় ব্রজবাসি-গণের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত ব্রজে জন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু **মধ্বাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মমোহন অধ্যায় স্বীকার করেন নাই।** তিনি **ব্রহ্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসকত্বে স্থাপন**

স্নেহভক্ত্যাঃ সদা দেবাঃ কামিত্বেনাপ্সরঃস্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিন্ন কামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু।
মোক্ষমায়ান্তি নান্যেন ভক্তিং যোগ্যাং বিনা ক্বচিৎ॥
ভক্ত্যা বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্যেন কেনচিৎ।
কামভক্ত্যাপ্সরঃস্ত্রীণামন্যেষাং নৈব কামতঃ॥
উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দনঃ।
জারত্বেনাপ্সরঃস্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা॥
যোগ্যোপাসাং বিনা নৈব মোক্ষঃ কস্যাপি সেৎস্যতি।
অযোগ্যোপাসনা-কর্তু র্নিরয়শ্চ ভবিষ্যতি।
তস্মাত্তু যোগ্যতাং জ্ঞাত্বা হরেঃ কার্যমুপাসনম্॥
পতিত্বেন শ্রিয়োপাস্যো ব্রহ্মণা মে পিতেতি চ।
পিতামহতয়ান্যেষাং ত্রিদশানাং জনার্দনঃ॥
প্রপিতামহো মে ভগবানিতি সর্বজনস্য তু।
গুরুঃ শ্রীব্রহ্মণো বিষ্ণুঃ সুরাণাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
মূলভূতো গুরুঃ সর্বজনানাং পুরুষোত্তমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মাস্য জগতো দৈবং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
ইত্যেবোপাসনং কার্যং নান্যথা তু কথঞ্চন॥"

(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১০।২৭।১৫)

করিয়া গোপীগণকে নিকৃষ্টস্তরে স্থাপন করিয়াছেন। **শ্রীল সনাতনপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে** (১।২-৬ষ্ঠ অধ্যায়), **শ্রীরূপপাদ শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে** (উত্তরখণ্ডে শ্রীভক্তামৃতে), **শ্রীশ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, শ্রীল রঘুনাথ স্তবাবলী** (শ্রীব্রজবিলাস-স্তব ৫,১০, ১০২,১০৪) **প্রভৃতিতে দেবতাগণকে বা ব্রহ্মাকে নিম্নস্তরের ভক্ত এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও সর্বশাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন** করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্যের সিদ্ধান্ত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীচক্রবর্তিপাদ (ভাঃ ১০।২৯।১১শ শ্লোকের) সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণাবতারে নিকৃষ্ট বস্তুসমূহেরও উৎকৃষ্টরূপে লীলা দৃষ্ট হয়, যেমন—মহারাজরাজেশ্বরত্ব-লীলা হইতেও পার্থসারথি-লীলার উৎকর্ষ, তথা উৎকৃষ্ট শান্তরস হইতে নিকৃষ্ট শৃঙ্গার-রসের উৎকর্ষ, সেই শৃঙ্গার-রসেও দাম্পত্যভাব অপেক্ষাও উপপতিত্বভাবের উৎকর্ষ, তথা উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গুঞ্জা, গৈরিক ও শিখিপুচ্ছাদি ভূষণেরই উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। পতিবুদ্ধি অপেক্ষাও জারবুদ্ধিতে নিরঙ্কুশ প্রেম-উৎকর্ষ রহিয়াছে।* কারণ, যে গোপীগণ দুস্ত্যজ আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রুতিমৃগ্য শ্রীমুকুন্দপদবীর ভজন করিয়াছেন, সেই গোপীগণের শ্রীচরণরেণু প্রাপ্তির কামনায় শ্রীউদ্ধব, শ্রীব্রহ্মাদি (ভাঃ ১০।৪৭।৬১ ; ১০।১৪।৩৪) ব্রজে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই গোপীগণকে মধ্বাচার্য স্বর্বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের ভক্তির নিকৃষ্টতা ও

---

* "পতিবুদ্ধেঃ সকাশাদপি জারবুদ্ধৌ 'যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা' (ভাঃ ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদ্যুদ্ধববাক্য-নির্ধারিতাৎ নিরঙ্কুশপ্রেমোৎকর্ষাৎ। তথা অস্মিন্নেবাবতারে নিকৃষ্টবস্তূন্য-প্যুৎকৃষ্টীকুর্বত্যেব লীলা দৃশ্যতে। যথা মহারাজরাজেশ্বরত্ব-লীলাতঃ সকাশাদপি 'বিজয়-রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে, ধৃতহয়-রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।' (ভাঃ ১।৯।৩৯) ইতি ভীষ্মোক্তেঃ পার্থসারথিত্বলীলায়া উৎকর্ষঃ, তথা উৎকৃষ্টাৎ শান্তরসাদপি নিকৃষ্টস্য শৃঙ্গাররসস্য, তত্রাপি দাম্পত্যভাবাদপ্যৌপপত্যভাবস্য, তথা উৎকৃষ্টাদ্রত্নালঙ্কারাদপি নিকৃষ্টস্য গুঞ্জাগৈরিকশিখিপুচ্ছা-দেরুৎকর্ষো দৃষ্ট এবেতি।" (সারার্থদর্শিনী ১০।২৯।১১)

ব্রহ্মার ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন ! শ্রীগীতায় (৮।১৬) 'আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন !' অর্থাৎ হে অর্জুন ! ব্রহ্মার বাসস্থান (সত্যলোক) হইতে সমস্তলোক বা লোকবাসিগণই পুনরাবর্তনশীল ; অর্থাৎ ব্রহ্মার লোকেরও বিনাশ আছে ; সুতরাং ব্রহ্মার ভবনপর্যন্ত-স্থান-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জ্ঞানলাভ না হওয়ায় পুনর্জন্ম অবশ্যই হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার এই সিদ্ধান্ত যাহা শ্রীশ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি ও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ, এমন কি, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মার সর্বশ্রেষ্ঠতা-স্থাপক একমাত্র মধ্বাচার্যই স্বীকার করেন নাই।* শ্রীমদ্ভাগবত তথা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত-স্বীকারকারী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হইতে তত্ত্ববাদগুরু স্বয়ং শ্রী-মন্মধ্বাচার্যের (তদনুগ তত্ত্ববাদিগণের মাত্র নহে) সিদ্ধান্ত যে বহুস্থানে পৃথক্, এমন কি, বিপরীত, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৪।৩১) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ।" অর্থাৎ আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহে ; যেহেতু উদ্ধব ভক্তিরসাস্বাদে নিপুণ, অতএব বিষয়ের দ্বারা ক্ষুব্ধ নহে, আমারই ন্যায় গুণাতীত। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ 'সংক্ষেপভাগবতামৃতে', শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ 'ক্রমসন্দর্ভে', এমন কি, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য তাহা করেন নাই।†

---

* "মহামেরুস্থ-ব্রহ্মসদনমারভ্য ন পুনরাবৃত্তিঃ। তচ্চোক্তং নারায়ণগোপালকল্পে,—আমেরু ব্রহ্মসদনাদাজনান্ন জনির্ভুবি। তথাপ্যভাবঃ সর্বত্র প্রাপ্যোব বসুদেবজম্ ॥" ইতি।
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মধ্বভাষ্যম্, ৮।১৬)

† "যাদবেভ্যশ্চ সর্বেভ্য উদ্ধবো ভগবৎপ্রিয়ঃ।
উদ্ধবাচ্চ প্রিয়তমঃ প্রদ্যুম্নস্তু মহারথঃ ॥
তস্মাদপি প্রিয়তমো রামঃ কৃষ্ণস্য সর্বদা।
নৈব তস্মাৎ প্রিয়তমো বিনৈকস্তু চতুর্মুখম্ ॥

তিনি ঐ শ্লোকের ভাষ্যে 'ব্রহ্মতর্কে'র* একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ বাক্য নিকৃষ্ট জীব ও পরমেশ্বরে যাহারা সমজ্ঞান করে, তাহাদেরই বিচারের প্রতিকূলে। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গ; শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তাঁহারই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীউদ্ধব বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব নহেন। কিন্তু, শ্রীমন্মধ্বাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের টীকায় (ভাগবত-তাৎপর্যে) ব্রহ্ম-তর্কের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—উত্তমগণের সহিত নীচগণের যে আধিক্য, সাম্য বা বিজয়, তাহা নীচগণের মোহ-উৎপাদনার্থ বা উপেক্ষারই জন্য, কিংবা মূঢ়দৃষ্টি-অনুসারে কিঞ্চিৎ সাম্যের জন্যই উক্ত হইয়া থাকে। যাহারা জীব ও ঈশ্বরকে সমান বা তাহা অপেক্ষা অধিক বা অসুরগণকে ভগবানের বিজেতা বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, সেইরূপ মায়াবাদী, পাষণ্ডী ও অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের জন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মতর্কের ঐ সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহা শ্রীউদ্ধবের দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বহির্মুখ-জ্ঞানে মোহন বা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, প্রমাণিত হয়; কিন্তু তাহা সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের (১০।২৯-৩৩ অধ্যায়ের) মধ্যে মাত্র ২৯শ অধ্যায়ের ভাষ্যে গোপীগণের জার-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণসেবাকে গর্হণ করিয়াছেন এবং বাকী চারি অধ্যায়ের কোনও ভাষ্যই করেন নাই। ইহাও গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তির পুত্র শ্রীনরহরি চক্রবর্তি (নামান্তর শ্রীঘনশ্যামদাস) তদ্রচিত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে

সর্বেভ্যোঽপি প্রিয়তমা হরেঃ শ্রীরেব বল্লভা।
নৈব তস্যাঃ প্রিয়তমো বিনা স্বাত্মানমেব তু॥"
(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ১১।১৪।১৫)

* "উত্তমৈরধিকত্বং বা সাম্যং বা বিজয়োঽপি বা।
উচ্যতেঽপি তু **নীচানাং মোহার্থং বাপ্যুপেক্ষয়া।**
মূঢ়-দৃষ্ট্যনুসারাদ্বা কিঞ্চিৎসাম্যেন বা কচিৎ॥"
(ভাগবত-তাৎপর্যম্ ৩।৪।৩১)

(৫।২১৪৯-৬২,২১৬৯-৭২) শ্রীকবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকার' শ্লোক, তথা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-কৃত পদ্য বলিয়া কএকটি অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক উদ্ধার-পূর্বক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ধৃত টীকা ও 'প্রমেয়রত্নাবলী'র শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকবিকর্ণপূরের রচিত ঐরূপ শ্লোক তাঁহার স্বসিদ্ধান্তবিরোধী ; ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের হুবহু অনেক পদ্যানুবাদ, বিশেষতঃ শ্রীল মাধবেন্দ্র যে প্রেমকল্পবৃক্ষের মূল, শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রকটিত সেই সিদ্ধান্ত (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ১।৬-৭) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (আঃ ৯।১০-১২) দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীল কবিকর্ণপূরের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের মধ্বানুগত্যের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। ইহাও একটি বিশেষ প্রমাণ যে, মাধ্বগৌড়ীয়-পরম্পরা শ্রীকবিকর্ণপূরের লেখনী হইতে প্রকটিত হয় নাই। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ যে প্রেমকল্পবৃক্ষের মূল, এ-সম্বন্ধে শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীল ঠাকুরবৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সকলেই সমস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মধ্বানুগত্যের কথা কোন প্রাচীন প্রামাণিক শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকগণের লেখনী হইতেই প্রপঞ্চিত হয় নাই। এ-জন্য শ্রীগৌরগণো-দ্দেশে উদ্ধৃত মাধ্বগুরু-পরম্পরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র ঐতিহ্য ও তথ্যের প্রামাণিকতা-পরীক্ষা

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরুর পদ্য বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীগোপালগুরু বা তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতি গ্রন্থের কোন প্রাচীন পুঁথিতেই এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। পুরীর শ্রী-গোপালগুরু গোস্বামীর 'গাদি' হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত পুথি,

শ্রীরাধাকান্ত-মঠে রক্ষিত 'শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি'র পুঁথি, 'শ্রীব্রজমণ্ডলের সঙ্কেতে' শ্রীমদ্‌আদিকন্দদাস-লিখিত পুঁথি, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমধুসূদনদাস মহাশয়ের সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি, মাদ্রাজ Oriental Manuscripts Libraryতে রক্ষিত, ৩০৫০নং হস্ত-লিখিত পুঁথি প্রভৃতির কোনটির মধ্যেই আমরা শ্রীনরহরি চক্রবর্তিঠাকুর-কর্তৃক শ্রীগোপালগুরুর নামে আরোপিত ঐরূপ বাক্য দেখিতে পাই নাই। তবে এইরূপ হইতে পারে যে, যেমন শ্রীগোপালগুরু ও শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতির মূল-কলেবরে পরবর্তিকালের আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের নামোল্লেখ না করিয়াই তাঁহার রচিত 'মাধুর্যকাদম্বিনী', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা হয় ত' কেহ নিজমতের পোষক মনে করিয়া স্বহস্তলিখিত পুঁথিতে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন, পরবর্তিকালে তাহাই অজ্ঞ লিপিকরগণের হস্তে মূলগ্রন্থের কলেবররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে ; সেইরূপ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর উক্তিগুলিও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'র মূল-গ্রন্থের কলেবররূপে কালক্রমে পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐতিহাসিক সঙ্গতির বিচার না করিয়াই সমাদৃত হইয়াছে। শ্রীধাম-নবদ্বীপের স্বধামগত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামি-বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত ও বটতলা হইতে বহুবার মুদ্রিত (নৃত্যলাল শীলের পুস্তকালয়—১০৪ নং আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা হইতে শরচ্চন্দ্র শীল এণ্ড সন্স্ কর্তৃক প্রকাশিত) 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ'-নামক পুস্তকে শ্রী-মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির গুরুপরম্পরা কেবল শ্রীকবিকর্ণ-পূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশমাত্র নহে, শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চার পর্যন্ত প্রমাণ-নির্দেশসহ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃত-কড়চায়াং শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামিকৃত-শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াঞ্চ"—(বৈষ্ণবাচারদর্পণ—৪র্থ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, ৩০পৃঃ, চৈতন্যাব্দ ৪৪৪)।

শ্রীগোপালগুরুর প্রসিদ্ধ পদ্ধতিগ্রন্থে মাধ্ব-গৌড়ীয়-পরম্পরার অনুল্লেখ

ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হয় যে, একসময় বৈষ্ণবসম্প্রদায়মাত্রকেই 'শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক'—এই চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্গতরূপে প্রদর্শন করিবার যে প্রবল প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, তাহারই অনুকরণ করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার **প্রাচীন প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টামূলে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর রচিত শ্লোকাবলীই শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীকবিকর্ণপূর প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদগণের নামে আরোপিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গৌড়ীয়-গোস্বামী আচার্যগণ** কিংবা **শ্রীকবিকর্ণপূর, এমন** কি, **শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর পূর্বগুরুবৃন্দের মধ্যে শ্রীরসিকানন্দ বা শ্রীরাধাদামোদরের কোনপ্রকার লেখনী বা সাম্প্রদায়িক প্রামাণিক গুরুপরম্পরার মধ্যে বা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের অকৃত্রিম কোনও লেখনীতে শ্রীমধ্বাম্নায়ের আনুগত্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের লেখনীর মধ্যেই সর্বপ্রথমে শ্রীমধ্ব হইতে গুরুপারম্পর্যের সংযোগের চেষ্টা দেখা যায়। তৎপরে বহু ঐতিহাসিক সঙ্গতিহীন শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীতেও তাহা স্থান পায়।

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' পুস্তকে (শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯ খৃঃ সংস্করণ, ৫৮২ পৃঃ) শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-গোস্বামিপাদের মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির প্রমাণাবলীর মধ্যে 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকা' ও শ্রীগোপালগুরু-কৃত পদ্য (ভক্তিরত্নাকরধৃত) ব্যতীতও শ্রীদেবকীনন্দন-কৃত 'বৃহদ্বৈষ্ণববন্দনা'র পুঁথি, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নামে আরোপিত 'শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা'র পুঁথি, মনোহরদাসের 'অনুরাগ-বল্লী', 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য', 'প্রমেয়-রত্নাবলী', লালদাস-কৃত 'ভক্তমাল', 'শ্রীমুরলীবিলাস' ও 'অদ্বৈতপ্রকাশ' পুস্তকের নাম করা হইয়াছে। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কৃত শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তিসূচক শ্লোক সমূহই প্রক্ষিপ্ত

হইয়া থাকিবে; শ্রীগোপালগুরু বা তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের রচিত কোনও প্রামাণিক প্রাচীন পদ্ধতি-পুঁথির কোথায়ও ঐরূপ শ্লোক পাওয়া যায় না। ইহা পূর্বেই যথেষ্ট প্রমাণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীদেবকীনন্দন-কৃত সংস্কৃত 'শ্রীবৈষ্ণবাভিধান'—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত 'সাধনসংগ্রহ' পুস্তক (২০৪-৮ পৃঃ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১) ও রাধানাথ কাবাসী-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসারে'র (৬৫৪-৫৯ পৃঃ, ৫ম সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৯) অন্তর্গত, অথবা শ্রীদেবকীনন্দন বা শ্রীদৈবকী-নন্দনদাসকৃত 'শ্রীশ্রীবৈষ্ণববন্দনা' (বা শ্রীশ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণববন্দনা)—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১), ঐ—রাধানাথ কাবাসী-সম্পাদিত (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৯), ঐ—বসুমতী সংস্করণ (বঙ্গাব্দ ১৩৪২) প্রভৃতি কোনও সংস্করণেই এ-যাবৎ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির নামগন্ধ পর্যন্ত নাই; বরং তাহাতে এই পদটি আছে—

"সাবধানে বন্দোঁ আগে শ্রীমাধবপুরী। বিষ্ণুভক্তিপথের প্রথম অবতারী॥"*

তৎপরেই শ্রীগৌর-আনা-ঠাকুর মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর বন্দনা আছে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের নামে আরোপিত 'শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্ব-চন্দ্রিকা'র একটি পুঁথি আমরা শ্রীপাট বরাহনগরের শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থাগারে (পুঁথি নং ২৪১ ; ১৪″ × ৫″ ; ১-৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) দেখিয়াছি। তাহার প্রারম্ভ এই—"যা কৃতা কবীন্দ্রকর্ণপূরপাদসারসৈঃ, পঞ্চতত্ত্বকাদিনাম-বর্ণনাদি-পুস্তিকা। তাং বিলোক্য কিঞ্চ বৈ স্বরূপবর্ণনা-দিকং, সন্মুদে সুবর্ণ্যতে স্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা॥" তৎপরে মুদ্রিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার কতিপয় শ্লোক সামান্য কিছু পাঠান্তরসহ দৃষ্ট হয়। উক্ত পুঁথিতে শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্য-পারম্পর্য বলিতে গিয়া উহাকে **"অন্তর্গর্ভসম্প্রদায়"** বলা হইয়াছে (অন্তর্গর্ভসম্প্রদায় ইত্যতঃ কথ্যতে বুধৈঃ); আর পুঁথির

শ্রীল বিশ্বনাথের নামে আরোপিত কল্পিত পুঁথি

* অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত সং, ২১০ পৃঃ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১

লিপিতে মধ্বাচার্যের স্থানে 'মাধবাচার্য', জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধুর স্থানে 'জ্ঞানলব্ধ' পাঠ দেখা যায়। মুদ্রিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পুরুষোত্তমের শিষ্য ব্যাসতীর্থ, তাঁহার শিষ্য লক্ষ্মীপতি তীর্থ—এইরূপ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু বরাহনগরের 'গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা'-পুঁথিতে শ্রীপুরুষোত্তমের 'ব্যাসতীর্থ ও লক্ষ্মীপতি'—এই দুই শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। মুদ্রিত শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় জয়ধর্মের শিষ্য শ্রীভক্তিরত্নাবলীকার শ্রীবিষ্ণুপুরীর নাম আছে ; কিন্তু কথিত পুঁথিতে শ্রীবিষ্ণুপুরীর কোন নাম নাই। এই পুঁথির উপসংহারে পুষ্পিকা এইরূপ পাওয়া যায়—"ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিনা বিরচিতা শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা সমাপ্তা। শ্রীরামনারায়ণছাত্র কো মুদা নন্দনারায়ণভূসুর য লিলেখ গৌরগণস্বরূপতত্ত্বাভিধাং সুন্দরচন্দ্রিকামিয়ং।"

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' (ষষ্ঠ সং, ৩৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকায়) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর-কৃত 'গৌরগণচন্দ্রিকা'-নামক এক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে কএকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। উহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের পর যে-সকল পাষণ্ড-মতবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদিগের মত গর্হণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই-সকল শ্লোক বা এই জাতীয় কোন কথা বরাহনগরের শ্রীপাট-বাটীর শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকার পুঁথিতে নাই। ডাঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র মধ্যে (২য় সং, ২১শ পরিচ্ছেদ, ৪১৪ পৃঃ) কবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-অবলম্বনে শাখানির্ণয়-জাতীয় বিভিন্ন নিবন্ধের যে-সকল নাম করা হইয়াছে, (যথা—দেবনাথ-দাসের 'শ্রীগৌরগণাখ্যান', অজ্ঞাতনামা লেখকের 'শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ', বলরামদাসের 'শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা', হৃদয়ানন্দদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-গণোদ্দেশদীপিকা' ইত্যাদি) তাহাতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃত 'শ্রীগৌরগণ-স্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা' (বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরের) পুঁথির কোন নাম পাওয়া যায় না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন; অথচ তাঁহার সুবিপুল প্রামাণিক ভক্তিসাহিত্যের আর কোন স্থানেই উহার নামগন্ধ করেন নাই, ইহা হইতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত ও বিভিন্ন গ্রন্থের টীকার মঙ্গলাচরণে গৌড়ীয় গুরুবর্গের নাম করিয়াছেন। দশম স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়, শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথদ্বয়, শ্রীলোকনাথ, শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি গুরুবর্গের বন্দনা করিয়া "তমশ্ছন্নদৃশাং যৈর্নঃ কৃতে ভাবার্থদীপিকা। কৃতা কৃপালবস্তেঽত্র শ্রীধরস্বামিনো গতিঃ ॥"—এইরূপ গৌরবসূচক বাক্যে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের বন্দনা করিয়াছেন। এখানেও পূর্বগুরু মধ্বাচার্যের কোন নাম-গন্ধ নাই। শ্রীচক্রবর্তিঠাকুর স্বকৃত 'শ্রীগোপালদেবাষ্টকে' সপ্তম শ্লোকে "অধিধরমনুরাগং **মাধবেন্দ্রস্য** তন্বং-,স্তদমলহৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্। প্রকটিতনিজশক্ত্যা বল্লভাচার্যভক্ত্যা, স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীলগোপালদেবঃ ॥" শ্রীগোপালদেবের বন্দনা-প্রসঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের উচ্ছলিত অনুরাগ ও তাঁহার নির্মল হৃদয় হইতে উদ্‌গত প্রেমসেবার কথা উল্লেখ এবং শ্রীবল্লভাচার্যের ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু **চক্রবর্তিঠাকুরের কোন সুপ্রচারিত অকৃত্রিম সাহিত্যেই মধ্বসম্প্রদায়ের কোনরূপ প্রশস্তি পাওয়া যায় না। অথচ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তাঁহার রচিত 'গোবিন্দভাষ্যে', 'সিদ্ধান্তরত্নে', 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে, তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় স্পষ্ট ভাষায় প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে 'মধ্বানুগত' করিবার প্রবল প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।**

শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার 'ভাগবত-তাৎপর্যে' (১০।২৯।১১) লিখিয়াছেন,—'কৃষ্ণকামা গোপীগণ দেহত্যাগান্তে স্বর্গে গমন করেন, কামহেতু তাঁহাদের পরব্রহ্মে গতি হয় নাই। জগৎপ্রপিতামহ শ্রীভগবানে জারবুদ্ধি উচিত

নহে। কোন কোন স্বর্বেশ্যাগণেরই পারকীয়ভাবে উপাসনার যোগ্যতা' (ভাঃ ১০৷২৯৷১৫) ইত্যাদি; আর অপ্রাকৃত পারকীয় ভজনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থক শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর বলিলেন,—'পতিবুদ্ধি অপেক্ষাও জারবুদ্ধিতে নিরঙ্কুশ প্রেমোৎকর্ষ রহিয়াছে; কারণ, যে গোপীগণ দুস্ত্যজ আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রুতিমৃগ্য শ্রীমুকুন্দপদবীর ভজন করিয়াছেন, সেই গোপীগণের শ্রীচরণরেণু-প্রাপ্তি-কামনায় শ্রীউদ্ধব, শ্রী-ব্রহ্মাদি ব্রজে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, (সারার্থদর্শিনী ১০৷২৯৷১১)। অতএব শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মধ্বানুগত বলিবেন, ইহা একটি অবাস্তব হাস্যাস্পদ কল্পনামাত্র।

শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের সিদ্ধান্ত মাধ্বমত-বাদের প্রতিকূল

মনোহরদাসের নামে আরোপিত 'অনুরাগবল্লী' বা ঈশান নাগরের 'শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ' প্রভৃতির ভাব, ভাষা ও সিদ্ধান্ত একটু নিরপেক্ষ হইয়া আলোচনা করিলেই ঐ-সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতার মূল্য যে কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন।* 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'-কার্যালয় হইতে মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়-সম্পাদিত (৩য় সং, গৌরাব্দ ৪৪৫) 'অনুরাগ-বল্লী'র ৪৮-৫৪ পৃষ্ঠায় শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায়ের যে-সকল ইতিহাস

---

* অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি-অনুসারে ঢাকা জেলার উথলী গ্রামের শ্রীনাথ গোস্বামি-কর্তৃক শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামে আবিষ্কৃত একমাত্র হস্তলিখিত পুঁথির নকল হইতে ঈশাননাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় অচ্যুতবাবুর ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ)। এ পর্যন্ত ইহার দ্বিতীয় পুথি কোথায়ও পাওয়া যায় নাই বা লাউড়ের মূল পুথিও শিশির বাবু বা অচ্যুত বাবু কেহই স্বচক্ষে দেখেন নাই। তাঁহারা কেবল নকল পাইয়াছিলেন এবং সেই নকলটিও নাকি ঢাকার জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরীর নিকট অচ্যুত বাবুর দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল; তাহা উক্ত যতীন বাবুর স্বধাম-প্রাপ্তির পর অচ্যুত বাবু জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ উহা পণ্ডিত-সমাজের কেহ সাক্ষাদ্ভাবে দেখেন নাই। (Vide the 'Journal of the Assam Research Society', January, 1935, pp. 89-90, and April, 1935, p. 11)

বাংলা পদ্যবন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা যে অতি আধুনিক ও আনুকরণিক অভিসন্ধিযুক্ত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' ও 'মুরলীবিলাস'কে 'নাতিপ্রামাণিক' বলিয়া অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদানে'ই (৫৮২ পৃঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং উহার আলোচনা নিরর্থক। বলিতে কি, ঐ-সকল গ্রন্থের সৃষ্টির ইতিহাস কোন কোনও সুপ্রাচীন বৈষ্ণব মহাত্মার শ্রীমুখে কেহ কেহ শ্রবণ করিয়াছেন।

কতিপয় অপ্রামাণিক সাহিত্যের অভিসন্ধি

লালদাস-কৃত 'ভক্তমালে'র (বলাইচাঁদ গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) সম্পাদক অনুমান করেন যে, লালদাস শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং লালদাসের 'ভক্তমালে' চরিত্র-বিভাগটি প্রধানতঃ নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল ও উহার প্রিয়াদাস-কৃত টীকা হইতে সঙ্কলিত। লালদাস লিখিয়াছেন,—শ্রীধরস্বামী পূর্বাশ্রমে পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীকে রাখিয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন এবং পুত্র-প্রসবান্তে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বালকের রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলে দৈবযোগে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। কিন্তু নাভাদাসের হিন্দী ভক্তমালে বা উহার টীকায় কিংবা অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এ জাতীয় ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

লালদাসের 'ভক্তমালে' (৩৫৮ পৃঃ) দেখা যায়, মায়াবাদী 'প্রকাশানন্দ সরস্বতী'কে মহাপ্রভু উদ্ধার করিয়া 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী' নাম রাখিয়াছিলেন, এরূপ ইতিহাস নাভাজীকৃত 'হিন্দী ভক্তমালে' বা উহার 'বার্তিক-প্রকাশে' নাই। তাহা ছাড়া লালদাসের ভক্তমালে বিবিধ কিংবদন্তী-মূলক সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ উক্তি আছে। বিশেষতঃ লালদাসের মূল-প্রমাণ ও আকর নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমালে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের বা শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির কোনও কথা নাই। সুতরাং লালদাসের ভক্তমালের প্রামাণিকতা সহজেই সুধীগণের বিচার্য।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকরে'র উপসংহারে নিজ পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্রই শ্রীনরহরি চক্রবর্তী, নামান্তর শ্রীঘনশ্যাম দাস। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-কৃত 'গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা'-নামক কোন পুঁথির অস্তিত্ব থাকিলে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরের যে স্থানে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তির ইতিহাস লিখিয়াছেন, তথায় নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থের নাম বা স্থানের পরিচয় প্রদান করিতেন। স্বীয় পিতৃদেবের সুপ্রসিদ্ধ মহা-মহোপাধ্যায় আচার্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত বড় একটা প্রমাণ-সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই নীরব থাকিতেন না। বস্তুতঃ শ্রীভক্তিরত্নাকরে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ থাকিলেও উহাদের প্রামাণিকতা খুব সতর্কতার সহিতই গ্রহণযোগ্য। তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের ভূতপূর্ব শিষ্য ও পণ্ডিতাচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কর্তৃক কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা সমসাময়িক প্রয়োজনানু-রোধে গৌড়ীয়গণের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির প্রচেষ্টা এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহার পরবর্তী বা সমসাময়িক ন্যূনাধিক সকল গ্রন্থকারই ঐ মতবাদ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে তথাকথিত প্রসিদ্ধ চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায় বা শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গতরূপে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীপদ্মপুরাণের যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া চারিটি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত মন্ত্রের বিফলতা প্রমাণ করা হয়, তাহা কিন্তু মুদ্রিত পদ্মপুরাণের কোন সংস্করণে বা এযাবৎ পরিদৃষ্ট পদ্মপুরাণের কোন হস্তলিখিত পুঁথিতেই পাওয়া যায় না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ-ঘেরার মধুসূদনদাস গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় স্বয়ং শ্রীপদ্মপুরাণের সর্বত্র বহু অনুসন্ধান

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীবিশ্বনাথের প্রমাণ-শ্লোক নাই কেন?

শ্রীপদ্মপুরাণে চতুঃসম্প্র-দায়ের প্রামাণিক শ্লোকের অস্তিত্বাভাব

করিয়া ‘শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ’ ইত্যাদি শ্লোক-সমূহ কোথায়ও প্রাপ্ত না হইয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামী ঠাকুরের নিকট ঐ শ্লোক কএকটির স্থান-পরিচয় জানিবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তখন এই গ্রন্থ-লেখক তাঁহার কএকজন সহকারী পণ্ডিতের সহিত বিভিন্ন সংস্করণের পদ্মপুরাণ ঘাঁটিয়া কোথায়ও ঐ কএকটি বহুলপ্রচারিত শ্লোকের স্থান-পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, ইহা উক্ত গোস্বামী মহাশয়কেও জানান হইয়াছিল। জয়পুরের গল্‌তার গাদিতে রামানন্দি-দলের কতিপয় পণ্ডিতমণ্ডলী উপরি-উক্ত তথাকথিত চতুঃসম্প্রদায়ের কোন না কোন একটিতে অন্তর্ভুক্তি এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুকরণে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-সমর্থক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য ও সহস্রনামভাষ্য ব্যতীত সম্প্রদায়-সিদ্ধি হয় না, এইরূপ এক মতবাদ পোষণ করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু সেই-সকল মতবাদী সাম্প্রদায়িকদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য ঐরূপ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যখন ষড়্‌গোস্বামীর লেখনীর মধ্যে, অথবা শ্রীকবিকর্ণপূরের ‘শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য’ ও ‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে’, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঘুণাক্ষরেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির কথা নাই, তখন পরবর্তিকালীয় কষ্টকল্পিত অন্য প্রমাণের মূল্য খুবই কম। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের নামে আরোপিত ‘বৈষ্ণববন্দনা’র উপসংহারে নিম্নলিখিত যে উক্তিটি উদ্ধার করিয়া ‘শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদান’ পুস্তকে (৫৮১ পৃঃ) গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ‘মাধব-সম্প্রদায়’ বলা হইয়াছে, তাহা এই—“এতদ্বৈষ্ণব-বন্দনং সুখকরং সর্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদং। **শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায়**-গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্‌ ॥” ঐ আরো-পিত বৈষ্ণব-বন্দনার প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিলেও শ্রীজীবপাদের উক্তিতে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবকে **মাধব-সম্প্রদায়** (‘মাধ্ব’ নহে) অর্থাৎ মাধবেন্দ্রের সম্প্রদায় বলা সমীচীনই হইয়াছে ; কারণ,

শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দ পুরীপাদই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূল পুরুষ। 'শ্রীমন্মাধ্বিক-সম্প্রদায়' ('শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' পরি—৬, ১১২ পৃঃ) পাঠেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায় 'মাধ্বিক' অর্থাৎ **রসিক-সম্প্রদায়** বুঝায়। কারণ, শ্রীরূপপাদ তাঁহার 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে'র প্রথমেই অনর্পিতচর-উন্নত-উজ্জ্বলরস-প্রদাতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রণামান্তে, গৌড়ীয়গণকে **'রসিক-সম্প্রদায়'** নামে অভিহিত করিয়াছেন,—"কিশোর-শিরোমণের্নন্দ-নন্দনস্য প্রেমভরাকৃষ্টহৃদয়ো নানাদিগ্‌দেশতঃ সাম্প্রতং **রসিকসম্প্রদায়ো** বৃন্দাবনবিলোকনোৎকণ্ঠয়া কেশীতীর্থোপকণ্ঠে সমীয়িবান্।" (শ্রীবিদগ্ধ-মাধবনাটকম্ ১।২, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সম্পাদিত সংস্করণ)

বর্তমানে লভ্য শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার মুদ্রিত সংস্করণ ও হস্তলিখিত পুথিতে* যে মাধ্বসম্প্রদায়ের পরম্পরা পাওয়া যায়, তাহা ঐতিহাসিক

---

* 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' পুঁথি ঃ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—৪৩৮৭ নং (ক), ৩৫০২ নং (খ); বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থমন্দির—২০০৩ নং (গ), ৭০৫ নং (ঘ), ৪২২ নং (দেবনাগর অক্ষর) (ঙ), ৮৬ নং (চ); রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি—১০২৪ নং (১৭৫১ শকাব্দা) (ছ); শ্রীবনমালিলাল-গ্রন্থাগার, শ্রীবৃন্দাবন—(সংখ্যাহীন) (জ)। মুদ্রিত ঃ— বহরমপুর, ১ম সংস্করণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪০১; শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, কাল্‌না, ২য় সং, ৪৫৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ইত্যাদি।

"তত্র মাধ্বী-সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে। পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎ-পতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্॥ শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ॥ ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ। চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্॥ নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্যমহাশয়ঃ॥ তস্য শিষ্যো নরহরি-স্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ॥ তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ॥ জয়ধর্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্‌গণমধ্যতঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ॥ জয়ধর্মস্য শিষ্যোঽ-ভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥ শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মোঽয়ং প্রবর্তিতঃ॥"

ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য **'শতদূষণী'**-নামক কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমধ্বাচার্যের মূলস্থান উড়ুপীর তত্ত্ববাদী পণ্ডিতগণ কেহই জানেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ (ভাঃ ১০।৮৭।২ শ্লোঃ) শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীতে এক 'শতদূষণী'-গ্রন্থকে শ্রীসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"**শ্রীবৈষ্ণবানাং** শ্রীভাষ্য-তদীয়টীকয়োঃ **শতদূষণ্যাদিষু** চ, তত্ত্ববাদিনাং বিষ্ণুতত্ত্বপ্রকাশিকাদৌ ন্যায়ামৃতাদৌ" ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন,—'গৌড়পূর্ণানন্দ কবি-চক্রবর্তী' মধ্বাচার্যের অনেক পরে ন্যায়মতানুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে 'মায়াবাদ-শতদূষণী' বা 'তত্ত্বমুক্তাবলী'-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবাচার্য ইহার নাম করিয়াছেন।* যাহা হউক, 'মায়াবাদ-শতদূষণী'র লেখক গৌড়পূর্ণানন্দ যে শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য নহেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

'মায়াবাদ-শতদূষণী' শ্রীআনন্দতীর্থ-রচিত নহে

দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীপদ্মনাভাচার্যের শিষ্য—শ্রীনরহরি, শ্রীনরহরির শিষ্য—শ্রীমাধব, শ্রীমাধবের শিষ্য—শ্রীঅক্ষোভ্য,—এইরূপ লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমরা উড়ুপী হইতে যে শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্য-পরম্পরার তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীমাধবতীর্থ—এই তিনজনই শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্য এবং পরস্পর গুরুভ্রাতা। ইঁহারা ক্রমশঃ 'উত্তরাদি-মঠে'র গাদিতে উপবিষ্ট হন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ডক্টর বি, এন্, কৃষ্ণমূর্তি শর্মা মহাশয় যে মধ্বশিষ্য-পারম্পর্যের তালিকা দিয়াছেন, তাহাও ঐ সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। কৃষ্ণমূর্তি শর্মার তালিকানুযায়ী শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থও শ্রীমধ্বাচার্যেরই শিষ্য এবং শ্রীমাধবতীর্থের গুরুভ্রাতা। উড়ুপীর 'অদমার মঠ' হইতে আমরা ইঁহাদের মঠাধীশত্ব-লাভের যে তারিখ প্রাপ্ত

* রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-কৃত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র ভূমিকা—২৮ পৃঃ, কলিকাতা, ১৯৩১ খৃঃ।

হইয়াছি, তাহা হইতে ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি শর্মার * প্রদত্ত তারিখগুলি আরও পরবর্তী। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দক্ষিণদেশ ও উড়ুপী ভ্রমণকালে সংগৃহীত যে তথ্য রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় (১৩৪২, পৌষ) উদ্ধার করিয়াছেন ; উহাই 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' পুস্তকে (৫৮৪ পৃঃ) পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে।

---

* Vide 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute', Vol. XIX, Part IV, 1939—'The Post-Madhva Period' by B. N. Krishnamurti Sarma, M. A., (pp. 369-70).

Sri Madhvacarya (1238—1317)

1. Padmanabha Tirtha (d. 1324)
2. Narahari Tirtha (d. 1333)
3. Madhava Tirtha (d. 1350)
4. Aksobhya Tirtha (d. 1365)

5. Jayatirtha (1388)
6. Vidyadhiraja (1412)
7. Rajendra T. (1430)
8. Jayadhvaja T. (1443)
9. Purusottama T. (1460)
10. Brahmanya T. (1478)
11. Vyasaraya (1539)
12. Srinivasa T.
13. Rama T.
14. Laksmikanta T.
15. Sripati T.

(12–15: Bracketed names are of those who did not succeed to the Pitha.)

16 Ramacandra (g. 1627)
17. Laksmivallabha
18. Laksminatha (g. 1642,63)
19. Laksmipati (g. 1690)

'g'—denotes the year of grants.

"There are two Vyasatirthas in the history of Dvaita Literature as there are two Laksmipatis. The first Vyasatirtha was a disciple of Jayatirtha and was the author of comms. on some of the Upanisads. His date has been given by me as circa 1370—1400. The other Vyasatirtha, who was the Guru of Laksmipati No. 1, and is associated by Baladeva and others with the origin of the

বর্তমানে লভ্য 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীঅক্ষোভ্যের শিষ্য—শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীজয়তীর্থের শিষ্য—শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, শ্রীজ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য—শ্রীমহানিধি, তচ্ছিষ্য বিদ্যানিধি, তচ্ছিষ্য শ্রীরাজেন্দ্র, শ্রীরাজেন্দ্রের শিষ্য—শ্রীজয়ধর্ম, শ্রীজয়ধর্মের শিষ্য—শ্রীভক্তিরত্নাবলীকার শ্রীবিষ্ণুপুরী—এইরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু উড়ুপীর মঠে রক্ষিত তালিকা এবং ডক্টর বি, এন্, কৃষ্ণমূর্তি শর্মার প্রকাশিত তালিকার সহিত মুদ্রিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার উক্ত

Caitanya System, was later. He was the author of the three famous classics, Nyayamrta etc., and died in 1539. He was the Guru of Emperor Krishnadevaraya of Vijayanagar and is generally known as Vyasaraya or Vyasaraja, also having, it is believed, actually sat on the throne of Vijayanagar for some time during the Kuhuyoga of his disciple Krishnadevaraya. For full details and authorities, vide my paper on 'Vyasaraya' (N. I. A.). The name Vyasaraya is not used with reference to the first Vyasatirtha in Madhva circles. It is exclusively used with reference to the second Vyasatirtha, who is also more generally designated as Vyasaraya or Vyasaraja (to differentiate him from the predecessor of the same name)."—Extract from the letter dated 19-11-49 from Vidyabhusana Dr. B. N. Krishnamurti Sarma, M. A., Ph. D., to the author.

"Laksmipati, mentioned by the Bengalee writers, does not come in anywhere in the regular preceptorial line of Vyasaraya among his successors. He is not the same as the other Laksmipati Tirtha mentioned by me in the genealogical table No. 2. (A. B. O. R. I.) as one of the later successors of Vyasaraya on the Pitha of his Mutt which continues to this day. You will find from the date 1690 given to this second Laksmipati that he is obviously a different personage from the one stated to have been the Guru of Madhavendra Puri. The second Laksmipati was not a direct disciple of Vyasaraya. He was merely a later-day Pontiff of the Mutt founded by Vyasaraya and was one of his successors. He is 19th in succession from Madhva and received a c. p. grant in 1690 A. D."—Extract from the letter dated 19-11-49 from Vidyabhusana Dr. B. N. Krishnamurti Sarma, M. A., Ph. D., to the author.

তালিকার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উড়ুপীর 'উত্তরাদি-মঠে' যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে জয়তীর্থের শিষ্য—বিদ্যাধিরাজ (১১৯০ শক = ১২৬৮ খৃষ্টাব্দ) ; বিদ্যাধিরাজ হইতে পঞ্চম অধস্তন (১২৯৮ শক = ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দ) এক বিদ্যানিধির নাম পাওয়া যায়। বিদ্যাধিরাজের অপর শিষ্য রাজেন্দ্র

"It seems to me that much confidence cannot be placed on the genealogy furnished by Kavikarnapura and Baladeva. It is wrong and defective in many places. The names of Jnanasindhu and Dayanidhi are nowhere to be found among the successors of Jayatirtha. Vidyanidhi is evidently a mistake for Vidyadhiraja and Jayadharma for Jayadhvaja. * * * There are not sufficient proofs that Isvara Puri was at any time imbued with purely Madhva ideas. Even if he had been, his title 'Puri' is sufficient indication that he could not have belonged to the Madhva Order, which in the 16th century could never have tolerated such a distinctly Advaitic title for one of its brethren. We know too, Caitanya himself (1485-1533) was a younger contemporary of Vyasaraya (1478-1539). It sounds rather strange that Caitanya should have preferred to take orders from an Advaitic monk in or about 1509, when he ought to have known that the illustrious Vyasaraya (the Paramaguru of his Paramaguru, according to the table of Baladeva) was then alive and at the height of his power in the South. All things considered, it appears to be more or less certain that Caitanya had not heard of Vyasaraya at all, until much later,—say about 1520, when he went to the South. * * * Most probably it was this Visnu Puri who was the real father of the Bhakti movement in the North and the teachers Laksmipati, Madhavendra Puri, and Isvara were descended from him and of these Isvara Puri was probably contemporaneous with Vyasatirtha and presumably well-acquainted with him."—('Indian Culture', Vol. IV, July, 1937—April, 1938, Pp. 429-34 : 'Madhva Influence on Bengal Vaisnavism' by B. N. Krishnamurti Sarma.)

"Vyasa Tirtha was a senior contemporary of Caitanyadeva, who, however, predeceased him by a few years. Kavikarnapura, the author of the 'Gauraganoddesadipika', was a junior contem-

(১২৫৪ শক = ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ), তচ্ছিষ্য বিজয়ধ্বজ, তচ্ছিষ্য পুরুষোত্তম, তচ্ছিষ্য সুব্রহ্মণ্য বা ব্রহ্মণ্যতীর্থ, ব্রহ্মণ্যতীর্থের শিষ্য—ব্যাসরায় তীর্থ।* উড়ুপীর মঠের তালিকানুসারে ব্যাসরায় (১৪৭০—১৫২০ শক = ১৫৪৮—১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ) মঠাধীশ ছিলেন ; ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি শর্মার মতে ব্যাসরায়ের কাল—১৪৭৮ হইতে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ।†

---

porary of Caitanyadeva, and he could not have been so foolish as to have made Vyasa Tirtha the Paramaguru of Madhavendra. * * * All the ascetics of the Vyasakutiya branch of that sect are named Tirthas, while those of the Dasakutiya branch take the common Vaisnava name of 'Dasa'. One will search in vain for a Giri or a Puri in the Guruparamparas of that sect."—('Caitanya-deva and Sri Madhva' by Rai Bahadur Amarnath Ray, B. A., in the 'Journal of the Assam Research Society', Vol. III, No. 1, April, 1935, P. 10)

* শ্রীব্যাসতীর্থ (১) ন্যায়ামৃত (২) তর্কতাণ্ডব, (৩) তাৎপর্য-চন্দ্রিকা, (৪-৬) খণ্ডনত্রয়-মন্দারমঞ্জরী, (৭) তত্ত্ববিবেকমন্দারমঞ্জরী, (৮) ভেদোজ্জীবন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ কেবলাদ্বৈতবাদকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খণ্ডন করিয়া বৈদান্তিক বিশ্বে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদী শ্রীমধুসূদন সরস্বতী 'ন্যায়ামৃতে'র প্রতিপক্ষে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থ রচনা করেন। অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীরামাচার্যতীর্থ-রচিত 'তরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়। তরঙ্গিণীর খণ্ডন আবার অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের 'ব্রহ্মানন্দীয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'ব্রহ্মানন্দীয়ে'র খণ্ডন মধ্ব-সম্প্রদায়ের 'বনমালিমিশ্রীয়' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়া উক্ত বাদপ্রতিবাদ মূলক গ্রন্থ **'পঞ্চভঙ্গী'** নামে খ্যাত হইয়াছে।

† শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।২) ব্যাসরায়কৃত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ১৫০০ শকাব্দে সংক্ষেপবৈষ্ণব-তোষণী ও ১৫১৪ শকাব্দে শ্রীগোপালচম্পূ (উত্তর) সম্পূর্ণ করেন। কেহ কেহ বলেন ব্যাস-তীর্থের সহিতই উড়ুপীতে শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার ও সংলাপ হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন যে, শ্রীজীবপাদের তত্ত্বসন্দর্ভে (১৮ অনু) উল্লিখিত ব্যাসরায়, ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরায় নহেন, তাঁহাদের ঐ কুতর্ক সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীর বাক্যই নিরস্ত করিয়াছে।

বর্তমানে উপলভ্যমান **শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-গ্রন্থ-ধৃত** * **মাধবগুরুপরম্পরা হইতে শ্রীমদ্ বলদেবের গোবিন্দভাষ্য-ধৃত**

মাধ্বগুরুপরম্পরা অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ; যেমন, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার শ্লোকে শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্য পদ্মনাভ, পদ্মনাভের শিষ্য নরহরি, নরহরির শিষ্য মাধব—এইরূপ আছে ; কিন্তু উড়ুপীর মঠে যে ঐতিহাসিক তালিকা আছে, তাহাতে শ্রীমধ্বের শিষ্যত্রয় পদ্মনাভ, নৃহরি ও মাধব যথাক্রমে মঠাধীশ হন। এস্থলে বলদেবের তালিকা নির্ভুল। উড়ুপীর মঠাম্নায়ে জয়তীর্থের শিষ্য 'জ্ঞানসিন্ধু' পাওয়া যায় না ; কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও গোবিন্দ-ভাষ্যের তালিকায় জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। আবার শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য 'মহানিধি', গোবিন্দভাষ্যে দয়ানিধি দেখা যায় ; 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর নামে আরোপিত তালিকায় জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য 'মহানিধি'ই আছে অর্থাৎ গৌর-গণোদ্দেশের সহিত মিল আছে ; কিন্তু উড়ুপীর মঠাম্নায়ে 'মহানিধি' বা 'দয়ানিধি' বলিয়া কোন নামই নাই। গোবিন্দভাষ্যে দয়ানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি, আর গৌরগণোদ্দেশ ও ভক্তিরত্নাকর-ধৃত গোপালগুরুর তালিকায় মহানিধির শিষ্য 'বিদ্যানিধি' দেখা যায় ; কিন্তু উড়ুপীর মঠাম্নায়ে জয়তীর্থের চারি পুরুষের পর রামচন্দ্রের শিষ্য বিদ্যানিধির নাম পাওয়া যায়। গৌরগণোদ্দেশে, গোপালগুরু গোস্বামীর নামে আরোপিত শ্লোকে ও গোবিন্দভাষ্যে রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্মের উল্লেখ সমভাবেই আছে ; কিন্তু উড়ুপীর মঠাম্নায়ে রাজেন্দ্রের শিষ্য 'বিজয়ধ্বজ' দেখিতে পাওয়া যায়। গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার শ্লোকানুযায়ী জয়ধর্মের শিষ্য শ্রীভক্তিরত্নাবলীকার—শ্রী-বিষ্ণুপুরী ; কিন্তু গোপালগুরুর নামে আরোপিত বা গোবিন্দভাষ্যের তালিকায় 'বিষ্ণুপুরী'র নাম নাই। উড়ুপীর মঠাম্নায়ে বিজয়ধ্বজের শিষ্য পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের শিষ্য সুব্রহ্মণ্য, সুব্রহ্মণ্যের শিষ্য ব্যাসরায়,—এইরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ব্রহ্মণ্য ও পুরুষোত্তম একব্যক্তি বলিয়া মনে হয় এবং তিনি জয়ধর্মের শিষ্য। গোবিন্দভাষ্যের

মাধ্ব-পরম্পরা-বিচার

তালিকায়* পুরুষোত্তমের শিষ্য—ব্রহ্মণ্য, ইহা উড়ুপীর মঠাম্নায়ের সহিত ঠিক আছে ; তবে সুব্রহ্মণ্য-স্থানে 'ব্রহ্মণ্য' হওয়া বিশেষ পার্থক্যসূচক নহে। ব্রহ্মণ্যের শিষ্য—ব্যাসতীর্থ, ইহা গোবিন্দভাষ্য ও গোপালগুরুর নামে
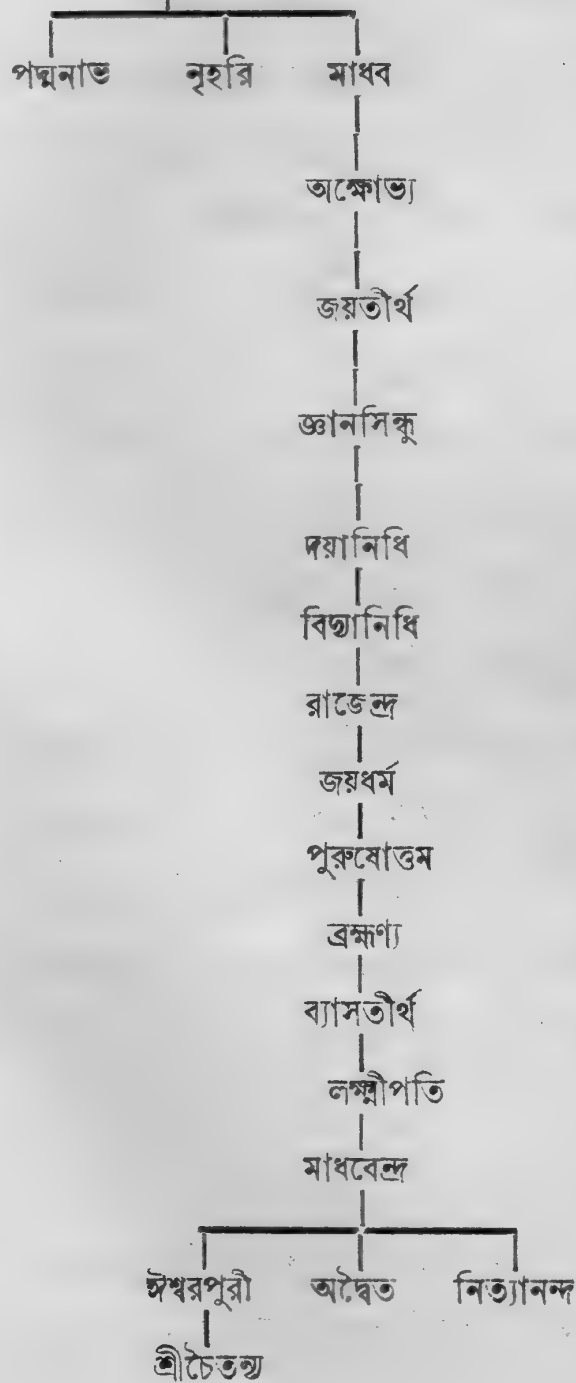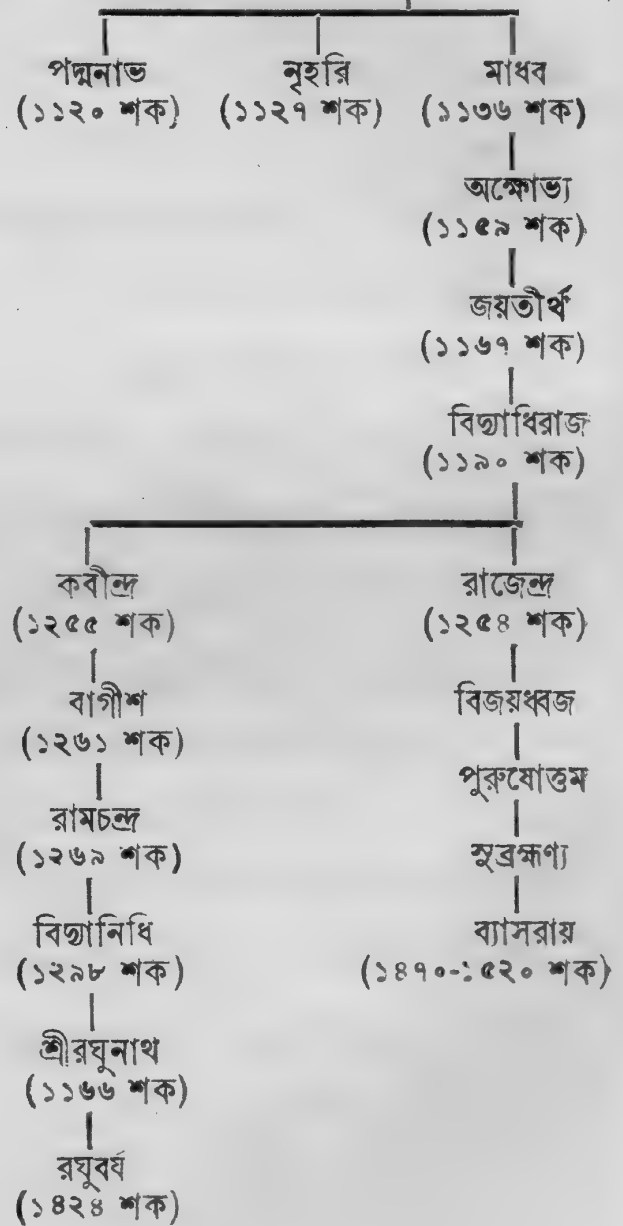
আরোপিত শ্রীভক্তিরত্নাকর-ধৃত তালিকা, তথা উড়ুপীর মঠাম্নায় একই রূপ। কিন্তু **ব্যাসতীর্থের শিষ্য 'লক্ষ্মীপতি' বা লক্ষ্মীপতির শিষ্য 'মাধবেন্দ্রপুরী', ইহা তত্ত্ববাদিগণের কোন মঠাম্নায়েই পাওয়া যায় নাই।**

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় জয়ধর্মের শিষ্য শ্রীভক্তিরত্নাবলীকার শ্রী-বিষ্ণুপুরী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু শ্রীভক্তিরত্নাবলীর শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী (স্বয়ং গ্রন্থকার)-কৃত 'কান্তিমালা'-টীকার প্রথম বিবরণে ও উপসংহারের পুষ্পিকায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"ইতি **শ্রীপুরুষোত্তমচরণারবিন্দ-**কৃপামকরন্দবিন্দু-প্রোন্মীলিতবিবেক-তৈরভুক্ত-পরমহংস-শ্রীবিষ্ণুপুরী-গ্রথিতা শ্রীভাগবতামৃতাব্ধিলব্ধ-শ্রীভগবদ্ভক্তিরত্নাবলী সকান্তিমালা সম্পূর্ণা।" (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯)। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছি, তাহাতেও ঐরূপ পাঠই আছে, কেবল শ্রী-ভগবদ্ভক্তিরত্নাবলী-স্থানে 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী' ও সকান্তিমালা-স্থানে 'কান্তি-মালা' পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে কেহ কেহ বলেন,—শ্রীবিষ্ণুপুরীর গুরুদেব জয়ধর্ম নহেন—শ্রীপুরুষোত্তম। বস্তুতঃ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় জয়ধর্ম—জয়ধ্বজ তীর্থই হইবেন ; কেন না, রাজেন্দ্রের অব্যবহিত পরেই জয়ধ্বজের নাম পাওয়া যায়। শ্রীজয়ধ্বজেরই শিষ্য—শ্রীপুরুষোত্তম। কেহ কেহ শ্রী-পুরুষোত্তম তীর্থের শিষ্য—শ্রীবিষ্ণুপুরী (স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ লিখিত 'কান্তিমালা'-টীকার পুষ্পিকায় বর্ণিত) অর্থাৎ 'তীর্থের শিষ্য পুরী' নজির দেখাইয়া শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হওয়া অসম্ভব নহে—এইরূপ বলিতে চাহেন এবং এমনও বলেন যে, শ্রীবিষ্ণু-পুরী হইতেই তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের তীর্থের শিষ্য পুরীর প্রবর্তন ও ভাগবতী প্রেমময়ী ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য বা তদনুগত তত্ত্ববাদী শ্রীবিজয়ধ্বজ শ্রীমদ্ভাগবতের যে

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ

ব্রহ্মমোহনাত্মক ও ব্রহ্মস্তবপর দশমস্কন্ধীয় ১৩শ-১৪শ অধ্যায় একবারে পরিবর্জন করিয়াছেন এবং শ্রীব্রহ্মা যে ভগবৎপাদপদ্ম-সেবালাভার্থ ব্রজে পশুপক্ষিজন্ম পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মোক্তিপর প্রসিদ্ধ শ্লোকটি (ভাঃ ১০।১৪।৩০) শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরত্নাবলীতে (৭।১৩) আহরণ করিয়াছেন। এস্থানে স্বয়ং শ্রীমধ্বাচার্য ও তত্ত্ববাদিগণ (শ্রীবিজয়ধ্বজ প্রভৃতি) হইতে শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীপাদের বিচার-ধারার পার্থক্য লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার 'শ্রীপদ্যাবলী'-গ্রন্থে 'ভজনমাহাত্ম্য'-প্রকরণে 'শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদানাম্' এই গৌরবসূচক শব্দ ব্যবহার করিয়া শ্রীপুরীপাদের শুদ্ধভক্তিপর সিদ্ধান্ত-শ্লোক আহরণ করিয়াছেন। * শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে (২৩ অনুচ্ছেদ) শ্রীভক্তি-রত্নাবলীকে প্রাচীন শ্রীমদ্ভাগবতনিবন্ধ-গ্রন্থ মধ্যে ধরিয়াছেন। † শ্রীভক্তি-রত্নাবলীর ত্রয়োদশ বিরচনে অর্থাৎ উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়। ‡ উহার আক্ষরিক অনুবাদ এই—"এই 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী' (গ্রন্থ) বহুযত্নে গুম্ফিত করা হইয়াছে ; তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই সেই-রূপে (অর্থাৎ বহুযত্ন-সহকারে) উহার 'কান্তিমালা' (তন্নাম্নী টীকাও) মৎকর্তৃক প্রকটিতা হইয়াছেন। ইহাতে ('কান্তিমালা'-টীকায়) **সত্তম শ্রীধরের** (শ্রীধর-স্বামিপাদের) উক্তি-লিখনবিষয়ে ন্যূনাধিক যাহা হইয়াছে, তজ্জন্য স্বরচনায় লুব্ধ আমার চাপল্য সুধীগণের ক্ষমার্হ।"

---

* 'শ্রীপদ্যাবলী', ৯-১০ শ্লোক (শ্রীমৎপুরীদাসগোস্বামি-মহাশয়-সম্পাদিত সং, ১৯৪৬খৃঃ)

† "শ্রীমদ্ভাগবতস্য * * * সাক্ষাৎ শ্রীহনূমদ্ভাষ্য-বাসনাভাষ্য-সম্বন্ধোক্তি-বিদ্বৎকামধেনু-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-শুকহৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যাগ্রন্থাস্তথা মুক্তাফল-হরিলীলা-**ভক্তিরত্নাবল্যা**দয়ো নিবন্ধাশ্চ বিবিধা এব তত্তন্মতপ্রসিদ্ধমহানুভাব-কৃতা বিরাজন্তে।" ('তত্ত্বসন্দর্ভঃ', ২৩ অনুঃ)

‡ "ইত্যেষা বহুযত্নতঃ খলু কৃতা শ্রীভক্তিরত্নাবলী, তৎপ্রীত্যৈব তথৈব সম্প্রকটিতা তৎকান্তিমালা ময়া। অত্র **শ্রীধরসত্তমোক্তি**লিখনে ন্যূনাধিকং যত্ত্বভূৎ, তৎ ক্ষন্তুং সুধিয়োঽর্হত স্বরচনা-লুব্ধস্য মে চাপলম্ ॥"

এইস্থানে 'সত্তম **শ্রীধর'** বলিতে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ হইতে পারেন অর্থাৎ শ্রীভক্তিরত্নাবলীর 'কান্তিমালা'-টীকা রচনা করিতে গিয়া শ্রীমদ্-ভাগবতের পূর্ব-টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদের কোনওরূপ লঙ্ঘন না হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ দৈন্যভরে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ ও শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদের শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের প্রতি এইরূপ মর্যাদাসূচক উক্তি ও দৈন্য দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায়ই অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইয়াও শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায় নিত্য সবিশেষ পরতত্ত্বের কোন আবির্ভাব-বিশেষের নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-কৈবল্যকে প্রয়োজন মনে করিতেন এবং তিনি শ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায় ভাগবতধর্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন।* এক্ষণে একটি পূর্বপক্ষ থাকিয়া যায় যে, শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ হইতেই তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের 'তীর্থো'পাধিক সন্ন্যাসিগণের শিষ্যের 'পুরী' উপাধি-ধারণের প্রথার ইতিহাস-ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না? অন্ততঃ তখন হইতে সেই প্রথার প্রবর্তন না হউক, 'তীর্থে'র শিষ্য 'পুরী'-উপাধির ব্যতিক্রম-সম্বন্ধে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবলাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী † কেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'ভারতী' সন্ন্যাস-উপাধির পরিবর্তে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম এবং শ্রী-পুরুষোত্তম আচার্যের বারাণসীতে কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর

---

* শ্রীদেবকীনন্দনদাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় আছে—"বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' যাঁহার গ্রন্থন॥" শ্রীদেবকীনন্দনের স্তুত শ্রীবিষ্ণুপুরী শ্রীভক্তিকল্পতরুর নয়টি মূলের অন্যতম শ্রীবিষ্ণুপুরী, যিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর অনুগত (চৈঃ চঃ আঃ ৯।১৩) বলিয়াই মনে হয়; কারণ, শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অনুগত নয়টি মূলের (অর্থাৎ নয়জন সন্ন্যাসীর) বন্দনার প্রসঙ্গে উহা উল্লেখ করিয়াছেন।

† 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্' ৫ম অঙ্ক; ২৮-২৯ অনু, বহরমপুর সং, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১। চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১৭২-৭৬

নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরও সন্ন্যাসগুরুর উপাধি গ্রহণ না করিয়া 'স্বরূপ' নাম-গ্রহণের * প্রমাণ দেখাইয়া যে কোনও সন্ন্যাসোপাধিবিশিষ্ট গুরুর সন্ন্যাস-শিষ্যের যে কোনও সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সমর্থন করিতে চাহেন।

এতৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই যে, বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত এক বিধি দেখা যায় যে, ভারতী, পুরী ও সরস্বতী-নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণার্থী হইলে দণ্ডিগুরু মহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের বিধানানুসারে পূর্বে 'চৈতন্য'-নামক ব্রহ্মচারী-আখ্যা প্রদান করেন; তদ্রূপ 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'-নামক দণ্ডিদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণার্থী শিষ্যকে 'স্বরূপ' এই ব্রহ্মচারীর আখ্যা প্রদান করেন। শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য অষ্টশ্রাদ্ধ, যোগপট্ট ও সন্ন্যাস-নাম গ্রহণের অপেক্ষা না করায়, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যসূচক 'স্বরূপ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীস্বরূপদামোদরপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা করিলেও অশাস্ত্রীয় বা খামখেয়ালি কোন আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও তাঁহারা স্বস্ব-গুরুলীলাভিনয়কারীর দ্বারা বাহ্যে শাস্ত্র-মর্যাদানুযায়ী আচরণ প্রকটিত করাইয়া অন্তরে শ্রীমুকুন্দ-নিষ্ঠার পরিচয় অন্তরঙ্গজনের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। †

আরও একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে,—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের (৮।১৫) যে টিপ্পনী বহরমপুর-সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে এবং

---

* 'বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি', শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুর-সম্পাদিত, ২য় সংখ্যা, গৌরাব্দ ৪৩৬,১০৬ পৃঃ ও তৎকৃত 'অনুভাষ্য', চৈঃ চঃ মঃ, ১০।১০২,১০৮

† চৈঃ চঃ মঃ ১০।১০৩-৫, ১০৭-৮

যাহাকে শ্রীবিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীস্বরূপদামোদরের সন্ন্যাস-গুরুর নাম—'শ্রীচৈতন্যানন্দ **ভারতী**'। * ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ভারতী সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচারী শিষ্যের উপাধি 'স্বরূপ' হইতে পারে না। এখন বিচার্য, শ্রীকবিকর্ণপূরের উক্তিই বা কি করিয়া অপ্রামাণিক হয় ?

শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতী (?)

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই টিপ্পনী কি সত্য সত্যই শ্রীকবিকর্ণপূরের লিখিত ? বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস্ হইতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (২য় সং, ১৯১৭ খৃঃ), তাহাতে ঐ টিপ্পনী নাই ; দ্বিতীয়তঃ 'বহরমপুর'-সংস্করণে এরূপ এক ব্যক্তির লিখিত টীকা অপর ব্যক্তির নামে মুদ্রিত হইবার একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায় ; যথা,—শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কৃত শ্রীগোপালতাপনী-টীকা 'শ্রীসুখবোধিনী'কে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তি-কৃতা টীকা বলিয়া বহরমপুর-সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। † অথচ আমরা পুণা 'ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্ট্যাল্ রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউটে' রক্ষিত $\frac{১৫}{১৮৯১-৯৫}$ সংখ্যক পুঁথিতে এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী স্বধামগত শ্রীবনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথিতে পুষ্পিকাসহ এই টীকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ‡

'বহরমপুর'-সংস্করণে মুদ্রিত শ্রীদানকেলিকৌমুদী-ভাণিকা-টীকা ('মহতী') শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং উহাতে এই টীকার কোন নাম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত পুঁথিসমূহে ইহা

---

* "চৈতন্যানন্দভারত্যাঃ শিষ্যঃ" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্, ৮।১৫ বহরমপুর-সং, ৪০১ চৈতন্যাব্দ)

† 'শ্রীগোপালতাপনী'—বহরমপুর রাধারমণ-যন্ত্রে প্রকাশিত, ১২৯১ সাল ; নামপত্র (Title-page) ও টীকার উপরের শিরোনামা দ্রষ্টব্য।

‡ "শ্রীসনাতনরূপস্য চরণাব্জসুধেপ্সুনা। পূরিতা টিপ্পনী চেয়ং **জীবেন** সুখবোধিনী ॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর-রচিত এবং ইঁহার নাম 'মহতী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। *

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের টিপ্পনীর প্রারম্ভেই উক্ত আছে,—"অথ সোঽয়ং কবিকুলমুকুটমণি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজঃ শ্রীমান্-কবি-কর্ণপূরনামা গ্রন্থকারঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাম-নাটকমারভমাণঃ প্রস্তাবনামুখে নান্দীমাসঞ্জয়তি।" কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার কখনও এইরূপে নিজের পরিচয় দিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত যে বৈষ্ণবমণ্ডলী 'আশ্ব-গো-খর-চণ্ডাল'কে ভগবদ্‌বৈভব-দৃষ্টিতে দণ্ডবৎপ্রণাম করেন, তাঁহারা নিজদিগকে "কবিকুলমুকুটমণি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজঃ" বিশেষণে অভিহিত করিতে পারেন না। যে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের উপসংহারে নিজনাম পর্যন্ত উল্লেখ করিতে বিরত হইয়া লিখিয়াছেন—"গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ" অর্থাৎ 'কোন এক ব্যক্তির মুখ হইতে এই গ্রন্থ প্রকটিত হইয়াছে (অখ্যাতনামা ব্যক্তিরূপে অত্যন্ত দৈন্যসূচক উক্তি)', তাঁহার পক্ষে টিপ্পনীতে ঐরূপ আত্মপরিচয় অত্যন্ত অবিশ্বাস্য। অতএব ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকবিকর্ণপূরের পরবর্তিকালীন কোন ব্যক্তি ঐ টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব 'ভারতী'-উপাধিধৃক্ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীস্বরূপদামোদরের অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাস-গুরুর উপাধিও 'ভারতী'ই হইবে,—এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যানন্দের ভারতী-উপাধির কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা এ-পর্যন্ত কোথাও পাই নাই।

---

* Catalogue of Mss. in the Sanskrit College, Calcutta, Vol. X, No. 48 ; A Descriptive Catalogue of Skt. Mss. in the 'Asiatic Society of Bengal', Vol. VII, by H. P. Sastri, No. 5349 ; A Descriptive Catalogue of Govt. Collections of Mss, in the 'Bhandarkar O. R. Institute', Poona, Vol. XII, by P. K. Gode, No. 70.

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদের 'কান্তিমালা' টীকার পুষ্পিকায় উল্লিখিত 'শ্রী-পুরুষোত্তম' যদি শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদের সন্ন্যাস-গুরু 'শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ' হন, তবে 'তীর্থো'পাধিক সন্ন্যাস-গুরুর সন্ন্যাসী শিষ্য 'পুরী' হওয়ার ইতিহাস অবাস্তব নহে,—ইহাই প্রমাণিত হয়। এই পূর্বপক্ষের উত্তরে অনেকে বলেন যে, শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীপাদের ইতিহাস যতটা পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুপুরী-পাদ শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তম-পতির সন্তোষের উদ্দেশ্যে তাঁহারই প্রত্যাদেশ-অনুসারে 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব 'শ্রীজগন্নাথ'কে শ্রবণ করান। * কথিত হয় যে, মিথিলায় ত্রিহুতে 'তরৌনী' গ্রামে শাস্ত্রজ্ঞ বিষ্ণুশর্মা একদিন পত্নীর দুর্বাক্যে ব্যথিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং শিখাসূত্র পরিত্যাগ না করিয়াই নিজে-নিজেই গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন। ইহাতে গ্রামের বিরুদ্ধ লোক-সকল বিষ্ণুশর্মার সন্ন্যাস অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। সন্ন্যাসী 'শ্রীবিষ্ণুপুরী' স্বপ্নে মহাদেবের নিকট হইতে 'দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র' প্রাপ্ত হন। ইহার পরে শ্রীবিষ্ণুপুরী পুনরায় তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অন্য একটি কন্যার পাণিগ্রহণ ও তাঁহার গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করেন। অতঃপর তিনি সপত্নীক শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পর তিনি কাশীতে আসিয়া শ্রীবিন্দুমাধবের নিকট বাস করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীপুরুষোত্তম-পতি স্বপ্নাদেশে রাজাকে ও পূজারীদিগকে জানান যে, 'বিষ্ণুপুরীর' নিকট যে 'রত্নমালা' আছে, তাহা তিনি ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। পুরী হইতে পত্র দিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামীর নিকট লোক প্রেরিত হইলে শ্রীবিষ্ণুপুরী ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে শ্রীপুরুষোত্তমে স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাবলী' পাঠাইয়া দেন।

'কান্তিমালা' টীকার প্রমাণ

* শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিতা 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী', বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯।

কথিত আছে, শ্রীপুরুষোত্তমজীউর পুনঃ প্রত্যাদেশানুসারে এক একটি শ্লোক এক একটি গুটিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সেই গুটিকার মালা পূজারী নিত্য শ্রীপুরুষোত্তম-পতির কণ্ঠে পরাইতেন। অতএব শ্রীবিষ্ণু-পূরীর 'কান্তিমালা'য় উক্ত "শ্রীপুরুষোত্তম-চরণারবিন্দ-কৃপামকরন্দবিন্দু-প্রোন্মীলিত-বিবেক-" বাক্যে কথিত 'শ্রীপুরুষোত্তম' শ্রীপুরুষোত্তমশ্রী-জগন্নাথদেব হওয়া অসম্ভব নহে। 'শ্রীপুরুষোত্তম-শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণপদ্মের কৃপামধুর বিন্দুপানে গৃহব্রতধর্ম হইতে উদ্ধার-লাভের বিবেক-প্রাপ্তি ও ভাগবতামৃতাব্ধি হইতে ভক্তিরত্নাবলী আহরণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে'; এইরূপ দৈন্যময়ী উক্তিপূর্ণা পুষ্পিকা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদেরই রচিত হউক, অথবা অন্য কোন লিপিকারেরই রচিত হউক, তদ্দ্বারা শ্রী-পুরুষোত্তমদেব (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব) লক্ষিত হইয়া থাকিবেন।

শ্রীকবিকর্ণপূর স্বকৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীমাধবাখ্য মুনীন্দ্রকে (শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বা শ্রীমাধবানন্দ পুরীকে) শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের মূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতেও এই সিদ্ধান্তই দৃষ্ট হয়। শ্রীকবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে বা

শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রী-কবিরাজগোস্বামীর বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে কিংবা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী বা শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায় শ্রীমধ্বের অনুগত বলিয়া ঘুণাক্ষরেও বর্ণিত হন নাই। বরং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ তদানীন্তন তত্ত্ববাদী সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া **স্বয়ং শ্রীমন্মধ্বা-চার্যের মতের** অনুপাদেয়তাই দেখাইয়াছেন। তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীমন্মহা-প্রভুকে বলিতেছেন,—(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৪-৭৫)

"আচার্য কহে,—তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়।
সর্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥

তথাপি **মধ্বাচার্য ঐছে করিয়াছে নির্বন্ধ।**
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥”

আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত নহেন বলিয়াই তদানীন্তন তত্ত্ববাদীর প্রতি **“তোমার সম্প্রদায়”**—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। **কেহই ‘স্বীয় সম্প্রদায়’কে ‘তোমার সম্প্রদায়’ বলেন না।** যথা,—(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-৭৭)

“প্রভু কহে,—কর্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
‘সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে’ করহ নিশ্চয়ে ॥”

শ্রীমন্মধ্বাচার্য বা তত্ত্ববাদিগণ পরমেশ্বরের ‘সত্যবিগ্রহ’ স্বীকার করিয়াছেন। ‘সবে মাত্র এই একটি গুণ’ দেখিয়াই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সত্য হইলেও সেই পরমেশ্বরের বিগ্রহের নিত্যত্ব ত’ শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি আচার্যগণ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়মাত্রই স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীধর-স্বামিপাদ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও পরমেশ্বরের নিত্যবিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন; শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ মাথুর-বিরহের গীতি গান করিয়া উজ্জ্বলরসের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রের অনুগত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় “শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥” অথবা “গোপতি-তনয়া-কুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম”—প্রভৃতি বাক্যেও তদানুগত্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। মধ্বাচার্য সেই উজ্জ্বলরসের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা গোপীগণকে যেরূপভাবে বিচার করিয়াছেন, সেই মধ্বাচার্যকে শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ কিরূপে স্বসম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিবেন? শ্রীল কবিকর্ণপূর ‘শ্রীচৈতন্য-

চন্দ্রোদয়-নাটকে' * শ্রীচৈতন্যদেবের মতের মূল ও তাঁহার মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপভাবে দিয়াছেন,—

"আশ্চর্যং যস্য কন্দো যতিমুকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্রিভুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়বপুষঃ স্কন্ধশাখাস্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেম নিষ্কৈতবং যৎ॥

অপি চ—

ব্রহ্মানন্দং চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাধ্বশ্রমশমনকরী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ॥

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব! কিংপ্রয়োজনো জনোঽদূরোঽয়মবতারঃ?

সূত্রধারঃ—মারিষ! অবধেহি বধেহি। মনসো নির্বিশেষেঽশেষে পরে ব্রহ্মণি লয় এব পরঃ পুরুষার্থঃ, তৎসাধনং ধনং হি কেবলমদ্বৈত-ভাবনেতি সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেনাদ্যত্বেনাপি মন্বানানাং বিদুষাং স্বমতা-গ্রহ-গ্রহগৃহীতানামনাকলিতং তত্র তত্রৈব শাস্ত্রেষু গূঢ়তয়োঢ়তয়োত্তমত্বেন স্থিতমপি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহো নিত্যলীলোঽখিলসৌভগবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সবিশেষং ব্রহ্মেতি তত্ত্বং তস্যোপাসনং সনন্দনাদ্যুপগীতমবি-গীতমবিকলঃ পুরুষার্থঃ। তস্য সাধনং নাম নামসংকীর্তনপ্রধানং বিবিধ-ভক্তিযোগমাবির্ভাবয়িতুং ভগবাংশ্চৈতন্যরূপী ভবন্নাবিরাসীৎ।"

অহো আশ্চর্য! যতিকুলমুকুটমণি শ্রীমাধব- (শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রী-মাধবানন্দপুরী) নামক মুনিবর যাঁহার মূল, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য যাঁহার অঙ্কুর, ত্রিভুবন-বিখ্যাত অবধূত শ্রীমন্নিত্যানন্দ যাঁহার স্কন্ধ, শ্রীল

---

* 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্' (১।৬-৮), নির্ণয়সাগর প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

বক্রেশ্বর-প্রমুখ রসময়বিগ্রহ মহাজনগণ যাঁহার স্কন্ধ-শাখা-স্বরূপ, পূর্ণ-বিকসিত ভক্তিযোগ যাঁহার পুষ্প, অকৈতব প্রেম যাঁহার ফল ; অধিকন্তু, যাঁহার অগ্রভাগ ব্রহ্মানন্দকেও ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছে, যাঁহাতে একান্তভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ লীলাময় বিহগযুগল কুলায় রচনা করিয়াছেন ; যাঁহার ছায়া সংসারপথভ্রমণজনিত শ্রান্তির শান্তিকারিণী এবং যাঁহা ভক্তগণের মনোরথ-পূরণের হেতুস্বরূপ, সেই কোন অপূর্ব শ্রীচৈতন্যকল্পপাদপ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পারিপার্শ্বিক—মহাশয় ! কোন্ প্রয়োজন-সাধনে অচিরকালে এই প্রভুর অবতার ?

সূত্রধার—সখে ! অবহিত হও, অবহিত হও। নির্বিশেষ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মে মনের লয়ই পরমপুরুষার্থ এবং তাঁহার সাধনরূপ সম্পত্তিই কেবলাদ্বৈত-ভাবনা—ইহা সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যে-সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি মনে করেন এবং যাঁহারা স্বীয়মতবাদাগ্রহরূপ গ্রহগ্রস্ত, তাঁহাদেরও সেই তত্ত্ব অজ্ঞাত। অথচ সেই সেই শাস্ত্রেই সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহ নিত্যলীলাময় অখিল-সৌন্দর্য-প্রিয়ত্বাদি-গুণযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব গূঢ়ভাবে ও সর্বোত্তমরূপে স্থাপিত আছে। তাঁহার উপাসনাই সনন্দনাদি-বর্ণিত অনিন্দ্য পরমশুদ্ধ পুরুষার্থ। তাঁহার সাধন নামসংকীর্তন-প্রধান বিবিধ ভক্তিযোগ প্রকটিত করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-কৃত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র টীকাকার শ্রীআনন্দী* তাঁহার উক্ত টীকার উপসংহারে বলিয়াছেন,—"অস্মিন্ কলৌ

* শ্রীআনন্দি-কৃত 'শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণ' **১৬৪০ শকাব্দায় (=১৭১৮ খৃঃ)** সমাপ্ত হয় ; যথা—"কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু। **শাকে কলাবেদশূন্যে** নীলাদ্রৌ বটসাগরে॥" সুতরাং শ্রীআনন্দীর অভ্যুদয় ১৭শ শকাব্দার প্রারম্ভে ধরা যাইতে পারে। ইনি সম্ভবতঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের কিঞ্চিৎ পূর্বে আবির্ভূত হন। শ্রীবলদেব **১৬৮৬ শকাব্দায় (=১৭৬৪ খৃঃ)** 'স্তবমালা'র টীকা সমাপ্ত করেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুস্তৎপরিকরাশ্চ গুরবঃ। যতোঽষ্টা-বিংশতি-চতুর্যুগ-দ্বাপরান্তে নবীন-জলদমূর্তি-পীতাম্বর-ব্রজরাজকুমারঃ শ্রী-কৃষ্ণো যুগাবতারেণৈকীভূয়াবতীর্য তাদৃশীং লীলামাধুরীং বিস্তার্য তিরোভূত্বা পুনঃপ্রকাশান্তরেণ গৌরীভূয় যুগাবতারেণ সহ সপরিকরস্তদ্দ্বাপরাব্যবহিত-প্রথমকলৌ প্রকটীভূয় দ্বাপরীয়-মধুরলীলামাধুর্যাস্বাদন-পূর্বক-প্রচারায় **স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসকসম্প্রদায়-প্রবর্তকো ভব-ত্যতএব** গুরবঃ। যথা ব্রজতাপন্যাং 'প্রান্তে প্রাতরবতীর্য সহ স্বৈঃ স্বয়মনুশিক্ষয়তি' ইতি। * * সর্ববিদ্বন্মুকুটমণি-সুরাচার্যাবতার-সার্বভৌম-ভট্টাচার্যাণামনুভবো যথা শ্রীচৈতন্যাষ্টকে—'বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥' ইতি। তথা হি শ্রীবিদগ্ধমাধবে চ—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" অতঃ **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবানেব সম্প্রদায়-প্রবর্তকস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো, নান্যে।"** ('রসিকাস্বাদিনী', ১৪৩)

শ্রীআনন্দিকৃত-টীকার প্রমাণ

তাৎপর্য—এই কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই স্বসম্প্রদায়-প্রবর্তক ও তাঁহার পার্ষদগণই গুরুবর্গ; যেহেতু অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরান্তে নবজলদকান্তি পীতাম্বর শ্রীনন্দনন্দন যুগাবতারের সহিত মিলিত হইয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন এবং লীলামাধুরী বিস্তার করিয়া তিরোহিত হন; পুনরায় অন্যপ্রকাশে গৌরবর্ণ ধারণ-পূর্বক যুগাবতারের সহিত নিজ পরিকরবর্গ লইয়া সেই দ্বাপরের ঠিক পরবর্তী কলির প্রথম ভাগে প্রকটিত হন। সেই দ্বাপরযুগের মধুরলীলামাধুরী আস্বাদনপূর্বক

প্রচারের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহারই উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই মূল-তৎসম্প্রদায়-প্রবর্তক এবং তাঁহার পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ সাম্প্রদায়িক আচার্য। শ্রীগৌরসুন্দর—স্বসম্প্রদায়সহস্রের অধিদেবতা। 'ব্রজতাপনী'তে (অথবা অথর্ববেদান্তর্গত 'পুরুষবোধিনী'তে) [ভঃ রঃ ৫।২১৯৬] উক্ত হইয়াছে যে, দ্বাপরের শেষে কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং শিক্ষাদান করেন। সর্ববিদ্বন্মুকুটমণি দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুভব, তথা শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের বাণী হইতেও জানা যায়, সনাতন-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থ, তথা কালবশে গুপ্ত নিজভক্তিযোগের আবিষ্কারার্থ এবং যে উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী নিজ-ভক্তিসম্পৎ অর্থাৎ পারকীয় শৃঙ্গাররস-মাধুরী জগতে পূর্বে প্রদত্ত হয় নাই, তাহার প্রদানার্থ কৃপাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ই স্বসম্প্রদায়-প্রবর্তক; তাঁহার পার্ষদগণই সাম্প্রদায়িক আচার্য, অন্যে নহে (অর্থাৎ শ্রীমধ্বাচার্যাদি আচার্য গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গুরু নহেন)।

তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক অসঙ্গতি বাদ দিলেও আরও অনেক কারণে গৌড়ীয়গণ মাধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত হইতে পারেন না। যেহেতু—(১) গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র (প্রমাণ), মন্ত্র, ঋষি, উপাস্য, সাধন, ধাম ও প্রয়োজন সকল সম্প্রদায়েরই আকর বা অংশী। শ্রীমদ্ভাগবত—আকর-শাস্ত্র। অন্য সমস্ত শাস্ত্রই—তাঁহার অংশ; অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও অল্প-শক্তির আকর বস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন।

কেন গৌড়ীয়সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন?

(২) গৌড়ীয়গণের গোপালমন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র; উপাস্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ব্রহ্ম-পরমাত্মাবির্ভাবাদি; ঋষি শ্রীগান্ধর্বার মধ্যে সমস্ত

উপাসক; সাধনভক্তির মধ্যে সমস্ত সাধন এবং প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত আছে। (৩) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করেন নাই; কেন না, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বর্তমান থাকায় তিনি উপাসকগণের শ্রেষ্ঠতম শ্রীগৌড়ীয়দিগকে বা নিজেকে সাম্প্রদায়িক আচার্য বিবেচনা বা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। (৪) 'স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈব' (ক্রমসন্দর্ভ ১।১।১ ও সর্বসম্বাদিনী, উপক্রম) শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। শ্রীরাধামদনমোহন-শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীরাধাগোপীনাথের উপাসক গৌড়ীয় কোন অংশ-শক্তি-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যেরূপ "মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৯) ইত্যাদি বাক্যে শাঙ্কর মত নিরাস করিয়াও শঙ্কর-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি উড়ুপীতে মধ্বাচার্যের মত নিরাস করিয়াও তাঁহাদের সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন। *

২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুরীর (শ্রীঈশ্বর পুরীর) দীক্ষিত শিষ্য হইয়াও স্বয়ং 'ভারতী' ছিলেন (অর্থাৎ শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য হইয়াছিলেন)। সুতরাং তীর্থের শিষ্য 'পুরী' হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।

৩। শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত 'শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-পরম্পরা প্রক্ষিপ্ত হয় নাই; শ্রীকবিকর্ণপূর

* The 'Journal of the Assam Research Society', January, 1935, Pp. 89-92—"Sri Chaitanya Deva and the Madhva Sect" (A Rejoinder)—by Pandit Achyuta Charan Chaudhuri Tattvanidhi

ও শ্রীবলদেবের তালিকা হুবহু এক নহে, তাহাতে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রক্ষিপ্ত হইলে এরূপ পার্থক্য থাকিত না। *

৪। অনেক গৃহী ব্যক্তিরও পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। সুতরাং মাধ্বসম্প্রদায়ে তীর্থের শিষ্য 'পুরী' হইতে পারে না—এই তর্ক করা বৃথা। †

---

* অনেক প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব, মহাত্মা ও পণ্ডিতের নিকট শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত আসল 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র অনেক অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া জয়পুরে 'গোবিন্দভাষ্য' প্রকাশকালে উক্ত গ্রন্থের টীকায় ও তৎকৃত 'প্রমেয়-রত্নাবলী'তে স্বীয় গুরুপরম্পরারূপে মাধ্ব-গৌড়ীয়গুরুপরম্পরা প্রচার করিলে ঐ মতে আকৃষ্ট কোন কোন পণ্ডিতের দ্বারা লুপ্ত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা পরিসংস্কৃত হয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর সময় শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকবিকর্ণপূরের রচিত উক্ত মাধ্ব-গৌড়ীয়পরম্পরার অস্তিত্ব থাকিলে শ্রীবলদেব নিশ্চয়ই স্বমতপোষক শ্রেষ্ঠপ্রমাণরূপে শ্রীগৌরগণোদ্দেশের ঐ-সকল প্রমাণবাক্য, অন্ততঃ তাঁহার নামেরও উদ্ধার বা উল্লেখ করিতেন। এইজন্য শ্রীবলদেবের প্রদত্ত গুরু-পরম্পরা ও শ্রীকবিকর্ণপূরের নামে আরোপিত পরম্পরায় কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়—কেবল পার্থক্য নহে, শ্রীকবিকর্ণপূরের নামে আরোপিত পরম্পরায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য-বিপর্যয় লক্ষিত হয়। যে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।১) **"নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং (তত্ত্ববাদিনাং) মতম্। রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।"**—বলিয়াছেন, তিনি স্বকৃত গ্রন্থান্তরে তত্ত্ববাদিগণের মতে প্রবিষ্ট বলিয়া আপনাকে খ্যাপন করিতে পারেন না।—লেখক

† 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান', ৫৮৭-৯০ পৃঃ

ভ্রষ্ট বান্তাশী গৃহস্থের কোন কোন স্থানে পুরী, ভারতী, গিরি, স্বামী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। আবার অন্যান্য কারণেও হয়ত ঐরূপ দৃষ্ট হয়। এই প্রমাণ দেখাইয়া যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের তীর্থের শিষ্য 'পুরী'-উপাধিকে সমর্থন করিবার যুক্তি এবং তদ্দ্বারা মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের চিরন্তন প্রথা ও ইতিহাসকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা দুষ্ট মতবাদমাত্র।—লেখক

৫। মাধ্বমতের গবেষকগণ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তির কথা তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে সমর্থন করিয়াছেন। *

৬। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজীর 'বল্লভদিগ্বিজয়'-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবল্লভাচার্য তাঁহার শেষ জীবনে মাধ্বসম্প্রদায়ী বিষ্ণু-স্বামিমতানুসারী ভগবদনুগৃহীত মাধবেন্দ্র যতির নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির একটি অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন প্রাচীন লেখকের (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর) লেখনী হইতে পাওয়া যায়। †

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির **বিপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি** নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। (ক) মাধ্বসম্প্রদায়ে ও গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পরস্পর (১) সাধ্য, (২) সাধন, (৩) শাস্ত্র, (৪) ইষ্ট, (৫) ভাষ্য ও (৬) বাদ—এই ষড়্‌বিধ ভেদ বর্তমান; (খ) চতুঃসম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ যাঁহার ভৃত্যবর্গ, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কিরূপে তাঁহাদের কোনও একজনের বশংবদ হইতে

---

* ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন প্রভৃতির পুস্তক পাঠ করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য প্রকৃত তত্ত্ব ও ইতিহাসে প্রবেশ না করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির কথা লিখিয়াছেন।

"Jayadhvaja had spread the Vaishnavism of Sri Madhvacharya in Bengal **as Rai Saheb D. C. Sen says,** and when Sri Vyasaraya went to Northern India, in 1467 A. D., he must have found friends and welcome waiting for him. Lakshmi Tirtha, evidently a Brahmana of the North, appears to have taken Sannyasa from Sri Vyasaraya. * * * If, **as Rai Saheb D. C. Sen says,** Lakshmi Tirtha lived to a good old age, he may well have lived after 1477 A. D., and met Nityananda." (Introduction to 'Sri Vyasayogi-charitam of Somanatha-kavi' by B. Venkoba Rao, Bangalore, 1926, P. cxxiii)—ইহা ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র।

† 'বল্লভদিগ্বিজয়ঃ' একটি আধুনিক পুস্তক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৩৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ

পারেন ? (গ) শ্রীমহাপ্রভু মাধ্বমত খণ্ডন করিয়া সেই মতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। অতএব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে 'শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়' বলা যাইতে পারে না; ইহা শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রবর্তিত একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়বিশেষ।*

২। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। যদি গুরু-প্রণালীকেই ধরিতে হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভু শেষবার শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীমৎকেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, এই সম্প্রদায়কে সেই শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইবে না কেন ? লক্ষ্মী, ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে যাঁহাদের সম্প্রদায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ (যদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা ! !) হইয়া তত্তৎ-সম্প্রদায়-প্রবর্তক কোন আচার্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবেন কেন ? জগদ্-বিভাসক সূর্য কখনও খদ্যোতের জ্যোতিতে বিভাসিত বা পরিচিত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে অন্য কোন আচার্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে সম্প্রদায়ের গৌরব-হানিই হয়, এবং সেই সম্প্রদায়ের ন্যূনতাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রেমময়ের প্রেম তিনি নিজে বিতরণ না করিলে লক্ষ্মী-ব্রহ্মাদিও তাহা দিতে সমর্থ নহেন। ইহা স্বয়ং অখিলরসামৃতস্বরূপ শ্রীভগবানেরই কার্য। যে প্রেমরসে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই প্রেমের অংশকণা-লাভের জন্য ব্রহ্মাও ব্রজভূমির কীট বা স্থাবরাদি-জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবতারীতে অন্তর্ভাবিত অবতার-সকলের ✝ ন্যায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-

---

* কটক রাসবিহারী মঠের অধ্যক্ষ রাধাকৃষ্ণ বসু, এম্-এ প্রচারিত 'শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়ম্'-নামক সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ; 'বীরভূমি' পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৯।৪ সংখ্যা; ১৮৮-৮৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বক্তব্যের মর্মাবলম্বনে লিখিত।

✝ শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীভগবৎসন্দর্ভের 'ভূমিকা', ।০—।৵০ পৃঃ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

চৈতন্য-মহাপ্রভু-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে ব্রহ্ম-আদি সম্প্রদায়-চতুষ্টয় অন্তর্ভাবিত হইয়াছে বলিলে বরং বিশেষ সঙ্গত হয়।

৩। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পিতৃদত্ত নাম 'শ্রীকমলাক্ষ' (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৩০)। কিন্তু তিনি 'অদ্বৈতবাদে'র ব্যাখ্যাতা * বলিয়া 'অদ্বৈতাচার্য' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অপর দিকে রামচন্দ্র পুরী যে কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে স্পষ্ট জানা যায়। † শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও রামচন্দ্র পুরী উভয়েই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য। অতএব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় শিষ্যই অদ্বৈতবাদী। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন, মাধ্বসম্প্রদায়ের নহেন। কারণ, মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্য কখনও ঘুণাক্ষরেও অদ্বৈতবাদের সমর্থক হইতে পারেন না ; তবে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায় ভক্তিপর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, আর রামচন্দ্র পুরী অতিরিক্ত অদ্বৈতবাদী বা ভক্তি-বিরোধী মায়াবাদী কেবলাদ্বৈতী ছিলেন ; এজন্যই তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-পাদের বিরাগভাজন ‡ হন। §

৪। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অত্যাগ্রহ এবং শ্রীশ্রীজীবপাদের বিচারধারা পাশা-পাশি সাজাইয়া আলোচনা করিলে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে।

(ক) 'তত্ত্বসন্দর্ভে'র মঙ্গলাচরণে শ্রীশ্রীজীবপাদের বন্দনা ও শ্রীবল-দেবের বন্দনার পার্থক্য।

---

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৮৮ ; ঐ, মঃ ১০।১৮৯ ; চৈঃ চঃ আঃ ১২।৪০ ; ঐ, আঃ ১৭।৬৭

† চৈঃ চঃ অঃ ৮।১৯, ২৫, ৪২

‡ চৈঃ চঃ অঃ ৮।২০-২৪

§ Vide the 'Journal of the Assam Research Society', July 1934, "'Sri Chaitanyadeva and the Madhvacharya Sect" by Rai Bahadur Amarnath Ray, P. 34.

(খ) 'তত্ত্বসন্দর্ভে' (৪ অনু) **'বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ'** শব্দে শ্রীজীবপাদ ও শ্রী-বলদেবের তট্টীকার পার্থক্য।

(গ) 'সর্বসম্বাদিনী'র প্রারম্ভে শ্রীজীবপাদ শ্রীগৌরহরিকে 'স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈব' বলিয়াছেন ; শ্রীবলদেব 'গোবিন্দভাষ্যে'র টীকা ও 'প্রমেয়রত্না-বলী'র মঙ্গলাচরণে শ্রীআনন্দতীর্থকে 'সংসারার্ণবতরণী' প্রভৃতি বলিয়া, শ্রীগৌরহরিকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়াছেন।

(ঘ) 'তত্ত্বসন্দর্ভে' একস্থানে শ্রীজীবপাদ 'শ্রীমধ্বাচার্যচরণ' শব্দটি বহু-বচনে ব্যবহার করিয়াছেন (২৪ অনুচ্ছেদ)। সেই স্থানে **শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ**-প্রভু টীকা করিলেন,—**"মধ্বাচার্যচরণৈরিত্যত্যাদরসূচক-বহুত্বনির্দেশঃ স্বপূর্বাচার্যত্বাদিতি বোধ্যম্।"** অর্থাৎ "মধ্বাচার্যের নামের পরে 'চরণ' ও 'বহুবচন'-প্রয়োগের দ্বারা শ্রীজীবপাদ তাঁহার স্বপূর্বা-চার্য বলিয়াই মধ্বাচার্যকে নির্দেশ করিয়াছেন, জানিতে হইবে।" অথচ সেই তত্ত্বসন্দর্ভেই **শ্রীজীবপাদ একাধিকবার শ্রীধরস্বামিপাদ**-সম্বন্ধে **'শ্রীধরস্বামিচরণানাং'** (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২৭ অনু) ও **শ্রীরামানুজ**-সম্পর্কে **'ভগবৎপাদ-'** (ঐ) * প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং শ্রীধরস্বামি-পাদকে তাঁহার গ্রন্থের নানাস্থানে এবং মঙ্গলাচরণ-প্রভৃতিতে **'ভক্ত্যেক-রক্ষক', 'জগদ্গুরু'** প্রভৃতি বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। **সেই সকল স্থানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু নীরব।** শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ ও শ্রীজীবপাদ শ্রীমধ্বাচার্যকে 'তত্ত্ববাদগুরু' ও শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদকে 'জগদ্-গুরু' বলিয়াছেন। শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ ও শ্রীজীবপাদ শ্রীস্বামিপাদকে 'ভক্ত্যেকরক্ষক' বলিয়াছেন ; শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্যকে 'ভক্তিপ্রদর্শক' বলিয়াছেন।

---

* "প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুপাদ-শব্দাদনন্তরম্। পাদ-শব্দসমেতঞ্চ নতমূর্ধাঞ্জলীযুতঃ ॥" (শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ১।৯৫, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ)

(৬) **শ্রীশ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতকে 'অনাধুনিক প্রচুরপ্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ',** 'দক্ষিণাদি-দেশবিখ্যাত' প্রভৃতি বলিয়া শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্যোপশিষ্যের নাম-প্রসঙ্গে বিজয়ধ্বজ-ব্যাসতীর্থাদি বেদবেদার্থবিদ্‌ বিদ্বদ্বরগণের নাম করিয়াছেন। এখানে **শ্রীমধ্বাচার্যকে 'তত্ত্ববাদগুরু'** এবং **তাঁহার মত 'বহুল-প্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ'—এইরূপ বলায় নিজ-সম্প্রদায়ের মত নহে, ইহাই বুঝায়। শ্রীবলদেব শ্রীজীবপাদের "দক্ষিণাদিদেশ-বিখ্যাত-শিষ্যোপশিষ্যীভূত-বিজয়ধ্বজ-ব্যাসতীর্থাদি-"** (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২৮ অনু) **বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন,—"দক্ষিণাদিদেশেতি। তেন গৌড়েঽপি মাধবেন্দ্রাদয়স্তত্তুপশিষ্যাঃ কতিচিদ্বভূবুরিত্যর্থঃ।"** গৌড়ে আবির্ভূত ও গৌড়ীয়সম্প্রদায়-সংরক্ষক **শ্রীশ্রীজীবপাদ গৌড়ের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল দক্ষিণাদিদেশের কথা বলিতেন না,** যদি গৌড়ীয়গণের শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির প্রাচীন ইতিহাস সত্যসত্যই সেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্যের জানা থাকিত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'তত্ত্ববাদগুরু মধ্বাচার্যে'র যে মতবিশেষের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ভক্তগণের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই মোক্ষলাভ, ভক্তগণের মধ্যে দেবতাগণই প্রধান, ব্রহ্মারই একমাত্র বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য এবং লক্ষ্মীও জীবকোটির অন্তর্গত, ইহাই 'মতবিশেষ'। * এইরূপ মতবাদবিশেষ থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

---

* "ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বমিত্যেবং মতবিশেষঃ।" (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২৮ অনু—টীকা)। বিখ্যাত শ্রীমধ্বমতে —শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়মহিষী, জ্ঞানানন্দাত্মক-নিত্যদেহবিশিষ্টা, বিষ্ণুর ন্যায় তিনিও গর্ভবাস-দুঃখাদি-দোষ-রহিতা, সর্বত্র বিষ্ণুর সহিত অবস্থিতা, সর্বত্র ব্যাপ্তা, বিষ্ণুর অনন্ত রূপের সহিত শ্রীলক্ষ্মীও অনন্তরূপে বিহার করেন, বিষ্ণুর অবতরণ-কালে লক্ষ্মীও অবতীর্ণা হইয়া সেই অবতারের প্রিয়সঙ্গিনীরূপে বিরাজ করেন, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীরও বিভিন্ন নিত্য নাম ও রূপ

কেন মাধ্বসম্প্রদায় অঙ্গীকার করিলেন ? শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর লেখনীতে উহার কোনও কারণ-নির্দেশ নাই। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু কোন সাময়িক প্রয়োজনানুসারে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে সুপ্রচারিত সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের যে-কোন একটির অন্তর্ভুক্তরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(চ) তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল-প্রচারিত একটি শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের প্রপঞ্চিত সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। কাহারও মতে শ্রীজয়তীর্থ, কাহারও মতে ত্রিবিক্রমাচার্য, কাহারও মতে 'ন্যায়ামৃত'-কার শ্রীব্যাসরায়, কাহারও মতে 'যুক্তিমল্লিকা'-কার শ্রীবাদিরাজ তীর্থস্বামী এই শ্লোকটির রচয়িতা বলিয়া কথিত হন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর বহুপূর্বে, এমন কি, শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভ্যুদয়কালেরও পূর্বে রচিত তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের গ্রন্থে শ্রীমধ্বের মত-প্রতিপাদক এই শ্লোকটি পাওয়া যায়,—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥" *

আছে। (শ্রীমধ্বকৃত 'বৃহদারণ্যক-ভাষ্য'; ৩য় অঃ, ৫ম ব্রাঃ)। লক্ষ্মীদেবী—বিষ্ণুর অধীনা, সর্ববিদ্যাভিমানিনী এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা হইতে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতরা। তিনি ভগবদঙ্গে নানাবিধ আভরণ-স্বরূপে বিরাজ করেন। বিষ্ণুর শয্যা, আসন, সিংহাসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবস্তুই লক্ষ্ম্যাত্মক। (ব্রঃ সূঃ ৪।২।১ সূত্রের 'অনুব্যাখ্যানে'ধৃত ভাঃ ২।৯।১৩ শ্লোক)

* (1) ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি শর্মা তৎকৃত 'Sri Vyasaraya Swamin (1478—1539)' নামক প্রবন্ধে (Published in 'A Volume of Eastern and Indian Studies in honour of F. W. Thomas, C. I. E.', Bombay, 1939, P. 275) বলেন,—"The oft-quoted verse" 'শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ.........' embodying the principal tenets of Madhva is also traditionally

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব ; জগৎ—সত্য ; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ ; জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর ; জীবগণের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্তমান ; স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি ; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন ; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটি প্রমাণ ; শ্রীহরি অখিল-আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ বেদবেদ্য।

একমাত্র শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু ব্যতীত তৎপূর্বের কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য উক্ত শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক রচনা করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের সিদ্ধান্তের বা উপদেশের অন্তর্গত করেন নাই। যথা—

"**শ্রীমধ্বঃ প্রাহ** বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ **কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ** ॥"*

শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই পরতত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীবসমূহ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ শ্রীহরির চরণসেবক অর্থাৎ দাস, (৬) জীবসমূহের মধ্যে তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই জীবের মোক্ষ, (৮) বিষ্ণুর শুদ্ধভজনই জীবের মুক্তির কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রও ইহা উপদেশ করিয়াছেন।

---

ascribed to him (Sri Vyasaraya Swamin). It is quoted by Baladeva Vidyabhusana in his *Prameyaratnavali* as an ancient verse, তদুক্তং প্রাচা—and he has also given a parallel verse of his own—'শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং……' (2) শ্রীনাগরাজ রাও তাঁহার 'The Philosophy of Madhva Dvaita Vedanta' নামক প্রবন্ধে (Published in the 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute', Silver Jubilee Volume, Vol. XXIII, Parts I-IV, Poona, 1942, P. 379) উক্ত শ্লোক 'ন্যায়ামৃত'-কার শ্রীব্যাসরাজ (শ্রীব্যাসরায়)-কৃত বলিয়াছেন।

* 'প্রমেয়রত্নাবলী' ১।৫

(ছ) বিষ্ণুতত্ত্বের দেহ-দেহী বা গুণ-গুণীর মধ্যে অভেদ-সত্ত্বেও ভেদ-জ্ঞাপক বা ভেদপ্রতিনিধি **'বিশেষ'** পরিভাষাটি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অনুকরণে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীস্বামিপাদের অনুগত হইয়া 'মহান-চিন্ত্যোঽনুভাবো যস্য' পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * শ্রীজয়তীর্থ তৎকৃত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকায়[১], শ্রীব্যাসতীর্থ তৎকৃত 'ন্যায়ামৃতে'[২], ও শ্রীবাদিরাজস্বামী 'যুক্তিমল্লিকায়'[৩] ভেদপ্রতি-নিধি 'বিশেষে'র উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবও 'শ্রীগোবিন্দভাষ্যে'[৪], 'সিদ্ধান্তরত্নে'[৫], 'বেদান্তস্যমন্তকে'[৬], 'গীতাভূষণ-ভাষ্যে'[৭] ও সংক্ষেপভাগবতা-মৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা'-টীকায়[৮] 'বিশেষ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মঃ ৮।৪৫, ১২৩ ; অঃ ৭।১৬) ও শ্রী-চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের (৫।২৮,২৯ ; বহরমপুর সং, ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ)

---

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ ২৫ অনু—"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্" (ভাঃ ১০।৩৭।২২) ; ঐ, ৪৬ অনু—"যতো মহানচিন্ত্যোঽনুভাবো যস্য। (ভাঃ ৮।৬।৮) তন্মূর্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বং চোপপাদয়তি রূপমিতি"। পুনরায় ঐ, ৪৮ অনু—"তথারূপ-স্যাপি বৈলক্ষণ্যং স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্ত্যেবাবির্ভাবিত্বম্।"

১। ৩।২।২৯ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বভাষ্যের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকা

২। ন্যায়ামৃতম্ ২।১৬ ; (কুম্ভঘোণ সং, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ)

৩। 'যুক্তিমল্লিকা', গুণসৌরভং, ১০০২-৩ শ্লোক, (শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সং কলিকাতা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩)

৪। শ্রীগোবিন্দভাষ্যম্ ৩।২।৩১

৫। সিদ্ধান্তরত্নম্ ১।১৯

৬। বেদান্তস্যমন্তকঃ ২।২৬, (কলিকাতা, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

৭। গীতাভূষণ-ভাষ্যম্, উপক্রমঃ (কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ ; খৃষ্টাব্দ ১৮৯২)

৮। সংক্ষেপভাগবতামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকা, পূর্বখণ্ড—শ্রীকৃষ্ণামৃত, ৫৯ তম শ্লোক, কলিকাতা, ১৮৯৮ খৃঃ

একাধিক উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবলাদ্বৈতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসলীলার গুরু শ্রী-কেশব ভারতীও কেবলাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আপনাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ত' বলিয়াছেনই, তাহা ছাড়া কাশীতে মায়া-বাদী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে "কেশব ভারতীর শিষ্য, তাহে তুমি ধন্য।" "সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৬৬-৬৭) ইত্যাদি; শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুরীতে সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শনলাভের পর "ভারতী সম্প্রদায়,—এই হয়েন মধ্যম।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৭২), "নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥ কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া। সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।৭৫-৭৬); পুরীতে শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের গুরুবৎ সম্মান, অথচ ভারতীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীর ন্যায় মৃগচর্মাম্বর প্রভৃতি-দর্শনে "ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম?" (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৭) প্রভৃতি উক্তি এবং শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীরও **"আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার'-ধ্যান।** তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান॥ কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে মনে-নেত্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ॥ বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার। ইঁহা দেখি' সেই দশা হইল আমার॥ **'অদ্বৈতবীথীপথিকৈ**রুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ। হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৭৫-৭৮) ইত্যাদি উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কি শ্রীকেশব ভারতী, কি শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, কি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সকলেই কেবলাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মস্বরূপ গোপন করিবার জন্য আপনাকে দৈন্য-ভরে 'ক্ষুদ্র জীব', 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' প্রভৃতি বলিয়াছেন। সুতরাং

তাঁহার ঐ-সকল দৈন্যময়ী উক্তির দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিলে সত্যের অপলাপ ত' হইবেই, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধও হইবে।— এই পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, মহাপ্রভু বা তাঁহার গুরুবর্গের লীলাভিনয়-কারী পুরী, ভারতী প্রভৃতিকে মায়াবাদী বা সাধক জীব বলা এখানে উদ্দেশ্য বা প্রসঙ্গ নহে ; কিন্তু তাঁহারা তৎকালে প্রচলিত কেবলাদ্বৈত-বাদী সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা করিয়াছিলেন ; ঐ সন্ন্যাস মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস নহে ; ইহা প্রমাণিত করাই এখানকার প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য। মহাপ্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী না বলিয়া 'মাধ্বসন্ন্যাসী' বলিলেও সাধক জীবের অন্তর্গতই করা হয়। বস্তুতঃ, তিনি স্বয়ংভগবান্।

৭। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীভক্তিরত্নাবলী-কার শ্রীবিষ্ণু-পুরী, ভক্তিকল্পতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, 'পুষ্ট অঙ্কুর' শ্রীঈশ্বর পুরী, প্রেমামরতরুর নয়টি মূলস্বরূপ নয়জন সন্ন্যাসী, যথা—শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশব পুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীসুখানন্দ পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী ও শ্রীনৃসিংহ তীর্থ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।১৩-১৫) সকলেই তৎকালে সমধিক প্রচারিত একদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়া অন্তরে পরতত্ত্বের নিত্য সবিশেষ-স্বরূপের প্রতি অকিঞ্চনা ভক্তি বা শ্রীমুকুন্দ-সেবাব্রতে আসক্ত ছিলেন। *

সঙ্গতি—

১। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ বা শ্রীমন্মহাপ্রভু একদণ্ডী সন্ন্যাসী গুরুর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা করিয়াছিলেন, সুতরাং গৌড়ীয়গণ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উপশাখাবিশেষ ; অথবা শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীবপাদ, শ্রী-বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ প্রভৃতি গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ অদ্বৈতবাদী শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদকে 'জগদ্গুরু', 'ভক্ত্যেক-রক্ষক' প্রভৃতি বলিয়া গুরুপদে স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা 'শাঙ্কর'-গৌড়ীয় ; যাঁহারা এইরূপ প্রমাণ

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্ ৫।২৯ ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঃ ৩।৮-১০

করিবার অভিসন্ধি পোষণ করেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য-বিপর্যয়-কারী দুষ্টমতবাদী। আবার গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু তাৎকালিক প্রয়োজনানুরোধে বহিরঙ্গ সাম্প্রদায়িকগণকে প্রবোধ দিবার জন্য যে নীতি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহা অবিসংবাদিতভাবে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ বা শ্রীজীবপাদের লেখনীর মধ্যে নাই, সেই সিদ্ধান্ত শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ, শ্রীচক্রবর্তীর আনুগত্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের গ্রহণ করিতে হৃদয়ে উৎসাহ হয় না। আচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর কোন দোষ নাই। 'গল্‌তা'র গদিতে ভিন্ন সম্প্রদায়ী কুতার্কিকগণকে নীরব করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার যুগপ্রয়োজনানুযায়ী ঐ সেবা-কার্য। তবে ইহাও সত্য যে, শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে ও সর্বকলেবরে, তথা শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রী-সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে, শ্রীপদ্যাবলীতে এবং তদনুগ শ্রীশ্রীজীবপাদ 'সন্দর্ভ' ও 'সর্বসম্বাদিনী'র সর্বত্র অর্থাৎ 'ভগবৎসন্দর্ভে' ন্যূনাধিক ষাটবার, 'পরমাত্ম-সন্দর্ভে' ন্যূনাধিক ত্রিশবার এবং 'ভক্তিসন্দর্ভে' ন্যূনাধিক সত্তরবার শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদের বাক্য উদ্ধার করিয়া ও তাঁহাকে গুরুবৎ সম্মান ও গৌরব প্রদান করিয়া যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর ভক্তিশাস্ত্রাধ্যাপক বলিয়া বিদিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার সর্বত্র যেরূপ শ্রীস্বামিপাদের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর লেখনীতে সেরূপ ভাব প্রকটিত হয় নাই। তিনি দ্বৈতবাদগুরু শ্রী-মধ্বের আনুগত্যই সমধিক প্রদর্শন করায় ভক্ত্যেক-রক্ষক বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীস্বামিপাদের সেরূপ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে 'সংসারার্ণবতরণী' শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে স্বকৃত বিবিধ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ও উপসংহারে প্রণাম ও স্তুতি করিয়াছেন এবং আপনাকে 'শ্রীমাধ্বান্বয়-দীক্ষিত ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ দ্বিতীয়

উদাহরণ কোন পূর্ব গৌড়ীয় আচার্যের গ্রন্থে বা নিবন্ধে নাই। ইহার আর একটি বিশেষ কারণ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-মহোদয় পূর্বে তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'স্বয়ংভগবান্' জানিয়াও তিনি তাঁহার পূর্ব-গুরুপরম্পরার সম্বন্ধ একবারে ছিন্ন করিতে হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন; তৎসহ সমসাময়িক ভিন্ন-সম্প্রদায়িগণের বিরুদ্ধ সমালোচনা (যথা—'গৌড়ীয়গণ শ্রৌতসম্প্রদায়ী নহেন, তাঁহাদের বেদান্তভাষ্য নাই' ইত্যাদি) তাঁহার হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছিল। তাই তিনি সম্প্রদায়ের সাময়িক প্রয়োজনানুরোধে স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে মধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়গণের একটা যোগসূত্র দেখাইবার চেষ্টা করেন। আধুনিক গবেষক-সম্প্রদায়েরও এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। *

২। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু-কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার যে চেষ্টা, উহার স্বপক্ষে যুক্তির মধ্যে একটি প্রধান যুক্তি এই যে,—শ্রীমাধ্বমতের প্রধান সিদ্ধান্ত শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের স্বীকৃতিই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র মূল। কিন্তু শ্রীজীবপাদের 'সন্দর্ভ'-ধৃত সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের

---

* "If one compares the account they give of Vaishnava philosophy in the **Bhagavata-sandarbha,** one finds that, though the fundamental principles are the same, yet many new elements were introduced by Baladeva into the Gaudiya School of thought **under the influence of Madhva and on account of his personal predilections."**—'A History of Indian Philosophy' by Dr. S. N. Dasgupta C. I. E., Vol. IV, Cambridge University Press, 1949, P. 447.

স্বীকারোক্তির * প্রমাণই শ্রীজীবপাদ অধিকবার উদ্ধার করিয়াছেন (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" শ্লোকের স্বামিপাদকৃত টীকাবলম্বনেই পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব ও তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তির বৈচিত্র্যের শ্রৌতসিদ্ধান্তাবলম্বনে শ্রীজীবপাদ 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। **শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তে আত্যন্তিক 'ভেদবাদ' কোথায়ও নাই। এজন্য আত্যন্তিক ভেদবাদের উপর 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র সৌধ নির্মিত হইতে পারে না। অদ্বয়ত্বে যে শক্তির বৈচিত্র্য বা বিলাস, তাহাই শ্রুতিগম্য (** অর্থাৎ **অচিন্ত্য) 'ভেদাভেদসিদ্ধান্ত' প্রকাশ করে।**

৩। তত্ত্ববাদ মায়াবাদের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী বটে অর্থাৎ কেবলভেদ-বাদ 'কেবলাভেদবাদ'-রূপ পীড়া হইতে জীবকে বহুদূরে রাখিতে সমর্থ হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু কেবল-ভেদবাদ যাহাতে একাধিক তত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া 'জড়ভেদবাদে' পরিণত না হয়, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ-" শ্লোক সতর্ক করিয়াছেন। তত্ত্ব—অদ্বিতীয়। শ্রীমন্মহা-প্রভু "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন" বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—**"একমেব তৎ পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা** সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে।" (ভগবৎ-সন্দর্ভঃ, ১৬ অনু) ; অন্যত্র বলিয়াছেন,—**"অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং** নির্দিশ্যান্যস্য **তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি।"** (ভক্তি-সন্দর্ভঃ, ৬ অনু) ; "তৎ পূর্বমেবোক্তং তত্ত্বম্ * * **স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-**

---

* শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদের ভগবদ্‌বিগ্রহ ও তাঁহার গুণ, বিভূতি, ধাম, তৎপার্ষদতনু প্রভৃতির নিত্যত্ব-বিষয়ের উক্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন—"**শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণবা এব, তট্টীকাসু ভগবদ্‌বিগ্রহ-গুণ-বিভূতি-ধাম্নাং তৎপার্ষদ-তনূনাঞ্চ নিত্যত্বোক্তেঃ,** ভগবদ্ভক্তেঃ সর্বোৎকৃষ্টমোক্ষানুবৃত্তেরুক্তেশ্চ।" (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২৭ অনু)

মায়াখ্য-শক্তীনামাশ্রয়ম্” (ভক্তিসন্দর্ভঃ, ৭ অনু)। সুতরাং **শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রীশ্রীজীবপাদ স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তির আশ্রয় ‘অদ্বয়তত্ত্ব’কেই স্বীকার করিয়াছেন।** স্বরূপানুবন্ধিনী পরা শক্তির বিলাসের চরম-পরিণতি শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ-প্রকাশিতা অপ্রাকৃত-বিচ্ছেদমূলা প্রেমভক্তি ; তাহা ব্রজগোপীগণের আদর্শে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ যাঁহাকে একাধিকবার **‘তত্ত্ববাদগুরু’, ‘তত্ত্ববাদভাষ্যকৃৎ’** প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য অপ্রাকৃত ব্রজবধূগণের বিচ্ছেদমূলা রাগময়ী প্রেম-ভক্তি, যাহা ব্রহ্মাদিরও দুষ্প্রাপ্যা কিন্তু লোভনীয়া, সেই প্রেমভক্তিকে স্বর্বেশ্যাগণের যোগ্যতার সহিত তুলনা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাকে সর্বোত্তমত্বে স্থাপন করিয়াছেন ; তাহা হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্যের তত্ত্ববাদের চরম-পরিণতি কিরূপে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ-প্রকটিতা ‘প্রেমভক্তি’ হইতে পারে ? শ্রীব্রজবধূশিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর (হ্লাদিনী শক্তির) দূত বা নিজজন শ্রীমাধবানন্দপুরীপাদে শ্রীরাধামাধব বা শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরির সেই রাগাত্মিকা ব্রজবধূগণ-কল্পিতা প্রেমভক্তি আবির্ভূতা হইয়াছিল।

ইংরেজী ভাষায় শ্রীমন্মধ্বাচার্যের চরিত-লেখক পদ্মনাভাচার্য * যে উড়ুপীর অষ্ট মঠাধীশ সন্ন্যাসিগণ-কর্তৃক গৌড়ীয়গণের অনুকরণে অষ্ট সখীর ন্যায় পালাক্রমে সম্বৎসর শ্রীমধ্বাচার্যাবিষ্কৃত শ্রীবালগোপালের সেবা করিবার যে-সকল কথা উচ্ছ্বাসভরে লিখিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া আমাদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। উড়ুপীর মঠের মঠাধীশগণ ঐরূপ অনুরাগময়ী চিত্তবৃত্তির দ্বারা ঐ সেবা করেন না ; বিশেষতঃ শ্রীশ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ‘দুর্গম-

---

* 'The Life & Teachings of Sri Madhvacharya'—by C. M. Padmanavachar ; First Edition, Madras, 1909, P. 145.

সঙ্গমনী'-টীকায় জীবের পক্ষে আপনাদিগকে সখী বা গোপী অভিমানে
শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকরণকে ভক্তিবিরোধিনী অপরাধময়ী নিকৃষ্টা 'অহং-
গ্রহোপাসনা' বলিয়াছেন। উড়ুপীর অদমার-মঠভুক্ত পণ্ডিত অদমার
শ্রীবিট্‌ঠলাচার্য দ্বৈতবেদান্তবিদ্বান্ মহাশয় বলেন যে, অষ্ট মঠাধীশগণের
পালাক্রমে ঐরূপ সেবা ব্রজগোপীগণের অনুকরণে 'কান্তা'-ভাবে রাগ-
মার্গের সেবা নহে; পদ্মনাভাচারীর ঐ মত তত্ত্ববাদিগণ অস্বীকার করেন।

৪। তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগণের মত-খণ্ডনের দ্বারা শ্রীমধ্বমত
খণ্ডিত হয় নাই, বা শাঙ্কর-মতবাদের নিন্দা করা সত্ত্বেও মহাপ্রভুর শঙ্কর-
সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-স্বীকার-লীলার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, সেরূপ মাধ্ব-
সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনের নিন্দা করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্বসম্প্রদায়-
স্বীকার অযৌক্তিক নহে।—যাঁহারা এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন,
তাঁহাদিগের এই যুক্তির মধ্যে একটি 'হেত্বাভাস' (fallacy) প্রবিষ্ট
হইয়াছে। উহা প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করিবার একটি কৌশলমাত্র।
বস্তুতঃ **শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধ্বমত স্বীকার করিয়াছিলেন, বা শ্রী-
মাধবেন্দ্র পুরীপাদ মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহা শ্রীরূপ,
শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীকবিকর্ণপূর * শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রী-
কবিরাজ—কাহারও লেখনীতে নাই।** আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই
যে, **নিজ-সম্প্রদায়ের গুরুকে শ্রীশ্রীজীবপাদ 'তত্ত্ববাদগুরু' কেন
বলিবেন?** এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর শ্রীমন্মধ্বাচার্যের প্রতি
(গোবিন্দভাষ্য, ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের) উক্তি মিলাইয়া
পাঠ করিলেই উভয়ের উদ্দেশ্য উপলব্ধ হয়। **শ্রীকবিকর্ণপূর তত্ত্ব-**

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (১।৬, নির্ণয়সাগর সং, ৪ পৃঃ) শ্রীকবিকর্ণপূর **"যতি-
মুকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ"** বলিয়া শ্রীমাধবানন্দ পুরীপাদের উল্লেখ করিয়াছেন,
কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্যের নাম নাই; বরং 'তত্ত্ববাদিগণের মত নিরবদ্য নহে'—
এরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনাই আছে।

বাদিগণের মতকে 'নিরবগু' (অর্থাৎ **কাপট্যহীন**) **নহে; ইহা ত' বলিয়াছেনই, অপিচ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মতেই শ্রীরামানন্দ প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাগু মত, ইহা ব্যক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈবত'** অর্থাৎ নিজ-প্রবর্তিত সহস্র-সহস্র সম্প্রদায়ের নিত্য অধিদেবতা, অন্যমতবাদ-প্রচারক আচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন; ইহাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু মতবাদিগণের কেহ কেহ মহাপ্রভুকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত, কেহ বা মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামী বা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে স্বীকার করায় তিনি বিষ্ণুস্বামীর উপসম্প্রদায়ভুক্ত, আবার তত্ত্ববাদিগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য মহাপ্রভুকে তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের 'উপশাখা' প্রভৃতি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। *

---

* (ক) স্বধামগত পঞ্চানন তর্করত্ন, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতির ভ্রান্তমতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মায়াবাদিসন্ন্যাসী ও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিত 'শ্রীচৈতন্যধর্ম' প্রবন্ধ; 'উদ্বোধন', পৌষ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত 'বেদান্তে বাঙ্গালীর প্রভাব')

(খ) গদাধর দ্বিবেদীকৃত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে' (১৬১০ সম্বতে লিখিত বলিয়া উক্ত ?) উক্ত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায়—"বিষ্ণুস্বামিন উপসম্প্রদায়-শ্চৈতন্যঃ" [ঐ, ৪৮ পৃঃ,—প্রকাশক বিদ্যাবিভাগ, কাংকরোলী (মেবার), ১৯৯১ সম্বতে প্রকাশিত]

(গ) "Some people say that Sri Chaitanya derived his ideas from Sri Vaishnavas. Others say that he was a Madhva. Swami Vivekananda is disposed to regard him as a Madhva Dvaitist, rather than a Visitadwaitin. He speaks of our Acharya as "the great Madhva whose leadership was recognised even by the followers of the only Northern Prophet, whose power has been felt over the length and breadth of India, Sri Krishna Chaitanya.' It would appear that Sri Chaitanya wrote an independent commentary on the Brahma-Sootras. Swami Vivekananda says—'The Commentary that Sri Chaitanya wrote on the Vyasa-Sootras has either been lost or not

৫। যাঁহারা বলেন,—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বহু পূর্ব হইতে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির ইতিহাস গ্রথিত আছে ; তাঁহাদিগের এই যুক্তি একটি প্রশ্নের দ্বারাই খণ্ডিত হয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-মহোদয়, যিনি তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে, সিদ্ধান্তরত্নে, প্রমেয়-রত্নাবলীতে বা তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তিনি কেন তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থকরূপে ঐ-সকল পূর্ব মহাজনগণের শ্লোক-ধৃত কোনও প্রমাণ উদ্ধার বা তাঁহাদের নামের উল্লেখ করেন নাই ? শ্রীবলদেবের ন্যায় সম্প্রদায়াচার্য পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা বা শ্রীগোপালগুরুর গ্রন্থ অবিদিত ছিল, ইহা হইতেই পারে না।

৬। শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ দীক্ষা-গ্রহণ-লীলায় 'পুরী' ও সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলায় 'ভারতী' ছিলেন, সেরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রও হয়ত' তত্ত্ববাদী শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের দীক্ষা-শিষ্য ও পুরী-নামা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসি-শিষ্য ছিলেন ; —এই হেত্বাভাসমূলা যুক্তি উড়ুপীর সমস্ত তত্ত্ববাদী বা মাধ্বমঠসমূহের আদিমকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করিলেই নিরর্থক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। **তত্ত্ববাদিমঠের ইতিহাস এই যে, তথায় 'ব্যাসকূট'-ধারার সন্ন্যাসি-শিষ্যমাত্রেরই 'তীর্থ' উপাধি** হইবেই, ইহার অন্যথা এপর্যন্ত কোথায়ও হয় নাই ; **আর 'দাসকূট'-ধারার বিরক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই 'দাস'-উপাধি হয়,** যথা—শ্রীকনক-দাস প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত **গৃহস্থ দীক্ষিত-শিষ্যগণের 'আচার্য'-উপাধি**

---

found yet. His disciples joined themselves to the Madhvas of the South."—('Life and Teachings of Sri Madhvacharya', P. 261-62, by C, M. Padmanabhachar, First Edition, 1909, Madras)

"The Bengal School of Vaishnavism headed by Chaitanya owed its inauguration to Lakshmipati, a direct disciple of Vyasatirtha ('Reviw of Philosophy & religion', Vol. IV, No. 2, Poona, Sep., 1933,—B. N. Krishnamurti Sharma.

হয়, যেমন,—শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য, শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য ইত্যাদি। অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে লব্ধ সন্ন্যাস-নাম, যথা—পুরী, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি নাম সংরক্ষণ করিয়া কোন মাধ্বমঠের তত্ত্ববাদী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কেবলমাত্র মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ-প্রথার কোন প্রমাণ তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে নাই; বিশেষতঃ **কেবলাদ্বৈতবাদের সন্ন্যাসীকে তত্ত্ববাদী আচার্যগণ সন্নাস-মন্ত্রেই দীক্ষিত করুন,** আর **পাঞ্চরাত্রিক বা বৈদিক-দীক্ষা-মন্ত্রেই দীক্ষিত করুন, তাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের কোন চিহ্ন অর্থাৎ সন্ন্যাসের নাম, উপাধি প্রভৃতি কিছুই রাখিতে দেন না, সমস্তের আমূল পরিবর্তন করিয়া দেন।** কেবলাদ্বৈতবাদিগণের প্রতি কেবলদ্বৈতবাদিগণের এতটা মতবিরোধ! সুতরাং 'শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শঙ্করসম্প্রদায়ের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া থাকিলেও * তিনি হয়ত মাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন', এরূপ অনুমান তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের ইতিহাস-বিরুদ্ধ। শঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে তীর্থের শিষ্য 'আশ্রম' প্রভৃতি নামধৃক্ সন্ন্যাসী হওয়ার উদাহরণ থাকিতে পারে, কিন্তু তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে সেরূপ ইতিহাস নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য নিজে বিভিন্ন নামের দশনামী সন্ন্যাসি-শিষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীআনন্দতীর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য একমাত্র তীর্থো-পাধিক সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যকোন উপাধিধৃক্ সন্ন্যাসি-শিষ্য করেন নাই।

শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর মতে **'ঈশ্বর', 'জীব', 'প্রকৃতি', 'কাল',** ও **'কর্ম'**—এই পাচটী মৌলিক তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে প্রথম

* শ্রীবাসুদেব শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অভিনয়কারী অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্থ নামে পরিচিত হন। এই তীর্থোপাধিক সন্ন্যাস-নাম শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সন্ন্যাসীই গ্রহণ করেন, ইহার ব্যতিক্রম এ-যাবৎ হয় নাই।

তত্ত্বদ্বয় অর্থাৎ 'ঈশ্বর' ও 'জীব'—অজড় ও জ্ঞান-স্বরূপ ; শেষোক্ত তত্ত্বত্রয় অর্থাৎ 'প্রকৃতি', 'কাল' ও 'কর্ম'—জড় ও জ্ঞানহীন ; দ্বিতীয়তঃ প্রথম তত্ত্বচতুষ্টয় অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'জীব', 'প্রকৃতি' ও 'কাল'—নিত্য বা অনাদি ও অনন্ত ; শেষোক্ত তত্ত্ব 'কর্ম'—অনিত্য অর্থাৎ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে ; তৃতীয়তঃ প্রথম তত্ত্ব 'ঈশ্বর'—নিয়ন্তা, শেষোক্ত তত্ত্বচতুষ্টয়—নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বচতুষ্টয়ের মধ্যে জীব—ভোক্তা, প্রকৃতি—ভোগ্য, কাল—ভোগের 'নিমিত্ত'-কারণ অর্থাৎ জীবের যে প্রকৃতি-উপভোগ, তাহা কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়। জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পদার্থ-চতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় বস্তু। *

মৌলিক পঞ্চতত্ত্ব

(১) **'ঈশ্বর'**—স্বতন্ত্র, সর্বকর্তা, সর্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা ও বিজ্ঞানস্বরূপ। ঈশ্বর **বিভুচৈতন্য,** নিত্যজ্ঞানাদি-গুণ-বিশিষ্ট ও অস্মদর্থবাচ্য। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃতি-প্রভৃতিতে অনুপ্রবেশ ও নিয়মনাদি-দ্বারা জগৎ রচনা করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি বিধান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইলেও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহি-ভাবে জ্ঞানবানের প্রতীতি-গোচর হন। ঈশ্বর 'অব্যক্ত' (প্রত্যক্) হইলেও ভক্তিগ্রাহ্য ; তিনি 'একরস' হইলেও চিদানন্দস্বরূপ দান করেন। ব্রহ্ম—জ্ঞানৈকগম্য, অক্ষয়-অনন্ত-সুখস্বরূপ, নিত্য-জ্ঞানাদি-গুণযুক্ত। ব্রহ্মের শক্তি—স্বাভাবিক। ব্রহ্ম 'নির্গুণ' হইলেও শঙ্করের মতানুযায়ী গুণহীন নহেন ; পরন্তু প্রাকৃত-সত্ত্বাদি-গুণত্রয়-রহিত, স্বরূপা-নুবন্ধি অপ্রাকৃত গুণগণশালী। †

(২) **'জীব'**—নিয়ামক ঈশ্বরের নিয়ম্য ; জীব—**অণুচৈতন্য**। জীবাত্মা—বহু ও নানা অবস্থাসম্পন্ন। জীব—স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস। ঈশ্বর-

* শ্রীগোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভ ও শ্রীগীতাভূষণ-ভাষ্যের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য।

† শ্রীগোবিন্দভাষ্য ১।১।১

বৈমুখ্যই বন্ধনকারণ এবং তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্‌গুণাবরণরূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচনপূর্বক ঈশ্বরসাম্মুখ্যই স্বরূপসাক্ষাৎকার ঘটায়। জীব—ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বর—শক্তিমান্। ভোগবিষয়ে মুক্ত জীব ব্রহ্ম-সমান হইলেও স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ নিত্যই পৃথক্। জীবগণও আবার পরস্পর ভিন্ন। সাধন-তারতম্যে তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য আছে। মুক্তাবস্থাতেও জীব শ্রীহরির নিত্য-উপাসক। সুতরাং জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, তাঁহার ন্যায় নিত্যচেতন ও তাঁহার দাস। *

(৩) **'প্রকৃতি'**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'। উহা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা এবং ঈশ্বরের ঈক্ষণে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করে। প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে; উহা নিত্যা, ঈশ্বরের আশ্রিতা ও বশ্যা। প্রকৃতি—ব্রহ্মেরই 'শক্তি'। সাংখ্যের মহৎ ও অহঙ্কারাদি-তত্ত্ব বলদেব স্বীকার করিয়াছেন। †

(৪) **'কাল'**—ত্রৈগুণ্যশূন্য ও জড়, প্রকৃতিগুণ-ক্ষোভক ঈশ্বরের চেষ্টা-শক্তি-বিশেষই 'কাল'। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, যুগপৎ, চির ও ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের কারণ; ক্ষণাদি-পরার্ধান্ত চক্রবৎ পরিবর্তমান, প্রলয়-সর্গ-নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম—'কাল'। কাল—নিত্য ও ঈশ্বরের অধীন। ‡

(৫) **'কর্ম'**—জড়-পদার্থ, অদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি এবং অনিত্য (বিনাশি)। §

'সম্বন্ধ'—শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য—এই 'সম্বন্ধ'। শঙ্করমতেও 'বাচ্য-বাচক'-ভাবই অঙ্গীকৃত, কিন্তু শঙ্কর 'ব্রহ্ম-দ্বৈবিধ্য'

---

* বেদান্তস্যমন্তকে জীবতত্ত্ব-নিরূপণ-নামক তৃতীয় কিরণ দ্রষ্টব্য।

† 'বেদান্তস্যমন্ত'কে প্রকৃতিতত্ত্ব-নিরূপণ-নামক চতুর্থ কিরণ।

‡ 'বেদান্তস্যমন্ত'কে কালতত্ত্বনিরূপণ-নামক পঞ্চম কিরণ।

§ 'বেদান্তস্যমন্ত'কে ষষ্ঠ কিরণ, ১ অনুচ্ছেদ।

স্বীকার করিয়া সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মকে 'বাচ্য' বলিয়াছেন এবং নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্মকে 'জ্ঞেয়' বা 'লক্ষ্য' বলিয়াছেন। শ্রীবলদেবপ্রভু বলেন,— 'ব্রহ্ম' শব্দের অবাচ্য নহে, যেহেতু 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' এই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-প্রমাণে জিজ্ঞাস্য পুরুষের উপনিষদ্‌বেদ্যত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' (তৈঃ ২।৪।১)—এই শ্রুতিতে যে 'অবাচ্যত্ব' বলিয়া মনে হয়, উহার সমাধান-কল্পে শ্রীগোবিন্দভাষ্যের 'সূক্ষ্মা' টীকায় (১।১।৫) বলিতেছেন যে, দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে বলিলে, যেমন তাহার কাশীতে গমনপূর্বক নিবৃত্তি বুঝায়, 'বাক্যসকল (যাঁহাকে) না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়' বলিলেও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। 'যিনি বাক্যদ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত হন না'—বলিলেও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হন, বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম—শব্দবাচ্য।

'বিষয়'—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্ত-গুণগণ-সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অনন্তশক্তি, সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম 'শ্রীকৃষ্ণ'ই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য 'বিষয়'।

'প্রয়োজন'—অশেষ দোষ-বিনাশপূর্বক পরতত্ত্ব-'শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার'ই 'প্রয়োজন'।

শ্রীবলদেব বলিয়াছেন,—ঈশ্বর ব্যাপক হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য; এক-রস হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন; সর্বব্যাপী হইয়াও জীবের অন্তঃস্থ দেবতা; বৈষম্যহীন ন্যায়পরায়ণ হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী; জগতের উপাদান-কারণ হইয়াও স্বয়ং পরিণামহীন ও পরিবর্তনহীন; অংশহীন হইয়াও স্বাংশ। পরমেশ্বরে এইরূপ বহু আপাতঃ বিরোধী গুণ ও শক্তির সমাহার দৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মের গুণ ও শক্তি পরব্রহ্ম হইতে 'ভিন্ন' বা পৃথক্ নহে, 'অভিন্ন'। অভিন্ন হইলেও বোধ-সৌকর্যার্থ তাহাদিগকে লোকাচার-বশতঃ ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাই লোকাচার-সম্মত 'ভেদ' বা 'বিশেষ'। **ব্রহ্ম**

সবিশেষ পরব্রহ্ম

এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে 'ভেদ' নাই, 'বিশেষ' আছে। 'বিশেষ'—ভেদের প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রকৃত ভেদের সৃষ্টি না করিয়াও আপাতঃ ভেদের প্রতীতি করায়। * পরব্রহ্ম যুগপৎ সৎ ও সত্তাবান্, জ্ঞান ও জ্ঞাতা, আনন্দ ও আনন্দময় অর্থাৎ ব্রহ্মই ধর্মী, ব্রহ্মই ধর্ম; ব্রহ্মই শক্তিমান্, ব্রহ্মই শক্তি, যেরূপ 'সর্প'ই কুণ্ডলাত্মক হইলেও 'কুণ্ডল' সর্পের বিশেষণ, সেইরূপ 'ব্রহ্ম' জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও 'জ্ঞান' ও 'আনন্দ'কে ব্রহ্মের বিশেষণ অর্থাৎ 'গুণ' বা 'ধর্ম' বলা হয়। পরমেশ্বর—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদরহিত। তিনি ও তাঁহার শক্তি-ভিন্ন যখন বস্ত্বন্তরই নাই, তখন তাঁহাতে 'সজাতীয়' ও 'বিজাতীয়' ভেদ থাকিতেই পারে না; আর তাঁহার শ্রীবিগ্রহের প্রত্যেক অবয়বই যখন জ্ঞানানন্দময়, তখন তাঁহাতে 'স্বগত'-ভেদও অসম্ভব। তাঁহাতে কোন ভেদ না থাকিলেও ভিন্নবস্তুর বোধক শব্দের ন্যায় জ্ঞান, আনন্দ, হস্ত ও পদ প্রভৃতি ভিন্ন-শব্দের ব্যবহার অচিন্ত্য 'বিশেষ'-স্বভাবের বলেই জানিতে হইবে। একই বৈদূর্যমণি হইতে যেরূপ নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ হয়, ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদিও তদ্রূপ। মণিতে যেরূপ নানাবর্ণ-প্রকাশকারিণী শক্তি আছে, পরব্রহ্মেও সেরূপ নানাবির্ভাব-সংঘটন-পটীয়সী 'বিশেষ'-শক্তি আছে। এই বিশেষস্বভাবই স্বরূপতঃ অভিন্ন 'জ্ঞানানন্দ' প্রভৃতিকে 'ভিন্ন'-বৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বরূপতঃ অভিন্ন জ্ঞানানন্দাদির আবির্ভাব-ভেদ-দর্শনে ভেদাভেদ-পক্ষও স্বীকার্য নহে; কারণ, শ্রুতিতে ভেদদর্শীর নরকপাত বলিয়া ভেদপক্ষ-স্বীকারের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বরূপের ভেদ স্বীকার করিলে ঐ-সকল নিষেধ-বাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব অভেদ-বস্তুতে ভেদ-প্রতীতি-পক্ষে অবিচিন্ত্যশক্তির স্বীকারই সঙ্গত হইতেছে। তদ্বিষয়ে

* (১) শ্রীব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃতে' ২য় অবচ্ছেদে 'বিশেষসমর্থনং' নামে ১৬শ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। (২) শ্রীবাদিরাজস্বামিকৃতা 'যুক্তিমল্লিকা', গুণসৌরভে ১০০২-৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অচিন্ত্য-মহিমা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। ঐ 'বিশেষ'—ভেদের প্রতিনিধি। উহার দুইটি কার্য ; প্রথম,—ভেদ না থাকিলেও ভেদকার্য যে ধর্মধর্মিভাবে ব্যবহার, তাহা সাধন করা; দ্বিতীয়,—সত্য, জ্ঞানানন্দাদি শব্দের অপর্যায়তা প্রদর্শন করা। পৃথিবী, অবনী, ধরণী, ধরিত্রী প্রভৃতি শব্দ সকলই একই পৃথিবীর বাচক হইয়া পৃথিবীর পর্যায়রূপে গণ্য হয়। সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যে এইরূপ পর্যায়তা নাই, তাহা 'বিশেষ'ই প্রদর্শন করিয়া থাকে। * নির্ভেদ তত্ত্ববস্তুতেই 'বিশেষ'-বলে ভেদ-ব্যবহার সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম—সজাতীয়, বিজাতীয়, ও স্বগত-ভেদশূন্য। যেরূপ পত্র, পুষ্প ইত্যাদি বৃক্ষের স্বগত-ভেদ, ব্রহ্মের অসংখ্য গুণ ও শক্তি কিন্তু সেইরূপ স্বগত-ভেদ নহে ; কারণ, ব্রহ্ম—একাত্মক ; তাঁহার প্রত্যেক গুণ ও শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও তাঁহার সহিত একীভূত। ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্মেরই ন্যায় পরিপূর্ণ ও দোষহীন।

ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি—(১) পরা, (২) অপরা ও (৩) অবিদ্যা। **পরাশক্তি**—'বিষ্ণু'-শক্তি বা 'স্বরূপ'-শক্তি; **ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা**—'অপরা'শক্তি বা 'জীব'-শক্তি এবং **অবিদ্যাশক্তি**—'কর্ম', 'মায়া' বা 'তমো'-নামে অভিহিত হয়।

শ্রীবলদেব পরব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিকী শক্তির কথা বলিয়াছেন,—(১) পরাশক্তি, (২) ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি (জীবশক্তি) ও (৩) মায়াশক্তি। **ব্রহ্ম পরাখ্য-শক্তিমদ্রূপে জগতের 'নিমিত্ত'-কারণ** এবং **জীবশক্তি ও মায়াশক্তির শক্তিমদ্রূপে জগতের 'উপাদান'-কারণ হন।** অতএব ব্রহ্ম জগতের 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত' কারণ। অপরাশক্তি হইতে 'জীবে'র ও অবিদ্যাশক্তি হইতে 'জগতে'র উৎপত্তি হয়। নিমিত্তকারণরূপে ব্রহ্ম 'কূটস্থ'-নিত্য অর্থাৎ অপরিণময়ে ও অপরিবর্তনীয়। 'উপাদান'-কারণরূপে ব্রহ্ম 'পরিণামি'-নিত্য অর্থাৎ

* 'সিদ্ধান্তরত্নম্' ১।১৭-১৯ (শ্রীশ্যামলাল-গোস্বামী সং)

জগদ্রূপে নিত্য। কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত ও অপরিবর্তিতই থাকেন। *

শ্রীবলদেব পুনরায় পরব্রহ্মের একই ত্রিবৃৎ পরাশক্তির আশ্রয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন,—পরব্রহ্মের পরাশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—(১) সন্ধিনী, (২) সম্বিৎ ও (৩) হ্লাদিনী। পরাশক্তির সম্বিৎপ্রধানা বৃত্তিই—বাগ্‌দেবী এবং হ্লাদপ্রধানা বৃত্তি—লক্ষ্মী। এই সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীবলদেব শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী নিজশক্তি শ্রীলক্ষ্মীর জীবকোটিত্ব নিরাস করিয়াছেন। †

ব্রহ্ম—দেহদেহি-ভেদরহিত। দেহদেহিভেদশূন্য শ্রীহরির সত্য, জ্ঞান, আনন্দাদি অনন্ত গুণসমূহ শ্রীহরি হইতে পৃথক্ নহে। 'বিশেষ'-বলেই এই 'অভেদ' ও 'ভেদ' ব্যবহার সিদ্ধ হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে,—অভেদ হইয়াও ভেদের যে প্রতিনিধি, তাহাকে 'বিশেষ' বলা হয়। মায়াবাদী বেদান্তিগণ ব্রহ্মকে 'নির্বিশেষ চিন্মাত্র' বলেন ; তাঁহাদের মতে —শুদ্ধব্রহ্মে কোন 'বিশেষ' নাই অর্থাৎ বিগ্রহ-গুণ-লীলাদি-শক্তির কোন ধর্ম নাই। শুদ্ধব্রহ্ম যখন মায়োপহিত হন, তখনই তাঁহার ঈশ্বরাদি নাম, রূপ, গুণাদি প্রকাশ পায়। মায়াবাদীর এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীবলদেব বলেন,—শুদ্ধব্রহ্মে যদি 'বিশেষ' না থাকে, তাহা হইলে

---

* "তস্য হরেস্তিস্রঃ শক্তয়ঃ সন্তি—পরাখ্যা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা মায়াখ্যা চেতি। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ', 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতির্গুণেশঃ, সংসারবন্ধ-স্থিতি—মোক্ষহেতুঃ' ইতি শ্রুতেঃ। 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাচ্চ। স চ **পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ জগন্নিমিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞাদি-শক্তিমদ্রূপেণ তু তদুপাদানঞ্চ** ভবতি। 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইত্যাদি শ্রবণাৎ।" (বেদান্তস্যমন্তকঃ ২।৯-১০ ; শ্রীশ্যামলাল-গোস্বামি-সং)

† "তত্রৈব ত্রিবৃৎ পরা কীর্ত্যতে। তত্র সম্বিৎপ্রধানা বৃত্তির্গীর্দেবী, হ্লাদপ্রধানা তু লক্ষ্মীঃ। * * * ইত্থঞ্চাস্যা জীবকোটিত্বং নিরস্তম্।" (বেদান্তস্যমন্তকঃ ২।২১)

স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ ব্রহ্মের প্রকাশেও (১) ঐক্যের অপ্রকাশ, (২) স্বপ্রকাশ চিদ্‌ব্রহ্মের প্রকাশটি ভেদব্রহ্মের অবিরোধী এবং (৩) ঐক্য-ভাবটি ভেদবিরোধী—এই তিনটি ভেদকার্য মায়াবাদীর মতে নির্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্মে কোথা হইতে আসিল? অতএব ব্রহ্মে 'বিশেষ' আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। *

শ্রীবলদেব ভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ' তথা শ্রীনিম্বার্কের 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ' পূর্বাচার্যের যুক্তি-অবলম্বনে খণ্ডন করিয়াছেন। † তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়িগণের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'ও নিরাস করিয়া তত্ত্ববাদিগণের 'দ্বৈতবাদে'রই নির্দোষত্ব স্থাপন ও আদর করিয়াছেন; যথা—সিদ্ধান্তরত্নের ৮।২৯-৩০ অনুচ্ছেদের 'সূক্ষ্মা'-টীকায়—"কেচিৎ স্বকল্পনায়া নির্মূলত্বং দূষণমুপ-(অপ-)নিনীষবো **বিষ্ণুস্বাম্যনুযায়িনম্মন্যা** নবীনা এবেত্যর্থঃ। পরে **শঙ্করাচার্যা** * * উভয়ে হেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ, কেবলে দ্বৈতে চ নির্দোষেঽপি তদ্বাদিশিষ্যতাপত্তিলাঞ্ছনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেচ্ছবঃ কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চ **তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়াঃ**।" ‡

তত্ত্ববাদি-প্রবর **শ্রীমধ্বাচার্য** তদীয় **ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে** (২।৩।৪৩) **বলিয়াছেন,**—শ্রুতিতে ঈশ্বরের সহিত জীবের ভেদপর সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়, কোথায়ও অভেদপর শ্রুতিও পাওয়া যায়; যেহেতু জীব ব্রহ্ম হইতে ভেদ ও অভেদ উভয়রূপেই কীর্তিত হন। অতএব জীব 'অংশ' ও 'ভিন্ন'রূপেই উদ্দিষ্ট হয়। কেবল অভেদ হইলে কোথায়ও কখনও জীব ও

---

* বেদান্তস্যমন্তকঃ ২।১৩

† সিদ্ধান্তরত্নম্ ৮।২৭-২৮

‡ সিদ্ধান্তরত্নম্ [R. No. 2989 (paper) Govt. Oriental Mss. Library, Madras; ও গভর্ণমেণ্ট্ সংস্কৃত কলেজ-সং, ১৯২৪ খৃঃ, কাশী] ৮।২৯-৩০; সূক্ষ্মাটীকা ৩৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের ভেদের কথাই বলা হইত না ; সেই হেতু **মুখ্যতঃ ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না।** * শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপভেদপর সিদ্ধান্তই নিখিলশাস্ত্রের অভিমত, ইহা স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করিয়াছেন।† শ্রীবলদেব বলেন,—শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদোক্তির তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব (অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাধীনত্ব) ও তদ্ব্যাপ্যত্ব-(অর্থাৎ জীবে ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব) দ্বারা সিদ্ধ হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫।১।১৫) প্রাণসংবাদে বাগাদির প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্ব অর্থাৎ প্রাণাধীনত্বহেতুই প্রাণরূপতা পঠিত হয়। অর্থাৎ শ্রুতিতে বাক্, চক্ষুঃ, কর্ণ, মন প্রভৃতি যেরূপ প্রাণাধীন বলিয়া 'প্রাণ' নামেই অভিহিত হয়, সেরূপ জীবও ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্ম'নামে বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া উক্ত হয়।‡

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু শাস্ত্রতাৎপর্য-নির্ণায়ক ষড়্‌বিধ-লিঙ্গের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের পারমার্থিক নিত্যভেদের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—শ্রুতিতে (মুণ্ডক ৩।১।৩ ; কঠ ২।১।১৫) ও স্মৃতিতে (গীতা ১৪।২) যে জীবের সহিত ব্রহ্মের মুক্তদশায় পরম সাম্য ও একত্ব-প্রাপ্তি বা সাধর্ম্য-প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা 'উপমাবাচক'। উপামান ও উপমেয়ের পৃথক্ অস্তিত্বের ন্যায় ঈশ্বর ও জীবের নিত্যভেদ। মোক্ষদশাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদোক্তি থাকায়, ভেদ পারমার্থিক। এক বিভুচৈতন্য ঈশ্বর হইতে বহু অণুচৈতন্যস্বরূপ জীব পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অবশ্যই নিত্য। §

---

* "বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবোহংশস্তস্য তেন তু। যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে। **অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ॥"** (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ২।৩।৪৩)

† (ক) সিদ্ধান্তরত্নম্ ৮।২৪, ২৭ ; (খ) বেদান্তস্যমন্তকঃ ৩।১৫

‡ বেদান্তস্যমন্তকঃ ৩।১৭ ; প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬-৭

§ প্রমেয়রত্নাবলী ৪।২-৫ ; "এষু মোক্ষেহপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্**ভেদঃ পারমার্থিকঃ।"** (প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৩) ; "একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ। ভিদ্যন্তে বহবো

শ্রীবলদেবের মতে জগৎও ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভেদ, তবে ব্রহ্মাধীন-বৃত্তি ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু জগৎ ব্রহ্মরূপে কথিত। *

শ্রীবলদেব ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীজীবপাদ একই অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব হইতেই তাঁহার শক্তিবৈচিত্রীক্রমে জীব, প্রকৃতি প্রভৃতির প্রাকট্য স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীবলদেব 'গোবিন্দভাষ্যে'র প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্‌ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি।" অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে চারিটি পদার্থ জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—ইহারা ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া 'শক্তিমদ্‌ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই', এই সিদ্ধান্তেরও সঙ্গতি হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষানুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, তদনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ, শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত ও প্রমাণাবলম্বনে † জীবকে 'তটস্থা শক্তি' বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীবলদেব শ্রীমধ্বাচার্যের বা তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে স্বাংশ শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে জীবকে ভিন্নরূপে প্রদর্শনার্থ **বিভিন্নাংশ** ‡ বলিয়া উল্লেখ করিলেও জীবকে **'তটস্থা শক্তি'** বলিয়া

জীবাস্তেন **ভেদঃ সনাতনঃ**॥" (ঐ, ৪।৫); "তত্ত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্বায়ত্তবৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি, পূর্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যো ন ত্বন্যৎ। তস্মাদীশাৎ জীবস্যাস্তি ভেদঃ। (গোবিন্দভাষ্যম্ ২।৩।৪১)।

* "প্রাণৈকাধীনবৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা। তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে॥" * * "ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিজ্জগদ্‌ব্রহ্মেতি মন্যতে।" (প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬-৭); "প্রকৃতি-জীবরূপাৎ প্রপঞ্চাৎ তদাশ্রয়স্যেশ্বরস্য ভেদস্ত্বানন্দময়াদ্যধিকরণেভ্যঃ সিদ্ধঃ।" (সিদ্ধান্তরত্নম্ ৮।১)

† পরমাত্মসন্দর্ভঃ ৩৭, ৩৯ অনু

‡ "স্মরন্তি চ" (ব্র সূ ২।৩।৪৭) সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্য ও তদনুগ হইয়া শ্রীবলদেব জীবকে 'বিভিন্নাংশ' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

নির্দেশ করেন নাই। গৌড়ীয়-গোস্বামিবর্গের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির বিশ্লেষণও শ্রীবলদেবের সাহিত্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্-ভাগবত, দশমস্কন্ধের (১০।৮৭।৩১-৩২) 'সারার্থদর্শিনী'তে চক্রবর্তিপাদ জীবের তটস্থা-শক্তির সম্বন্ধে বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীবলদেব তৎকৃত 'বৈষ্ণবানন্দিনী'তে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। *

কেহ কেহ শ্রীবলদেবকৃত 'সিদ্ধান্তরত্নে' ভেদপ্রতিনিধি 'বিশেষ'-শব্দ ও 'অচিন্ত্য'-শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এই দুই শব্দের যোজনাপূর্বক, শ্রী-বলদেবও 'ভাষ্যপীঠ'কে শ্রীশ্রীজীবপাদের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র নাম-উল্লেখপূর্বকই ঐ সিদ্ধান্তের অনুবর্তন করিয়াছেন—এইরূপ বলিতে চাহেন। বস্তুতঃ ঐ স্থানে শ্রীবলদেবের মধ্বানুগত্যেরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীজীবপাদ অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব এবং তাঁহার শক্তিবৈচিত্রী ও তৎপরিণত বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাহাই 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ শব্দগম্য ভেদাভেদবাদরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন। † গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্ত-রত্ন, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী, ও শ্রীগীতাভূষণ-ভাষ্যে ‡ সর্বত্রই শ্রীবলদেব তত্ত্ববাদিগণের অনুবর্তনে যে ভেদপ্রতিনিধি 'বিশেষ' পরি-ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত শ্রীভগবৎ-স্বরূপেই সীমাবদ্ধ। ইহা শ্রীভগবচ্ছক্তি জীব বা শক্তিপরিণত জগতের সহিত পরতত্ত্বের সম্বন্ধ-জ্ঞাপক কোনও বিচার নহে। শ্রীবলদেব শ্রীশ্রীজীবপাদের ন্যায় শক্তি-সিদ্ধান্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিস্তবের "অপরিমিতা ধ্রুবাঃ……মতদুষ্টতয়া॥" ও "নৃষু তব মায়য়া……ভয়ম্॥" (১০।৮৭।৩১-৩২) শ্লোকের 'শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী', 'সারার্থদর্শিনী' ও 'বৈষ্ণবানন্দিনী' টীকা দ্রষ্টব্য।

† **"শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ** তৌ চ **অচিন্ত্যৌ** ইতি।"—সর্বসম্বাদিনী, ৩৭ পৃঃ (বঃ সাঃ পঃ সং)

‡ শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্—১।১ (শ্রীগৌড়ীয় মঠ সং)

করিয়া স্পষ্টভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার বিচারে ভেদ-সিদ্ধান্তই অধিকতর স্পষ্ট। *

চতুর্দশ প্রসঙ্গ

উপসংহার

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় হইতে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের শিক্ষাশিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ধারায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া 'গৌড়ীয়-বেদান্ত-ভাষ্যকার' হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্তে মত-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। অনেকে শ্রীবলদেবের মত-বিশেষকেই শ্রীশ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া ধারণা করেন। কিছুদিন পূর্বে জনৈক পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা প্রভুপাদ **শ্রীজীবগোস্বামীর** 'সর্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, তিনি **শ্রীমধ্বাচার্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ঐকান্তিক-ভেদ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সমর্থন করেন নাই।** * * * এখানে জানা আবশ্যক যে, শ্রীজীবগোস্বামী শ্রুত্যুক্ত মণি-দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া জগৎকে ঈশ্বরের বাস্তব পরিণাম বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন। * * * পূর্বোক্তরূপ পরিণামবাদে **ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ শ্রীজীবগোস্বামী 'সর্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে সমর্থন করিলেও জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে তিনি ঐ কথা বলেন নাই। তাঁহার**

* সিদ্ধান্তরত্ন—৮।২৪ (শ্রীশ্যামলাল-গোস্বামী সং, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ; কলিকাতা); বেদান্ত-স্যমন্তকঃ—৩।১৫(ঐ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)।

মতে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইলেও জীবরূপে পরিণত হন নাই। * * * এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বাস্তব, ইহা স্বীকার না করিলে নিম্বার্ক-মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ বলা যায় না। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বাদিরূপে যে অভেদ বলিয়াছেন, উহা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নহে। তাঁহারা স্পষ্টভাষায় জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদের নিষেধই করিয়াছেন। * * * প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামি-মহাশয় স্বীয় তত্ত্বসন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্বকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। * * * শ্রীজীবগোস্বামি-মহাশয় শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-নির্দেশের যে-সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার টীকার শেষকালে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তি ইতি সিদ্ধম্' অর্থাৎ তাহা হইলে ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপতঃ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভেদ নাই—ইহা সিদ্ধ হইল। ঐ স্থলেই তিনি দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, যেমন গৌর-বর্ণ ও শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অথবা যুবক ও বালক ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্ব-রূপে ঐক্য থাকায় জাতিরূপে অভেদ আছে, কিন্তু ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ নাই, তদ্রূপ জীবও চৈতন্যস্বরূপ এবং ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ—উভয়েই চিৎস্বরূপ একজাতীয়, কিন্তু ব্যক্তিতঃ তাঁহাদের ভেদই আছে। অতএব জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই—ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য-গণের সিদ্ধান্ত, স্পষ্ট বুঝা যায়।" *

উক্ত প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী নহেন, তাঁহারা কেবল ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

* "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ" প্রবন্ধ—(ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ;

বস্তুতঃ **প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ'** (১।২।১১) **শ্লোকটিকেই মূল প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।** তিনি বলেন,—"অদ্বয়মিতি তস্য **অখণ্ডত্বং** নির্দিশ্যান্যস্য **তদন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি।"** * অর্থাৎ 'অদ্বয়' এই পদে সেই তত্ত্বের অখণ্ডত্ব নির্দেশ করিয়া অন্যের ঐ তত্ত্বের সহিত অনন্যতা অর্থাৎ একত্ব বলিবার ইচ্ছায় তাহার শক্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। ইহার পরেই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজীবপাদ তত্ত্বের বা আত্মার (পরতত্ত্বের) অদ্বয়ত্ব আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—"কীদৃশমাত্মানম্? **স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্যশক্তীনামাশ্রয়ম্।"** † অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরতত্ত্ব কিরূপ? তিনি—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সুস্পষ্টভাষায় 'এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা সর্বদাই ভগবৎস্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব (শ্রীধামাদি), জীব ও প্রধান- ‡ (উপাদানাংশ) রূপে চতুর্ধা বিরাজমান বলিয়াছেন,—**"একমেব তৎ পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে।"** § শ্রীসনাতন শিক্ষায়ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত এই—**"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥"** ¶ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী তিনটি শক্তির পরিণতি বা কার্য দৃষ্ট হয়। সেই তিনটি শক্তি এই—চিচ্ছক্তি, জীব-

---

* শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৬ অনুচ্ছেদ;　　† ঐ, ৭ অনু।

‡ মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে—নিমিত্তাংশো মায়া, **উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি।** (শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৫৮ অনু, শ্রীপুরীদাসমহাশয় সং)

§ শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, ১৬ অনু (শ্রীসত্যানন্দগোস্বামী সং, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা)

¶ চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১১

শক্তি ও মায়াশক্তি। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মায়াশক্তির পরিণতি, জীব তাঁহার জীবশক্তির অর্থাৎ তটস্থাশক্তির পরিণতি ও চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি তাঁহার চিচ্ছক্তির পরিণতি। এই তিন শক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধযুক্ত। বিভিন্ন শক্তির সহিত উক্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। চিচ্ছক্তি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ইঁহার নাম **'স্বরূপশক্তি'**। মায়া-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের বা স্বাংশ ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে সাক্ষাদ্‌ভাবে অবস্থান না করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিতই মায়ার নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই শক্তিমতী হইয়া মায়া কার্য করে। মায়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একটি স্বয়ংসিদ্ধ নিরপেক্ষ তত্ত্ব নহে। যদ্রূপ আকাশে সূর্যের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই পৃথিবীস্থ জলাশয়াদিতে বিম্ব-স্বরূপ সূর্যের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের জন্যই অপাশ্রিতভাবে মায়ার অস্তিত্ব। জীবশক্তি স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎস্বরূপে অবস্থান না করিলেও পরস্পর অনুপ্রবেশ ও অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। জীব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একটি স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে। দুইটি স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্বেই অত্যন্ত ভেদ হয়; যেমন আম্রবৃক্ষ ও নিম্ববৃক্ষ উভয়ই জাগতিক স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু, এজন্য উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। সূর্যের অংশ কিরণ সূর্যের সাক্ষাৎ পূর্ণ-স্বরূপ না হইলেও উহার স্বয়ংসিদ্ধ অস্তিত্ব নাই; উহা সূর্য-ব্যতীতও আর কিছু নহে। এক স্বয়ংসিদ্ধ পরমতত্ত্বই যখন স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা সর্বদা জীবশক্তি-রূপে অবস্থিত, তখন জীবের সহিত পরব্রহ্মের ঐকান্তিক-ভেদ-সিদ্ধান্ত শ্রীজীবপাদ-প্রপঞ্চিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে কখনও স্বীকৃত হয় নাই।

শ্রীজীবপাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—'এই শ্রৌত মৌলিক শক্তি-সিদ্ধান্তের অপূর্ব বিশ্লেষণ মনীষার দ্বারা চিন্ত্য বা তর্ক-গম্য নহে; তাহা একমাত্র শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য। কেবল-ভেদ, কেবল-অভেদ বা ঔপচারিক ভেদাভেদ, অথবা বাস্তব ভেদাভেদ—তর্ক ও মনীষার বোধগম্য।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিচরণ সর্বত্রই **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই তত্ত্ব** প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নহে। সেই অদ্বিতীয় পর-তত্ত্বের ত্রিবিধা শক্তি-বৈচিত্রী—(১) স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি, (২) তটস্থা বা জীবশক্তি ও (৩) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। **শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ন্যায় স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করেন নাই।** শ্রীনিম্বার্কের মতে ঈশ্বর স্বতন্ত্র তত্ত্ব, জীব ও প্রকৃতি অস্বতন্ত্র-তত্ত্ব। কিন্তু অস্বতন্ত্র-তত্ত্বের সত্তা স্বতন্ত্রতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। শ্রীনিম্বার্কের মতে পুরুষোত্তমের সত্তা জীবের ও প্রকৃতির সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা। প্রকৃতি ও জীবের সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়াও পুরুষোত্তমের নিজের একটি অপ্রাকৃত সত্তা আছে। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদের শক্তি-বিচার অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণব-দার্শনিকের বিচার হইতে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছে। **জীব ও প্রকৃতিকে 'তত্ত্ব' বলিলে অদ্বয়তার হানি হয়, কিন্তু তাহাদিগকে শক্তিরূপে বিচার করিলে অদ্বয়-তত্ত্বের সম্যক্ স্ফূর্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়।** শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন, আবার ভিন্ন। **শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে কখনও স্বরূপতঃ ভিন্ন বলা যায় না।**

শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ 'সন্দর্ভে' ও 'সর্বসম্বাদিনী'তে জীবকে শ্রৌত-সিদ্ধান্তানুসারে শক্তিরূপে স্থাপন করিয়া একাধারে পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব এবং শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ **শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যত্বের উপরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত।** "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮), "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫), "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১) ইত্যাদি শব্দ-প্রমাণ অদ্বয়ত্বের স্বাভাবিকী অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যা অদ্বিতীয়া পরা শক্তি ও তাঁহার বৈচিত্রীর প্রতিপাদন করিয়াছে। অগ্নিতাদাত্ম্য-

প্রাপ্ত লৌহের দাহিকা শক্তি স্বাভাবিকী অর্থাৎ অবিচ্ছিন্না নহে, উহাকে দাহিকা শক্তির আশ্রয় বা শক্তিমান্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, উহাকে লৌহের দাহিকা শক্তিও বলা হয় না ; কিন্তু অগ্নির স্বাভাবিকী দাহিকা শক্তিকে কোনরূপে পৃথক্ করা যায় না। কোন মহৌষধ-বিশেষের প্রভাবে কখনও দাহিকা শক্তি স্তম্ভিত হইলেও (তাহার আশ্রয় বা শক্তিমান্) অগ্নি হইতে পৃথক্ হয় না। শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না বলিয়াই শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। বস্তু—বিশেষ্য, আর শক্তি—বিশেষণ ; বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই বস্তু। এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়াই বস্তু হয়, যদি বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে, শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ই করা না যায়, তাহা হইলে পৃথগ্ভাবে শক্তি স্বীকার করারই বা আবশ্যকতা কি ? কেবল বস্তু বলিলেই ত' চলিতে পারে। এইরূপ এক পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ সর্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন,—ইহা বেদান্তিগণের মত নহে। * বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাবে শক্তিমাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়, হস্ত দগ্ধ না হইলেও অগ্নি দৃষ্ট হয় ; সুতরাং অগ্নি ও উহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ নামে অভিহিত করাই যুক্তি-সঙ্গত, যদিও তথায় বস্তু বা তত্ত্ব দুইটি নহে। স্বাভাবিকী শক্তির বিচিত্রতার দ্বারা শক্তিমানের অদ্বয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না। এইজন্য **স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ-প্রতীতি ; অতএব শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদাভেদ' স্বীকৃত এবং তাহা 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণগম্য।** পূর্বেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে **অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুরই ব্রহ্মের সহিত**

* শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী (৩৬ পৃঃ, বঃ সাঃ পঃ সং)

অত্যন্ত-ভেদ হইতে পারে। জীব তাদৃশ অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় চিজ্জাতীয় স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে। সুতরাং, শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ জীবের সহিত ঈশ্বরের অত্যন্ত-ভেদ কখনও স্বীকার করেন নাই।* যে-স্থানে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, সে-স্থানে অভেদ-বুদ্ধিতে শক্তিকে স্বরূপও বলা যায়, আবার ভেদ-বুদ্ধিতে শক্তিকে গুণও বলা যায়।

শ্রীমধ্বাচার্য জীব ও ব্রহ্মকে দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা বস্তু বলিয়াছেন। ব্রহ্ম যেরূপ চিদ্বস্তু, জীবও তদ্রূপ চিদ্বস্তু। এই হিসাবে জীব ব্রহ্মের সমজাতীয় দ্বিতীয় বস্তু, ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ। শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব-স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হন নাই ; সেজন্য জীবের সহিত ব্রহ্মের সজাতীয়-ভেদ-স্বীকারে তাঁহার আপত্তি নাই। তিনি জীব ও ব্রহ্মের চিদংশে সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্ম-বিষয়ক অভেদবাচক শ্রুতি-মন্ত্রের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীমধ্বের মতেরই অধিকাংশ অনুসরণ করিয়াছেন। **শ্রীজীবপাদ স্পষ্টভাষায় শ্রীমধ্বের 'ভেদবাদ' খণ্ডন করিয়া স্বীয় 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন,**—"গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-পতঞ্জলি-মতে তু **ভেদ এব।** শ্রীরামানুজ-**মধ্বাচার্যমতে চেত্যপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ।** স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।" †

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ জীব ও ব্রহ্মকে দুইটি পৃথক্ তত্ত্ব বা বস্তু বলেন নাই।‡ তিনি ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বই স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের শক্তিরূপে জীবকে স্বীকার করিয়াছেন এবং শক্তি ও

---

* তত্ত্বসন্দর্ভ, ৫১ অনু (সত্যানন্দ গোস্বামী সং)

† পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, ১৪৯ পৃঃ

‡ **"একমেব তৎ পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা** সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-**জীব**-প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে। * * অত্র **ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তেরচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা।** দুর্ঘট-ঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্।" (ভগবৎ-সন্দর্ভ, ১৬ অনু)

—১৮

শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-চরণ ব্রহ্মের কোনরূপেই ভেদ স্বীকার করেন নাই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'তত্ত্ব' স্বীকার করিয়া চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মকে অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির সহিত ভেদ নাই, কিন্তু তত্ত্বটি বিশেষণ-বিশিষ্ট। চিৎ (জীব) ও অচিৎ (মায়া বা জগৎ) ব্রহ্মের বিশেষণ; অর্থাৎ শ্রীরামানুজাচার্যের মতে কেবল জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদের মতে ব্রহ্মের সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের বিশেষণ। শ্রীরামানুজাচার্য শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন,—"শ্রীরামানুজীয়াস্তু শক্তিশক্তিমতোর্ভেদমেব বর্ণয়ন্তি।" * কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ শক্তি ও শক্তিমানের কেবল-ভেদ স্বীকার করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্যের মতে চিৎ (জীব) ও অচিৎ (মায়া) ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ; কিন্তু প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ব্রহ্মের কোনরূপ ভেদই স্বীকার করেন না। অতএব কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, কি কেবলভেদবাদী শ্রীমধ্ব, কি স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্ক—সকল বৈষ্ণবাচার্যের মত হইতেই শ্রীজীবপাদের ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বস্থাপন ও তৎপ্রসঙ্গে শক্তি-বিচারের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব আছে।

শ্রীজীবপাদ শ্রীমধ্বের ন্যায় জীবেশ্বরে অত্যন্তভেদবাদী নহেন

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুচরণ শ্রীমধ্বের ন্যায় **জীব ও ঈশ্বরকে দুইটি নিত্যসিদ্ধ পৃথক্ তত্ত্ব বলেন নাই;** সুতরাং **শ্রীমধ্ব যেরূপ ঈশ্বর হইতে জীবের তত্ত্বতঃ অত্যন্ত-ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সেইভাবে অত্যন্ত-ভেদ স্বীকার করেন নাই।** ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও একটি পৃথক্ শক্তি। **জীব শক্তিরূপেই পরমাত্মার অংশ;** যেমন অগ্নিরাশি ও ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ

---

* সর্বসম্বাদিনী, ৩৭ পৃঃ বঃ সাঃ পঃ সং

উভয়ই অগ্নিত্বে অভেদ, কিন্তু পরিমাণাদিতে উভয়ের ভেদ। শক্তিমান্ ও শক্তিতে যুগপৎ অভেদ ও ভেদ। *

শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার ভাগবত-তাৎপর্যে † যে 'ব্রহ্মতর্কে'র বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী বলা যায় না। কারণ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য ভেদের নিত্যত্বের ন্যায় অভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে স্পষ্ট-ভাষায়ই জীব ও ব্রহ্মে মুখ্যতঃ ভেদাভেদসম্বন্ধ নিরাস করিয়া কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ; তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—"যতো ভেদেন চাস্যায়ম-ভেদেন চ গীয়তে। অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং **ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ॥**"—(ব্র° সূ° ২।৩।৪৩ পূর্ণপ্রজ্ঞ-ভাষ্য)। ভাস্করাচার্য অভেদের নিত্যত্ব এবং ভেদের সাময়িক সত্যত্ব স্বীকার করেন। অপর পক্ষে শ্রীমন্মধ্বাচার্য ভেদের নিত্যত্ব, অভেদের একাংশে সত্যত্ব স্বীকার করেন। আর শ্রীনিম্বার্ক ভেদ ও অভেদ উভয়েরই সমসত্যত্ব, সমনিত্যত্ব বা সর্বকালে সর্বাবস্থায় সমভাবে নিত্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'স্বয়ংসিদ্ধ' (যাহা নিজে নিজেই সিদ্ধ বা নিরপেক্ষ) 'তাদৃশ' (চেতন) ও স্বয়ংসিদ্ধ 'অতাদৃশ' (জড়) তত্ত্বান্তরের অভাববশতঃ, স্বশক্তির একমাত্র সহায় এবং পরমাশ্রয়ত্ব-হেতু অর্থাৎ তদ্ব্যতীত কোনও স্বয়ংসিদ্ধ বা নিরপেক্ষ তত্ত্ব বা শক্তি নাই বলিয়া স্বরূপাখ্য, জীবাখ্য ও মায়াখ্য শক্তির পরমাশ্রয় পরব্রহ্মকেই অদ্বয়তত্ত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সেই সিদ্ধান্তে ‡ একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বের বা শক্তি ও শক্তিমানে, জীব ও ব্রহ্মে

শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তের শ্রৌত মৌলিকত্ব ও সার্বভৌমত্ব

---

* শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ—(৩৭-৩৯ অনু (শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামী সং)

† (ভাঃ ১১।৭।৫১);—এই গ্রন্থের ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ৪ অনু (শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত সং, ১৯৪৯ খৃঃ); শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ৭ অনু (ঐ)

অত্যন্ত-ভেদের কোন প্রসঙ্গই উপস্থিত হয় না। অতএব একাধিক তত্ত্বের সহিত অত্যন্ত ভেদ (যাহা শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্ত), অথবা কোন ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক একাধিক তত্ত্বের সহিত পারমার্থিক অত্যন্ত-অভেদ বা ব্যবহারিক ভেদাভেদ (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত), কিংবা কারণরূপী বা কার্যরূপী ব্রহ্মের দ্বিরূপ বা একাধিক তত্ত্বের সহিত সাময়িক ভেদ ও নিত্য অভেদ (যাহা শ্রীভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত), অথবা স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র তত্ত্বের সহিত সমভাবে স্বাভাবিক বা বাস্তব ভেদ ও স্বাভাবিক বা বাস্তব অভেদ (যাহা শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সিদ্ধান্ত), অথবা কারণ ও কার্যরূপ শুদ্ধব্রহ্মের মধ্যে যে অভেদ (যাহা শ্রীবল্লভাচার্যের মত)—কোনটিরই অনুকরণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে নাই। যদ্রূপ ভাস্করাচার্যকে প্রকৃত-প্রস্তাবে 'ভেদবাদী' বলা যায় না, তাঁহাকে 'অভেদবাদী' বলাই সঙ্গত ; শ্রীমধ্বাচার্যকেও তদ্রূপ 'ব্রহ্মতর্কে'র উদ্ধৃত বাক্যের প্রমাণ হইতে 'ভেদাভেদবাদী' বলা যায় না ; তাঁহাকে 'কেবল-ভেদবাদী' বলাই সঙ্গত। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ভেদাভেদবাদে ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই স্বাভাবিক বা বাস্তব হইলে জীবগত দোষ-সমূহ ব্রহ্মের স্বাভাবিক বা বাস্তব হইয়া পড়ে ; আবার ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি-গুণসমূহ জীবের পক্ষে স্বাভাবিক বা বাস্তব হইয়া পড়ে। শ্রীবল্লভাচার্য কেবলাদ্বৈত-মতবাদোক্ত কার্যের (জীব-জগতের) মিথ্যাত্বের আশ্রয়ে কার্য-কারণের (জীবজগৎ ও ব্রহ্মের) অভেদবাদ নিরসন-পূর্বক কার্য-কারণরূপ শুদ্ধ (মায়াসংস্পর্শহীন) ব্রহ্মের অভেদত্ব বা অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়া শুদ্ধ-ব্রহ্মবাদ বা 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব—বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তিরোভূতানন্দাংশ চিদংশ। ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত পরিণাম-প্রাপ্ত। গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিসিদ্ধান্তের সূক্ষ্মতা ও শক্তিপরিণাম-বাদের স্বীকৃতি এই মতবাদে না থাকায় ইহাতে অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। জীবশক্তিযুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের শক্ত্যংশ জীব, শক্তিমান্ স্বাংশতত্ত্ব হইতে

জীবশক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। অদ্বয়তত্ত্বের তটস্থা শক্তি ও তচ্ছক্তি-পরিণতি জীব; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তৎপরিণতি জগৎ; অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও তৎপরিণতি ভগবদ্ধামাদি এবং স্বরূপশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তির প্রভাবের বিশ্লেষণ—গৌড়ীয়-দর্শনে শক্তিতত্ত্বের অপূর্ব চিদ্‌বৈজ্ঞানিক সুসূক্ষ্ম বিচার। অথচ সেই সকল শক্তি-বৈচিত্রী অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া তৎপরিপোষক। শ্রীশ্রীধরস্বামি-পাদের কথিত বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য জগৎ, তাহা সকলই বস্তুই—এই বস্ত্বৈক্যবাদেও নিরংশবস্তুর অংশ, অবিকৃত বস্তুর কার্য (বিকার বা পরিণাম) প্রভৃতি উক্তি বস্তু-তত্ত্ববিজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে; কিন্তু স্বরূপানুবন্ধিনী অর্থাৎ স্বাভাবিকী শক্তিবৈচিত্রী বস্তু বা তত্ত্বের অখণ্ডতা বা অদ্বয়ত্ব পরিস্ফুট করিয়া শক্তির কার্যসমূহ সু-সম্পন্ন করে। অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি স্বীকার (শ্রুতিপ্রমাণানুযায়ী) করিলে পর-তত্ত্বের অদ্বয়ত্বের কোন প্রকার হানি হয় না এবং জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করায় যে-সকল দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, অথবা অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করায় শ্রুতি, বেদান্ত ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হয়, অথবা জীবকে 'শক্তি' না বলিয়া কেবল 'চিদংশ' বা 'বস্ত্বংশ' বলায় যে নিরংশ অদ্বয়তত্ত্বের অংশ কল্পনা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না এবং সমস্ত শব্দ-প্রমাণের সুসঙ্গতি ও মর্যাদা রক্ষিত হয়। এই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তে'র মধ্যে একাধারে শ্রুতি ও বেদান্তসূত্রের যথার্থ ভাষ্যের সিদ্ধান্তের সমন্বয় এবং সমগ্র আচার্যগণের শ্রৌত-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। কেবলাদ্বৈত-মতপ্রবর্তক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতবাদের মধ্যেও যাহা শ্রুতির অবিরোধী, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' এবং শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ 'সন্দর্ভে' আদর করিয়াছেন; ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ও

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতপর সিদ্ধান্তের, তথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীরামানুজের ও তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্তের সঙ্গতি, সমন্বয় ও সম্পূর্ণতা অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, **'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'ই সর্বশাস্ত্রসমন্বয়কারী মৌলিক সার্বভৌম সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্।**

তুলনামূলক-পঞ্জী

আচার্যগণের মতবাদ বা সিদ্ধান্ত

শঙ্করাচার্য—কেবলাদ্বৈতবাদ [নামান্তর বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, নির্বিশেষ-বস্ত্বৈক্যবাদ ; ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব ; জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত- (কারণে মিথ্যা-কার্য-প্রতীতি) মাত্র ; ভ্রম-সংঘটনকারিণী অনির্বাচ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ'-ভ্রান্তি ; 'জগৎ' মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র] (শাঃ ভাঃ ১।১।১ ; ২।১।১৫ ; ৩।২।২৫-৩০)

ভাস্করাচার্য—ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদ-অভেদবাদ [ব্রহ্ম কারণরূপে 'অভিন্ন', কার্যরূপে 'ভিন্ন' ; কার্যরূপটি 'ঔপাধিক' (আদি ও অন্তের মধ্যে অল্পস্থায়ী অবস্থা ; জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদই 'স্বাভাবিক', ভেদ 'ঔপাধিক' (সাময়িক)] (সূত্রভাষ্য ১।১।৪ ; ২।১।১৮, ২২ ; ৩।২।১১, ২৬-৩০ ; ৪।৪।৪)

রামানুজাচার্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ [স্থূল (সৃষ্টি-কালীন) চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ), সূক্ষ্ম (প্রলয়কালীন) চিৎ (জীব) ও অচিৎ-(জড়বর্গ)বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব অথবা নানাত্ব-(জীবজগৎ)

বিশিষ্ট অদ্বৈত (অদ্বয়-ব্রহ্ম)] (শ্রীভাষ্য ১।১।১) ; শ্রীনিবাসাচার্য-কৃতা 'যতীন্দ্রমতদীপিকা' (শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১ অঃ)—"চিদচিদ্‌বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্।"

মধ্বাচার্য—দ্বৈতবাদ [নামান্তর স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক ভেদবাদ, কেবল ভেদবাদ, তত্ত্ববাদ—'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব—স্বতন্ত্রতত্ত্ব 'ঈশ্বর' হইতে পরতন্ত্র তত্ত্বসমূহের নিত্য 'ভেদ'; 'জীবে-ঈশ্বরে, জীবে-জীবে, ঈশ্বরে-জড়ে, জীবে-জড়ে, জড়ে-জড়ে'—এই পঞ্চ 'ভেদ' বা 'দ্বৈত' নিত্য, সত্য ও অনাদি] (তত্ত্ববিবেক ১ম শ্লোক ; মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয় ১।৭০-৭১ ; বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়ে পরমশ্রুতি)

নিম্বার্কাচার্য—বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ [ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্নাভিন্ন ; এই 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমভাবে সত্য (বাস্তব), নিত্য, অবিরুদ্ধ ও স্বাভাবিক] (নিম্বার্কভাষ্য ১।১।৪ ; ২।৩।৪২ ; ৩।২।২৭-২৮)

বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ [ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব, নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব] (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণু-স্বামিবাক্য ও সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনধৃত বিষ্ণুস্বামি-মত দ্রষ্টব্য)

শ্রীধরস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা বাস্তববস্ত্বৈক্যবাদ [কেবলাদ্বৈতবাদের বা নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদের (মায়াবাদের) অশুদ্ধত্ব (মায়াশ্রয়ত্ব) শোধনপূর্বক পরমার্থভূত (বাস্তব) বস্তুর সহিত তদংশভূত জীব, তৎকার্যভূত জগৎ ও তচ্ছক্তিস্বরূপ মায়ার অদ্বয়ত্ব] (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২)

বল্লভাচার্য—শুদ্ধ-ব্রহ্মবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ [কার্যের মিথ্যাত্বের আশ্রয়ে কার্যকারণের অভেদবাদ নিরসনপূর্বক কার্য-কারণরূপ শুদ্ধব্রহ্মের অভেদত্ব বা অদ্বয়ত্ব] (অণুভাষ্য ১।৪।২৮ ; শ্রী-

পুরুষোত্তমাচার্য-কৃত 'ভাষ্যপ্রকাশ'-নামক 'অণুভাষ্য'-টীকা, উপক্রম ৪ ; উপসংহার ২ শ্লোক ; শ্রীগিরিধরজী-কৃত 'শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড', ২৬-২৮ ; শ্রীবালকৃষ্ণভট্টবিরচিত 'প্রমেয়রত্নার্ণ'বে প্রপঞ্চবিবেক)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ [অচিন্ত্য-শক্তিশালী স্বয়ংসিদ্ধ ত্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বয়তত্ত্বের (পরতত্ত্বের) শক্তি-বৈচিত্র্য ও শক্তিপরিণত বস্তুবৈচিত্র্যের সহিত পরতত্ত্বের অচিন্ত্য (শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য বা শব্দপ্রমাণগম্য) যুগপৎ 'ভেদ' ও 'অভেদ'] (ভগবৎসন্দর্ভ ১৪-১৬ অনু ; সর্বসম্বাদিনী, বঃ সাঃ পঃ সং ; ৩৬-৩৭ পৃঃ ও ১৪৯ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ["জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, **ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥"** 'ঈশ্বর' মায়াধীশ ও 'জীব' মায়াবশযোগ্য ; সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে 'ভেদ' ; আবার জীব অদ্বয়পরতত্ত্বের 'শক্তি' বলিয়া তাঁহার সহিত অভেদ ; উভয়ের 'ভেদাভেদ'-সম্বন্ধ] (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮ ; আঃ ৫।৮৬-৮৯, মঃ ৬।১৬২-৬৩)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ["ততো ভিন্নত্বেনাভিন্নত্বেনাপি ব্যপদিশ্যন্তে" ('সারার্থদর্শিনী', ২।৯।৩৩ ; ১০। ৮৭।৩২); "চিদ্রূপত্বেন শক্তিমত্ত্বৈনৈক্যাৎ তয়োর্ভেদেঽপ্যল্পমাত্রঃ খল্বভেদো বর্তত এব" (ঐ, ১১।২২।১০-১১ ; ঐ, ১।২।১১) ; "ব্যষ্টিরূপেণ ভেদঃ সমষ্টিরূপেণাভেদঃ" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা, মঃ ২০।১০৮)]

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ (?) [পরতত্ত্বের দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে রশ্মি পরমাণু-স্থানীয় জীব সূর্যস্থানীয় পরতত্ত্ব হইতে অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্।]

(শ্রীবলদেবকৃতা তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা, সত্যানন্দগোস্বামি-সং, ৪৩ অনু, ৯৩-৯৪ পৃঃ)

মতান্তরে **দ্বৈতবাদ**—["যানি শাস্ত্রতাৎপর্যনির্ণেতৃণি ষড়্‌বিধানি লিঙ্গানি স্মৃতানি তান্যপি **দ্বৈত এব** বিলোক্যন্তে। * * * যানি চ তদদ্বৈত-বোধকানি বাক্যানি ক্বচিদ্বীক্ষ্যন্তে, তানি তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তিকত্ব-তদ্ব্যাপ্যত্বা-দিভিঃ শাস্ত্রকৃতৈব সঙ্গময়িষ্যন্তে।" (গোবিন্দভাষ্য ১।১।২) ; "(জীবাদীনাং ত্রয়াণামভেদাসিদ্ধেঃ **স্বরূপতো ভেদঃ সিদ্ধঃ।"** (সিদ্ধান্তরত্ন ৮।২৭ ; বেদান্তস্যমন্তক, ৩য়-৪র্থ কিরণ)]

সম্বন্ধিতত্ত্ব বা পরতত্ত্ব

শঙ্কর—পরমার্থতঃ 'নির্গুণব্রহ্ম' বস্ত্বন্তরাভাবে সম্বন্ধ-রহিত ; এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, কেবল সচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্মই 'পরতত্ত্ব' (শাঃ ভাঃ ১।১।১,২৪) ; **ব্যবহারিক স্তরে 'সগুণব্রহ্ম'** বা 'ঈশ্বর' উপাস্য (শাঃ ভাঃ ২।৩।৪৩)।

ভাস্কর—পরতত্ত্ব—নিরাকার শুদ্ধকারণ-রূপ **'ব্রহ্ম'** (সূত্রভাষ্য ১।১।৪ ; ২।১।১৮ ; ৩।২।১১)। নিরাকার শুদ্ধকারণরূপই উপাস্য (ঐ, ৩।২।১১)।

রামানুজ—ভগবান্ নারায়ণ পুরুষোত্তম (শ্রীভাষ্য ১।১।১ ; বেদার্থসংগ্রহ, ১২ পৃঃ) ; চিদচিদ্‌বিশিষ্ট 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য বিষ্ণ্বাখ্য পরবাসুদেব নারায়ণ (যতীন্দ্রমতদীপিকা, ১০ অঃ, উপসংহার)।

মধ্ব—বিষ্ণু-ভগবান্ (অণুভাষ্য ১।১।১ ; সূঃ ভাঃ ১।১।১)।

নিম্বার্ক—সর্বভিন্নাভিন্ন ভগবান্ বাসুদেব (বেদান্তপারিজাত-সৌরভ ১।১।৪) ; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ (দশশ্লোকী ৪-৫ শ্লোক)।

বিষ্ণুস্বামী—হ্লাদিনী-সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ 'ঈশ্বর' (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য) ; সচ্চিন্নিত্য-নিজাচিন্ত্য-পূর্ণানন্দৈক-বিগ্রহ 'পরতত্ত্ব' (সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২৬ অনুচ্ছেদ-ধৃত 'সাকারসিদ্ধি' বাক্য)।

শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণ (ভাবার্থদীপিকা, মঙ্গলাচরণ—"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম") ; **শ্রীমাধব** (সুবোধিনী, আত্মপ্রকাশটীকা ও ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণ)।

বল্লভ—শুদ্ধপুরুষোত্তম (তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ৩।১২।৭) ; অনন্ত-গুণপরিপূর্ণ সাকার পুরুষোত্তম 'শ্রীকৃষ্ণ' (অণুভাষ্য ৩।২।২৪ ; ঐ, ৩।৩।১ ; তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ শাস্ত্রার্থ-প্রকরণ, ৬৫-৭১) ; **শ্রীযশোদোৎসঙ্গ-লালিত পরমতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ'** (অণুভাষ্য, উপসংহার ১)।

শ্রীজীবপাদ—পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণ পরতত্ত্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ **শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধিতত্ত্ব।** (ভক্তিসন্দর্ভ, ১ অনু)। **অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ'** [যুগলিত শ্রীরাধামাধব] = **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** (তত্ত্ব-সন্দর্ভ, ঐ সর্বসম্বাদিনী ; শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের উপসংহার)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীকৃষ্ণ = শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮-১১ ; মঃ ২০।১২৪,১৩০, ১৪৩-৫৮) ; "অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। স্বরূপশক্তিরূপে হয় তাঁর অবস্থান ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৮ ; মঃ ২২।৩।৭ ; মঃ ২৫।১০১) ; "স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ—সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়। বিশুদ্ধ-নির্মলপ্রেম, সর্বরসময় ॥ সকল সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর। বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিকশেখর ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৩৯-৪০)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ = শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (সারার্থদর্শিনী ১।১।১ ; ১০।৮৭।৩২)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ = শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশুদ্ধানন্তগুণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম (গোঃ ভাঃ ১।১।১) ;

বিভু বিজ্ঞানানন্দ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণবান্ পুরুষোত্তম ঈশ্বর (বেদান্তস্যমন্তক, ২য় কিরণ) ; শ্রীরাধাবন্ধু **শ্রীগোবিন্দ** বা **শ্রীশ্যামসুন্দর** (গোঃ ভাঃ উপসংহার ; সিদ্ধান্তরত্ন ৮।২৪)।

অভিধেয়তত্ত্ব

শঙ্কর—কেবলাত্মজ্ঞান (সূত্র-ভাষ্য ৩।৪।১) ; নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বিরাগ, শম-দমাদি সাধন ও মুমুক্ষুত্ব—এই প্রধান সাধনচতুষ্টয় ; তৎপর শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, নিদিধ্যাসন হইতে ক্রমে নির্বিকল্প সমাধি (সূঃ ভাঃ ১।১।১) ; উপাসনা চিত্তনির্মলতার কারণ, তাহা ত্রিবিধ—(১) অঙ্গাঙ্গবদ্ধ (যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ ব্রহ্মবোধে উপাসনা), (২) প্রতীক (কোন অবলম্বনে ব্রহ্মবোধে উপাসনা) (সূঃ ভাঃ ৪।৩।১৫) ও (৩) অহংগ্রহ (আত্মপ্রতীকে উপাসনা)। উপাসনা আরও দুইপ্রকার—'সগুণ' ও 'নির্গুণ' (সূঃ ভাঃ ৪।৪।১৭)।

ভাস্কর—জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় ; জ্ঞান = ব্রহ্ম ও জীবের অভেদজ্ঞান—অবিদ্যাবিনাশক + কর্ম = নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, যাগ-যজ্ঞাদি ও শম-দমাদি—প্রাক্তন কর্মসংস্কারবিনাশক (সূঃ ভাঃ ১।১।১)। ত্রিবিধ উপাসনা—(১) পরব্রহ্মোপাসনা ('একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপে উপাস্য), (২) কার্য-ব্রহ্মোপাসনা (হিরণ্যগর্ভোপাসনা) ও (৩) প্রতীকোপাসনা (নামাদি প্রতীকে ব্রহ্মধ্যান) (সূঃ ভাঃ ৪।১।১-৪)।

রামানুজ—বর্ণাশ্রমে অবস্থানপূর্বক পরমপুরুষারাধনারূপ **ভক্তি-যোগ।** ভক্তিযোগ = ধ্রুবানুস্মৃতি = উপাসনা ; তৎসহায়ক সাধনসপ্তক, যথা—'বিবেক' (আহারশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি), 'বিমোক' (কাম্য-বিষয়ে অনাসক্তি), 'অভ্যাস' (পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ), 'ক্রিয়া' (পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠান), 'কল্যাণ' (সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও

নির্লোভ), 'অনবসাদ' (উৎসাহ), 'অনুদ্ধর্ষ' (অতিমাত্রায় সন্তোষহীনতা) (শ্রীভাষ্য ১।১।১,২৪-২৭ অনু); 'প্রপত্তি' বা 'শরণাগতি' একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাধন (বেদার্থসংগ্রহ ১৫০-৫২ পৃঃ)।

মধ্ব—**ভক্তি**=মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত সুদৃঢ় নিরুপাধিক স্নেহ (মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয় ১।৮৬)। ভক্তি ত্রিবিধা—(১) সাধারণী (শাস্ত্র-শ্রবণের পূর্বে), (২) পরমা (অপরোক্ষজ্ঞানের পরে উদিতা), (৩) স্বরূপ-ভক্তি (সাধ্যভক্তি—পরমসুখরূপিণী)।

নিম্বার্ক—**'কর্ম'** (শাস্ত্রবিহিত নিষ্কাম কর্ম), **'বিদ্যা'** (ব্রহ্ম-জ্ঞান), **'উপাসনা'** (জীব ও ব্রহ্মের অভেদধ্যান বা ব্রহ্মের অন্তর্যামিরূপ-চিন্তন, ব্রহ্মের জগন্নিয়ন্তৃরূপ-ধ্যান, চিদচিদ্‌ভিন্ন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপ-ধ্যান), **'ভক্তি'** (প্রেমবিশেষলক্ষণা প্রগাঢ়-ভগবৎপ্রীতি), **'প্রপত্তি'** বা 'শরণাগতি' (গুরূপসত্তি)—এই সাধনপঞ্চক ('বেদান্তকামধেনু', ৬, ৯ শ্লোক)।

বিষ্ণুস্বামী—**ভক্তি** [নিত্যানুগত্যময়ী] (শ্রীধরস্বামি-কৃত 'ভাবার্থ-দীপিকা' ১।৭।৬ ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য); সৎ-চিৎ-নিত্য-অচিন্ত্য-পূর্ণ-আনন্দৈক-বিগ্রহ শ্রীনৃহরিতে ভক্তি (সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শনে ধৃত (২৪-২৫) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মত ; ভাবার্থদিপিকা ১।৭।৬)।

শ্রীধর—শ্রবণ-কীর্তন-সংস্মরণাদি **ভক্তি** [মুক্তিধিকারিণী, নিত্যা, মুক্তকুলোপাস্যা, কৈতবরহিতা] (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।১৬-১৭,২১,২৭, ৪০)।

বল্লভ—শ্রবণাদিলক্ষণা **ভক্তি** (তঃ দীঃ নিঃ, শাস্ত্রার্থ-প্রকরণ, ১০১)। উক্ত ভক্তি—মর্যাদা ও পুষ্টিভেদে দ্বিবিধা। ভগবদনুগ্রহরূপা ভক্তিই পুষ্টিভক্তি ; ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠা।

শ্রীজীবপাদ—শ্রীকৃষ্ণভজন-লক্ষণ-বিধেয়সপর্যায় অভিধেয় (তত্ত্ব সঃ, ১ অনু)। পরতত্ত্বোপাসনলক্ষণ **ভগবৎসাম্মুখ্য**। পরতত্ত্বসাম্মুখ্য বা উপাসনা—(১) **গৌণ** ও (২) **সাক্ষাৎ ;** (১) গৌণ—কর্মার্পণ, (২)

সাক্ষাৎ—(ক) নির্বিশেষ-আবির্ভাবের উপাসনা—**জ্ঞান,** (খ) সবিশেষ আংশিক আবির্ভাবের উপাসনা—**ভক্তিবিশেষ** বা **যোগ,** (গ) সবিশেষ পূর্ণাবির্ভাবের উপাসনা **ভগবদ্ভক্তি।** উহা (১) কর্মার্পণরূপা বা কর্মমিশ্রা **আরোপসিদ্ধা,** (২) জ্ঞান-কর্মমিশ্রা **সঙ্গসিদ্ধা** ও (৩) **স্বরূপসিদ্ধা**-ভেদে ত্রিবিধা। স্বরূপাসিদ্ধা আবার (ক) বৈধী ও (খ) রাগানুগাভেদে দ্বিবিধা। শেষোক্তভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্মুখ্য। **মহৎসাধুসঙ্গে ও কৃপায় সর্বদা নিজাভীষ্ট-দেবের শ্রীনামকীর্তন ও রাগ, ভাব বা আবেশের সহিত শ্রীনামরসাস্বাদন ; তৎফলে রতির বা প্রেমের আবির্ভাব।** (ভক্তি সঃ ১, ৩, ২১৫, ২২০, ২৩১, ২৩৫, ৩১০ অনু)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—**কৃষ্ণভক্তি ;** 'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ রাগভক্তি, বিধি-ভক্তি হয় দুইরূপ। স্বয়ংভগবত্তা, প্রকাশ—দুইত স্বরূপ ॥ রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবানে পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠকে যায়॥' (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৭ ; ২৪।৮০-৮১)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ভগবৎস্বরূপভূতা মহাশক্তি ভক্তিই—মুখ্য অভিধেয় (মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১।৪) ; ভক্তি—(১) **প্রধানীভূতা,** (২) **গুণীভূতা** ও (৩) **কেবলা** ভেদে ত্রিবিধা। শ্রীগীতোক্ত (৭।১৬) আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার ব্যক্তি প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী। ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ কখনও প্রধানীভূতা-ভক্তি-যাজীর শ্রীশুকাদির ন্যায় প্রেমোৎকর্ষও লাভ হইতে পারে। **গুণীভূতা** ভক্তি কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগ-ফল সিদ্ধির জন্য দৃষ্ট হয়। তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। ভক্তি-সহায়তায় সকাম কর্ম—স্বর্গাদি-ফল, নিষ্কাম কর্ম—জ্ঞান এবং জ্ঞান ও যোগ—নির্বাণ-মোক্ষ-ফল প্রাপ্ত হয়। (সারার্থবর্ষিণী ৭।১৬) **প্রধানীভূতা ভক্তিতে** লৌকিক ও বৈদিক নিখিলকর্মার্পণ ; **গুণীভূতাতে** বৈদিক-কর্মার্পণমাত্র, লৌকিক নহে ; **কেবলায়** লৌকিক এবং

শ্রবণকীর্তনাদিরও শ্রীভগবৎসুখার্থ অর্পণ বা তৎসুখানুসন্ধানমূলে অনুষ্ঠান। (সারার্থদর্শিনী ৩।৯।১৩); জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অমিশ্রা অনন্যা ভক্তিই **কেবলা**। তাহা শুদ্ধপ্রেম-প্রদানকারিণী। (সারার্থবর্ষিণী ৭।১৬)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—অকৈতবা ভক্তি (গোঃ ভাঃ ৪।৪, উপক্রম); সাধন-ক্রম, যথা—সাধুসঙ্গ ও সাধু-সেবা; তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপ-বোধ, পরমাত্মস্বরূপবোধ ও তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান; তদিতর বস্তুতে বিতৃষ্ণা-পূর্বিকা ভক্তি; ভগবান্‌কে প্রেষ্ঠরূপে বরণ ও সাক্ষাৎকার (ঐ; ৩।৩।৫৪)।

প্রয়োজন তত্ত্ব

শঙ্কর—ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থ "ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ" (সূঃ ভাঃ ১।১।১); **কৈবল্য** বা **নিত্যসিদ্ধ নির্বাণ** (ঐ, ৪।৪।১৬, ২২); সগুণ ব্রহ্মোপাসকের ঈশ্বর-সাযুজ্য (ঐ, ৪।৪।১৭); সগুণ-ব্রহ্মবিদ্‌গণের পুনর্জন্ম হয় না; আর নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্‌গণের অনাবৃত্তি নিত্যসিদ্ধ (ঐ, ৪।৪।২২)।

ভাস্কর—সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা ও নিরতিশয় আনন্দ-প্রাপ্তি; 'সদ্যোমুক্তি' ও 'ক্রম-মুক্তি'। সদ্যোমুক্ত নিরবধিক ঐশ্বর্য্য ও ক্রম-মুক্ত সাবধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করেন; ক্রম-মুক্ত ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া সদ্যোমুক্তগণের ন্যায় সর্বশক্তিমান্ হন। (সূঃ ভাঃ, ৪।৪।৭-২২)।

রামানুজ—সাক্ষাৎকার (শ্রীভাষ্য ৩।২।২৩); সর্বদেশ-সর্বকাল-সর্বাবস্থোচিত সর্বকৈঙ্কর্য-প্রাপ্তি (যঃ মঃ দীঃ, ৮ অঃ)।

মধ্ব—নৈজসুখানুভূতি [আত্মবিম্বস্বরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুসহ জীবের আনন্দভোগ] (ঐতরেয়ভাষ্য ২।২।৩, অনুব্যাখ্যান ৩।৪)।

নিম্বার্ক—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার (বেদান্তপারিজাতসৌরভ ৩।২।২৬); ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তি (ব্রহ্মসাযুজ্য = জীবের স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ব্রহ্ম-সাদৃশ্য; আত্মস্বরূপ = জীবত্বের পূর্ণ-বিকাশ); আত্মস্বরূপ-

প্রাপ্তি (জীবের স্বরূপ ও ধর্মের বিকাশ) ব্রহ্মস্বরূপ-লাভের (স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ব্রহ্মসাদৃশ্য) কারণ। **ভক্তিরস** (বেদান্তকামধেনু, ১০ শ্লোক)।

বিষ্ণুস্বামী—পরানন্দ (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য)।

শ্রীধরস্বামী—জীবের **শুদ্ধস্বরূপ-প্রাপ্তি** ('সুবোধিনী' ১৫।৭) ; **পরমাত্মৈকদর্শন** [ব্রহ্মের ও জীবতত্ত্বের ঐক্য-দর্শন] (ভাঃ দীঃ ৬।১৬।৬৩)। অনুগতরূপে দণ্ডবৎ-প্রণামসহকারে ভগবচ্চরণমূলে শয়ন (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৫০)।

বল্লভ—পুরুষোত্তম-প্রাপ্তি (অণুভাষ্য ৪।৪।২২ ; ৪।১ উপক্রম ১৮) ; মর্যাদা ভক্তির ফল—(১) সাযুজ্যরূপ ব্রহ্মভাব ; পুষ্টিভক্তির ফল—(২) ভজনানন্দ বা প্রেম (ঐ, ৪।৪।১০-১১)।

শ্রীজীবপাদ—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনম্" (তত্ত্ব সঃ, ১ অনু), **পরতত্ত্বানুভব** (ভক্তি সঃ ১ অনু) ; **ভগবৎপ্রীতি** "পরতত্ত্বসাক্ষাৎকার-লক্ষণং তজ্‌জ্ঞানমেব পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ সৈব পরমপুরুষার্থঃ" "ভগবৎ-প্রীতিরেব পরমপুরুষার্থঃ" (প্রীতি সঃ ১ অনুঃ)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—প্রেম (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৮ ; ২০।১৪৩) ; "* * প্রেম-প্রয়োজন। পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥" (ঐ, মঃ ২০।১২৫) ; "সাধনের ফল 'প্রেম'—মূল প্রয়োজন" (ঐ, ম ২৫। ১০২)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—পুরুষার্থমৌলিরূপা **ভগবৎপ্রীতি** (মাধুর্যকাদম্বিনী ১।৪)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—পুরুষোত্তম-সাক্ষাৎকার, তথা পরস্পর-হর্ষাতিশয় (গোঃ ভাঃ, ১।১ উপক্রম ; ৪।৪ উপক্রম)।

ইষ্ট

শঙ্কর—আত্মলিঙ্গ (শঙ্করাচার্য-কৃত 'নির্গুণ-মানসপূজা', ৯,১৯ শ্লোক)।

ভাস্কর—সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণ 'ব্রহ্ম' (সূ ভাঃ ৩।২।১১ ; ৩।৩।১)।

রামানুজ—শ্রীনিবাস বা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ (শ্রীভাষ্য, 'মঙ্গলাচরণ')।

মধ্ব—শ্রীরমাপতি "ইষ্টো নো রমাপতিঃ" ('তত্ত্বোদ্যোত', আদি শ্লোক) ; শ্রীবালগোপাল।

নিম্বার্ক—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [স্বকীয়] (বেদান্তকামধেনু, ৪-৫ শ্লোক)।

বিষ্ণুস্বামী—শ্রীনৃপঞ্চাস্য (সঃ দঃ সং, ২৬ অনু-ধৃত সাকার-সিদ্ধি)।

শ্রীধরস্বামী—শ্রীনৃহরি (ভাঃ দীঃ, 'মঙ্গলাচরণ' ১ শ্লোক ; ঐ, ১০।৮৭ অঃ মঙ্গলাচরণ ; ঐ, ১০।৮৭।২৩-২৪,২৯-৩২,৩৭,৩৮ ইত্যাদি)।

বল্লভ—শ্রীবালগোপাল ; শ্রীযশোদোৎসঙ্গ-লালিত পরমতত্ত্ব 'শ্রীকৃষ্ণ' (অণুভাষ্য, উপসংহার ১)।

শ্রীজীবপাদ—শ্রীরাধাদামোদর (শ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোপীনাথ) ; অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী নিত্যলীল নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীরাধামদনমোহন-শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীরাধাগোপীনাথ।

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী—শ্রীগোকুলানন্দ (শ্রীরাধাগোবিন্দ)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীশ্যামসুন্দর (গোঃ ভাঃ ৪।৩, মঙ্গলাচরণ ; 'সিদ্ধান্তরত্ন', ১ম পাদ, মঙ্গলাচরণ ১)।

শাস্ত্র বা প্রমাণ

শঙ্কর—শ্রুতি ও অনুভূতিই প্রমাণ (সূঃ ভাঃ ১।১।২); শ্রুতির অনুকূল তর্কও প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—এই ছয়টি প্রমাণ; তন্মধ্যে শ্রুতিরূপ 'শব্দ'-প্রমাণই প্রবল (সূঃ ভাঃ ১।১।২); প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি (দশোপনিষৎ), ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম—এই প্রস্থানত্রয়; তন্মধ্যে শ্রুতিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ভাস্কর—কেবল **শাস্ত্রই** প্রমাণ (সূঃ ভাঃ ১।১।২-৪); প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীগীতা।

রামানুজ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ; প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও সাত্বত পঞ্চরাত্রসমূহ।

মধ্ব—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও **আগম।** প্রত্যক্ষ চারিপ্রকার—(১) ঈশ-প্রত্যক্ষ, (২) লক্ষ্মীপ্রত্যক্ষ, (৩) ব্রহ্মাদি-যোগে প্রত্যক্ষ ও (৪) মনুষ্যাদিপ্রত্যক্ষ; আগম—(১) অপৌরুষেয়—বেদ, উপনিষৎ ইত্যাদি ও (২) পৌরুষেয়—ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র। প্রমাণ-শাস্ত্র—বেদ, মহাভারত, মূল-রামায়ণ, পঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৩০-৩২; গীঃ ভাঃ, ২য় অঃ; সূঃ ভাঃ ১।১।১)।

নিম্বার্ক—শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ (বেদান্তপারিজাত-সৌরভ ১।১।৪); প্রমাণ-শাস্ত্র—বেদ, শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত।

বিষ্ণুস্বামী—শব্দ-প্রমাণ। প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপনী, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীধরস্বামী—শব্দ-প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীনৃসিংহপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি।

বল্লভ—আপ্তবাক্য বা **শব্দ** প্রমাণ—(১) বেদ (ব্রাহ্মণ ও শ্রুতি), (২) ব্রহ্মসূত্র, (৩) শ্রীগীতা, (৪) শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীবল্লভাচার্য এই

এই **চারি প্রস্থান** স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১) লোকভাষা, (২) পরমত-ভাষা ও (৩) সমাধিভাষা ; সমাধিভাষাই প্রমাণমধ্যে গণ্য (তত্ত্বার্থ-দীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ৭)।

শ্রীজীবপাদ—শব্দই মূলপ্রমাণ "শব্দ এব মূলং প্রমাণম্" (সর্বসম্বাদিনী, ৫পৃঃ) ; শব্দ-প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত। "সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভগবতা" (তত্ত্ব সঃ, ১৮ অনু)। প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, বেদান্তসূত্র, শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-শাস্ত্রসমূহ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—ঐ (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৮৯-৯৮)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ঐ, সর্ববেদান্তসার নিখিলপ্রমাণচক্রবর্তি শ্রীমদ্ভাগবত (মাধুর্যকাদম্বিনী ১।৩)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ। তন্মধ্যে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ (প্রমেয়রত্নাবলী, ৯); প্রমাণ-শাস্ত্র—শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাষ্যের নাম

শঙ্কর—শারীরক-ভাষ্য (পৃথক্ বিশেষ নাম নাই)—'শাঙ্করভাষ্য' নামে খ্যাত। শরীরাধিষ্ঠিত জীব বা শরীরভবসুখদুঃখ—'শারীরক' (ভাঃ ৩।৩১।১৯) নামে অভিহিত ; তৎসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্তসার সূত্রসমূহ শারীরকসূত্র অর্থাৎ যে গ্রন্থে সংক্ষেপে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের বা তদুত্থিত সুখদুঃখের আত্যন্তিক-নিবৃত্তিবিষয়ক মীমাংসা আছে, সেই শারীরক-সূত্রের ভাষ্যই শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্য।

ভাস্কর—শারীরক-মীমাংসাভাষ্য (পৃথক্ বিশেষ নাম নাই), 'ভাস্করভাষ্য' নামে খ্যাত।

রামানুজ—শ্রীভাষ্য।

মধ্ব—(১) শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা **সূত্র-ভাষ্য** (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ); (২) **অনুভাষ্য** বা **অনুব্যাখ্যান** (শ্লোকাকারে রচিত), (৩) **অণুভাষ্য** (শ্লোকাকারে অধিকরণ-তাৎপর্য)।

নিম্বার্ক—বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ।

বিষ্ণুস্বামী—সর্বজ্ঞসূক্তি (?)

শ্রীধরস্বামী—(নিজ-কৃত কোনও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য নাই।)

বল্লভ—অণুভাষ্য।

শ্রীজীবপাদ—বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য **'শ্রীমদ্ভাগবত'** (তত্ত্ব সঃ ২১ অনু ; পরঃ সঃ, উপসংহার দ্রঃ) ও তদ্ভাষ্যভূত 'ক্রমসন্দর্ভ' ও শ্রী-ভাগবতসন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীমদ্ভাগবত (চৈঃ চঃ, মঃ ২৫।৯৮)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—শ্রীগোবিন্দভাষ্য।

ব্রহ্মতত্ত্ব

শঙ্কর—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, শুদ্ধজ্ঞানমাত্র ; ব্রহ্ম—'আনন্দময়' নহেন ; কারণ, 'ময়ট্' প্রত্যয় প্রাচুর্যার্থে হইলেও ব্রাহ্মণপ্রচুর-গ্রামে অন্ত্যজাতির অল্পবাস থাকায় আনন্দ-প্রচুরেও অল্প দুঃখের সদ্ভাব। (সূঃ ভাঃ ১।১।১৯ ; ৩।২।১১-১৬)। ব্যবহারিকস্তরে সগুণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাস্যরূপ ; পারমার্থিকস্তরে নির্গুণ-নির্বিশেষ ব্রহ্মই জ্ঞেয়রূপ। (সূঃ ভাঃ ১।১।১১,১৯ ; ২।১।১৪)

ভাস্কর—ব্রহ্ম 'সগুণ' ও 'নিরাকার', সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ; নিরাকার-রূপই ব্রহ্মের কারণ-রূপ ; ব্রহ্ম কার্যরূপে 'জীব' ও 'প্রপঞ্চ'। "নিরাকার-মেবোপাস্যং শুদ্ধং কারণরূপম্" (সূঃ ভাঃ ৩।২।১১), সল্লক্ষণ ও বোধ-লক্ষণ ; সত্বজ্ঞানানন্ত-লক্ষণ চৈতন্যমাত্র, রূপান্তররহিত অদ্বিতীয়। "বৃংহতে-র্ধাতোর্ব্রহ্ম যতঃ পরং বৃহদধিকং নাস্তি তন্মূলকারণমেব পারিশেষ্যাৎ, কার্য-প্রপঞ্চে তু ব্রহ্মশব্দো গৌণঃ * * ব্রহ্ম চ কারণাত্মনা কার্যাত্মনা জীবাত্মনা চ ত্রিধাবস্থিতম্।" (সূঃ ভাঃ ১।১।১)

রামানুজ—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয় বৃহত্বই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ ; তিনি সর্বেশ্বর, স্বভাবতঃই সর্বদোষবিবর্জিত, অবধি ও তারতম্যরহিত, অনন্তকল্যাণগুণগণযুক্ত 'পুরুষোত্তম'। উক্ত গুণসমূহের আংশিক সম্বন্ধবশতঃ অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দপ্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণার্থ-প্রকাশক। (শ্রীভাষ্য ১।১।১)

মধ্ব—বিষ্ণুই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য (সূঃ ভাঃ ১।১।১) ; অন্যত্র 'ব্রহ্ম'শব্দের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও উপচারমাত্র (ঐ, ১।১।১২,১৭); যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনি 'ব্রহ্ম' (ঐ, ১।১।৩) ; আনন্দপ্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময় ; তিনি—অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্যশালী, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতত্ত্ব (ঐ, ১।১।১৩-১৫) ; 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব। (ঐ, ১।১।২২)

নিম্বার্ক—অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক, স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমই 'ব্রহ্ম'। ('বেদান্তপারিজাত-সৌরভ' ১।১।১) ; স্বভাবতঃ নিরস্তসমস্তদোষ অশেষকল্যাণগুণৈকরাশি-ব্যূহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। ('বেদান্তকামধেনু', ৪র্থ শ্লোক)

বিষ্ণুস্বামী—সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ। (সঃ দঃ সং, ২৬ অনু-ধৃত 'সাকারসিদ্ধি')

শ্রীধরস্বামী—"ব্রহ্মৈব তাবন্নারায়ণ ইতি, ভগবানিতি, পরমাত্মেতি চোচ্যতে" (ভাঃ দীঃ ১১।৩।৩৪); 'সগুণ' অর্থাৎ গুণের দ্বারা অনভিভূত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বোপাস্য, সর্বকর্মফল-প্রদাতা, সমস্ত-কল্যাণগুণনিলয়, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২)।

বল্লভ—বেদান্তে যিনি 'ব্রহ্ম', স্মৃতিতে তিনি 'পরমাত্মা', ভাগবতে তিনি 'ভগবান্' (তঃ দীঃ নিঃ, ১।৬); জ্ঞানমার্গীয় সাধনে 'ব্রহ্ম'স্ফূর্তি, মর্যাদামার্গীয় ভক্তিতে 'পরমাত্ম'স্ফূর্তি, শুদ্ধপ্রেমে 'ভগবৎ'-স্ফূর্তি। মূলপুরুষ ভগবানের চারিটি স্বরূপ—প্রথম 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ পুরুষোত্তম-স্বরূপ', দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'অক্ষর ব্রহ্ম', তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানিগণের জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষতুল্য স্ফূর্তি, ভক্তগণের ব্যাপি-বৈকুণ্ঠরূপস্ফূর্তি এবং চতুর্থ অন্তর্যামিস্বরূপ।

শ্রীজীবপাদ—যাহাতে দেশতঃ কালতঃ শক্তিতঃ পরমবৃহদ্রূপ গুণাদিসকল অবস্থিত, সেই পরমবৃহত্তত্ত্বের সামান্যাকারে সত্তামাত্রের দ্যোতক অঙ্গজ্যোতিরও বৃহত্ত্বহেতু 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা ; কিন্তু ব্রহ্মত্বের মুখ্যপ্রবৃত্তি, যাহাতে সর্বপ্রকার বৃহত্ত্বধর্ম অবস্থিত, সেই 'শ্রীভগবান্'ই। (ভগঃ সঃ, ৯৩ অনু ; পরঃ সঃ, ১০৫ অনু)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'ব্রহ্ম' শব্দে বৃহদ্বস্তু 'ভগবান্'ই উদ্দিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্ম সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ 'স্বয়ং ভগবান্' ; ব্রহ্ম 'সর্বকারকে' উদ্দিষ্ট, ইহা সবিশেষের চিহ্ন ; নির্বিশেষ শ্রুতি প্রাকৃত-বিশেষ-নিষেধক ; প্রাকৃত মনঃ ও নয়ন-সৃষ্টির পূর্বেই ব্রহ্মের ঈক্ষণ শ্রুত হওয়ায় ব্রহ্ম অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৩৯-৪৭)। নির্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের যে ধারণা, তাহা অদ্বয়তত্ত্বের 'অসম্যক্' প্রকাশবিশেষ ; যোগীর 'পরমাত্মা'—'আংশিক' প্রতীতিবিশেষ ; ভগবৎ-প্রতীতিই 'পূর্ণ'। "ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন। অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—বিষ্ণু-পরতত্ত্ব

পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥ তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষৎ কহে তাঁরে—ব্রহ্ম সুনির্মল॥ চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের যে বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥ অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয়॥ অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮,১০, ১২-১৩,১৫, ১৮-১৯); "**ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ—'তত্ত্ব' সর্ববৃহত্তম।** স্বরূপ-ঐশ্বর্য করি' নাহি যার সম॥ সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্। অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৬৬, ৬৯); "ব্রহ্ম-আত্মা-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়। রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৭৮)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ব্রহ্ম সূর্যস্বরূপ ভগবানের প্রসর্পণশীল প্রগাঢ় জ্যোতিঃপুঞ্জসদৃশ ; অভ্যন্তরস্থ মণ্ডলসদৃশ বস্তু পরমাত্মার উপমা এবং পরিকরযুক্ত স্বয়ং ভগবান্—রথ, সারথি প্রভৃতি পরিকরবিশিষ্ট ও বদন-নয়ন-হস্ত-পাদাদিবিশিষ্ট স্বয়ং সূর্যতুল্য। (সারার্থ-দর্শিনী ১০।৮৭.৩২)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, সর্বজ্ঞাদি-গুণযুক্ত পুরুষোত্তম—অচিন্ত্য অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার 'সর্বেশ্বরেশ্বর' (বেদান্তস্যমন্তক, ২ কিরণ, ২-৮); ব্রহ্ম 'সগুণ' ও 'নির্গুণ'—'সগুণ' অপ্রাকৃত গুণবান্ ও 'নির্গুণ' শব্দে প্রাকৃত গুণহীন ; ব্রহ্ম—স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত অনন্ত গুণরত্নাকর (সিদ্ধান্তরত্ন ৪।৫-১১ অনু); ব্রহ্মের 'গুণ' ও 'শক্তি' ব্রহ্ম হইতে 'অভিন্ন' ; ব্রহ্ম যুগপৎ 'সৎ' ও 'সত্তা'বান্ ; 'জ্ঞান ও জ্ঞাতা', 'আনন্দ ও আনন্দময়' ; ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে 'ভেদ' নাই, বিশেষ আছে মাত্র ; 'বিশেষ' ভেদ-প্রতিনিধি বা আপাতভেদের প্রতীতিকারক। (ঐ, ১।১৯)

শক্তিতত্ত্ব

শঙ্কর—সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্ ; ঈশ্বরের শক্তিসকল অতর্ক্য ; মায়া জগতের বীজশক্তি (সূঃ ভাঃ ৩।১।২৪, ২৭, ৩০-৩১ ; ১।৪।৩ ; ২।১।১৪,১৮)।

ভাস্কর—পরমাত্মার অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তী (সূঃ ভাঃ ১।৪।২৫) ; ব্রহ্মের দুই শক্তি—(১) ভোক্তৃ-শক্তি (চেতন জীবরূপে) ও (২) ভোগ্যশক্তি (আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত) ; শক্তি পারমার্থিকী, কল্পিতা নহে—"ঈশ্বরস্য দ্বে শক্তী ভবতো ভোগ্য-শক্তিরেকা ভোক্তৃ-শক্তিশ্চাপরা।" ; "অন্তর্যামি-পরমাত্মনোঃ নিয়ন্তৃরূপা শক্তিঃ পারমার্থিকী, ন হি সা কেনচিৎ কল্পিতা।" (সূঃ ভাঃ ২।১।২৭,১৪)।

রামানুজ—সর্বকারণসমূহের কারণত্বনির্বাহক কোন অদ্রব্য-বিশেষই শক্তি ; শক্তিকে ধর্মবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষও বলা যায় ; অব্যক্ত, কাল, জীব, ঈশ্বর, নিত্য-বিভূতি ও ধর্মভূত জ্ঞান—এই ষড়্-দ্রব্যের বৃত্তিই শক্তি ; শক্তিমদ্ভগবন্নিষ্ঠ ধর্মবিশেষ ভগবচ্ছক্তি-বাচ্য। (যতীন্দ্রমতদীপিকা, ১০ম অঃ ; বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত, ১৮২৮ শকাব্দ) ; পরব্রহ্মের শক্তি সনাতন ও স্বাভাবিক (শ্রীভাষ্য ২।১।১৫) ; শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ, কিন্তু শক্তি স্বরূপানুবন্ধিনী (ঐ)।

মধ্ব—সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণুর বশীভূতা প্রকৃতিই শক্তি। সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ'-নামক রূপত্রয়বিভক্তা ; সদ্গুণ-প্রকাশিকা 'শ্রী'—সত্ত্বগুণস্বরূপা ; ভূসৃষ্টিসম্পাদিকা 'ভূ'-শক্তি—রঞ্জনকারিণী রজোগুণস্বরূপা ; আর 'দুর্গা'প্রকৃতি—জীবের গ্লানিদায়িনী তমঃস্বরূপা ; 'শ্রী' দেবগণকে, 'ভূ' মনুষ্যগণকে ও 'দুর্গা' দৈত্যগণকে বদ্ধ করেন (গীতা-তাৎপর্য ১৪।৫-৬)।

নিম্বার্ক—সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী ও বিবিধা (সূঃ ভাঃ ২।১।২৯) ; অসংখ্য শক্তিসমুচ্চয়ের মধ্যে 'চিৎ' ও 'অচিৎ'

শক্তিদ্বয় অন্যতম ; ব্রহ্ম চিচ্ছক্তিদ্বারা 'জীব' ও অচিচ্ছক্তি দ্বারা 'জগৎ' সৃষ্টি করেন ; কার্যোৎপাদিকা শক্তিদ্বারা শক্তিমানের স্বভাব-ব্যত্যয় হয় না, সর্ষপের তৈলোৎপাদিকা শক্তিবৎ।

বিষ্ণুস্বামী—সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত ; 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ' ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি (শ্রীধরস্বামি-কৃত 'আত্মপ্রকাশ' টীকা, বিঃ পুঃ ১।১২।৭০ সংখ্যাধৃত সর্বজ্ঞ শ্রী-বিষ্ণুস্বামি-বাক্য)।

শ্রীধরস্বামী—অগ্নির দাহিকাশক্তিবৎ ব্রহ্মের স্বভাব-সিদ্ধ শক্তিসমূহ বর্তমান। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরা শক্তি 'জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া' অথবা 'সম্বিৎ' বা বিদ্যাশক্তি, 'সন্ধিনী' বা সন্ততাশক্তি, 'হ্লাদিনী' বা হ্লাদকরী শক্তি—এই বিবিধ নামে শ্রুত। ঐ শক্তি অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা ; (বিঃ পুঃ ১।৩।২ ; ১।১২।৬৯ ; ৬।৭।৬১ 'আত্মপ্রকাশ' টীকা, বঙ্গবাসী সং, ১২৯৬ সাল)। বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎস্বরূপাশক্তি 'পরাশক্তি' নামে খ্যাত ; পরমশক্তিব্যাপ্ত ভাবনাত্রয়াত্মক ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ 'ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা' শক্তি এবং ব্যাপ্য-ব্যাপক ভেদহেতুভূত বিষ্ণুর অবিদ্যাশক্তির 'কর্মসংজ্ঞা', তদ্দ্বারা মায়াশক্তি লক্ষিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি (তটস্থা জীবশক্তি) অবিদ্যা (মায়া) শক্তিদ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভেদপ্রাপ্ত হয় ও কর্ম-সমূহের দ্বারা সংসার-তাপ লাভ করে। (ঐ, ৬।৭।৬২)।

বল্লভ—ভগবানের সর্বকার্যসাধিকা দ্বাদশটি মুখ্যা শক্তি ; যথা—শ্রী (লক্ষ্মী), পুষ্টি (যাঁহার দ্বারা সকলের পুষ্টি হয়), গীঃ (সরস্বতী), কান্তি (প্রভা), কীর্তি, তুষ্টি, ইলা (ভূ-শক্তি), উর্জা (সর্বসামর্থ্যরূপা), বিদ্যা (জ্ঞানরূপা মোক্ষদায়িনী), অবিদ্যা (বন্ধনকারিণী ; নিদ্রাদিও উহার প্রকার ভেদ), শক্তি (ইচ্ছাশক্তি), মায়া (সর্বভবনসামর্থ্যরূপা ও ব্যামোহিকা—এই দ্বিবিধা) ; এতদ্ব্যতীত অসংখ্য অবান্তর শক্তি আছে। (সুবোধিনী ১০।৩৯।৫৫)।

শ্রীজীবপাদ—শক্তিমান্ পরব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসমূহ নিত্যসিদ্ধ (ভগঃ সঃ, ১৪-১৫ অনু); তাহা ত্রিবিধা—(১) অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, (২) তটস্থা বা জীবশক্তি, (৩) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তিদ্বারা পূর্ণস্বরূপে ও বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপে, তটস্থশক্তিদ্বারা রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপে, মায়াখ্যা শক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যস্থানীয় বহিরঙ্গ-বৈভব-জড়াদিকার্যরূপে এবং কেবল প্রধান-রূপে শক্তির চতুর্বিধত্ব। প্রধানকে মায়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিষ্ণুপুরাণে ত্রিবিধা শক্তি গণিত হইয়াছে (ভগঃ সঃ, ১৩, ৮-২৪ অনু)। শক্তিত্ব-স্বীকারমূলেই তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব (ভক্তি সঃ, ৬-৭ অনু); ব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদমূলে চিজ্জগৎ, জীবজগৎ ও জড়জগৎ (পরঃ সঃ, ৩৭-৫৫)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'চিচ্ছক্তি' (অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি), 'জীবশক্তি' (তটস্থাশক্তি) ও 'মায়াশক্তি' (বহিরঙ্গা জড়া শক্তি)—"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।১০১-৩ ; মঃ ২০।১১১,১৪৯-৫০); চিচ্ছক্তির তিন রূপ—আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' (কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের আনন্দ-দায়িনী), সদংশে 'সন্ধিনী' (অপ্রাকৃত সত্ত্বাবিধায়িনী), চিদংশে 'সম্বিৎ' বা কৃষ্ণজ্ঞান। (ঐ, মঃ ৬।১৫৯-৬০)। "অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তিপ্রধান। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥" (ঐ, মঃ ২০।২৫২)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ভগবানের ত্রিবিধা শক্তি—(১) চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, (২) তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি, (৩) মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২ ; ২।৯।৩৩)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই চারিটি শক্তিমদ্ ব্রহ্মের শক্তি (গোঃ ভাঃ ১।১।১); শ্রীহরির স্বাভাবিকী তিন শক্তি—(১) 'পরা' স্বরূপশক্তি বা বিষ্ণুশক্তি, (২) 'অপরা' বা

ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি, (৩) 'অবিদ্যা' বা কর্ম বা মায়াখ্যা শক্তি ; পরাশক্তি এক হইয়াও 'সম্বিৎ' বা 'জ্ঞান'শক্তি, 'সন্ধিনী' বা 'বল'-শক্তি, 'হ্লাদিনী' বা 'ক্রিয়া'-শক্তি নামে প্রকাশিত ; পরাখ্যশক্তিবিশিষ্টরূপে শ্রীহরি জগতের 'নিমিত্তকারণ' এবং ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য ও অবিদ্যাখ্য-শক্তিবিশিষ্টরূপে 'উপাদান-কারণ' (ঐ, ১।৪।২৬ ; বেঃ স্যঃ ২।৯-১০)।

মায়া

শঙ্কর—মায়া 'অনির্বাচ্যা' ; অনুভবপ্রযুক্ত 'অসৎ' পদবাচ্য নহে, জ্ঞান-নাশ্যত্বপ্রযুক্ত 'সৎ' পদবাচ্যও নহে ; 'মায়া' শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয় ও লৌকিকদৃষ্টিতে বাস্তব (স্ঃ ভাঃ ১।৪।৩ ; পঞ্চদশী ৬।১২৮-৪১) ; মায়া জগতের বীজশক্তি, পরমেশ্বরাশ্রয়া, কিন্তু অনির্দেশ্যা। (স্ঃ ভাঃ ১।৪।৩ ; ২।১।১৪)।

ভাস্কর—মায়া—অনির্বচনীয়া হইলে আচার্য-কর্তৃক শিষ্যোপ-দেশ অসম্ভব ; সুতরাং মায়া পরব্রহ্মের বস্তুভূতা 'প্রকৃতি' ; 'মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে অনয়া ইতি প্রজ্ঞা উচ্যতে।' বহ্নির ধূমশক্তি-বৎ (স্ঃ ভাঃ ২।১।১৪)।

রামানুজ—মায়া পরব্রহ্মের 'শক্তি', ত্রিগুণাত্মিকা 'প্রকৃতি', বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী ; 'মায়া' মিথ্যা বস্তু নহে ; মায়া জীবকে মোহগ্রস্ত করে ; কিন্তু মায়াধীশ পরমেশ্বর মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন ; মায়া অনির্বচনীয়া বা 'মিথ্যা'পর্যায়ভুক্ত শব্দ নহে ; মায়া পরমেশ্বরের প্রকৃতি (শ্রীভাষ্য ১।১।১,১০৬ অনু, বঃ সাঃ পঃ সং)।

মধ্ব—'মুখ্যা' মায়া শ্রীহরির 'শক্তি', আর 'অমুখ্যা' মায়া 'প্রকৃতি' ('ভাগবত-তাৎপর্য' ২।৫।১২-১৩) ; মায়া ত্রিগুণা (ঐ, ১১।৩।১৭)।

নিম্বার্ক—'মায়া' প্রধানাদি-পদবাচ্যা ও ত্রিগুণময়ী (বেঃ কাঃ ধেঃ, ৩ শ্লোক)

বিষ্ণুস্বামী—মায়া ঈশ্বরাধীন ; মায়া জীবকে পীড়ন করে, ইহা 'অবিদ্যা' পদ-বাচ্যা (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও আত্মপ্রকাশটীকা ১।১২।৭০-ধৃত সর্বজ্ঞসূক্তি)।

শ্রীধরস্বামী—পরমার্থ-ভূত বস্তুর শক্তি—'মায়া' (ভাঃ দীঃ ১।১।২)।

বল্লভ—মায়া পরব্রহ্মের 'শক্তি' ; তাঁহার 'ব্যামোহিকা' (জীব-মোহনকারিণী) ও 'আচ্ছাদিকা'-(সত্য-প্রতিম অসত্যরচনার দ্বারা সত্য-আচ্ছাদনকারিণী) ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি ; স্বপ্নসৃষ্টি, ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্টি, বিবর্ত-সৃষ্টি—এই তিনটি মায়াজন্য সৃষ্টি ; কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মজন্য সৃষ্টি ('সুবোধিনী' ২।৯।৩৩)।

শ্রীজীবপাদ—মায়া পরমাত্মার 'বহিরঙ্গা শক্তি', জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-কারিণী, ত্রিগুণময়ী, বহির্মুখমোহয়িত্রী, পরমেশ্বর-পরতন্ত্রা ; মায়ার দুই অংশ—(১) নিমিত্তাংশ ও (২) উপাদানাংশ—উপাদানরূপা মায়া 'কার্য-রূপিণী', নিমিত্তরূপা 'কারণরূপিণী' ; নিমিত্তরূপা মোক্ষবিধায়িনী 'বিদ্যা' ও বন্ধনকারিণী 'অবিদ্যা'-ভেদে দ্বিবিধা ; অবিদ্যার 'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' বৃত্তিদ্বয় ; নিমিত্তাংশরূপা মায়া 'জ্ঞানশক্তি', 'ইচ্ছাশক্তি' ও 'ক্রিয়াশক্তি' ভেদে ত্রিবিধা। (ভগঃ সঃ ১৩-১৪ ; পরঃ সঃ ৪৮-৭৩ অনু)।

পরমাত্মার (ক) **জীবমায়া** (জীববিষয়া)—'শ্রী' (জগৎপালনী), 'ভূ' (সৃষ্টিশক্তি) ও 'দুর্গা' (প্রলয়শক্তি) এই তিন নামে বিভিন্না ; (খ) **আত্মমায়া** (পরমাত্মার স্বরূপশক্তি)—তাঁহার ইচ্ছারূপা ; (গ) **গুণ-মায়া** (ত্রিগুণময়ী) জড়াত্মিকা। (ভগঃ সঃ, ১৪ অনু)।

'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—ইহার দ্বারা পরিমাণ করা যায়,—এই অর্থে 'মায়া' শব্দে শক্তিমাত্র কথিত হয়। (ঐ, ২৩ অনু) ; 'মায়া' মিথ্যা কল্পনা নহে ; কারণ, তাঁহার সত্যকার্য দৃষ্ট হয় ; মরীচিকার জলে কেহ আর্দ্র হয় না ; কিন্তু পরমেশ্বরের মায়াদ্বারা অঘটন-ঘটন হয়।

'মহামায়া' জীবসম্মোহিনী এবং 'যোগমায়া' পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তির বিলাস। (ঐ, ১৩-১৪ অনু)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—মায়া মায়াধীশের 'কার্য' বা 'বহিরঙ্গা শক্তি'; ঈশ্বর মায়ার অতীত বা মায়াধীশ—"মায়া কার্য, মায়া হইতে আমি ব্যতিরেক। যৈছে সূর্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস। সূর্য বিনা স্বতঃ তা'র না হয় প্রকাশ ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১১৪-১৫)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—মায়া পরমেশ্বরের 'বহিরঙ্গা শক্তি' (সারার্থদর্শিনী ১।৭।৪); বহির্মুখ-জীবমোহিনী, ত্রিবেষ্টন মহাপাশরূপা, ত্রিগুণময়ী (সারার্থবর্ষিণী ৭।১৪); ভগবৎপৃষ্ঠদেশস্থা (সারার্থদর্শিনী ২।৫।১৩ ; ২।৯।৩৩ ; ১০।৮৭।৩৮)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—মায়া বিচিত্রসৃষ্টিকরী পারমেশ্বরী 'শক্তি'। ঐ শক্তি—'সত্য'। মায়া অনির্বাচ্যা নহে ; অনির্বাচ্যত্বের অর্থ 'সদসদ্বিলক্ষণ' নহে ; কারণ, মায়ার সদসদ্বিলক্ষণ-অর্থ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। 'মায়া'-শব্দের সূক্ষ্ম-অর্থেও অনির্বাচ্যতা যুক্ত নহে, যেহেতু 'মায়া'শব্দ দম্ভাদি নানা অর্থেরও বাচক ; বাচ্যবস্তু-মাত্রই মিথ্যা হইলে বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি হয়। (সিঃ রঃ ৬।৫৪)।

জীব বা আত্মা

শঙ্কর—অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্ত 'ব্রহ্ম' ; আত্মার যে-পর্যন্ত বুদ্ধির সংযোগ থাকে, সে পর্যন্তই জীবত্ব ও সংসারিত্ব ; বুদ্ধি-উপাধিহেতু পরিকল্পিত স্বরূপ ব্যতীত পরমার্থতঃ 'জীব'-নামক কোন বস্তু নাই। ব্যবহারিক স্তরেই জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, পরিচ্ছিন্ন ও অসংখ্য ; পারমার্থিক স্তরে স্বয়ং ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নির্গুণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, বিভু (শাঃ ভাঃ ২।৩।১৭,২৯-৩০,৪২ ; ১।১।৪ ; ১।৪।১০); আত্মা সৎ-স্বরূপ, কূটস্থ ও নিত্য ; আকাশবৎ সর্বব্যাপী

নিষ্ক্রিয় নির্গুণ আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভাব, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব (সূঃ ভাঃ ১।১।৪); আত্মাই ব্রহ্ম (ঐ, ১।১।১)।

ভাস্কর—ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত; জীব সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার ভোক্তৃশক্তি, অণু; ইহা জীবের ঔপাধিক পরিমাণ; জীব স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু (সূঃ ভাঃ ২।৩।২৯; ২।৩।১৮); জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক; সংসারী দেহী জীবই কেবল ভোক্তা, প্রলয়কালীন জীব অথবা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহে (ঐ, ২।৩।৪০)।

রামানুজ—জীব—'বিশেষ্য'-রূপ পরমাত্মার 'বিশেষণ'-রূপ 'অংশ' (শ্রীভাষ্য ২।৩।৪৫); জীব ব্রহ্মের শরীর, এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-নির্দেশ (ঐ, ২।১।২৩); জীব নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্ম-পরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত; প্রকারে 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত'; মুক্ত আবার 'বদ্ধ' মুক্ত ও 'নিত্য' মুক্ত (ঐ, ২।৩।১৭-১৯)।

মধ্ব—জীব পরতন্ত্রতত্ত্ব-মধ্যে 'চেতন'-স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণু-পরিমাণ; শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধজীব (মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৭০-৭১; 'বিষ্ণুতত্ত্ব-নির্ণয়', ১ পঃ)। জীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ২।৩।৪৭, 'অণুভাষ্য', রাঘবেন্দ্র যতি-কৃত টীকা ২।৩।৫)।

নিম্বার্ক—জীব—পরমাত্মার 'অংশ'; জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অংশ-অংশি-ভাব—'ভেদাভেদ' সম্বন্ধ (নিম্বার্ক-ভাষ্য ২।৩।৪২); জীব-পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ (ঐ); জীব জ্ঞানস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্, কর্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, অণু, বহু ও অনন্ত (ঐ, ২।৩।৪৩-৪৪; ২।৩।১৮-১৯); 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত' ভেদে জীব দুই শ্রেণীর (বেঃ কাঃ ধেঃ ১-২)।

বিষ্ণুস্বামী—জীব পরমাত্মার মায়ার দ্বারা সম্যক্ আবৃত, সংক্লেশ-নিকরাকর, মায়া-লাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ [চেতন হইয়াও দুঃখের আধার] (ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬ সংখ্যা-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য) ; জীব 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত' ভেদে দ্বিবিধ ; মুক্ত জীব ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণপূর্বক নিত্যতনু ভগবানের সেবা করেন ; মুক্তজীবের সংখ্যাও একাধিক বা বহু [ঐ, ১০।৮৭।২১ সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য (?)]।

শ্রীধরস্বামী—পরমার্থভূতবস্তুর অংশ—'জীব' (ভাঃ দীঃ ১।১।২)।

বল্লভ—জীব বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তিরোভূত-আনন্দাংশ 'চিদংশ' (তঃ দীঃ নিঃ ১।২৭-৩০), নিত্য সত্য ; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আনন্দাংশের তিরোভাবহেতু মায়ার বশীভূত ; অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহের দাহকত্বহেতু অগ্নিসংজ্ঞাবৎ জীবে প্রমাতৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি ভগবদ্ধর্মনিবন্ধন জীবের 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা। ভগবৎকৃপায় জীবে তিরোভূত আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে ব্যাপকতাধর্ম লাভ হয় অর্থাৎ কাষ্ঠে অনল-প্রবেশের ন্যায় জীব ব্রহ্মাত্মক হয় ; জীবের প্রতি-লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হয়। (অণুভাষ্য ২।৩।২০,৪৩-৪৫,৪৮,৫০ ; তঃ দীঃ নিঃ ১।৫৩-৫৪)।

শ্রীজীবপাদ—জীব—জীব-শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার শক্তিরূপ 'অংশ' ; তটস্থাখ্যা শক্তি, 'মায়াশক্তি' ও 'চিচ্ছক্তি' উভয়ের তটে ও মধ্যস্থলে অবস্থানহেতু 'তটস্থ'-সংজ্ঞা ; 'অণু'—সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, 'বিভিন্নাংশ' ; জীবের 'বর্গ'দ্বয়—(১) অনাদি-'ভগবদুন্মুখ', (২) অনাদি-'বহির্মুখ' ; অনাদি-ভগবদুন্মুখ জীব অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসানুগৃহীত, নিত্য ভগবৎপরিকর—গরুড়াদি ; অনাদি 'বহির্মুখ' জীব—'মায়াবদ্ধ সংসারী' ; তটস্থত্বহেতু জীব মায়াশক্তি হইতে অতীত চিদ্রূপা শক্তি, কিন্তু

স্বরূপ-শক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে; 'জীব' অণু-স্বতন্ত্র; জীবের কর্তৃত্ব পরমেশ্বরাধীন, কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ; কৃষ্ণের নিত্যদাস (পরঃ সঃ ১৯-৪৭ অনু)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—জীব—কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', কৃষ্ণের 'ভেদাভেদ'প্রকাশ; কৃষ্ণের নিত্যদাস, সূর্যাংশু-কিরণ বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ, বহু ও অনন্ত (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২-৬৩; ২০।১০৮-৯); বিভিন্নাংশ, তাহা দ্বিবিধ—(১) নিত্যমুক্ত বা কৃষ্ণপারিষদ, সেবাসুখমগ্ন; (২) নিত্যবদ্ধ বা নিত্যবহির্মুখ, নরকাদি-দুঃখভাক্, মায়াতাড়িত ২২।৯-১৩)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—জীব তটস্থাশক্তিরূপ 'ভগবদংশ' ও 'চিদ্রূপ', যেহেতু 'পরা প্রকৃতি' (সাঃ বঃ, ৭।৪-৫); 'মায়াশক্তি' এবং 'চিচ্ছক্তি' এই উভয়ের তটে বা মধ্যস্থলে অবস্থানহেতু জীবের তটস্থ-সংজ্ঞা; 'চিৎকণ' (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩৮); অণুস্বাতন্ত্র্য-ধর্মবিশিষ্ট, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসদৃশ, বহু, নিত্য, অনন্ত ও অণু; মায়ার দ্বারা অভিভবন-যোগ্য (সাঃ দঃ ১০।৮৭।২০,৩২, ৩৮; সাঃ বঃ ৭।১৪); জীব 'বদ্ধ', 'মুক্ত', 'সিদ্ধভক্ত' ও 'নিত্যপার্ষদ'ভেদে চতুর্বিধ (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—জীব—অণু-চৈতন্য, নিত্য, বহু ও অনন্ত; পরমাত্মার 'অংশ', 'ভগবদ্দাস'; জীবসমূহ স্বরূপতঃ 'অভিন্ন' বা সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা ও অণু হইলেও কর্ম ও সাধনানুসারে 'ভিন্ন'; মুক্তজীবগণও ভক্তির তারতম্যানুসারে পরস্পর 'ভিন্ন'; 'নিত্যমুক্ত', 'বদ্ধমুক্ত' ও 'বদ্ধ' ভেদে জীব ত্রিবিধ (বেঃ স্যঃ, ৩ কিরণ); জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাহার ব্রহ্মাত্মকতা; বস্তুতঃ জীব স্বয়ং 'ব্রহ্ম' নহে (সিঃ রঃ ৬।২৮; ৮।৫-১৫); ব্রহ্মের শক্তি-রূপে 'তদংশ' (ঐ, ৮।১৪)।

জগৎ

শঙ্কর—যাবৎ দৃশ্যবস্তুই 'জগৎ'। ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা দৃশ্য হন না এ
যাহা বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় 'অসৎ', তাহাও দৃশ্য হয় না। সুতরাং জগ
সৎও নহে, অসৎও নহে—মিথ্যা (=সদসদ্ভিন্ন); জগতের ব্যবহারি
সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই (সূঃ ভাঃ ২।২।১৮-৩২ ; ২।১।১৪)

ভাস্কর—ব্রহ্ম কার্যরূপে জগতে পরিণত হইলেও স্বয়ং অপরিণ
ও অপরিবর্তিত থাকেন ; 'সৃষ্টি' অর্থে ব্রহ্মের শক্তি-বিক্ষেপমাত্র ; জগ
'সৎ', মিথ্যা নহে ; কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য ; জগৎ জীবেরই ন্য
কেবল সৃষ্টিকালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্মের সহি
একত্ব প্রাপ্ত হয় ; ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ (সূঃ ভাঃ ১।৪।২৫
৩।২।১৫)।

রামানুজ—শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর 'জগৎ' ; ব্রহ্মের শরী
অংশ, বিশেষণ ও গুণস্থানীয় জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সম্পূর্ণ; সম-পরিমা
'সত্য'; রজ্জু-সর্পবৎ 'অসত্য' নহে ; তবে ব্রহ্মই সর্বোচ্চ তত্ত্ব ; 'জীব'
'জগৎ' ব্রহ্মেরই ন্যায় সমান সত্য হইলেও ব্রহ্মনিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নি
স্তরে অবস্থিত ; 'জগৎ' জড়ভোগ্যরূপে নিম্নতম ; 'জীব' চেতনভোক্তৃরূ
উচ্চতর এবং 'ব্রহ্ম' সর্বনিয়ন্তৃপ্রভুরূপে উচ্চতম ; 'ব্রহ্ম'ই জগতে
'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ (শ্রীভাষ্য ১।৪।২৬-২৮ ; ২।১।১-১৫)।

মধ্ব—জগৎ—সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র ; জগৎ 'সত্য' ও ব্রহ্ম হই
তত্ত্বতঃ 'ভিন্ন' ; 'জগৎ' সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্বিকা সৃষ্টি, সুতর
'সত্য' ; বিশ্ব 'সত্য', বিষ্ণুর বশবর্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্তম
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ১।৬৯ ; 'তত্ত্বোদ্যোত' ও মাণ্ডূক্য-ভাষ্য)।

নিম্বার্ক—ব্রহ্ম—'কারণ', জগৎ—'কার্য' ; ব্রহ্ম—'শক্তিমান্', 'জী
ও 'জগৎ' তাঁহার শক্তিদ্বয় ; ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাব ও ধর্মগত ভে
বর্তমান ; ব্রহ্ম—চেতন, অস্থূল, অজড়, নিত্যশুদ্ধ ; জগৎ—অচেত

স্থূল, জড় ও অশুদ্ধ ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক 'ভেদ', আবার উভয়ে স্বাভাবিক 'অভেদ'ও সমভাবে সত্য ; কার্য-কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী বলিয়া কার্য 'জগৎ' কারণ 'ব্রহ্ম' হইতে অভিন্ন ; 'জগৎ' প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি ব্রহ্মের 'অংশ' ও 'শক্তি' ; জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম-রূপে নিত্য সত্য। (সূঃ ভাঃ ১।৪।৮,১০ ; ২।১।১৪-১৯,২৩,২৬-২৭)।

শ্রীধরস্বামী—পরমার্থভূতবস্তুর কার্য—'জগৎ' (ভাঃ দীঃ ১।১।২)।

বল্লভ—'জগৎ' ভগবৎকার্য, ভগবদ্রূপ, ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা রচিত ; জগদ্রূপ কার্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম ; মায়া জগৎ-কারণ নহে, ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত ; জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য সত্য (তঃ দীঃ নিঃ ১।২৩) ; সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রূপ কার্য সর্বকারণ ব্রহ্মে বিদ্যমান ; সৃষ্টির পরে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ; 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' এই ভগবচ্ছক্তিদ্বয়ের দ্বারা জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় ; জগৎ প্রবাহবৎ গমনশীল ; **'জগৎ' ও 'সংসার' ভিন্নার্থ**—'অহং-মমতা'র আগার **সংসার অবিদ্যার কার্য** ; আর **'জগৎ' ভগবৎকার্য** (অণুভাষ্য ১।১।৩ ; তঃ দীঃ নিঃ ১।২৩-২৪)।

শ্রীজীবপাদ—'জগৎ'—অবিচিন্ত্যশক্তি পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম বা ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তার—"ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃত-বিস্তার ইদমখিলং জগদিতি" ; ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতে তাঁহার সত্য স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিপরিণত জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না ; চিন্তামণির অধিপতি বা চিন্তামণি কৃত্রিম স্বর্ণ সৃষ্টি করে না ; নিখিল জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; জগৎ 'সত্য' অথচ পরিণামধর্মশীল বলিয়া 'নশ্বর' ; নশ্বরতাও আত্যন্তিক নহে, অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কারণে বর্তমান থাকে বলিয়া অদৃশ্যমাত্র হয়। (পরঃ সঃ ৫৬-৭১, ৭৯)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—জগৎ 'সত্য' কিন্তু নশ্বর—"জগ
যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয়" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৩)।

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগদ্‌রূপে পায় পরিণাম
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্ট
ধরি॥ নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূ
অবিকৃতে॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪-২৬)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী—'জগৎ' পরব্রহ্মের শক্তির 'কার্য' বলি
'তদীয়' এবং 'সত্য' (সাঃ দঃ, ১০।২।২৮); পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবচ্ছ
হইতে সৃষ্ট বলিয়া 'তদাত্মক' (ঐ, ১০।৪৬।৪৩); জগৎ সত্য হইলে
কালচ্ছেদ্য অর্থাৎ 'নশ্বর' (ঐ, ১০।২।২৭); জগৎকে যে কোথায়ও 'অ
বলা হইয়াছে, উহার অর্থ সার্বকালিক সত্তারহিত ; কোথায়ও যে 'স্বপ্ন
বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য স্বপ্নাত্মজ্ঞানবৎ অল্পকালস্থায়ী ; স্বা
বস্তুর ন্যায় জগৎ মিথ্যা নহে। (ঐ, ১০।১৪।২২ ; ২।৯।৩৩)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিনির
জগৎ 'সত্য' ; জন্মাদি অনিত্যত্বব্যাপ্য ; 'সত্যত্ব' নিত্যানিত্যসাধা
অতএব জগৎ সত্য হইয়াও 'অনিত্য' (সিঃ রঃ ৬।৪৩); জগৎ ব্রহ্মা
বলিয়া 'ব্রহ্মস্বরূপ' (ঐ, ৬।২৭)।

জগৎকারণ

শঙ্কর—'সগুণ ব্রহ্ম' বা সমষ্টি-উপাধি-উপহিত 'ঈশ্বর' জগ
নিমিত্ত-ও উপাদান-কারণ ; ইহা ব্যবহারিক মাত্র (শাঃ ভাঃ ১।১
১।৪।২৩ ; ২।১।১৪)।

ভাস্কর—'ব্রহ্ম' জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (সূঃ
(১।১।২ ; ১।৪।২২) ; পরমাত্মা সূর্যরশ্মির ন্যায় তাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত শ
সমূহ সৃষ্টিস্থিতি-কালে বিক্ষেপ করেন এবং প্রলয়কালে উপসংহার ক
সূঃ ভাঃ ১।৪।২৫)।

রামানুজ—'ব্রহ্ম'ই নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (শ্রীভাষ্য ১।৪।২৬); সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মশরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে ; সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম সেই স্বীয় শরীর-স্থানীয় নাম-রূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথগ্‌রূপে পরিণত করেন এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। (ঐ, ১।৪।২৭)

মধ্ব—ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ মাত্র, **উপাদান কারণ নহে**। (মধ্বভাষ্য শ্রীজয়তীর্থের টীকা সহিত, ১।৪।২৭)।

নিম্বার্ক—ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন 'নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ' (সুঃ ভাঃ ১।৪।২৩-২৬)।

শ্রীধরস্বামী—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।৫০)।

বল্লভ—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং সমবায়ি-(উপাদান) কারণ (অণুভাষ্য ১।৪।২৩)।

শ্রীজীবপাদ—অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের 'শক্তি'ই জগতের 'মুখ্য' নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং তাঁহার 'জীব'-মায়া ও 'গুণ'-মায়া যথাক্রমে 'গৌণ' নিমিত্ত ও গৌণ উপাদান-কারণ (ভগঃ সঃ ১৬-১৮ অনু ; পরঃ সঃ ৫১-৫৮, ১৭৯ অনু) ; পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা 'নিমিত্তত্ব', আর সদসদাত্মকত্বের দ্বারা 'উপাদানত্ব'। (ক্রমসন্দর্ভ ৩।৫।২৫ ; পরঃ সঃ ৫৮ অনু)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—পরমাত্মার বহিরঙ্গা 'মায়াশক্তি'ই জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধ এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাত ; 'পরব্রহ্ম' কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি আধান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন ; 'কারণার্ণবশায়ী' ঈক্ষণ-কর্তৃরূপে নিমিত্ত ও প্রধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে

'উপাদান'-কারণ হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন ; অতএব কারণার্ণবশায়ী মহ
পুরুষই বিশ্বের মূল 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'-কারণ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৯-৬১
৬।১৪-১৯ ; মঃ ২০।২৫৯-৬১) ; কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ বিষ্ণু ঈক্ষণকর্তৃ
রূপে স্বয়ং 'নিমিত্ত'-কারণ এবং অদ্বৈতরূপে 'উপাদান'রূপী স্রষ্টা হইয়া জগ
সৃষ্টি করেন ; ভগবচ্ছক্তিতেই প্রকৃতি ক্রিয়াবতী হয় (চৈঃ চঃ আঃ ৬।১
১৯) ; জড়রূপা 'প্রকৃতি' মুখ্য জগৎকারণ নহে ; কারণার্ণবশায়ীর ঈক্ষ
প্রভাবে প্রকৃতি জগতের 'গৌণ' কারণ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৩-৭০)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—মায়ার অধিষ্ঠাতা কারণার্ণবশায়ী মহ
পুরুষ মায়াতে দূর হইতে দৃষ্টিদ্বারা চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে আধ
করেন ; 'মায়াশক্তি' ও 'জীবশক্তি'র মিলনে জগদুৎপত্তির সম্ভব হ
(সাঃ দঃ, ৩।৫।২৬) ; অতএব পরমাত্মার 'শক্তি'ই জগদ্রূপে পরিণত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—ব্রহ্মের জগৎ-নিমিত্ত-উপাদান
পারমার্থিক (সিঃ রঃ ৮।৩) ; পরাখ্য-শক্তিমদ্রূপে ব্রহ্মের 'নিমিত্ত'-কারণত্ব
জীব-প্রকৃতি-শক্তিমদ্রূপে ব্রহ্মের 'উপাদান'-কারণত্ব (গোঃ ভাঃ ১।৪।২৬
২।১।২০)।

'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা

শঙ্কর—জহদজহল্লক্ষণাবলে 'তৎ'পদার্থ (ঈশ্বর) ও 'ত্বম্'পদ
(জীব) নির্বিশেষ নির্গুণ পরব্রহ্ম ; 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের সামানাধি
করণ্যরূপ সম্বন্ধ ; অতএব জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য (শঙ্করাচার্য-কৃ
'তত্ত্বোপদেশ')।

ভাস্কর—ব্রহ্মাত্মত্বের উপদেশক (সূঃ ভাঃ ২।৩।২৯)। "তত্ত্বমস্যা
বাক্যং স্বরূপাববোধকম্" (সূঃ ভাঃ ১।১।১)।

রামানুজ—'ত্বম্' পদে জীব-শরীরক (জীব যাঁহার শরীর-স্থানী
সেই) ব্রহ্ম ; জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বম্' পদবাচ্য 'জীব'

'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের 'অভেদ' (শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০৬ অনু ; ২।৩।৪৫ বঃ সাঃ পঃ সং)।

মধ্ব—"স আত্মাতত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮-১৬)=স আত্মা +অতত্ত্বমসি। অতএব 'ভেদ'—"অতত্ত্বমসীতি ভেদস্য নবকৃত্বোঽভ্যাসাচ্চ। ভেদব্যপদেশাৎ।"; "অতত্ত্বমসি পুত্রেতি য উক্তো গৌতমেন তু। নবকৃত্বঃ সদৃষ্টান্তং সর্বভেদেন কেশবঃ॥" (মধ্ব-কৃত ছান্দোগ্য-ভাষ্য, ৬।১৬, মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো, কুম্ভঘোণ, ১৮৩৩ শকাব্দা); "তস্য ত্বমসি= তত্ত্বমসি"; "অসিনা তত্ত্বমসিনা পর-জীব-প্রভেদিনা। বিদ্যারণ্যমহারণ্য-মক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥" (মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রসিদ্ধ শ্লোক)। 'ন্যায়ামৃতে' (২।২৮) 'তত্ত্বমসি'-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিম্বার্ক—'তত্ত্বমসি'—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা-জ্ঞাপক, কিন্তু সাম্যজ্ঞাপক নহে ; অতএব ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সমর্থক। (সূঃ ভাঃ ২।৩।৪২)।

বিষ্ণুস্বামী—কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই।

শ্রীধরস্বামী—'তৎ'-পদার্থ (বৃহচ্চৈতন্য) ও 'ত্বম্'-পদার্থ (অণু-চৈতন্য)—এই উভয়পদের বৃহত্ত্ব ও অণুত্বরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া 'জহদজহৎস্বার্থা লক্ষণা'র দ্বারা কেবল চৈতন্যরূপ অর্থদ্বয়ের সামানাধি-করণ্যহেতু নির্গুণ ব্রহ্মেই 'তত্ত্বমসি'র পরিসমাপ্তি (ভাঃ দীঃ ১০।৮৭।২)।

বল্লভ—অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবৎ প্রজ্ঞা-দ্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মগুণ-সারসম্পন্ন জীবে জড়বৈলক্ষণ্যকারী 'তত্ত্বমসি' বাক্য (অণুভাষ্য ২।৩।২৯); 'তত্ত্বমসি' শ্রুতির এই খণ্ডিতাংশ মাত্র মহাবাক্য নহে, পরন্তু "ঐতদাত্ম্য-মিদং......তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই সম্পূর্ণ বাক্যই 'মহাবাক্য'; তদ্দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, সত্যত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (সাম্যত্ব নহে) জ্ঞাপিত হইতেছে।

শ্রীজীবপাদ—তদংশভূত চিদ্রূপত্বে সমানাকারতা (তত্ত্ব সং, সত্যানন্দগোস্বামি-সং. ৫১ অনু) ; 'তম্'পদার্থ-দ্বারা লক্ষিত 'জীবাত্মা'র চিদ্ধর্মযুক্ততা ও নিত্যতা এবং 'তৎ'পদার্থ-দ্বারা লক্ষিত 'পরমাত্মা'রও তাদৃশত্ব অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপতা ও নিত্যতা 'তত্ত্বমসি' বাক্যে বোধিত। (ঐ, ৫২ অনু)।

"তত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রমপি তৎপ্রেমপরমেব জ্ঞেয়ম্। ত্বমেবামুক ইতিবৎ" (প্রীতি সং, ১ অনু, শ্রীপুরীদাস-মহাশয়-সং)—'তুমি অমুক' এই উক্তির দ্বারা 'তুমি' পদের বাচ্যের সহিত **সম্বন্ধ-সূচনার** ন্যায় 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' পদের বাচ্যের সহিত 'ত্বম্' পদের বাচ্যের প্রেমপর সম্বন্ধ সূচিত।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'তত্ত্বমসি' বাক্য জীবের চিন্ময়-সত্তাবোধক ও বেদের 'প্রাদেশিক' বাক্য, মহাবাক্য নহে—'প্রণব'ই মহাবাক্য ; "প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্তি। প্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥ **'তত্ত্বমসি' জীবহেতু** প্রাদেশিক বাক্য। প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪-৭৫)।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'তত্ত্বমসি' জীব ও ব্রহ্মের 'ভিন্নাভিন্ন'ত্ব-নিদর্শক (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২) ; রাজার **সম্বন্ধবশতঃ** 'রাজপুরুষ' উক্তির ন্যায় 'ত্বং'-পদার্থ-বাচ্য জীব 'তৎ' পদার্থবাচ্য পরমেশ্বরের **সম্বন্ধ-বিশিষ্ট** ; কেহ কেহ 'তস্য' (তাঁহার) 'ত্বম্' (তুমি) ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস-দ্বারা 'তত্ত্বম্' পদের বিশ্লেষ করেন,—"রাজকীয়-পুরুষোঽপি রাজপুরুষ ইতি তৎ-পদার্থসম্বন্ধী ত্বম্পদার্থ ইতি 'তত্ত্বমসি' ইতি মহাবাক্যার্থঃ কেচিত্তু তস্য ত্বমিতি ষষ্ঠীতৎপুরুষেণাপি বদন্তি।" (সাঃ দঃ ১০।৮৭।৩২)।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—ব্রহ্মসাম্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের উদ্দেশ্য, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভেদরাহিত্য নহে (সিঃ রঃ ৬।২২) ; ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-দ্বারা ভেদেই 'অভেদ'জ্ঞানবোধক ; ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মাভিন্ন' এই অভেদবাদ ভক্তিরই প্রকারবিশেষ, ভূতশুদ্ধিবৎ 'ভক্তিযোগে'রই

প্রকাশবিশেষ ; 'সচ্চিদানন্দাকারোঽসি' (গোঃ ভাঃ ৩।৩।৪৬ ; তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা, ৪৩ অনু)।

সিদ্ধান্তগত ঐক্য, অনৈক্য ও বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীশ্রীধর, শ্রীবল্লভ ও শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ—এই **আটজন আচার্যের** যে-যে বৈদান্তিক **সিদ্ধান্তে মিল** আছে, তাহা এই :—

(১) ব্রহ্ম—'নিত্য সত্য' ; (২) ব্রহ্ম—'পরতত্ত্ব' ; (৩) ব্রহ্ম—'জগৎ-কারণ' ; (৪) শব্দই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ; (৫) ব্রহ্ম—সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ ; (৬) আনন্দই প্রয়োজন।

২। **অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য হইতে শ্রীশঙ্করাচার্যের** মতবাদের নিম্নলিখিত **পার্থক্য** দৃষ্ট হয়,—(১) অনির্বচনীয়া মায়াদ্বারা ব্রহ্মের ঔপাধিক ভাব (ঈশ্বর, জীব ও জগতের ব্যবহারিক সত্তা) ; (২) নির্বিশেষ ব্রহ্মই 'পারমার্থিক' সত্য, সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম 'ব্যবহারিক' সত্য ; (৩) 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিক' এই দুইটি শব্দের দ্বারা নির্বিশেষ ও সবিশেষ শ্রুতির সঙ্গতি সাধন ; (৪) জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, সুতরাং 'মিথ্যা' (সত্যজ্ঞানের দ্বারা বাধিত) ; (৫) মায়োপহিত চৈতন্যই—ঈশ্বর এবং অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই—জীব ; ঈশ্বর—সমষ্টি উপাধি, জীব—ব্যষ্টি উপাধি ; (৬) ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিবিম্ব-স্থানীয় ; (৭) ব্রহ্ম কেবল সত্য, কেবল জ্ঞান, কেবল আনন্দ-স্বরূপ ; (৮) ঈশ্বর মায়াযোগে অবতার গ্রহণ করেন ; (৯) জ্ঞানই 'সাধন' এবং ব্রহ্মস্বরূপ-উপলব্ধিই (চিন্মাত্র-উপলব্ধি) সাধ্য।

৩। **অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য হইতে শ্রীরামানুজাচার্যের বৈশিষ্ট্য**—(১) স্থূল চেতন ও অচেতন এবং সূক্ষ্ম চেতন ও অচেতন-বিশিষ্ট

ব্রহ্মের একত্ব ; (২) ব্রহ্ম শরীরী ও বিশেষ্য, জীবজগৎ শরীর ও বিশেষণ ; (৩) জীব ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণরূপে ব্রহ্মের অংশ ; (৪) শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ।

৪। **শ্রীরামানুজের সহিত শ্রীনিম্বার্কের** মতে **যে-যে অংশে মিল** আছে, তাহা এই :—(১) শ্রীরামানুজ ও শ্রীনিম্বার্ক উভয়ই ত্রিতত্ত্ব-বাদী ; (২) উভয়ের মতেই ব্রহ্ম সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত হইয়াই 'স্বগতভেদ'-যুক্ত, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বগতভেদ ; (৩) উভয়ের মতেই ব্রহ্ম জগতের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'-কারণ ; (৪) উভয়ের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের 'পরিণাম' ; (৫) উভয়ের মতে ব্রহ্ম 'সগুণ' ও 'সবিশেষ' ; (৬) উভয়ের মতেই জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, নিত্য, অণু-পরিমাণ, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত এবং প্রকার-ভেদে 'বদ্ধ' ও 'মুক্ত' ; (৭) শ্রীরামানুজ ও শ্রীনিম্বার্ক উভয়ের মতেই অচিৎ তিন প্রকার—'প্রাকৃত', 'অপ্রাকৃত' ও 'কাল' ; (৮) প্রকৃতি ব্রহ্মের 'অচিৎ'-শক্তি, প্রকৃতি হইতে জাত 'প্রাকৃত' অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর। শ্রীনিম্বার্কের 'অপ্রাকৃত' ও শ্রীরামানুজের 'শুদ্ধসত্ত্ব' প্রায় এক। ইহা ব্রহ্ম ও মুক্তাত্মগণের দিব্যদেহ ও ভগবদ্ধামস্থ দ্রব্যের উপাদান-কারণ। উভয়ের মতে কাল অংশবিহীন, নিত্য ও বিভু।

৫। **অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য হইতে শ্রীমধ্বাচার্যের** মতবাদের **পার্থক্য** বা বৈশিষ্ট্য—(১) শ্রীমধ্বাচার্য কেবল-ভেদবাদী ; তিনি 'জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে ও জড়ে জড়ে'—এই পঞ্চভেদ স্বীকার করেন ; (২) শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মকে 'নিমিত্ত-কারণ' মাত্র বলেন, 'উপাদান-কারণ' নহে।

৬। **অন্যান্য আচার্য হইতে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের বৈশিষ্ট্য**—(১) শ্রীজীবপাদ পরব্রহ্মকে একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্বরূপে 'সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ'-রহিত এবং স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তির আশ্রয়-

রূপে 'অদ্বয়তত্ত্ব' বলেন ; এক অদ্বয়তত্ত্বই তাঁহার অদ্বিতীয়া অচিন্ত্যা স্বাভাবিকী শক্তিবৈচিত্রীক্রমে স্বস্বরূপে (পূর্ণ ভগবৎস্বরূপে), স্বরূপ-বৈভবে (গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি-ধামরূপে), জীব-(শুদ্ধজীব) রূপে ও প্রধান-(মায়াশক্তির উপাদানাংশ) রূপে চতুর্বিধ অবস্থায় সর্বদা অবস্থিত। (২) ব্রহ্মের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে তিনি স্বয়ংরূপ 'শ্রীকৃষ্ণ' ; জ্ঞানিগণের ব্রহ্মপ্রতীতি 'অসম্যক্', যোগিগণের পরমাত্ম-প্রতীতি 'আংশিক' ও ভাগবতগণের ভগবৎ-প্রতীতি 'পূর্ণ' ; পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাবই—শ্রীকৃষ্ণ। পরতত্ত্বের দ্বিবিধ আনন্দ—(ক) তাঁহার স্বরূপের আনন্দ ও (খ) স্বরূপশক্তির আনন্দ। স্বরূপশক্ত্যানন্দে অধিক বিলাস ও বৈচিত্র্য। (৩) শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ পরমাত্মার শক্তিপরিণামবাদী, বস্তু-পরিণামবাদী নহেন ; জগৎ পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম। (৪) মায়িক ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মার মায়াশক্তির পরিণতি, জীব পরমাত্মার জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তির পরিণতি, এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি ও তত্রত্য লীলাদি পরতত্ত্বের চিচ্ছক্তির (স্বরূপশক্তির) পরিণতি। (৫) জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীবাত্মা, জীব তটস্থা শক্তি অর্থাৎ জীব স্বরূপশক্তিও নহে, মায়াশক্তিও নহে, তন্মধ্যবর্তী একটি শক্তি-বিশেষ। (৬) ঈশ্বরের শক্তিই জগতের মুখ্য উপাদান ও মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং জীবমায়া গৌণনিমিত্তকারণ ও গুণমায়া (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) গৌণ উপাদান-কারণ। (৭) শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ ও ভেদ। (৮) শ্রীমদ্-ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য।

৭। **শ্রীশঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীবল্লভাচার্যের** শুদ্ধব্রহ্মবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নিম্নলিখিত প্রধান **পার্থক্য**সমূহ দৃষ্ট হয়,—

(১) শ্রীশঙ্করাচার্য 'জীব' ও 'জগতে'র মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপন করেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (কারণ) মায়িক উপাধি-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ (প্রতীয়মান) সত্য জীব ও জগদ্রূপ (কার্য) দ্বৈতভাবসৃষ্টি করে।

(১) শ্রীবল্লভাচার্য ব্রহ্মের (কারণের) ন্যায় জীব ও জগতের (কার্যের) নিত্য সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া মায়িক উপাধিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করেন। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের (কারণের) অদ্বিতীয়ত্ব-স্থাপনের জন্য জীব ও জগতের (কার্যের) মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের মায়িক উপাধিগ্রহণের (অশুদ্ধতার) কোনই প্রয়োজন নাই। মায়িক উপাধিরহিত শুদ্ধব্রহ্মই তাঁহারই ন্যায় নিত্য সত্য জীব ও জগতে পরিণত হইয়া এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে অবস্থান করেন। জীব ও জগৎ ব্রহ্মই, তাহা দ্বিতীয় বস্তু নহে, সুতরাং অদ্বয়ত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না।

(২) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সৎ বা সত্তা, কেবল চিৎ বা জ্ঞান ও কেবল আনন্দ।

(২) শ্রীবল্লভাচার্য-মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের 'স্বরূপ' ও 'গুণ'; তাহা ব্রহ্মেরই অবিভাজ্য স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সত্তা নহেন, তিনি সত্তাবান্; কেবল জ্ঞান নহেন, তিনি সর্বজ্ঞ; কেবল আনন্দ নহেন, তিনি আনন্দময়।

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জগতের কারণ 'ব্রহ্ম' নহে, 'মায়া'; অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, মায়াই সেই অসৎ বা ব্যবহারিক জগতের জননী।

(৩) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; 'মায়া' নিত্য সদ্বস্তুর কারণ হইতে পারে না।

(৪) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সমস্ত ভেদপ্রতীতিই মিথ্যা, জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য পারমার্থিক 'সত্য', জগৎ ও জীব 'মিথ্যা'।

(৪) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের ইচ্ছাসঞ্জাত ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা নহে। ঘট-পটাদি বা জগৎ ও জীব—ব্রহ্মের বহুভবন-ইচ্ছা হইতে ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। সুতরাং তাহাদের সত্তা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ বিবর্ত বা মিথ্যা

হইতে পারে না। জগৎ নিত্য সত্য, সংসার ('আমি', 'আমার' অভিমান)—যাহা অবিদ্যাকৃত, তাহা মিথ্যা।

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'আত্মা' এক অদ্বিতীয়।

(৫) শ্রীবল্লভার্যের মতে আত্মা বহু ও অনন্ত।

(৬) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে আত্মা 'এক', আত্মার বহুত্বের প্রতীতি মিথ্যা।

(৬) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীবরূপে প্রকটিত হন ; সুতরাং অনন্ত জীব সমস্তই সত্য।

(৭) শঙ্করাচার্যের মতে আত্মাই 'ব্রহ্ম' বলিয়া তাহা 'বিভু'।

(৭) বল্লভাচার্যের মতে আত্মা কখনও 'ব্রহ্ম' নহে ; ইহা অণু, কখনও বিভু নহে ; তবে যখন আত্মা ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা ব্রহ্মের বিভুত্বগুণ লাভ করে।

(৮) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম সগুণ নহেন, নির্গুণ ; সগুণ ব্রহ্ম বা শবল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মায়াকৃত, তাহা ব্যবহারিক সত্যমাত্র অর্থাৎ মিথ্যা ; উপাসনার জন্য সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা, সুতরাং তাহা নির্গুণ ব্রহ্মের গৌণ প্রতীতি।

(৮) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। প্রাকৃত রক্ত-মাংসের শরীর বা প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম 'নির্গুণ' নামে অভিহিত এবং অপ্রাকৃত কল্যাণগুণগ্রামবিশিষ্ট বলিয়া তিনি 'সগুণ' নামে কথিত। ব্রহ্ম—সমস্ত বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়। সুতরাং একধারে সগুণতা ও নির্গুণতা ব্রহ্মে সম্ভব। 'অপাণিপাদঃ' শ্রুতি তাঁহার প্রাকৃত পাণিপাদ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত হস্তপদ ও গুণের বিষয় কীর্তন করেন।

(৯) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম 'কেবলজ্ঞান', তিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নহেন।

(৯) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্ম কেবলমাত্র 'জ্ঞান' নহেন, তিনি সমস্তই ; আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, রসাত্মক, সদানন্দ।

(১০) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জগতের সৃষ্টি ও লয় মায়াকৃত।

(১০) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'সৃষ্টি' এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'লয়'। আবির্ভাব-শক্তি ব্রহ্ম হইতে নিত্য সত্য জগৎকে প্রকাশিত করেন এবং তিরোভাবশক্তি নিত্য সত্য জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া অপ্রকাশিত রাখে।

(১১) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'মোক্ষ' অর্থে চিন্মাত্রোপলব্ধি অর্থাৎ নাম-রূপবিহীন কেবল-বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাত্ব-জ্ঞানরূপ দ্বৈতভাব বা মায়িক উপাধি বিনষ্ট হয়, তাহাই মোক্ষের সাধক।

(১১) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বা সাযুজ্যই 'মোক্ষ'; তদ্দ্বারা নামরূপবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া যাইতে হয় না; তাহা পরব্রহ্মে 'গুণাতীত প্রবেশ'; সাক্ষাদ্‌ভগবদ্‌ভজনোপযোগী ভগবদ্বিভূত্যাত্মকদেহন্দ্রিয়প্রাণান্তঃকরণ-জীবাত্মকস্বরূপ-প্রাপ্তি এবং পূর্ণা-নন্দাত্মক পুরুষোত্তমের সহিত মনোবাক্যের অবিষয় আনন্দের উপলব্ধি ও তদ্রূপ আনন্দময়তা-প্রাপ্তি। জীবের ব্রহ্মে লয়ের দ্বারা জীবত্বের নাশ হয় না। জীবে আনন্দময় পুরুষোত্তমের প্রবেশ হইলে শ্রীপুরুষোত্তম রসাত্মক বলিয়া জীবও আনন্দাত্মক হন এবং অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হন।

(১২) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সাধন।

(১২) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে 'ভক্তি'ই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তি 'সাধন'-রূপা ও 'সাধ্য'রূপা ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যরূপা ভক্তিই 'প্রেমলক্ষণা' বা 'নির্গুণা' ভক্তি। ভক্তিপথে ভগবানের কৃপাই মুখ্য। কৃপা বা অনুগ্রহকেই 'পোষণ' বা 'পুষ্টি' বলে। ভক্তি বা কৃপার পথই 'পুষ্টিমার্গ'। যেখানে প্রীতি, সেখানে পুষ্টি অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ।

(১৩) শ্রীশঙ্করাচার্য শব্দপ্রমাণরূপে বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতাকে স্বীকার করেন।

(১৩) শ্রীবল্লভ বেদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সমাধিভাষা * এবং এই চারি প্রমাণের অবিরোধী পুরাণ, স্মৃতি-প্রভৃতিকে স্বীকার করেন।

* * *

শ্রীবল্লভাচার্য ও শ্রীনিম্বার্ক হইতে শ্রীগৌড়ীয়সিদ্ধান্ত ও ভজনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের অনুব্যাখ্যারূপ শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতকে যথাক্রমে সিদ্ধান্ত ও ভজনের প্রমাণ-গ্রন্থরূপে শ্রীরাম-রায়ের হস্তে প্রদান করেন।[১] সেই ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মকৃত-গোবিন্দস্তবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।[২] শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ভজনরহস্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীস্বরূপরামরায়ের সহিত শ্রীনীলাচলে নিত্য আস্বাদন করিতেন। শ্রীবল্লভাচার্যকে কেহ কেহ শ্রীবিল্বমঙ্গলের অধস্তন বলিয়া স্থাপন করিলেও শ্রীবল্লভাচার্যের ভজনপ্রণালীতে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের লীলামাধুর্যাস্বাদন-বৈশিষ্ট্য বা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'অনয়ারাধিতো নূনং'[৩] শ্লোকোক্ত মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার সর্বোৎকর্ষের কোন সিদ্ধান্ত বা ভজনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ২।১০।৪) "পোষণং তদনুগ্রহঃ"—এই বাক্যানুসারে কৃষ্ণানুগ্রহরূপা ভক্তিই শ্রীবল্লভ-প্রপঞ্চিত পুষ্টি ভক্তি। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়রসিকগণের সিদ্ধান্তসম্মত শ্রীমদ্‌-ভাগবতোক্ত পুষ্টি-পরাকাষ্ঠার অধিকতর উৎকর্ষ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ

---

* শ্রীবল্লভাচার্যের মতে শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিবিধ ভাষা,—(১) লোকভাষা, ২) পরমত-ভাষা ও (৩) সমাধি-ভাষা। 'লোকভাষা'য় যুদ্ধ-বিগ্রহ-স্থান-কাল-পাত্রাদির বিষয় বর্ণিত; 'পরমত-ভাষা'য় অপরের মত বিবৃত হইয়াছে; আর 'সমাধিভাষা'য় "সমাধৌ স্বয়মনুভূয় নিরূপিতং সা সমাধিভাষা") স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের উপলব্ধি বা সাক্ষাদ্দর্শন বর্ণিত. ইহা অভ্রান্ত।

১। চৈঃ চঃ ম ৯।১২৩ ; ২। ব্রহ্মসংহিতা ৫।১০, ২০, ২১, ৩৪, ৩৫, ৬২ ; ৩। ভা ১০।৩০।২৮

কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে,[১]—"পোষণেঽপি তদেব মুখ্যং প্রয়োজনম্। **পোষণ-শব্দেন হ্যনুগ্রহ উচ্যতে, তস্য চ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স্বপ্রীতিদান** এব"।

স্বপ্রীতিদান একমাত্র স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যময়ী লীলায় প্রকটিত হইয়াছিল। স্বয়ং স্বরূপশক্তি শ্রীহ্লাদিনী ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব বৃত্তিকে অপর কেহ স্বতন্ত্রভাবে দান করিতে পারেন না। সেই হ্লাদিনী বা মহাভাব-মিলিত-তনু শ্রীমাধবই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতার। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের শক্তিসঞ্চারিত ভক্তিরসাচার্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদের প্রপঞ্চিত উন্নতোজ্জ্বলরসময় ভজনই গৌড়ীয়-রসিকগণের আরাধ্যা পুষ্টিপরাকাষ্ঠা বা হ্লাদিনী শক্তির কৃপাবাহন-স্বরূপ গৌড়ীয়মহতের কৃপৈকলভ্যা রাগানুগা ভক্তি। শ্রীনিম্বার্কার্য বলেন,[২]—

"অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা, বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা, স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥"

এই স্থানে জীবের সমস্ত ইষ্টফলদাত্রী শ্রীরাধিকার মধ্যে বৈধভাবেরই প্রাচুর্য প্রকাশিত। কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥[৩] অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥[৪]—প্রভৃতি উক্তিতে যে শ্রীগোবিন্দানন্দিনী শ্রীরাধার সেবা-বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীনিম্বার্ক-প্রচারিত শ্রীরাধাতে নাই। শ্রীনিম্বার্কের আরাধ্যা শ্রীরাধা সম্ভ্রমজ্ঞানে পূজ্যা ও জীবের কামপ্রদাত্রী বা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া সঙ্গিনী বিশেষ। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা বৈদান্তিক সিদ্ধান্তগ্রন্থে সম্ভবপর নহে। কেবল ইঙ্গিতে দিগ্‌দর্শন করা হইল। স্থানান্তরে গৌড়ীয়গণের দার্শনিক সিদ্ধান্তের মৌলিকত্ব ও সর্বোৎকর্ষের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। শ্রীশ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৭ অনু (শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামি-সম্পাদিত সং, ১৮ পৃষ্ঠা);
২। শ্রীনিম্বার্ক-দশশ্লোকী ৫ম শ্লোক; ৩। চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৭-৮; ৪। ভাঃ ১০।৩০।২৮।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরিশিষ্ট

আচার্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীশঙ্করাচার্য

শ্রীশঙ্করাচার্য দাক্ষিণাত্যে পশ্চিম-সমুদ্রতীরস্থ কেরল[১]-দেশান্তর্গত 'কালাডি'-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে[২], ৬০৮ শকাব্দায়[৩] (=৬৮৬খৃঃ) বৈশাখী শুক্ল-তৃতীয়া দিবসে মধ্যাহ্নকালে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের পিতার নাম 'শিবগুরু', মাতার নাম 'বিশিষ্টা'। ইঁহারা নম্বুরি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। শ্রীশঙ্করের শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি তিন বৎসর বয়সেই মালয়ালম্ ভাষায় (মাতৃভাষায়) গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হন এবং পঞ্চম-বর্ষে উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে গমন করেন। সপ্তম বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই গুরুগৃহে শিক্ষণীয় যাবতীয় শাস্ত্র-অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন।

১। বর্তমানে ইহা ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার-নামক দেশে বিভক্ত।

২। আলোয়াই নদীর উত্তর-তীরে অবস্থিত।

৩। "শঙ্করাচার্যের জন্মকাল লইয়া প্রায় ২০।২২ প্রকার মতভেদ আছে। ইহাদের অবান্তরকাল খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।"—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকৃত 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ', ২য় সংস্করণ, ৬৫৩ পৃঃ, পাদটীকা।

অষ্টম-বর্ষে মাতার অনিচ্ছাকৃত অনুমতি কৌশলক্রমে প্রাপ্ত হইয়া নিজে-নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে নর্মদা-নদীর তীরস্থ গোবিন্দযোগীর[১] নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরু-পদে বরণ করেন। তাঁহার আদেশে কাশী ও তথা হইতে বদরিকাশ্রম গমন করিয়া দ্বাদশ-বৎসর বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন; পরে দ্বাদশ উপনিষৎ, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয়—এই ষোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহাই বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের[২] শাঙ্কর-ভাষ্য বলিয়া খ্যাত।

শ্রীশঙ্করাচার্যের শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও তোটক—এই চারিজন প্রধান। শ্রীশঙ্করাচার্য বারাণসী হইয়া প্রয়াগে গমনপূর্বক কুমারিল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মুমূর্ষু কুমারিল ভট্ট শ্রীশঙ্করের সহিত নিজে বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের নিকট শ্রীশঙ্করকে মাহিষ্মতী-নগরীতে পাঠাইয়া দেন। তথায় শ্রীশঙ্কর মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্মিণী 'সরস্বতী' বা 'উভয়ভারতী' বিচারকালে মধ্যস্থা ছিলেন। কথিত আছে,—তিনি শঙ্করসহ কামশাস্ত্র-বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশঙ্কর—আকুমার ব্রহ্মচারী; সুতরাং কামশাস্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তিনি উভয়ভারতীর নিকট একমাস সময় লইয়া যোগবলে একটি সদ্যোমৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া কামকলায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন

১। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কিংবদন্তী,—ব্যাকরণ-পাঠকালে শ্রীশঙ্কর যখন পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' অধ্যয়ন করেন, তখন গুরুমুখে শুনিয়াছিলেন যে, পতঞ্জলি সহস্র বৎসর যাবৎ 'গোবিন্দযোগী' নামে খ্যাত হইয়া যোগবলে নর্মদাতীরে এক গুহায় সমাধিস্থ আছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে তথায় গমন করিয়া শঙ্কর গোবিন্দযোগীর সমাধি ভঙ্গ করাইয়া তাঁহার উপদেশ লাভ করেন।

২। ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থ—(১) 'ন্যায়-প্রস্থান', উপনিষৎ-সমূহ—(২) 'শ্রুতি-প্রস্থান' এবং শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয়-গ্রন্থ—(৩) 'স্মৃতি-প্রস্থান' নামে পণ্ডিত-সমাজে বিখ্যাত।

এবং উভয়ভারতীর নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। উভয়ভারতী আর বিচার না করিয়া শ্রীশঙ্করের প্রার্থনা-মতে তাঁহার শৃঙ্গেরীমঠে অচলা

শ্রীশঙ্করাচার্য

[তিরুবোর্‌রিয়ুর (Tiruvorriyur, S. India)-এর সুপ্রাচীন শৈলী-মূর্তি হইতে]

থাকিবেন,—এই বর দিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। মণ্ডন শ্রীশঙ্করা-চার্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'সুরেশ্বর' নামে খ্যাত হন। শ্রীশঙ্করা-চার্য ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিভ্রমণ-পূর্বক নানামতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি তেত্রিশ-বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন।[১]

শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্যদ্বারা ভারতের চারিপ্রান্তে বিষ্ণুর চারি-ধামে চারিটি মঠ স্থাপন করেন; দ্বারকায় সুরেশ্বরাচার্যের দ্বারা **'সারদা-মঠ'**, পুরীধামে পদ্মপাদাচার্যের দ্বারা **'গোবর্ধন-মঠ'**, বদরিকায় তোটকাচার্যের দ্বারা **'জ্যোতির্মঠ'** এবং রামেশ্বরে হস্তা-মলকাচার্যের দ্বারা **'শৃঙ্গেরী-মঠ'** স্থাপন করেন। সারদামঠে সামবেদের, গোবর্ধন-মঠে ঋগ্বেদের, জ্যোতির্মঠে অথর্ববেদের ও শৃঙ্গেরী-মঠে যজুর্বেদের প্রাধান্য এবং 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—শ্রীশঙ্করাচার্য-কথিত এই চারিটি মহাবাক্য যথাক্রমে ঐ চারিটি মঠের অবলম্বনীয় হয়।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ে শ্রীশঙ্করাচার্যের গুরুপরম্পরা-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাশীতে প্রচলিত শ্রীশঙ্করাচার্যের গুরুপরম্পরা এইরূপ,— (১) নারায়ণ,

---

১। শ্রীশঙ্করাচার্যের অন্তর্ধান-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতানৈক্য আছে। কোন মতে, শ্রীশঙ্কর কেদারবদ্রীতে শিষ্যগণের সম্মুখে উপদেশ-প্রদানানন্তর দেহত্যাগ করেন। কোন মতে, তিনি শৃঙ্গেরীতে সারদাদেবীর সম্মুখে দেহত্যাগ করেন এবং তথায়ই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। কোন মতে, তিনি মালাবারের অন্তর্গত 'ত্রিচুর'-নগরে পরশুরামের মন্দিরে শিবলিঙ্গে লীন হন। মতান্তরে, তিনি কাঞ্চীতে কামাখ্যাদেবীর সম্মুখে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার দেহ মন্দিরের দ্বারদেশে সমাহিত করা হয়। অন্যমতে, বোম্বাই-এর নিকট 'নির্মলা'-নামক একটি দ্বীপে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কাল—কোন মতে ৬৪০ শকাব্দ, মতান্তরে ৬৪২ শকাব্দ, অন্য মতে ৬৪৪ শকাব্দ।

(২) ব্রহ্মা, (৩) বশিষ্ঠ, (৪) শক্তি, (৫) পরাশর, (৬) ব্যাস, (৭) শুক, (৮) গৌড়পাদ, (৯) গোবিন্দযোগী, (১০) শঙ্করাচার্য।

আচার্য শ্রীশঙ্কর-কৃত প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য ব্যতীত 'শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী' নামে খ্যাত সর্বসমেত ১৫১টি গ্রন্থের মধ্যে ২২টি ভাষ্য, উপদেশ ও প্রকরণ-গ্রন্থ ৫৪টি ও স্তবস্তুতি ৭৫টি পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ—(১) ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, (২) ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, (৩) কেনোপনিষদ্-ভাষ্য, (৪) কঠোপনিষদ্-ভাষ্য, (৫) প্রশ্নোপনিষদ্-ভাষ্য, (৬) মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্য, (৭) মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-ভাষ্য, (৮) ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য, (৯) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, (১০) ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য, (১১) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য, (১২) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, (১৩) নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্-ভাষ্য[১], (১৪) শ্রীগীতা-ভাষ্য, (১৫) শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য, (১৬) সনৎসুজাতীয়-ভাষ্য, (১৭) আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র-ভাষ্য, (১৮) গায়ত্রী-ভাষ্য, (১৯) সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য ও (২০) হস্তামলক-ভাষ্য।

১। কেহ কেহ ইহা আদি শঙ্করাচার্যের রচিত নহে বলিয়া বিতর্ক করেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাঃ দীঃ ১০।৭৮।২১ নৃসিংহপূর্বতাপনীর (২।৫।১৬ মন্ত্রের) ভাষ্যোক্ত "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে" কিঞ্চিৎ পাঠভেদের সহিত এই বাক্যটি সর্বজ্ঞ ভাষ্যকারের রচিত বলিয়াছেন। শ্রীসনাতনাদি (বৃঃ ভাঃ টীঃ ২।২।১৮৬) গোস্বামিপাদগণ নৃসিংহ-পূর্বতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্যান্তর্গত উক্ত বাক্যকে এবং শ্রীজীবপাদ (শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ ১৫ অনু) শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থকে আদি শঙ্করাচার্যেরই রচিত বলিয়াছেন।

শ্রীভাস্করাচার্য

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের জন্মকাল, জন্মস্থান ও প্রকৃত পরিচয় এখনও অকাট্য প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই। কেহ বলেন,—বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শকাব্দায়=১১১৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম) ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ। শাণ্ডিল্য-বংশীয় কবিচক্রবর্তী ত্রিবিক্রমের পুত্র (১) বিদ্যাপতি-উপাধিধৃক্ 'ভাস্কর ভট্ট', ভাস্করের পুত্র (২) গোবিন্দ সর্বজ্ঞ, তৎপুত্র (৩) প্রভাকর, তৎপুত্র (৪) মনোরথ, তৎপুত্র (৫) মহেশ্বরাচার্য, তৎপুত্র (৬) সিদ্ধান্তশিরোমণিকার ভাস্করাচার্য[১]। ভাস্করভাষ্য-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বিবেদী মহাশয়ের উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা-সম্বন্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কারণ, সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক ভাস্করাচার্যের[২] নাম পাওয়া যায়। কেহ বলেন,—বাচস্পতি মিশ্র[৩] ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের মতের অনুবাদ করায়, ভাস্করাচার্য বাচস্পতি-মিশ্র (৮৯৮ সংবৎ=৮৪২ খৃঃ ?) হইতে পূর্বতন। কেহ উভয়কে সমসাময়িক বলেন[৪]। কোনও ভোজরাজ

১। ডাঃ ভাউদাজী মহারাষ্ট্রদেশের নাসিকের নিকট একখানি তাম্রপট্ট আবিষ্কার করেন। পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী তৎকর্তৃক সম্পাদিত ভাস্করাচার্য-বিরচিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের (বিদ্যাবিলাস প্রেসে মুদ্রিত, ১৯১৫ খৃঃ, চৌখাম্বা সংস্কৃত বুকডিপো, কাশী) ভূমিকায় (৪র্থ পৃষ্ঠায়) ঐ তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ পদ্যগুলি উদ্ধার করিয়াছেন।

২। লোকভাস্কর, শ্রৌতভাস্কর, ভগবন্তভাস্কর, হরিভাস্কর, ভাস্কর মিশ্র, ভদন্ত ভাস্কর, ভাস্করাচার্য, ভাস্কর শাস্ত্রী, ভাস্কর দীক্ষিত, ভট্ট ভাস্কর, ভাস্করদেব, লৌগাক্ষি ভাস্কর, বৎস ভাস্কর, ভাস্কর নৃসিংহ, ভাস্কর রায়, ভাস্করানন্দ, ভাস্কর সেনা ইত্যাদি।

৩। বাচস্পতি মিশ্র শাঙ্করভাষ্যের (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৩৮) 'ভামতী'-টীকায় ভাস্করাচার্যের মত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ; ইহা 'ভামতী'র-টীকাকার অমলানন্দও উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-কৃত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' (১ম ভাগ, ৩০৬ পৃষ্ঠা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, প্রথম সং, শঙ্করমঠ, বরিশাল)

সিদ্ধান্তশিরোমণি-কার ভাস্করাচার্যের ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ 'ভট্ট ভাস্কর'কে তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য 'বিদ্যাপতি' উপাধি দিয়াছিলেন বলিয়া 'ভাউদাজী'-আবিষ্কৃত তাম্রপট্টে লিখিত আছে। এই ভোজরাজকে কেহ কেহ 'মিহির-ভোজ' (৯১৮-৯৭৩ শক ?) বলিয়া অনুমান করেন[১]। 'উদয়নাচার্য' (৯৮৪ খৃঃ) তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'তে ভাস্করাচার্যের নামোল্লেখ ও মত উদ্ধার করিয়াছেন[২]। তাহা হইতে জানা যায় যে,—ভাস্করাচার্য বৈদান্তিক ত্রিদণ্ডী ছিলেন। ভাস্করের সূত্রভাষ্যে (৩।৪।২৬) ত্রিদণ্ডের প্রশংসা এবং (২।২।৪১ সূত্রের ভাষ্যে) পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের সমর্থনও দৃষ্ট হয়। ভাস্করাচার্য কিন্তু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ও পঞ্চ-রাত্রের মত স্বীকার করিলেও শ্রীযামুনাচার্য ও শ্রীরামানুজাচার্যের ন্যায় বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নহেন। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মের নিরাকার-রূপই ব্রহ্মের কারণ-রূপ ও উপাস্যরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। ব্রহ্ম কারণরূপে নিরাকার; কার্যরূপে জীব ও প্রপঞ্চ; সুতরাং তিনি পরিণামবাদী এবং তাঁহার মতে জগৎ সৎ। ইহা নিশ্চিত যে, শঙ্করাচার্যের পরেই বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যের অভ্যুদয়। যদিও ভাস্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে স্পষ্টভাবে শঙ্করাচার্যের নাম করেন নাই, তথাপি তিনি অনেকটা নিশ্চিত-রূপেই শঙ্করাচার্যের মতবাদ খণ্ডন করিয়া সূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছেন[৩]।

১। ঐ, পৃষ্ঠা—৩০৬

২। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' ২য় স্তবক, ৮১ অনু (১৩৭ পৃঃ)—"ব্রহ্মপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে।" (বীররাঘবাচার্যশিরোমণি-কর্তৃক সম্পাদিত, তিরুপতি সং, ১৯৪১ খৃঃ, মাদ্রাজ)

৩। ভাস্করাচার্য তাঁহার সূত্রভাষ্যের প্রথমেই শাঙ্করভাষ্যের খণ্ডনার্থই যে তাঁহার ভাষ্যরচনার প্রবৃত্তি, তাহা তিনি ভাষ্যের (২য় শ্লোকে) লিখিয়াছেন,—

"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥"

ভাস্কর শাঙ্কর-মায়াবাদকে 'মাহাযানিক বৌদ্ধবাদ' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন[১]। মাধবাচার্য তৎকৃত 'শঙ্কর-বিজয়'-গ্রন্থে[২] শঙ্করাচার্যের সহিত ভাস্করাচার্যের বিচার-যুদ্ধে সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ঐতিহ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইবে কিনা সন্দেহ। শ্রীভাস্করাচার্য শ্রীরামানুজের কোন মত উদ্ধার করেন নাই; বরং শ্রীভাষ্যে[৩] ভাস্করের ভেদাভেদবাদের খণ্ডন আছে। ইহা হইতে জানা যায়,—ভাস্করাচার্য শ্রীরামানুজের পূর্ববর্তি-ভাষ্যকার।

ভাস্করাচার্যের রচিত 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য'ই প্রসিদ্ধ। 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসার'[৪]-নামক একটি গ্রন্থও তাঁহার নামে আরোপিত হয়।

১। "তথা চ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিক-বৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৫ সূত্রের ভাস্করভাষ্য); "যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।" (২।২।২৯ সূত্রের ভাস্করভাষ্য)।

২। 'শঙ্করবিজয়ঃ'—১৫।৮০

৩। "যদপি কৈশ্চিদুক্তম্,—ভেদাভেদয়োর্বিরোধো ন বিদ্যতে ইতি। তদযুক্তম্" (শ্রীভাষ্য ১।১।৪ সূ—২৩-২৯ অনু, ৩১৮-৩২ পৃঃ, বঃ সাঃ পঃ সং. ১৩২২ বঙ্গাব্দ।)

৪। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সম্পাদিত বিশ্বকোষে 'ভাস্কর আচার্য'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজাচার্য

মাদ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে 'পেরেম্বুদুর' গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায়[১] (=১০১৬ খৃঃ) চৈত্র শুক্লপঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীলক্ষ্মণদেশিক আবির্ভূত হন। শ্রীলক্ষ্মণই পরবর্তি-কালে 'শ্রীরামানুজাচার্য' নামে খ্যাত হন। শ্রীলক্ষ্মণের পিতার নাম আসুরি কেশবাচার্য দীক্ষিত ও মাতার নাম শ্রীকান্তিমতী; ইনি শ্রীশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ শ্রীসম্প্রদায়াচার্য শ্রীযামুনমুনির[২] একজন প্রধান শিষ্য। শৈলপূর্ণ শ্রীযামুনাচার্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই শ্রীলক্ষ্মণের শ্রীবিষ্ণুভক্তির প্রতি স্বাভাবিক প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হয় এবং সেই সময় হইতেই তিনি শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীকাঞ্চী-পূর্ণ নামক এক পরম-ভাগবতের সঙ্গ ও সেবাসৌভাগ্য লাভ করেন। ষোড়শবর্ষে মাতাপিতার আগ্রহে শ্রীলক্ষ্মণ বিবাহ করেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই শ্রীলক্ষ্মণের পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপরে শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীকাঞ্চী-

---

১। মতান্তরে ৯৩৯ শকাব্দ (=১০১৭ খৃষ্টাব্দ), অন্যমতে ৯৪০ শকাব্দ (=১০১৮ খৃষ্টাব্দ)।

২। মাদুরায় ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনাথমুনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীঈশ্বর-মুনি, তৎপুত্রই যামুনমুনি। বাল্যকালেই (১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে) তিনি পিতৃহীন হন। পিতামহ শ্রীনাথ মুনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং যামুন বৃদ্ধা পিতামহী ও জননীর নিকট অতি কষ্টে পালিত হন। কিন্তু দ্বাদশ-বৎসর বয়সেই অসামান্য প্রতিভাবলে পাণ্ড্যরাজের সভাপণ্ডিত 'বিদ্বজ্জনকোলাহল'কে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া পাণ্ড্যরাজের অর্ধসিংহাসন লাভ করেন। পরে শ্রীরঙ্গনাথের কৃপায় শ্রীরাম-মিশ্রের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য (নামান্তর আলবন্দারু ঋষি) নামে খ্যাত ও শ্রীরঙ্গমে সমগ্র শ্রীসম্প্রদায়ের সার্বভৌম আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সংস্কৃত-ভাষায় স্তোত্ররত্নম্, সিদ্ধিত্রয়ম্, আগমপ্রামাণ্যম্ ও গীতার্থসংগ্রহঃ-নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয় রচনা করিয়াছিলেন।

পুরীতে (Conjeeverum) যাদবপ্রকাশ-নামক এক অদ্বৈতমতাবলম্বীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। যাদবাচার্য ছান্দোগ্যোপনিষদের (১।৬।৭) —"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" মন্ত্রাংশ হইতে পূর্বাচার্য শ্রীশঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে 'কপ্যাসং' শব্দে 'কপির আসন' অর্থাৎ বানরের পৃষ্ঠভাগ বা অপানদেশ অর্থাৎ—সেই হিরণ্ময় পুরুষের নেত্রযুগল বানরের অপানদেশের ন্যায় রক্তিম পদ্মতুল্য—এইরূপ অর্থ করেন। শ্রীলক্ষ্মণ ঐরূপ অশ্লীল অর্থের প্রতিবাদ করিয়া "কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ—সূর্যঃ" এবং 'অস্ ধাতু' বিকসনার্থ, সুতরাং 'আস' শব্দে 'বিকসিত'; অতএব 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ—সূর্যবিকসিত অর্থাৎ 'সেই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী বিষ্ণুর চক্ষু দুইটি সূর্য-বিকশিত পদ্মের ন্যায়।'—এইরূপ অর্থ করিলেন। আর একদিন যখন যাদবাচার্য শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাবলম্বনে তৈত্তিরীয়োপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (আনন্দবল্লী ২) মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ নির্বিশেষপর ব্যাখ্যায় নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব স্থাপন করেন। যাদবাচার্য এইরূপে শিষ্যের নিকট পুনঃপুনঃ অপদস্থ হইয়া এবং শ্রীলক্ষ্মণকে মায়াবাদী সম্প্রদায়ের একজন ভবিষ্যৎকালীয় পরমশত্রু বুঝিতে পারিয়া শ্রীলক্ষ্মণের প্রাণসংহারার্থ ষড়্যন্ত্র করেন। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে শ্রীমহাপূর্ণের মুখে যামুনাচার্য-রচিত 'স্তোত্ররত্ন'-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যামুনমুনির দর্শনার্থ 'রঙ্গক্ষেত্রে' যাত্রা করেন; কিন্তু পথে যামুনাচার্যের সদ্যঃ অপ্রকট-বার্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। শ্রীরঙ্গমে শ্রীযামুনাচার্যের চিদানন্দ দেহ-সন্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীযামুনাচার্যের তিনটি অঙ্গুলি সঙ্কুচিত দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, উক্ত মহাত্মার কোনও তিনটি বিশেষ জগন্মঙ্গলকর মনোঽভীষ্ট অপূর্ণ রহিয়াছে; অনুসন্ধানদ্বারা সেই তিনটি মনোঽভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীলক্ষ্মণ সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলেন,—(১) "আমি শ্রীবৈষ্ণবমতে

অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবগণকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন, দ্রাবিড়-আম্নায়ে পারদর্শী ও সর্বদা প্রপত্তিধর্ম-নিরত করাইব; (২) জগজ্জীবের কল্যাণার্থ পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্বক বেদান্তসূত্রের 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিব; (৩) পরাশর ঋষি জীব, ঈশ্বরাদি ও তাঁহাদের স্বভাব, তাঁহাদের সাধন ও প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়া পুরাণরত্ন (শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ) রচনা করিয়াছেন, সেই মুনিবরের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমি কোন মহাপ্রাজ্ঞবৈষ্ণবকে সেই নামে অভিহিত করিব[১]।” —এইরূপ যথাক্রমে তিনটি প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযামুনাচার্যের এক একটি অঙ্গুলি সরল হইয়া গেল। ইহার পর শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবরদ-রাজ বিষ্ণুর আদেশে শ্রীযামুনাচার্যের শিষ্য শ্রীমহাপূর্ণের নিকট পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা লাভ করেন। শ্রীবরদরাজের দ্বারা শ্রীলক্ষ্মণের 'শ্রীরামানুজ'-নাম-করণ হয়। পত্নী জামাম্বার গুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামানুজ কৌশলে পত্নীকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীবরদরাজের মন্দিরের সম্মুখস্থ 'অনন্তসরোবরে'র তটে শ্রীযামুনাচার্যকে স্মরণপূর্বক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথমে শ্রীরামানুজের ভাগিনেয় দাশরথি, তৎপরে কুরেশ ও যাদবপ্রকাশের জননী শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীযাদবপ্রকাশও শ্রীরামানুজের নিকট পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ও ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

১। 'প্রপন্নামৃতম্',৯ম অধ্যায়, ৬৮-৭৫ শ্লোক; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই সং, ১৮২৯ শকাব্দা। রামানুজাচার্য প্রিয়শিষ্য কুরেশের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম পরাশর-দাস রাখিয়া তাঁহাকে ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ এবং শ্রীরঙ্গমে মঠ-মধ্যেই নিজের সম্মুখে দোলায় লালন-পালনের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। অতঃপর পরাশরের শিক্ষা, দীক্ষা ও বিবাহ পর্যন্ত শ্রীরামানুজের নির্দেশানুসারেই সম্পন্ন হয়। পরাশর পাণ্ডিত্যে ও বৈষ্ণবতায় আদর্শস্থানীয় হন। শ্রীরামানুজের দ্বারা 'বেদান্তাচার্য' নামে অভিহিত হইয়া পরবর্তিকালে শ্রীসম্প্রদায়ের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। এইরূপে রামানুজাচার্য তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

'গোবিন্দদাস' নামে খ্যাত হন। এইরূপে তাঁহার বহু শিষ্য হইতে থাকে। শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ, শ্রীমহাপূর্ণ, শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ, শ্রীমালাধর ও শ্রীবররঙ্গ —এই পাঁচজন শ্রীযামুনাচার্যের অন্তরঙ্গ শিষ্যকে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য স্বয়ং শ্রীযামুনাচার্যের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে লোক-

শ্রীরামানুজাচার্য

(পেরেম্বুদুরে আচার্যের প্রকটকালীয় শ্রীমূর্তি হইতে)

মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীরামানুজাচার্যের যশঃ-সৌরভ সহ্য করিতে না পারিয়া কতিপয় খলপ্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীরামানুজের প্রাণসংহারের জন্য নানাপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র করে। শ্রীরামানুজ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কেবলা-দ্বৈতবাদী আচার্যগণকে পরাস্ত করেন। তিনি যামুনাচার্যের সমীপে

তাঁহার পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পূর্বাচার্য বোধায়নের বৃত্তি-অবলম্বনে শ্রীভাষ্য রচনা করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত 'সারদাপীঠ' হইতে উক্ত বৃত্তি-আনয়নার্থ কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উহা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হয়; কিন্তু শ্রীসারদা দেবীর কৃপায় শ্রীরামানুজ বোধায়নবৃত্তিটি প্রাপ্ত হইয়া উহা লইয়া পলায়ন করেন। একমাস দিবারাত্র দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ ধাবন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ শ্রীরামানুজের নিকট হইতে ঐ পুঁথিটি কাড়িয়া লইয়া আসেন। পূর্বেই অপূর্বশ্রুতিধর কুরেশ একমাস কাল প্রতিরাত্রিতে পাঠ করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়াও কুরেশকে লেখকরূপে লইয়া শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করেন; তৎপরে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শিষ্যগণের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। দ্বিতীয়বার সারদাপীঠে উপস্থিত হইলে শ্রীসারদাদেবী শ্রীরামানুজকে 'ভাষ্যকার' আখ্যা প্রদান করেন। তৎপরে তিনি কাশী, পুরুষোত্তম ও দক্ষিণদেশে বিজয় এবং মঠাদি নির্মাণ করেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শৈব চোলরাজ্যাধিপতি ক্রমিকণ্ঠ শ্রীরামানুজের চক্ষু উৎপাটিত করিবার সঙ্কল্প করিলে গুরুসেবাপ্রাণ কুরেশ শ্রীরামানুজের বেশ গ্রহণ করিয়া ক্রমিকণ্ঠের সভায় উপস্থিত হন। কূরেশের চক্ষু উৎপাটিত হয়। পরে বরদরাজের কৃপায় কুরেশের দিব্যচক্ষু-লাভ এবং ক্রমিকণ্ঠের কণ্ঠে ক্ষতরোগ ও ক্রমি জন্মে। ভীষণ-যন্ত্রণায় ক্রমিকণ্ঠের মৃত্যু হয়। জৈন ধর্মাবলম্বী রাজা বল্ললরাও ও বহু বৌদ্ধ শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের লুপ্তসেবা উদ্ধার, মন্দিরাদি নির্মাণ, মঠ প্রতিষ্ঠা ও প্রকটকালের শেষ ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া শ্রীবৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে শ্রীরামানুজাচার্যের প্রকটকালেই তাঁহার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণের অবতার বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে পূজিত। ১০৫৯ শকাব্দার

(= ১১৩৭ খৃঃ) মাঘী শুক্লা দশমী, শনিবার তিনি বৈকুণ্ঠ বিজয় করেন।

শ্রীরামানুজের গুরুপরম্পরা—(১) বিষ্ণু, (২) পোইহে, (৩) পূদত্ত, (৪) পেআলোয়ার, (৫) তিরুমড়িশ, (৬) শঠারি, (৭) মধুর কবি, (৮) কুলশেখর, (৯) পেরিয়া আলোয়ার, (১০) ভক্তপদরেণু, (১১) তুরুপ্পান, (১২) তিরুমঙ্গই, (১৩) শ্রীনাথমুনি, (১৪) ঈশ্বরমুনি, (১৫) যামুনমুনি, (১৬) মহাপূর্ণ, (১৭) রামানুজাচার্য।[১]

মতান্তরে—(১) বিষ্ণু, (২) লক্ষ্মী, (৩) সেনেশ, (৪) শঠকোপ, (৫) নাথযোগী, (৬) পুণ্ডরীকাক্ষ, (৭) রামমিশ্র, (৮) যামুনাচার্য, (৯) মহাপূর্ণ, (১০) রামানুজাচার্য।[২]

শ্রীরামানুজাচার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন,—(১) শ্রীভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), (২) বেদান্তদীপ (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মসূত্র-টীকা), (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য ; (৫) বেদার্থসার-সংগ্রহ, (৬) গদ্যত্রয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-গদ্য, শরণাগতি-গদ্য, শ্রীরঙ্গ-গদ্য ; (৭) নিত্যগ্রন্থ (শ্রীনারায়ণ-পূজা)। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রন্থ যথা—বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণু-সহস্রনামভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসন-স্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক--শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি শ্রীরামানুজাচার্যের নামে আরোপিত হইয়া থাকে। শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীভাষ্যে (১।১।১-১১২ অনু) নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদ, ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ, স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ ও কেবলভেদবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় বিশিষ্টাদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছেন।

১। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের 'গুরুপরম্পরা-প্রভাবম্'-এর মতে।

২। 'The Life & Teachings of Sri Ramanujacharya' by C. R. Srinivasa Aiyengar, published by R. Venkateswar & Co. Madras, 1909, Chap. XXV, P. 316.

শ্রীমধ্বাচার্য

দক্ষিণ কানাড়া জিলার 'ম্যাঙ্গালোর' হইতে আঠার ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রোপকূলে 'উড়ুপীগ্রামে'[১] ১১৬০ শকাব্দা (=১২৩৮ খৃষ্টাব্দ) মতান্তরে ১১১৯ শকাব্দায় (১১৯৭ খৃষ্টাব্দে)[২] শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হন।

শিবাল্লী ব্রাহ্মণবংশীয় মধ্যগেহ[৩] নারায়ণ ভট্টের ঔরসে ও বেদবতীর গর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-তিথিতে (বিজয়া-দশমী) শ্রীমধ্বাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন। মধ্যগেহ দৈববাণী হইতে পুত্রকে 'অসুদেবে'র **(বায়ুর) অবতার** এবং ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিমান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া শিশুর নাম 'বাসুদেব' রাখেন। অতি শৈশবকাল হইতেই বাসুদেব নানাপ্রকার অলৌকিক বিক্রম প্রদর্শন করেন। বৃষপুচ্ছ ধারণ

১। উড়ুপীর অপর নাম 'রজতপীঠপুর'। 'উড়ু'—নক্ষত্র, 'প'—পতি। চন্দ্রের অপর নাম—'উড়ুপ'। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবের অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র বলিয়া এইস্থানের নাম—'উড়ুপী' এবং শ্রীরুদ্রের নাম—'চন্দ্রমৌলীশ্বর-শিব' হইয়াছে। উড়ুপীতে শেষশায়ী অনন্তেশ্বর বিষ্ণুর প্রাচীন মন্দির ও চন্দ্রমৌলীশ্বর-শিবের মন্দির এবং উভয় দেবালয়ের উত্তর দিকে কৃষ্ণমন্দির, 'মধ্বসরোবর' প্রভৃতি অবস্থিত। কৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্যপ্রাপ্ত বালগোপাল-শ্রীমূর্তি বিরাজমান।

২। মন্মধ্বাচার্যের জন্মকাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতভেদ আছে,—(১) শকাব্দা—১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বীবর্ষে; (২) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে; (৩) নরহরি-তীর্থ ১২০৩ শকের পূর্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন, নরহরি-তীর্থের প্রস্তরফলক-ত্রয়ের প্রমাণ; (৪) বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক-শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। (শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকা, ১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-ঠাকুর-সম্পাদিত।)

৩। রামভোজ রাজার আনীত ১২০ জন সকুটুম্ব ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা পাজকা-ক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যভাগে গৃহনির্মাণ-পূর্বক বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'মধ্যগেহ' নামে খ্যাত হন।

করিয়া মাতাপিতার অজ্ঞাতসারে শিশু-বাসুদেব বন ভ্রমণ করেন। বিদ্যারম্ভ-দিবসেই বালকের সমগ্র বর্ণ-পরিচয় হয় এবং তিনি সুন্দররূপে অক্ষরগুলি লিখিতে পারেন। তিনি বাল্যকালেই জনৈক পুরাণ-কথকের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-বাক্যের প্রতিবাদ করেন এবং স্বয়ং পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা

শ্রীমধ্বাচার্য

(উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তি হইতে)

করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া বাসুদেব মহাভারত-কথিত 'মণিমান্'-নামক সর্পাকৃতি অসুরকে পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা বিনাশ করেন। গুরুগৃহে অদ্ভুত শ্রুতিধরত্ব প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক ও

সতীর্থগণকে চমৎকৃত করেন। মাতাপিতাকে না জানাইয়াই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অচ্যুতপ্রেক্ষের[১] নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ' নাম প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাস-গ্রহণের চল্লিশ দিনের মধ্যেই তিনি কতিপয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া জয়পত্র সংগ্রহ করেন। পণ্ডিতগণের সভায় পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্‌ভাগবতের পাঠ অনুকূল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ণয় করেন। অচ্যুতপ্রেক্ষ পূর্ণপ্রজ্ঞকে বেদান্তবিদ্যা-সাম্রাজ্যের সংরক্ষকরূপে উপলব্ধি করিয়া আচার্যত্বে অভিষেক ও 'আনন্দতীর্থ' নাম প্রদান করেন।

শ্রীআনন্দতীর্থ পণ্ডিত-সভায় শ্রীব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রায় হইতে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের বিপরীত-অর্থ ও অসঙ্গতি প্রদর্শন করেন। অতঃপর শ্রীমধ্ব ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেদান্তের দ্বৈতপর-ব্যাখ্যা-প্রচার-দ্বারা 'সর্বজ্ঞযতি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যের নানাদেশ পর্যটনের পর মায়াবাদী শৃঙ্গেরীমঠাধীশের সহিত শ্রীমধ্বাচার্যের বিচার-যুদ্ধ হয়; মায়াবাদাচার্য পরাজিত হন। 'সত্যতীর্থ'-নামক শিষ্যের সহিত শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীবদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক তথায় শ্রীবদরীনারায়ণকে স্বকৃত 'গীতাভাষ্য' সমর্পণ করেন। তথায় শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাদ্দর্শন, শিক্ষা ও কৃপাশক্তি লাভ করিয়া শ্রীব্যাসের আজ্ঞায়

১। মধ্বাচার্যের শিষ্য পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্যের পুত্র 'মধ্ববিজয়'-লেখক নারায়ণ-পণ্ডিতের মতে দ্বৈতসিদ্ধান্তপণ্ডিত প্রাজ্ঞতীর্থ যতি কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হইয়া বাহ্যে কেবলাদ্বৈতিগণের আচার ও বিচার গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্তরে একনিষ্ঠ বিষ্ণূপাসক ও দ্বৈতবাদী থাকেন। প্রাজ্ঞতীর্থের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য অচ্যুতপ্রেক্ষও গুরুদেবের আদেশে অন্তরে বিষ্ণুসেবানিষ্ঠাপরায়ণ ও বাহ্যে কেবলাদ্বৈতবাদীর ন্যায় অবস্থানপূর্বক মায়াবাদভাষ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করেন। বাসুদেব জন্ম গ্রহণ করিলে অচ্যুতপ্রেক্ষের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। রজতপীঠ-পুরে অনন্তেশ্বর-মন্দিরে অচ্যুতপ্রেক্ষের সহিত বাসুদেবের প্রথম মিলন হয় ও তৎপরে তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। বদরিকা হইতে 'অনন্ত-মঠে' প্রত্যাবর্তন-কালে শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য-রচনা সমাপ্ত হয়; সত্যতীর্থ শ্রীগুরুদেবের শ্রুতলিপি লিখিয়াছিলেন। শ্রীমধ্ব বদরিকাশ্রম হইতে গোদাবরী-প্রদেশে গমন করেন; তথায় 'শোভন ভট্ট' ও 'স্বামী শাস্ত্রী'-নামক পণ্ডিতদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্যের অনুগত হইয়া যথাক্রমে 'পদ্মনাভ তীর্থ' ও 'নরহরিতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীমধ্বাচার্যের গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষ অন্তরে ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ হইলেও মায়াবাদী আচার্যের সঙ্গ-ফলে কেবলাদ্বৈত-মত স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি পরে পূর্ণপ্রজ্ঞের বেদান্ত-ভাষ্য শ্রবণ করিয়া মায়াবাদের হেয়তা বুঝিতে পারেন। ইহার পর হইতে অচ্যুত-প্রেক্ষ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য পারায়ণ করিয়া ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিতেন। কোন সময় কলামাত্র দ্বাদশীতিথি অবশিষ্ট থাকায় শ্রীমন্মধ্ব-কৃত সূত্রভাষ্য-পাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তিথি-সম্মানার্থ পারণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে বলিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষ অত্যন্ত ব্যথিত হন; কারণ, বিস্তৃত সূত্রভাষ্য-পাঠ ঐ অল্পসময়ে সমাপ্ত করা অসম্ভব। ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মসূত্রের অতি সংক্ষিপ্ত 'অণুভাষ্যম্' রচনা করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্যকে প্রদান করেন। শ্রীমধ্বাচার্য তিনটি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন,—(১) **'শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্'** বা **'সূত্রভাষ্যম্'**—এই ভাষ্যটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই; কেবল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে। (২) **'অনুব্যাখ্যানম্'** বা **'অনুভাষ্যম্'**—ইহা শ্লোকাকারে রচিত। ইহাতে শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার পূর্ববর্তী বিভিন্ন মতবাদাচার্যের সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া স্ব-মত স্থাপন করিয়াছেন। (৩) **'অণুভাষ্যম্'**—চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য ইহাতে শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে। এই অণুভাষ্যম্‌ই অচ্যুতপ্রেক্ষ প্রত্যহ পারায়ণ করিতেন।

উড়ুপী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অদমার গ্রামের অন্তঃপাতী 'ষরমল্'-নামক স্থানের জনৈক নাবিক বিপণিসামগ্রী লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে ঐ নাবিক স্বীয় শূন্য নৌকায় কিঞ্চিৎ ভার ন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে দ্বারকাস্থিত গোপীসরোবর-তট হইতে কয়েকটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড সংগ্রহপূর্বক স্থাপন করেন। সমুদ্রপথে তাঁহার নৌকা মাল্পীবন্দরের নিকট একটি চরায় ঠেকিয়া যায়। এমন সময়ে সমুদ্রের উপকূলে একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া নাবিক নৌকা হইতে সঙ্কেতের দ্বারা সেই সন্ন্যাসীর নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সন্ন্যাসীই শ্রীমন্মধ্বাচার্য। তিনি মুদ্রাপ্রদর্শন-পূর্বক (মতান্তরে বস্ত্র-সঞ্চালনপূর্বক) উক্ত নৌকাকে চালিত করেন। মধ্বাচার্য নাবিকের প্রার্থনানুসারে একখণ্ড গোপীচন্দন-মাত্র গ্রহণ করেন। সেই গোপীচন্দন-খণ্ড ভগ্ন হইবামাত্র তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব-দর্শন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি স্বয়ং প্রকটিত হন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য সেই শালগ্রাম-শিলাময়ী প্রতিমা লইয়া উড়ুপী-অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এই গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীমূর্তিকে উড়ুপীতে আনয়ন করিয়া উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে শ্রীমূর্তির শ্রীঅঙ্গ সম্মার্জন করেন। উক্ত দীর্ঘিকা **'মধ্বসরোবর'** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে' শ্রীমধ্বাচার্য-প্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল শ্রীমূর্তি অদ্যাপি বিরাজমান। গোপালের দক্ষিণ-হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড ও অপর হস্তে মন্থনদণ্ড-সূত্র। এই শ্রীমূর্তির সেবা শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার আটজন সন্ন্যাসি-শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উড়ুপীতে বিজয় করিয়া উক্ত শ্রীবালগোপাল-মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীবাদিরাজস্বামি-কর্তৃক স্থাপিত শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। উড়ুপী হইতে কয়েক ক্রোশ-ব্যবধানে শ্রী-মধ্বাচার্য-স্থাপিত আটটি মঠ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সেই অষ্ট মঠের প্রতিভূস্বত্রে উড়ুপীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের শ্রীমন্দিরের

চতুঃপার্শ্বে আটটি মঠ অবস্থিত। মূলগ্রামী মঠের নামানুসারে এই অষ্ট মঠের নাম হইয়াছে। মধ্বাচার্যের সময় মধ্বশিষ্য আটজন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে একত্র বাস করিতেন। পরবর্তিকালে এই আটজন সন্ন্যাসী বিভিন্নস্থানে আটটি মঠ স্থাপন করেন। এই আটটি মঠ শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির হইতে পৃথক্। এই আটটি মঠ আবার দুই দুইটি করিয়া 'দ্বন্দ্ব-মঠ' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত হয় যে, কণ্বতীর্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য তাঁহার আটজন শিষ্যকে সমকালে সন্ন্যাস প্রদান করেন। উক্ত আটজন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসমন্ত্র লাভ করিয়া সন্ন্যাসবেদীর চতুর্দিক্ হইতে দুই দুইজন করিয়া চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হন। ইঁহারাই পরবর্তিকালে দ্বন্দ্ব-মঠের অধিকারী হন। উড়ুপী-গ্রামস্থ মূল মধ্বমঠকে 'উত্তরাদি মঠ' বলে, ইহার মূলমঠাধীশ ছিলেন শ্রীমধ্বশিষ্য পদ্মনাভতীর্থ। নিম্নে মধ্বসম্প্রদায়ের অষ্টমঠসমূহ ও মূলমঠাধীশের নাম প্রদত্ত হইল,—

১। **পলমার মঠ—**
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীহৃষীকেশতীর্থ)

২। **অদমার মঠ**—দ্বন্দ্ব-মঠ
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীনরহরিতীর্থ)

৩। **কৃষ্ণাপুর মঠ—**
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীজনার্দনতীর্থ)

৪। **পুত্তিগে মঠ**—দ্বন্দ্ব-মঠ
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ)

৫। **শীরুরু মঠ—**
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীবামনতীর্থ)

৬। **সোদে মঠ**—দ্বন্দ্ব-মঠ
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীবিষ্ণুতীর্থ)

৭। **কাণূরু মঠ—**
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীরামতীর্থ)

৮। **পেজাবর মঠ**—দ্বন্দ্ব-মঠ
(মূলমঠাধীশ শ্রীমধ্বশিষ্য
শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ)

'ঈশ্বরদেব'-নামক তদানীন্তন এক নৃপতি বিনা অর্থব্যয়ে একটি সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পথিককে উহার কিয়দংশ খনন করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীমধ্বাচার্যেরও স্থানান্তরে গমনকালে সেই রাজার আদেশ পালন করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। শ্রীমধ্ব উক্ত রাজাকে জানাইলেন যে, যদি রাজা নিজে একবারমাত্র আচরণ করিয়া খনন-প্রণালী শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তিনি একাই সমস্ত সরোবর অতি দ্রুতবেগে খনন করিয়া দিতে পারিবেন। মহাবলবান্ সন্ন্যাসীর এই উক্তি শুনিয়া 'ঈশ্বরদেব' খননকার্য আরম্ভ করিলেন। তখন বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য এমন এক ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত রাজা আর কিছুতেই খননকার্য হইতে বিরত হইতে পারিলেন না; ক্রমাগত স্বহস্তে খনন করিতেই থাকিলেন।

অন্য আর এক সময় শ্রীমধ্বাচার্য শিষ্যগণের সহিত নদী পার হইয়া বিধর্মী তুরস্ক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, তুরস্ক সৈনিকগণ তাঁহাকে বাধা দিল। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্যের বাক্‌কৌশলে তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ-সর্পের ন্যায় তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিলে সশিষ্য শ্রীমধ্ব যখন মুসলমান রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তুরস্ক-রাজ শ্রীমধ্বের ব্যক্তিত্বে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্য-প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু শ্রীমধ্ব তাহা গ্রহণ না করিয়া স্বকার্যে চলিয়া গেলেন। শ্রীমধ্বের দ্বিতীয় বার বদরিকাশ্রমে গমনের পথে তাঁহার শিষ্য সত্যতীর্থ এক ব্যাঘ্র-কর্তৃক আক্রান্ত হ'ন; শ্রীমধ্ব হস্ত-সঞ্চালনের দ্বারাই সেই ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমধ্বকে অষ্টমূর্তি শালগ্রাম প্রদান করেন এবং শ্রীমধ্ব শ্রীব্যাসদেবের আজ্ঞায় 'শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য'-রচনায় নিযুক্ত হন। শ্রীমধ্বাচার্যের প্রতিষ্ঠা চতুর্দিকে বিস্তারিত হওয়ায় মায়াবাদিগণ আচার্যকে নানাভাবে পীড়ন করিতে উদ্যত হন। কথিত হয়, পদ্মতীর্থ-নামক মায়াবাদাচার্য পুণ্ডরীক-

পুরী-নামক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের সহযোগে শ্রীমধ্বাচার্যকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিয়া আচার্যের সংগৃহীত ও রচিত বহু গ্রন্থ অপহরণ করেন। কুম্লাধিপতি জয়সিংহের সহায়তায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য অধিকাংশ গ্রন্থ পুনরুদ্ধার করেন। ত্রিবিক্রমাচার্য-নামক একজন বিশেষ প্রতিভাশালী কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্যের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ইঁহারই পুত্র 'শ্রীমধ্ববিজয়'-(শ্রীমধ্বাচার্যের চরিত-গ্রন্থ) রচয়িতা শ্রীনারায়ণাচার্য। স্বধাম-গমনের পূর্বে শ্রীমধ্বাচার্য স্বশিষ্য শ্রীপদ্মনাভ-তীর্থের উপর দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচারের ভার প্রদান করিয়া তাঁহাকে আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীমধ্বাচার্যের শিষ্যত্রয় শ্রীপদ্মনাভতীর্থ (১১২০ শকে), শ্রীনরহরিতীর্থ (১১২৭ শকে) ও শ্রীমাধবতীর্থ (১১৩৬ শকে) যথাক্রমে আচার্যের আসনে বসিয়াছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য অলৌকিক বলশালী ছিলেন। কাহুর জিলায় মুদগেরী গ্রামে একটি বিরাট প্রস্তরের উপর লিখিত আছে—**"শ্রীমধ্বাচার্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা"**।* তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের মতানুসারে যিনি ত্রেতাযুগে হনূমান্‌রূপে বায়ুর প্রথম অবতার, দ্বাপরান্তে ভীমসেন নামে দ্বিতীয় অবতার, তিনিই কলিযুগে 'মধ্ব'-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতার। শ্রীমধ্বাচার্য মাঘী শুক্লা নবমী-তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশীতি-বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

শ্রীমধ্বাচার্যের রচিত গ্রন্থাবলী—১। শ্রীগীতাভাষ্য, ২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ৩। অণুভাষ্য, ৪। অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান, ৫। প্রমাণলক্ষণ, ৬। কথা-লক্ষণ, ৭। উপাধি-খণ্ডন, ৮। মায়াবাদ-খণ্ডন, ৯। প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, ১০। তত্ত্বসংখ্যান, ১১। তত্ত্ববিবেক, ১২।

* 'Life of Sri Madhva' by C. M. Padmanabhachari, Madras, January, 1909, Page 211.

তত্ত্বোদ্দ্যোত, ১৩। কর্মনির্ণয়, ১৪। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, ১৫। ঋগ্‌-ভাষ্য, ১৬। ঐতরেয়ভাষ্য, ১৭। বৃহদারণ্যকভাষ্য, ১৮। ছান্দোগ্যভাষ্য, ১৯। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, ২০। ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২১। কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২২। আথর্বণোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৩। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌-ভাষ্য, ২৪। ষট্‌প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৫। তলবকারোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২৬। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতাৎপর্যনির্ণয়, ২৭। শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ, ২৮। নর-সিংহ-নখস্তোত্র, ২৯। যমক-ভারত, ৩০। দ্বাদশস্তোত্র, ৩১। শ্রীকৃষ্ণামৃত-মহার্ণব, ৩২। তন্ত্রসারসংগ্রহ, ৩৩। সদাচারস্মৃতি, ৩৪। শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য, ৩৫। শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়, ৩৬। যতি-প্রণবকল্প, ৩৭। জয়ন্তী-নির্ণয়, ৩৮। শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

শ্রীমধ্বাচার্যের উধ্বতন গুরুপরম্পরা—১। শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু, ২। চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ৩। চতুঃসন, ৪। দুর্বাসাঃ, ৫। জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৬। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, ৭। প্রাজ্ঞতীর্থ, ৮। অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ, ৯। আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য

শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীনিম্বাদিত্য, শ্রীনিয়মানন্দ, শ্রীহরিপ্রিয়াচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত শ্রীনিম্বার্কাচার্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া সুকঠিন। তাঁহার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও কিংবদন্তী-মূলক বিবরণই অধিক পাওয়া যায়। কথিত হয়,—তৈলঙ্গদেশের মুঙ্গেরপত্তন বা মঙ্গীপাটন[1] নগরে তৈলঙ্গব্রাহ্মণবংশে নিম্বার্কের আবির্ভাব

১। মতান্তরে তৈলঙ্গদেশে দেব-নদীর তীরস্থ সুদর্শন-আশ্রমে আবির্ভাব; অন্যমতে গোবর্ধনে নিম্বগ্রামে; অন্য আর এক মতে যমুনার তীরে বৃন্দাবনে। ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকর বেলারী জেলার নিম্বপুরকে নিম্বগ্রাম বলিয়া মনে করেন।—(Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, Poona, 1928, P, 88)

হয়। তাঁহার পিতার নাম আরুণি মুনি[১] ও মাতার নাম শ্রীজয়ন্তী দেবী[২]। কার্তিকী পূর্ণিমা তিথির[৩] সন্ধ্যাকালে **শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অবতার**-রূপে তিনি আবির্ভূত হন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের প্রকৃত তারিখ নির্ণয় করা সুকঠিন[৪]। এক শ্রেণীর গবেষক নিম্বার্ক-রচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অপরাপর বেদান্তভাষ্যকারগণের মতের সমালোচনা নাই

১। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের মতে (ভাঃ ১।১৯।১১ শ্লোকে) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত অরুণ-মুনির বংশধরই এই আরুণি।

২। নিম্বার্কাচার্যের নামে আরোপিত দশশ্লোকীর হরিব্যাসদেবকৃত টীকায় নিম্বার্কের পিতার নাম জগন্নাথ ও মাতার নাম সরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৩। মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া।

৪। (ক) স্যার আর, জি, ভাণ্ডারকর তৎকৃত—'Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems' (Poona, 1928, Page 88), গ্রন্থে নিম্বার্ককে রামানুজাচার্যের কিঞ্চিৎ পরবর্তী বলেন। (খ) কেহ কেহ নিম্বার্ক-কৃত 'মধ্বমুখমর্দন'-নামক গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথির অস্তিত্বমাত্র স্বীকার করিয়া নিম্বার্ককে মধ্বাচার্যের পরবর্তী বলিয়া অনুমান করেন। যথা,—

"In the Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the private Libraries of the North Western Provinces, Part I, Benares, 1874 (or N. W. P. Catalogue, Mss. No. 274), *Madhva-Mukha-Mardana*, deposited in the Madan Mohan Library, Benares, is attributed to Nimbarka. This manuscript is not procurable on loan and has not been available to the present writer. But if the account of the authors of the Catalogue is to be believed, Nimbarka is to be placed after Madhva"-—History of Ind. Phil. (Vol. III, pp. 399-400) by Dr. S. N. Dasgupta, Cambridge, 1943. (গ) মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' নিম্বার্কাচার্যের দার্শনিক মতের কোন উল্লেখ না থাকায়, এমন কি গৌড়ীয় গোস্বামিগণ নিম্বার্কের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ না করায় কেহ কেহ নিম্বার্ককে পরবর্তী ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।—"If Nimbarka had lived before the fourteenth century there would have been at least some reference to him in the 'Sarva-darsana-Sangraha' or by some of the writers of that time".—(History of Indian Philosophy, Vol. III, Dr. S. N. Dasgupta, Cambridge, 1940,.

দেখিয়া নিম্বার্কই ভাষ্যকারগণের মধ্যে প্রাচীনতম এইরূপ বলিতে চাহেন। কিন্তু নিম্বার্কের রচিত 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ'-গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় অদ্বৈতমতবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্বার্কের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাস প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাদি আচার্যের এমন কি শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শ্রী-নিম্বার্কাচার্যের মতের উল্লেখমাত্রও নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদ-গণ শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, এমন কি শ্রীবল্লভাচার্য ও তৎপুত্র বিট্‌ঠলাচার্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীনিম্বার্কাচার্যের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের সর্বসম্বাদিনীতে শ্রীভাষ্যের অনুসরণে স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়[১]। কেহ কেহ বলেন, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তর্কযুদ্ধে যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনিই পরবর্তি-কালে নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া কেশব ভট্ট বা কেশব কাশ্মীরী

P. 400) (ঘ) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্বার্ককে রামানুজ, মধ্ব, এমন কি বল্লভাচার্যের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন। যথা—"Nimawats have been noticed in Wilson's Essay on the Religious Sects of the Hindus (Asiatic Researches, XVI, 108—8). He mentions previous preceptors named *Krishna, Hamsa* and *Aniruddha*. The four *Sampradayas* named after *Sri, Brahma, Rudra* and *Sanaka* are also mentioned. The mention of the first three would make him posterior to Ramanuja who lived about the middle of the twelfth century, to Madhvacharya who lived in the beginning of the fourteenth century and to Vallabha-charya who lived in the beginning of the sixteenth century. Dr. Hall (Contributions, Pref. XXVI) classes Nimbarka among the more recent Indian schismatics."

—'Notices of Sanskrit Mss' by Rajendralal Mitra, Vol. III, published under orders of the Govt. of Bengal, Cal., 1876, P. 184.

১। পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, ১৩৩ পৃঃ (বঃ সাঃ, পঃ সং)

নামে পরিচিত হন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন—এই কেশব-কাশ্মীরী হইতেই আধুনিক নিমানন্দ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস সৃষ্ট হয়। কমলাকরভট্টের নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে (১৬৮৬ সংবৎ = ১৬১২ খৃষ্টাব্দে রচিত)* শ্রীনিম্বার্কের উল্লেখ আছে। নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্যদেবের একটি নাম নিমাই বা নিমানন্দ। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু শ্রীমহাপ্রভুকে নিমানন্দ[১] আখ্যায় প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীনিমানন্দ (শ্রীনিমাই) ও শ্রীনিয়মানন্দ (শ্রীনিম্বাদিত্য) দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি।

শ্রীনিম্বাদিত্যসম্প্রদায়ের বিবরণানুসারে আচার্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত-পালনান্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় ব্রজের নন্দগ্রামে উপস্থিত হইয়া 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তব'-নামক একটি স্তোত্র রচনা করেন এবং শ্রীগোবর্ধনের নিকট একটি পর্ণ-কুটীরে ভজন করিতে থাকেন। ঐস্থান বর্তমানে নিম্বগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। কোন এক জৈন সন্ন্যাসী শ্রীমথুরায় দিগ্বিজয়ার্থ উপস্থিত হইলে আচার্য উক্ত যতিকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। দার্শনিক বিচার করিতে করিতে সূর্যাস্ত-সময় উপস্থিত হইলে জৈন সন্ন্যাসী তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বিধানানুযায়ী সূর্যাস্তের পর আচার্য-প্রদত্ত ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তখন আচার্যবর স্বীয় আশ্রমস্থিত একটি নিম্ববৃক্ষের উপর আসীন হইয়া অতিথির ভোজন-সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সূর্যদেবকে ধারণ করেন। কাহারও মতে তিনি নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণপূর্বক তদুপরি আকাশে সুদর্শনচক্রকে স্থাপিত করেন এবং সেই চক্রই সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত

---

* ২য় পরিচ্ছেদ, ভাদ্রমাসকৃত্যপ্রসঙ্গ, নবলকিশোর প্রেস, লখ্নউ, ১৮৮৮ খৃঃ, ১০৫ পৃঃ)

১। "ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥"

(ভক্তিরত্নাকর·৫।২১৭২, গৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ)

বলিয়া অতিথি-যতির নিকট সূর্য বলিয়াই প্রতিভাত হন। সেই সময় হইতে আচার্যের নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কের-উর্ধ্বতন গুরু-পরম্পরা এই—(১)শ্রীনারায়ণ, (২) শ্রীহংস, (৩) শ্রীচতুঃসন, (৪) শ্রীনারদ, (৫) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য। নিম্বার্কসম্প্রদায় চতুঃসন-সম্প্রদায় ও হংস-সম্প্রদায়নামেও কথিত হয়। প্রচলিত আখ্যায় ইঁহারা 'নিমায়েৎ' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিম্বার্কের রচিতগ্রন্থাবলী—(১) বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ (ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য), (২) দশশ্লোকী (সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তকামধেনু, নিম্বার্কমতের সংক্ষিপ্তসারাত্মক দশটী শ্লোক), (৩) সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ (পঞ্চবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র), (৪) শ্রীগীতাভাষ্য, (৫) সদাচার-প্রকাশ (স্মৃতিগ্রন্থ), (৬) প্রাতঃস্মরণস্তোত্র (বেদান্তগর্ভিত স্তোত্র)।

নিম্বার্ক-শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি করিয়া 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামে এক ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর সমসাময়িক কেশবকাশ্মীরী নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া বেদান্তকৌস্তুভের 'কৌস্তুভপ্রভা' নাম্নী একটি চূর্ণিকা রচনা করেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে পরবর্তিকালে আরও কয়েকজন পণ্ডিত উদিত হইয়াছিলেন। (১) 'পরপক্ষগিরিবজ্র'-কার শ্রীমাধব-মুকুন্দ, (২) 'বেদান্ত-রত্নমঞ্জুষা'-কার শ্রীঅনন্তরাম, (৩) 'শ্রুত্যন্তসুরদ্রুম'-কার শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসাদ ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী

প্রচলিত ঐতিহ্যানুসারে[১] শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ-প্রবর্তক এবং সেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ পরে শ্রীবল্লভাচার্য-কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত[২] হয় বলিয়া কথিত। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত[৩] ও বিষ্ণুপুরাণের[৪] টীকায় এবং মাধবাচার্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে[৫] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১। বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমণিকার টীকায় ও প্রমেয়-রত্নাবলীতে (১।৫-৮) পদ্মপুরাণের শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত—"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্যং চতুর্মুখঃ। বিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥" শ্রীরামানুজ শ্রীসম্প্রদায়, শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায় ও নিম্বাদিত্য চতুঃসন-সম্প্রদায় স্বীকার করেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের নামে আরোপিত "স্বধর্মাধ্ববোধঃ" নামক একটি পুঁথিতে (Notices of Sanskrit Mss. by Rajendralal Mitra, Vol. III, Calcutta, 1876, P. 183—187, No. 1216) শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ উহা আদি শ্রীনিম্বাদিত্যের রচিত কিনা সন্দেহ; কারণ, উহার উপক্রমে শ্রীনিম্বাদিত্যকে অবতার এবং উপসংহারে শ্রীনিম্বাদিত্যের বন্দনা আছে। উক্ত পুঁথির লিপিকাল ১৭১৭ শক (=১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ)

২। শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়, ২য় অবচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সিদ্ধান্তরত্নের 'সূক্ষ্মা'-টীকায় (৮।২৯) শ্রীবল্লভ-মতাবলম্বিগণের মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্ণুস্বাম্যনুযায়িনম্মন্যা নবীনাঃ।" —শ্রীসিদ্ধান্তরত্নম্ (Ms. R. No 2987, Govt. Oriental Mss. Library, Madras, & Govt. Sanskrit Library, Benares, 1927)

৩। ভাবার্থদীপিকা—১।৭।৬; ৩।১২।১-২; ১০।৮৭।২১

৪। আত্মপ্রকাশ-টীকা—১।১২।৭০

৫। রসেশ্বর-দর্শন—২৫-২৬ অনু

কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত 'সকলাচার্যমতসংগ্রহ'[১]-নামক পুস্তকে যথাক্রমে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীমধ্বাচার্যের মত-সংক্ষেপ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মতের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীবল্লভাচার্যের প্রপঞ্চিত মতবাদেরই অনুবাদ মাত্র। তবে উহাতে শ্রীবল্লভাচার্যের কোনও উল্লেখ নাই। ঐ-গ্রন্থ শ্রীবল্লভাচার্যের পূর্বে লিখিত অথবা কেহ শ্রীবল্লভাচার্যের মতকেই প্রাচীনতার স্তরে স্থাপনার্থ শ্রীবল্লভের নাম গোপন করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত বলিয়া উহা লিখিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত 'শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় অবচ্ছেদে শ্রীবল্লভাচার্যকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্যরূপে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাচীন দ্রাবিড়দেশান্তর্গত পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবস্বামীর পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামী। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হইতে যথাক্রমে সংকর্ষণ, পুরারয়, নারদ, ব্যাস ও বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তিনি কাঞ্চীতে দেবদর্শন, শ্রীকণ্ঠ, সহস্রার্চিঃ, শত-ধৃতি,কুমারপাদ, পরাভূতি প্রভৃতি শিষ্যগণকে ভাগবতধর্ম উপদেশ করেন। তিনি শিষ্য দেবদর্শনকে স্বপূজিত শ্রীবিগ্রহ ও আম্নায়-গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া স্বধামে গমন করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে সাতশত

১। শ্রীবল্লভাচার্যসম্প্রদায়ের রত্নগোপালভট্ট-কর্তৃক কাশী (চৌখাম্বা) হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত; ভূমিকায় 'সকলাচার্য-মত-সংগ্রহ'কারের নাম পাওয়া যায় নাই বলিয়া উল্লিখিত এবং শ্রীসম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীসুদর্শনাচার্য-কর্তৃক সংশোধিত। পুস্তকের প্রারম্ভ এই—"বিশেষৈঃ প্রাকৃতৈঃ শূন্যমপ্রাকৃতবিশেষবৎ। অশেষোপনিষদ্-বেদ্যং পরং ব্রহ্মাহস্তু তে মুদে॥ ১॥" এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত বর্ণিত হইয়াছে।

আচার্যের পরে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী নামক দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি দ্বারকাতে দ্বারকাধীশ স্থাপন করেন। বৌদ্ধগণ শ্রীরাজ-বিষ্ণুস্বামীর মন্দির লুণ্ঠন ও আম্নায়-গ্রন্থ দগ্ধ করে। তখন শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে গমন করিয়া দ্রাবিড়-যতিরাজ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যের পদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীদেবমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে একটি মহাবৃক্ষে যোগবলে সাত শত বৎসর বাস করেন। এই সাত শত বৎসরের মধ্যে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামীর আম্নায়ে শ্রীপ্রভুবিষ্ণুস্বামী-নামক তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি শ্রীভর্গশ্রীকান্ত মিশ্র, শ্রীগর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র, শ্রীসত্ত্ববোধি পণ্ডিত, শ্রীসোমগিরি প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণকে শ্রীনৃসিংহ-উপাসনায় রত করেন। শ্রীপ্রভুবিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর পারম্পর্যে শ্রীগোবিন্দাচার্য, তৎ-শিষ্য শ্রীবল্লভ-দীক্ষিত, তৎপুত্র যজ্ঞনারায়ণ ভট্ট, তৎপুত্র গঙ্গাধর সোমযাজী, তৎপুত্র গণপতি ভট্ট, তৎপুত্র বল্লভসোমযাজী (নামান্তর বালংভট্ট), তৎপুত্র লক্ষ্মণ ভট্ট, তৎপুত্র শ্রীবল্লভ ভট্ট বা প্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভাচার্য।

শ্রীবল্লভাচার্য স্বরচিত কোন গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বরং তিনি স্বকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায়[১] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতকে নিম্নস্তরে স্থাপন করিয়া নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

'রামপটল'[২]-নামক একটি গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ধর্মশালা—বিষ্ণু-কাঞ্চী, ক্ষেত্র—মার্কণ্ড, মুক্তি—সাযুজ্য, উপাস্য—কমলা-সহ শ্রীজগন্নাথ, মন্ত্র—শ্রীতুলসী, আচার্য—শ্রীবামদেব, ধাম—শ্রীপুরুষোত্তম, বেদ—যজুঃ,

১। ভাঃ ৩।৩২।৩৭ শ্রীবল্লভাচার্যমতে সুবোধিনী টীকা দ্রষ্টব্য

২। "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-মূলগ্রন্থে ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য

গোত্র—অচ্যুত ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পঞ্চসংস্কারের কথাও উহাতে উক্ত হইয়াছে।

আধুনিক কোন কোন গবেষক, তথাকথিত সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রী-বিষ্ণুস্বামীকে সর্বদর্শনসংগ্রহ-কার মাধবাচার্যের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন। সর্বদর্শনসংগ্রহের মঙ্গলাচরণে মাধবাচার্য **"সর্বজ্ঞবিষ্ণুগুরু-মন্বহমাশ্রয়েঽহম্"** এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। উক্ত মতানুসারে শ্রী-শ্রীধরস্বামিকথিত সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞসূক্তিকার এবং নৃসিংহপূর্বতাপনীর ভাষ্য-কার সর্বজ্ঞ একই ব্যক্তি। ইনি কেবলাদ্বৈতবাদী শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ 'বিদ্যাতীর্থ' বা 'বিদ্যাশঙ্করতীর্থ'। শৃঙ্গেরীমঠাধিপতি হইবার পূর্বে ইঁহার নাম 'বিষ্ণুস্বামী' ছিল। ইনি ১২২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত মঠের মঠাধীশ ছিলেন। এই বিদ্যাশঙ্কর তীর্থের সহিত শ্রী-মধ্বাচার্যের শাস্ত্রযুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ইনি শঙ্করাচার্যের অবতার বলিয়া পূজা লাভ করিয়াছিলেন। আদি শঙ্করাচার্যের নামে আরোপিত অনেক গ্রন্থ ও স্তবস্তুতি উক্ত বিদ্যাশঙ্করেরই রচিত এবং ইনিই সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী।[১]

এখানে বিচার্য এই যে,—সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু যদি শ্রীবিষ্ণুস্বামীই হন এবং তিনি শৃঙ্গেরীমঠাধীশ কেবলাদ্বৈতবাদীই হন, তবে তাঁহার মত নিশ্চয়ই মায়াবাদ হইবে। মায়াবাদে শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মায়াবাদীরা ভগবদ্‌বিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলেন। কিন্তু সর্বদর্শনসংগ্রহকার শ্রীবিষ্ণুস্বামীর যে মত

১। Vide Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Vol XIV, Parts III—IV, April—July 1933, pp. 174—177. —'The Vishnuswami Riddle' by Rai Bahadur Amarnath Ray, B.A, 'Sankaracharya the Great & His Followers at Kanchi by N. Venkataraman, P 93.

সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তদ্‌বিপরীত। আর সর্বজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুস্বামী যদি সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের গুরুই হন, তবে তিনি সেই বিখ্যাত গুরুর মত রসেশ্বর-দর্শনের বিবৃতিপ্রসঙ্গে প্রদান করিবেন কেন? তিনি তাঁহার উক্ত গ্রন্থের সর্বশেষে পাতঞ্জল-দর্শনের উপসংহারে লিখিয়াছেন, —"ইতঃপরং সর্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি।"—অর্থাৎ ইহার পর সর্বদর্শনের শিরোমণিস্বরূপ শাঙ্করদর্শন[১] অন্যত্র লিখিত হওয়ায় এস্থানে (সর্বদর্শনসংগ্রহে) তাহা পরিত্যক্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, মাধবাচার্য শঙ্করমতাবলম্বী। যদি তাঁহার শঙ্করমতাবলম্বী গুরুর মত রসেশ্বর-দর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতই হইবে, তবে তিনি বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য গর্ভ-শ্রীকান্তমিশ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তৎসহিত নিজের প্রসিদ্ধ গুরুর পরিচয়ও ত' দিতে পারিতেন। অথবা বিষ্ণুস্বামীর মতানুসরণ করিয়া মঙ্গলাচরণে নৃপঞ্চাস্যের বন্দনাও ত' করিতে পারিতেন, কিংবা শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী পূর্বগুরু শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়-বিশুদ্ধির জন্য যদি মতবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাও ত' প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারিতেন। শ্রীধরস্বামিপাদ 'সর্বজ্ঞসূক্তি' বলিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তসার-ব্যঞ্জক যে কয়েকটি পদ্য উদ্ধার করিয়াছেন, উহাদের একটিও রসেশ্বর-দর্শনে উদ্ধৃত হয় নাই। কেহ কেহ সর্বদর্শন-সংগ্রহকারকে পঞ্চদশীর রচয়িতা[২] বলিয়া থাকেন। ঐমত স্বীকার করিলে সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবের গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত রসেশ্বর-দর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতের সহিত এক হইতে পারে না।

১। See "Sarva-Darsana-Samgraha" (Eng. Translation) by E. B. Cowell, & A. E. Gough, London, 1914, P. 273, Footnote.

২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, বরিশাল, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ; ২য় ভাগ, ৬১৭ পৃঃ

শ্রীধরস্বামিপাদের উক্তি হইতে মনে হয়, শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।*

ডক্টর ফর্কুহার অনুমান করেন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে আবির্ভূত হন এবং তিনি শ্রীমধ্বেরই ন্যায় দ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক। শ্রীমধ্ব শ্রীরাধার উপাসনা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুস্বামী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণোপাসনা স্বীকার করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক কিংবদন্তীমতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, ভাগবত-ভাষ্য, 'বিষ্ণুরহস্য' ও 'তত্ত্বত্রয়'-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহ-কার মাধবাচার্যের মতে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শ্রীকান্তমিশ্র 'সাকারসিদ্ধি'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গবেষক শ্রীবিল্বমঙ্গল বা শ্রীলীলাশুককে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত বলেন এবং শ্রীলীলা-শুক-কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সাহিত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি আরও বলেন, ভক্তমালের (?) মতে বিষ্ণুস্বামী মহারাষ্ট্রদেশীয় ভক্ত জ্ঞানেশ্বরের শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানেশ্বর ভগবদ্-গীতার উপর মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দশসহস্র-শ্লোকাত্মক কবিতা রচনা করেন। উহা 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতে নির্বিশেষবাদ-যুক্ত যোগমত সম্পুটিত আছে। জ্ঞানেশ্বর কিন্তু বিষ্ণুস্বামীর ন্যায় শ্রীরাধাকে স্বীকার করেন না। জ্ঞানেশ্বর তাঁহার গীতায় গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য নিবৃত্তিনাথের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়িগণ শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্ ও গোপাল-সহস্রনামকে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থরূপে গ্রহণ করেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্য এক অধস্তন বরদরাজ 'লঘুটীকা'-নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কাশীর সংস্কৃত কলেজে উহার একটি পুঁথি বিদ্যমান আছে; কিন্তু ফর্কুহার সাহেব স্বয়ং সেই পুঁথি দেখেন নাই। তিনি

*। এতৎসম্বন্ধে আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের কয়েকজন উদাসীন সাধুর সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছিলেন যে,—রাজপুতনায় উদয়পুরের নিকট কাঁক্‌রৌলীতে (Kankroli) এবং উত্তর প্রদেশের ভরতপুরের নিকট কাম্যবনে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের দুইটি মঠে অদ্যাপি শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শ্রীমদ্‌ভাগবত-ভাষ্য বিদ্যমান আছে। সেই-সকল সাধুই বিষ্ণুরহস্য ও তত্ত্বত্রয়-নামক গ্রন্থদ্বয়ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর রচিত বলিয়া জানাইয়াছিলেন। *

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বকৃত-টীকায়[১] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিবার কালে "তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'সর্বজ্ঞসূক্তি'-নামক শ্রীবিষ্ণুস্বামি-কৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সূক্তি শব্দের অর্থ—সু + উক্তি = সূক্তি = সদুক্তি = সুসিদ্ধান্তপর বা গম্ভীরার্থ-ব্যঞ্জক বাক্য। ভাষ্যের সংজ্ঞা[২] পৃথক্‌। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের যে-সকল উক্তিতে সুসিদ্ধান্তসার বা গম্ভীরার্থ গুম্ফিত আছে, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। এজন্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর ঐসকল বাক্যকে সু-উক্তি, সদুক্তি বা সূক্তি বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ (৪।১।২৫) ভাবার্থদীপিকায় 'সূক্ত'-শব্দে গম্ভীরার্থ

---

* An Outline of the Religious Literature of India by J. N. Farquhar, M. A., D. Litt. (Oxon.), Oxford 1920, pp. 238-39, 234-35, 304-5 ; 375.

১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-টীকা (১।১২।৭০)

২। "সূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

অর্থাৎ যাহাতে সূত্রানুরূপ পদের দ্বারা সূত্রস্থ পদগুলির ব্যাখ্যা করা হয়, এবং ব্যাখ্যাচ্ছলে নিজের কথারও ব্যাখ্যা করা হয়, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে 'ভাষ্য' বলিয়া জানেন।

বলিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে[১] (২।১০৯।১) 'সূক্তি'-শব্দে বেদলক্ষণ সুবচন বুঝাইয়াছে। সুতরাং 'সর্বজ্ঞসূক্তি' বলিতে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর গম্ভীরার্থবাক্য বা বেদলক্ষণ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যই বুঝাইবে।

শ্রীধরস্বামিপাদ

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া সুকঠিন। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু 'ঐতিহ্য' বা 'কিংবদন্তী' প্রচলিত আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে গুজরাট্‌দেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা বিখ্যাত 'ভট্টিকাব্য'-গ্রন্থের রচয়িতার জনক ও পরে অদ্বৈতমতাবলম্বী সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন[২]।

নাভাজী-কৃত হিন্দী 'ভক্তমালে'র 'বার্তিকপ্রকাশে'[৩] বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীধরস্বামী পূর্বাশ্রমে একজন ধনবান্ সদাচারী গৃহস্থ ছিলেন। আগ্রা হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিবার সময় কতকগুলি ঠক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। উহারা তাঁহার (শ্রীধরের) সঙ্গী আর কে আছে, জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলেন যে, তাঁহার প্রাণাধার ধনুর্ধারী রঘুবীর তাঁহার সঙ্গে আছেন। এই কথা শুনিয়া বাটপাড়-গণ শ্রীধরের কোন প্রকৃত রক্ষাকারী নাই জানিয়া তাঁহার প্রাণ সংহারপূর্বক ধনাদি গ্রহণ করিবার উপায় চিন্তা করিলে ধনুর্ধারী ভগবান্ শ্রীধরের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষকরূপে চলিতে থাকেন, ইহা বঞ্চকগণ দেখিতে পায়। শ্রীধর নিরাপদে গৃহে

১। Published by R. Narayanaswami Aiyar, Madras, 1933.

২। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র-ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৩১

৩। 'হিন্দীভক্তমাল', ৩৪৯ ও ৪২৫ পৃষ্ঠা; লখনউ নওলকিশোর প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

উপনীত হইলে ধনুর্ধারী ভগবান্ অন্তর্হিত হন। তখন তদনুসরণকারী প্রতারকগণ শ্রীধরের নিকট উক্ত ধনুর্ধারী বীরের দর্শন প্রার্থনা করে। শ্রীধর তখন বুঝিতে পারেন যে, তিনি ঠকদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য যে ভগবানের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ সত্য সত্যই তাঁহার রক্ষকরূপে এতটা ক্লেশ স্বীকার-পূর্বক তাঁহাকে দুর্গমপথে রক্ষা করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার হৃদয়ে একাধারে গ্লানি (প্রভুকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া) ও বিশ্বাস-ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হরিভজনার্থ বহির্গত হন। তৎপরে 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র টীকা রচনা করেন।

লালদাস-কৃত বাঙ্গালা 'ভক্তমাল'* গ্রন্থের বর্ণনানুসারে শ্রীধর শ্রী-পরমানন্দ পুরী-নামক জনৈক সন্ন্যাসীর কৃপালাভ করিয়া শ্রীনৃসিংহোপাসক ও পরমভাগবত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইলে তিনি গৃহে পূর্ণগর্ভবতী স্ত্রীকে একাকিনী রাখিয়াই বনগমনার্থ সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই তাঁহার পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিয়াই দেহত্যাগ করায় শ্রীধর শিশুপুত্রকে কিরূপে একাকী রাখিয়া গৃহত্যাগ করিবেন, ইহা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ঘরের চাল হইতে একটি টিক্‌টিকির ডিম মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ও উহা হইতে একটি শাবক বহির্গত হইয়া সম্মুখস্থ একটী মক্ষিকাকে খাইয়া ফেলিল। এই ঘটনা হইতে শ্রীধর বুঝিতে পারিলেন, ভগবান্‌ই এক-মাত্র রক্ষাকর্তা। শ্রীধর গৃহত্যাগ করিলে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ শিশুকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। এই শিশুই কালক্রমে বিখ্যাত 'ভট্টি'কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা হইয়াছিলেন।

---

* 'শ্রীভক্তমাল' গ্রন্থ—শ্রীলালদাস বাবাজী বিরচিত; শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামি-সম্পাদিত; কলিকাতা, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ; ১২শ মালা, ১৯৭ পৃষ্ঠা

শ্রীধামবৃন্দাবনের শ্রীগোপাল-ভট্ট-পরিবার শ্রীগোপীনাথ পূজারীর বংশোদ্ভব শ্রীরাধারমণদাসগোস্বামী মহাশয় শ্রীধরস্বামিপাদের 'ভাবার্থ-দীপিকা'র অনুগত 'দীপিকাদীপন' টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদের সম্বন্ধে একটি ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর পূর্বাশ্রমে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এক সময় দিগ্বিজয় করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন-কালে পথে কয়েকজন দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হন এবং ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ গৃহ-দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র দস্যুদিগকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করেন। তখন দস্যুগণ শ্রীধরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিল,—'বিপ্র! তোমার সঙ্গী দূর্বাদলশ্যাম কোনও বালক আমাদিগকে বাণবিদ্ধ করিতেছে; রক্ষা কর, রক্ষা কর।' তাহা শুনিয়া শ্রীধর মনে মনে দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন, 'এই তুচ্ছ ধনের রক্ষার্থ আমার প্রভু এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন!' তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন-পূর্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ ও শ্রীপরমানন্দস্বামীর নিকট হইতে নৃসিংহ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন, 'শ্রীনামকৌমুদী'-গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীলক্ষ্মীধর শ্রীধর-স্বামিপাদের সতীর্থ ভ্রাতা ছিলেন[১]। শ্রীস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ হইতে যে-সকল সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি কেবলাদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের কাশীবাসী একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন; কিন্তু মায়াবাদী ছিলেন না[২]। তিনি অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের শোধনের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন[৩]। তিনি 'পরমানন্দ'-নামক

১। 'গৌড়ীয়'-পত্র, প্রথম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা; ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

২। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকার ১।১ অধ্যায়ের 'মঙ্গলাচরণ' ১ম-২য় শ্লোক; 'সুবোধিনী' (গীতার টীকা), মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক

৩। 'ভাবার্থদীপিকা' ১০।৮৭, মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক

গুরুর পদাশ্রয় করিয়াছিলেন[১]। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম—যতি 'শ্রীধরস্বামী' এবং তিনি শ্রীনৃসিংহ-উপাসক ছিলেন[২]। তিনি শ্রীহরিহরকে একাত্মা জানিয়াও শ্রীমাধবকেই 'স্বয়ংরূপ ভগবান্'[৩] বলিয়া জানিতেন। তিনি কাশীতে অবস্থানপূর্বক শ্রীবিন্দুমাধবের সন্তোষার্থ চিৎসুখাচার্যের ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকাও তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্যই রচনা করেন।

প্রাচীন আচার্য ও লেখকগণের মধ্যে 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থকার শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী[৪], শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ[৫], শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ[৬], শ্রী-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ[৭], শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপাদ[৮], শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর[৯] প্রমুখ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ বিশেষ গৌরবের সহিত শ্রীস্বামিপাদের নাম ও টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'

১। 'ভাবার্থদীপিকা', ১০।৮৭।৩৩ ; ১।১।১ মঙ্গলাচরণ ; ১২।১৩, উপসংহার ১ম শ্লোক ; 'সুবোধিনী' (গীতার টীকা), মঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক

২। (বিষ্ণুপুরাণের) 'আত্মপ্রকাশ'-টীকার ১ম অংশ, উপসংহার-শ্লোক ; ২য় অংশ, মঙ্গলাচরণ, ১ম শ্লোক ; ১ম অংশ, মঙ্গলাচরণ, ২য় শ্লোক

৩। 'ভাবার্থদীপিকা' ১।১।১ মঙ্গলাচরণ, ১ম—৩য় শ্লোক

৪। 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী', উপসংহার, ৪র্থ শ্লোক ; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গবাসী সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ, ৪১৯

৫। শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক

৬। শ্রীপদ্যাবলী—১৫, ২৮, ৪৩ সংখ্যা ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ

৭। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ১৭ অনু, শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী (ভা ১০।৮৭।১)

৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২৪।৯৬ ; অ ৭।১২৯

৯। শ্রীসারার্থদর্শিনী (ভা ১।১।১ ও ১০।১।১)

পাঠে জানা যায়,—শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরস্বামিপাদকে 'স্বামী' বা 'জগদ্‌গুরু', "শ্রীধরস্বামিপ্রসাদে ভাগবত জানি" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীস্বামিপাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীস্বামিপাদকে ভক্তির একমাত্র রক্ষক বলিয়াছেন এবং শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ 'সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী' ও 'ষট্‌সন্দর্ভে' উহারই অনুবর্তন করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ 'শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'র সর্বত্র 'তৈর্ব্যাখ্যাতম্' বলিয়া শ্রীস্বামিপাদের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ 'পদ্যাবলী'তে শ্রীনাম ও শ্রীভগবদ্ভক্তির সর্বোৎকর্ষ-জ্ঞাপক শ্রীস্বামিপাদের শ্লোক চয়ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৎকৃত সন্দর্ভসপ্তকের সর্বত্র ও 'সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী'তে "টীকানুমতম্, টীকানুসারিণা, টীকা চ, সাধু ব্যাখ্যাতম্, সুসঙ্গতা, তৈর্ব্যাখ্যাতম্"—প্রভৃতি বাক্যে অসংখ্যবার অতি গৌরবের সহিত স্বামিপাদের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে শ্রীসনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ যে স্থানে শ্রীস্বামিপাদের সহিত তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য হইয়াছে[১], তথায় 'পরিশিষ্ট' বা 'অতিরিক্ত' ব্যাখ্যা এবং যে-স্থানে সিদ্ধান্তের পার্থক্য হইয়াছে, তথায় 'কষ্ট-কল্পনা', 'অপ্রসিদ্ধকল্পনা', 'ব্যাখ্যা ন যুজ্যেত', 'ক্লিষ্টার্থ'—প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া স্বসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন[২]।

শ্রীধরস্বামিপাদের অভ্যুদয়-কাল নির্ণয় করা কঠিন। তিনি তাঁহার টীকায় শ্রীশঙ্করাচার্য, চিৎসুখযোগী ও বোপদেবের নাম করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সুবোধিনী'-টীকা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকা—এই তিন

১। "মধ্যদেশাদৌ ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনো নূনং ভগবন্মহিমানমবগাহয়িতুং তদ্বাদেন কর্বুরিতলিপীনাং পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে।" (শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ১৭ অনু)

২। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ২৯ অনু ; শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ, ১ অনু

টীকার সুপ্রসিদ্ধ রচয়িতা। তিনি 'ব্রজবিহার' প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়াও কথিত হন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধরস্বামিপাদের রচিত শ্রীকৃষ্ণনাম ও প্রেমমাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি শ্লোক শ্রীরূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীপদ্যাবলী'তে আহরণ করিয়াছেন[১]।

শ্রীবল্লভাচার্য

১৫২৯ বিক্রমাব্দে (১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে), মতান্তরে[২] ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে (১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের নিকট চম্পারণ্য[৩]-নামক বনে শ্রীবল্লভ ভট্ট আবির্ভূত হন। শ্রীবল্লভের পিতার নাম—'লক্ষ্মণ ভট্ট' ও মাতার নাম—'যল্লমাগারু'। লক্ষ্মণ ভট্ট যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ভরদ্বাজগোত্রীয় আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন। দক্ষিণদেশে স্তম্ভাদ্রির নিকট কাকুম্ভকর[৪]-নামক নগরে

১। "জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ…কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্॥" (শ্রীপদ্যাবলী ১৫) "সদা সর্বত্রাস্তে……সেব্যমনয়োঃ॥" (ঐ, ২৮ ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত সং, ১৯৪৬ খৃঃ)

২। বল্লভাচার্যের পৌত্র যদুনাথজীর অনুগত সম্প্রদায়ের মতে বল্লভ ১৫২৯ সংবতে (=১৪৭৩ খৃঃ) এবং বল্লভাচার্যের অন্যান্য পৌত্রগণের মতে বল্লভ ১৫৩৫ সংবতে (=১৪৭৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন

৩। **Champaranya**—This place, different from the one bearing the same name in Bihar, is situated in Central Provinces near Raipur. Sri Vallabhacharya by Bhai Manilal C. Parekh, P. 4, F. N.

৪। নামান্তর—কাঁকরবল্লী, কাঁকরওয়াড ;—কাহারও মতে এই গ্রাম নিজাম সরকারের রাজত্বের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিল ; কেহ বলেন—গোদাবরীর পূর্বতীরে ছিল ; কিন্তু কোন সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় না।—('পুষ্টিমার্গণো ইতিহাস' প্রকাশক বসন্তরাম হরিকৃষ্ণ শাস্ত্রী, আমেদাবাদ, ১৯৩৩ খৃঃ, ১ম পৃঃ)

ইঁহার আদিবাসস্থান ছিল। কথিত হয়,—শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট তিনটি সন্তান লাভের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শ্রীকেশব পুরী'[১] নামে খ্যাত
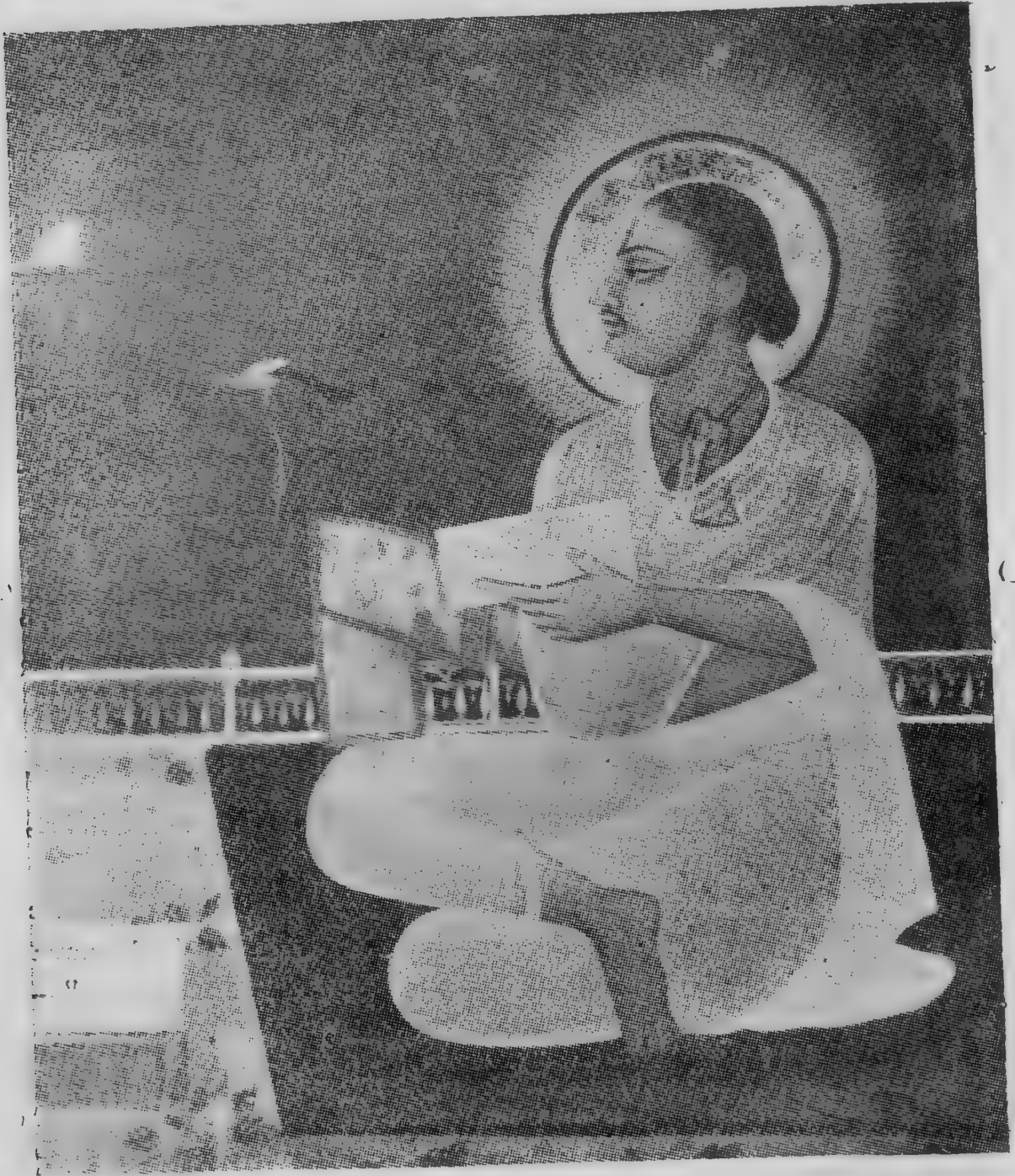
শ্রীবল্লভাচার্য

হন। পরে 'প্রেমাকর'-নামক এক সাধুর আজ্ঞায় পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্বক কিছুকাল শ্রীকাশীধামে

১। পুষ্টিমার্গণো ইতিহাস, ৩ পৃঃ

গঙ্গাতীরে হনূমান্‌ঘাটে গিয়া বাস করেন[১]। মুসলমানগণের দ্বারা কাশী আক্রমণের জনরব শুনিয়া সাত মাসের গর্ভবতী পত্নীসহ স্বদেশাভিমুখে পলায়নকালে পথে চম্পারণ্যে তৎপুত্র শ্রীবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভের শৈশবকাল কাশীধামে বিদ্যাধ্যয়নে অতিবাহিত হয়। লক্ষ্মণ ভট্ট পুত্রের অষ্টম বর্ষ বয়সে[২] উপনয়ন প্রদান করিয়া 'বিষ্ণুচিত্ত'-নামক এক পণ্ডিতের হস্তে বালকের শিক্ষাভার অর্পণ করেন। তৎপরে শ্রীবল্লভ ত্রিরুম্মল-নামক পণ্ডিতের নিকট বেদ এবং নারায়ণ দীক্ষিতের নিকট অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দ যতির নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন[৩]। তিনি পিতার নিকট হইতে মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন এবং বাল্যকালেই বৈষ্ণব-

---

১। হিন্দী বল্লভদিগ্বিজয়, সীতারাম বর্ম-কৃত, ৬ পৃঃ

২। মতান্তরে ৫ম বর্ষে উপনয়ন—শ্রীমদ্বল্লভাচার্যজীকী নিজবার্তা, ঘরুবার্তা, চৌরাশিবৈঠককে চরিত্র (প্রকাশক—লালুভাই ছগনলাল দেশাই, আমেদাবাদ, সংবৎ ১৯৯০, ৩ পৃঃ)

৩। শ্রীযদুনাথজী মহারাজের নামে আরোপিত বল্লভদিগ্‌বিজয়ম্‌, ১ম অবচ্ছেদ, (শ্রীনাথদ্বারস্থ গোবর্ধন-লালজীমহারাজানামাজ্ঞয়া শীঘ্রকবি-নন্দকিশোরশর্মণা শোধিতঃ, সংবৎ ১৯৭৫)

"Swami Madhavananda is said to have taught Vallabha while he was a boy taking his education in Benares, such as Vaishnava scriptures as the Gita, the Bhagavata and Narada Pancharatra."—'Sri Vallabhacharya' by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot, 1943 P. 73.

কাশী চন্দ্রপ্রভা-যন্ত্রালয় হইতে জগন্নাথ মেহতা-দ্বারা মুদ্রিত ১৮৮৭ খৃঃ (?) বাবু সীতারাম বর্ম-কর্তৃক হিন্দী ভাষায় লিখিত বল্লভদিগ্বিজয়-গ্রন্থের (২০ পৃঃ) মতে—শ্রীবল্লভ লক্ষ্মণ ভট্টের আজ্ঞানুসারে রথ-দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীমাধবানন্দ তীর্থ ত্রিদণ্ডি-যতির নিকট বিদ্যারম্ভ করেন। উক্ত পুস্তকে (২৭-২৯ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে যে, বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যমত গ্রহণ করিবার জন্য সকল মতের আচার্য ও পণ্ডিতগণকে তাঁহার সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় মায়াবাদি-গণের আচার্য বিজ্ঞানানন্দগিরি, শ্রীসম্প্রদায়ের হনূমন্তাচার্য, মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থ,

সদাচারসমূহ পালন করিতে থাকেন। বল্লভের কৈশোর বয়সেই[১] পিতার স্বধাম-প্রাপ্তি হয়। ইহার পরে বল্লভ কতিপয় শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণ দেশে পৈতৃক-গৃহাভিমুখে গমন করেন। দক্ষিণ-যাত্রাকালে বল্লভ শ্রীব্রহ্মার অর্চিত শালগ্রাম, শ্রীগোবিন্দাচার্যের অর্চিত শ্রীমুকুন্দ-বিগ্রহ ও গঙ্গাধরাচার্যের পূজিত শ্রীমদ্‌ভাগবত সঙ্গে লইয়া-ছিলেন। বল্লভ দক্ষিণদেশের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বিদ্যানগরে বা বিজয়নগরে মাতুলের (বিজয়নগর-রাজের দানাধ্যক্ষ বিদ্যাভূষণের) গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগরের রাজসভায় তখন স্মার্ত ও বৈষ্ণবের, অপরদিকে দ্বৈতবাদিগণের সহিত কেবলাদ্বৈতবাদিগণের শাস্ত্রযুদ্ধ হইতেছিল। বিদ্যানগরের রাজসভায় তখন সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববাদাচার্য 'ব্যাসতীর্থ' উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত বল্লভের সাক্ষাৎকার হইল। বল্লভ ভট্ট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া 'শুদ্ধাদ্বৈত'-বাদ স্থাপন করিলেন। বিদ্যা-নগরের রাজা কৃষ্ণদেব শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে বহু পণ্ডিত, বৈষ্ণবা-চার্য ও সামন্তরাজগণের সম্মুখে বল্লভভট্টের **'কনকাভিষেক'** সম্পাদন করাইলেন। তখন হইতে বল্লভভট্টের 'আচার্য'-নাম বিঘোষিত হইল।

অতঃপর বল্লভ দিগ্বিজয়ার্থ সমগ্র ভারতবর্ষ তিনবার পরিভ্রমণ করেন। শ্রীবল্লভ ৩০ বৎসর বয়সে কাশীতে দেবভট্টের কন্যা[২] মহা-লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার ভারতভ্রমণের পর আচার্যের

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীকেশব ভট্ট কাশ্মীরী এবং এতদ্ব্যতীত শ্রৌত, স্মার্ত, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, যোগ, ন্যায় প্রভৃতি মতের আচার্য ও পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। ছয়মাসকাল পর্যন্ত শাস্ত্রযুদ্ধের পর কেবলাদ্বৈতমতের জয় হইবার উপক্রম হইলে শ্রীবল্লভ ভট্ট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধব্রহ্মবাদ স্থাপন করেন।

১। কোন কোন মতে একাদশ বর্ষ বয়সে (শ্রীবল্লভাচার্যজীকী নিজবার্তা, ৩ পৃঃ)

২। মতান্তরে মধুমঙ্গলের কন্যা (বাবু সীতারাম বর্মা-কৃত হিন্দী শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়, ১৬১-৬২ পৃঃ)

বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহান্তে শ্রীবল্লভ ছয় মাস থাকিয়া তৃতীয় বার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। কাশীর ন্যায় তীর্থস্থানে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্বক বাস করা অন্যায় বিচার করিয়া বল্লভ প্রয়াগে ত্রিবেণীর অপরপারে আড়াইল (অলর্কপুর)-নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামে নিজ বাসস্থান নির্মাণ করেন[১]। বল্লভ কাশী হইতে বৈদ্যনাথে গমন করিলে তথায় ব্রজে শ্রীগোবর্ধন-নাথের সেবাসৌষ্ঠব-সম্পাদনার্থ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন। নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবল্লভ ব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবর্ধনে আগমন করেন। তথায় 'পূর্ণমল্ল'-নামক এক বণিক্ বল্লভের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ভগবদাদেশে গোবর্ধনপর্বতের উপর মন্দিরনির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন। তথা হইতে বল্লভ পুনরায় কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিলে পঞ্চগঙ্গাঘাটে কাশীর মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-গণের সহিত তাঁহার শাস্ত্রযুদ্ধ হয়। ইহার কিছুকাল পরে বল্লভ গোকুলে বাসস্থান স্থাপন করিয়া শ্রীগোবর্ধন-গিরির উপর নূতন মন্দিরে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের পূর্বাবিষ্কৃত শ্রীগোপালকে পুনঃসংস্থাপন করেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গৌড়ীয়-শিষ্যগণ সেবায় পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত থাকেন। শ্রীবল্লভ-শিষ্য কৃষ্ণদাস-নামক এক ব্যক্তিও শ্রীবল্লভাচার্যের আদেশে একটি সেবাভার প্রাপ্ত হন। 'কুম্ভনদাস' কীর্তন-সেবায় নিযুক্ত হন। সকুটুম্ব বল্লভ গোকুলে আসিয়া বাস করেন। অতঃপর শ্রীবল্লভ সকুটুম্ব প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে আসিয়া বাসকালে তাঁহার প্রথম পুত্র গোপীনাথ ১৫৭৬ সংবতে (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) মতান্তরে ১৫৭০ সংবতে (১৫১৪ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর বল্লভ সশিষ্য ও সকুটুম্ব ব্রজমণ্ডলে যাত্রা করেন; তথা হইতে বারাণসী হইয়া পুরীতে আগমন করেন। ইহার পর তিনি সকুটুম্ব চরণাদ্রিতে গমন করেন। তথায় ১৫৭২ সংবতে (১৫১৬ খৃষ্টাব্দে) বল্লভাচার্যের দ্বিতীয়

১। বাবু সীতারাম বর্ম-কৃত হিন্দী বল্লভদিগ্বিজয়—১৬৩ পৃঃ

পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ আবির্ভূত হন। ব্রজে শ্রীগোপীনাথের যজ্ঞোপবীত-মহোৎসব হয়। পুনরায় শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আগমন করিলে তথায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত বল্লভ ভট্টের সাক্ষাৎকার হয়। ইহার পর বল্লভ পুনরায় আড়াইলে আগমন করেন; তথায় বিট্‌ঠলের যজ্ঞোপবীত-উৎসব হয়। দ্বারকা, পুরী, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ-

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির

পূর্বক আড়াইলে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'সুবোধিনী'-টীকা সম্পূর্ণ করেন এবং একাদশের টীকা আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গৌড়দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালে একদিন মধ্যাহ্নে আড়াইল গ্রামে বল্লভাচার্যের গৃহে পদার্পণ করেন।

ইহার পর শ্রীবল্লভাচার্য সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ অভিলাষ করেন। তিনি মাতার (বিমাতার) নিকট আদেশ এবং পত্নীকে উপদেশাদি দ্বারা সান্ত্বনা,

শ্রীগোপীনাথকে আচার্য-সিংহাসনে স্থাপন এবং দামোদরাদি শিষ্যের উপর শ্রীবিট্ঠলনাথের শিক্ষা ও রক্ষণাদির ভার অর্পণ করেন। সংস্কৃত বল্লভদিগ্বিজয়ের মতে শ্রীবল্লভাচার্য মধ্বসম্প্রদায়ী বিষ্ণুস্বামি-মতানুযায়ী শ্রীমাধবেন্দ্র যতির[১] নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'পূর্ণানন্দ' এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হন। তিনি ৬ দিন যতিধর্ম আচরণ করেন, বহূদকাশ্রম গ্রহণ করিয়া ৮ দিন গঙ্গাতটে বাস করেন, তৎপর হংসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ১৮ দিন কাশীতে বৈষ্ণবসমাজ-কর্তৃক পূজিত হন, তাহার পর কাশীর হনূমান্‌ঘাটে ৭ দিন পরমহংস-ভাবে অবস্থিত থাকেন, পরে চত্বারিংশৎ দিবসে[২] গঙ্গায় নাভিমাত্র-জলে অবস্থান-পূর্বক নিমীলিত-নেত্রে শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে ১৫৮৭ সংবতে (১৫৩১ খৃষ্টাব্দে)[৩] আষাঢ়ী শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে দ্বিতীয়া তিথির মধ্যাহ্নে অন্তর্হিত হন। আচার্যের নির্যাণ-কালে জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীনাথ নিকটে ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্যের নির্যাণোৎসবের পর গোপীনাথ পিতৃমর্যাদা পালন করিয়া আচার্যাসনে উপবেশন করেন। শ্রীগোপীনাথ গোবর্ধনে গিয়া শ্রীনাথজীর সেবা করিয়াছিলেন। পরে তিনি নিজপুত্র পুরুষোত্তমকে শ্রীবিট্ঠলনাথের নিকট রাখিয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় অপ্রকট হন। ইহার পর শ্রীবিট্ঠলনাথ আচার্য-গাদীতে অধিষ্ঠিত হন। গোপীনাথের বিধবা পত্নী মাৎসর্যপরায়ণা হইয়া

১। মতান্তরে নারায়ণেন্দ্র তীর্থস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।—শ্রীবল্লভাচার্য-জীকী ঘরুবার্তা আমেদাবাদ, সংবৎ ১৯৯০, ১১শ বার্তা. ৯৯ পৃঃ

২। কেহ কেহ বলেন,—তিনি একমাস অনশনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন (মতান্তরে ৪০দিন একাসনে বসিয়াছিলেন) এবং এই সময় তিনি 'অন্তঃকরণ-প্রবোধ'-নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।—শ্রীবল্লভাচার্যজীকী ঘরুবার্তা ১১শ বার্তা, ৯৯ পৃষ্ঠা

৩। মতান্তরে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে (Vide History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta Vol. IV, Cambridge, 1949, P .372.

শ্রীবিট্ঠলনাথকে নানাভাবে উদ্বেগ দিবার জন্য সচেষ্টিত হন এবং শ্রীবল্লভাচার্যের হস্তলিখিত পুঁথিসমূহ ও ধনাদি গোপন ও নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্তু পরমভাগবত শ্রীবিট্ঠল উহাতে দমিত না হইয়া পিতৃদেবের অভিপ্রেত পুষ্টিভক্তি প্রচার ও সেবাদি সংরক্ষণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীবল্লভাচার্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ও তদনুগ ভক্তবৃন্দের কয়েকটি মিলন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে ত্রিবেণীর তটে শ্রীরূপ ও তদনুজ শ্রীবল্লভের (শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর পিতৃদেব) সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেইসময় যমুনার অপরপারে আড়াইল গ্রামে সকুটুম্ব শ্রীবল্লভভট্ট অবস্থান করিতেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রয়াগে শুভবিজয়ের বার্তা শুনিয়া তাঁহার দর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবল্লভভট্টকে বহিরঙ্গজ্ঞানে বিশেষ গৌরব প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবল্লভভট্টের নিকট শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ দুই ভ্রাতাও বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের মহাপ্রেমা-বেশ-দর্শনে শ্রীবল্লভভট্ট চমৎকৃত হইলেন এবং সপার্ষদ শ্রীমহাপ্রভুকে নৌকায় করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীবল্লভভট্ট স্বহস্তে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ও সবংশে প্রভুর পাদোদক পান করিয়া প্রভুকে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করাইলেন। তৎপরে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপের দ্বারা মহাপ্রভুর মহাপূজা করিলেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য ভোগ-রন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট সযত্নে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া তৎপরে শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ দুইভ্রাতাকে ভোজন করাইলেন। শ্রীবল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে বিশ্রাম করাইয়া স্বহস্তে প্রভুর পাদসেবন করিয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়-নামক এক পরমভাগবত মৈথিল-পণ্ডিতের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের

মধুর ভজনরহস্য-সম্বন্ধে সংলাপ হইল। শ্রীবল্লভভট্ট স্বীয় পুত্রদ্বয়কে (মতান্তরে এক পুত্রকে) প্রভুর শ্রীচরণতলে আনিয়া প্রণত করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আড়াইল-গ্রামের সমস্ত লোক সমবেত হইয়াছিলেন ; প্রভুর দর্শনে সকলেই কৃষ্ণভক্ত হইলেন। শ্রীমহাপ্রভুর মহাভাবের বিকার দর্শনে শ্রীবল্লভভট্ট বিপদ আশঙ্কা করিয়া মহাপ্রভুকে শীঘ্রই প্রয়াগে পৌঁছাইয়া দিলেন। ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় রথযাত্রার পূর্বে শ্রীবল্লভভট্ট পুরীতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীবল্লভকে আলিঙ্গনাদি-দ্বারা কৃতার্থ করিলেন। শ্রীবল্লভ বিনয়নম্র বচনে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রভুদর্শন-লালসার কথা মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন এবং কলিকালের ধর্ম শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রবর্তন করিয়াছেন এবং সেই নামপ্রেম-প্রচারকার্য শ্রীকৃষ্ণশক্তি-ব্যতীত অপরের দ্বারা সম্ভব নহে—এই সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীবিল্বমঙ্গলের উক্তি উদ্ধার করিয়া জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যচ্ছলে নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীহরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ পার্ষদবৃন্দের মহিমা কীর্তন করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট বিনয়-বচনে সযত্নে মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। অন্যদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত সপার্ষদ বৈষ্ণববৃন্দকে শ্রীবল্লভভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। শ্রীবল্লভভট্ট বিচিত্র মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। শ্রীরথযাত্রার সময় সপ্ত-সম্প্রদায়ের চৌদ্দ মাদলে উচ্চ-সংকীর্তন-নৃত্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলাতচক্রপ্রায় 'হরিবোল'-ধ্বনি করিয়া কীর্তন-মধ্যে ভ্রমণাদি প্রেম-বৈভব-দর্শনে শ্রীবল্লভভট্ট চমৎকৃত হইলেন। আর একবার শ্রীরথযাত্রার সময় শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট আসিয়া স্বকৃত 'সুবোধিনী'-টীকা-শ্রবণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর

নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যভরে ছলোক্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভাগবতার্থ বুঝিতে অনধিকারী বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণনামমাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভভট্ট বলিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-নামের অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক তাহা শ্রবণ করিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি 'কৃষ্ণ'-নামের বহু অর্থ স্বীকার করি না। শ্রীকৃষ্ণ রূঢ়ার্থে—শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীযশোদা-নন্দন; অপর অর্থ অস্বীকার্য।" শ্রীবল্লভভট্ট ইহাতে কিছু ক্ষুন্ন হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নানা অনুনয়-বিনয় করিয়া 'কৃষ্ণ'-নাম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট প্রত্যহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু, শ্রীবল্লভের সমস্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া দিতেন। একদিন শ্রীবল্লভ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ জীবরূপা প্রকৃতির পতি; পতিব্রতাগণের পতির নাম উচ্চারণ করিতে নাই; কিন্তু আপনারা যে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, ইহা কিরূপ ধর্ম?" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মূর্তিমান্ ধর্মস্বরূপ শ্রীমন্মহা-প্রভুকে দেখাইয়া দিয়া তাঁহারই নিকট শ্রীবল্লভভট্টকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বামীর সন্তোষার্থ স্বামীর আজ্ঞা-প্রতিপালন করাই পতিব্রতার ধর্ম। সর্বজীবজগতের পতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম নিরন্তর গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সন্তোষমূলে সেই আজ্ঞাপালনার্থ জীবের সর্বক্ষণ 'কৃষ্ণ'-নাম গ্রহণ করাই পরমধর্ম।" আর একদিন শ্রীবল্লভ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য-গর্ব প্রখ্যাপন-মুখে বলিলেন যে, তিনি 'সুবোধিনী'-টীকায় শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীর ব্যাখার মধ্যে পরস্পর কোন সঙ্গতি নাই। ইহা

শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু হাস্য-সহকারে বলিলেন,—“স্বামীকে যে না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য।” এইমাত্র বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মৌনাবলম্বন করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট স্বগৃহে ফিরিয়া রাত্রিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্বে প্রয়াগে আমাকে বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন; আমার গৃহে সপার্ষদে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন তিনি আমার প্রতি এইরূপ বিরূপ হইলেন কেন? নিশ্চয় আমার চিত্ত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় দূষিত হওয়ায় তিনি তৎশোধনকল্পেই এইরূপে কৃপা করিতেছেন।” এইরূপ চিন্তা করিয়া পরদিন প্রাতে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভভট্টকে প্রশংসা-দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া ভক্ত্যেকরক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামীকে অতিক্রম করিলে কখনও মঙ্গল হইতে পারে না, জানাইলেন। স্বামীর অনুগত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা করিবার এবং অভিমান ও অপরাধ বর্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন ও শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট বলিলেন,—“আপনি যদি সত্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে পুনরায় আর একদিন কৃপাপূর্বক আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন।”

শ্রীবল্লভভট্ট পূর্বে বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন এবং বাল-গোপালমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গফলে তাঁহার কিশোর-গোপাল-উপাসনায় অর্থাৎ মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের প্রবৃত্তি হইল। তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণপূর্বক ভজন-শিক্ষার্থ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গৈকগতি শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্রদান করিতে পারেন না, ইহা শ্রীবল্লভভট্টকে জানাইলেন। ইহার পরে একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা-দানার্থ

নিমন্ত্রণ করেন। তখন শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট হইতে 'কিশোর-গোপাল'-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনীলাচলে শ্রীযমেশ্বরতোটায় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের স্থানে বর্তমান শ্রীমন্দির

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ন্যায় পরম নিরপেক্ষ ও পরম গম্ভীর মহাজনের প্রদত্ত ইতিহাস অনুসারে শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর নিকট মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন—ইহাই জানা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ স্বকৃত শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (ভাঃ ১০।৮।১৯) শ্রীবল্লভাচার্যকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান দানপূর্বক তাঁহার 'সুবোধিনী'-টীকার সিদ্ধান্তবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে

(১।২।২৬৯, ৩০৯) শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তিই যথাক্রমে শ্রীবল্লভাচার্য-কথিত 'মর্যাদামার্গ' ও 'পুষ্টিমার্গ' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীলোকনাথ-শ্রীভূগর্ভ, শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথদাস-শ্রীরঘুনাথভট্ট-শ্রীগোপাল-ভট্ট-শ্রীজীবাদি-গোস্বামিবৃন্দ শ্রীমথুরায় শ্রীবল্লভভট্টাত্মজ শ্রীবিট্‌ঠলনাথের গৃহে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রকটিত শ্রীগোপালদেবকে এক মাসকাল প্রত্যহ দর্শন করিয়াছিলেন। 'স্তবাবলী'তে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ শ্রীগোপালরাজ-স্তোত্রে (১৩) শ্রীবিট্‌ঠলের সেবা-সংবর্ধিত শ্রীগোপাল-দেবের স্তুতি করিয়াছেন। শ্রীবিট্‌ঠল স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। (ভক্তিরত্নাকর ৫।৮০৪-৫)।

শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ে **'চৌরাশী'** সংখ্যাটি একটি বিশেষ তাৎপর্যজ্ঞাপক শুভ সংখ্যা ; এজন্য তাঁহারা শ্রীবল্লভাচার্যের চৌরাশী সংখ্যক গ্রন্থ, চৌরাশীটি বৈঠক (অর্থাৎ পদাঙ্কপূতস্থান), চৌরাশী প্রকার ভক্তি (একাশী প্রকার সগুণা ভক্তি ও তিন প্রকার নিগু'ণা ভক্তি, যথা—প্রেম, আসক্তি ও ব্যসন) *, চৌরাশী জন মুখ্য শ্রীবল্লভশিষ্য এবং তাঁহাদের চৌরাশীটি বার্তা বা বিবরণ কল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য ৮৪ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে[১], কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বর্তমানে উপলব্ধ হয়। শ্রীবল্লভাচার্যের সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।—(১) শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য (২) জৈমিনী-সূত্র-ভাষ্য বা পূর্বমীমাংসা-দর্শনের ভাষ্য (ইহার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি বোম্বাই-স্থিত পণ্ডিত গট্‌টুলালজীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে) ; (৩) শ্রীসুবোধিনী—শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা (প্রথম তিন স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা, চতুর্থ স্কন্ধের ছয়টি অধ্যায়ের টীকা, দশম স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা এবং

* লালুভট্টকৃত প্রমেয়রত্নার্ণবে পুষ্টিবিবেক ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১। Sri Vallabhacharya by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot, 1943, P. 179.

একাদশ স্কন্ধের চারিটি অধ্যায়ের টীকা মাত্র পাওয়া যায়) ; (৪) শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সূক্ষ্মটীকা' ; (৫) তত্ত্বার্থ-দীপনিবন্ধ ('শাস্ত্রার্থ', 'সর্বনির্ণয়' ও 'ভাগবতার্থ'-নামক তিনটি প্রকরণে বিভক্ত) ; (৬) স্বকৃত তত্ত্বার্থ-দীপ-নিবন্ধের 'প্রকাশ'-নামক ব্যাখ্যা ; (৭—২২) ষোড়শ-গ্রন্থ—শ্রীযমুনাষ্টক, বালবোধ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদা-ভেদ, বিবেক-ধৈর্যাশ্রয়, সিদ্ধান্ত-রহস্য, নবরত্ন, অন্তঃকরণ-প্রবোধ, শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকী, ভক্তিবর্ধিনী, পঞ্চপদ্য, সন্ন্যাস-নির্ণয়, নিরোধ-লক্ষণ, সেবাফল, জলভেদ ; (২৩) পত্রাবলম্বন ; (২৪) শ্রুতি-গীতা ; (২৫) শিক্ষা-শ্লোক ; (২৬) শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য ; (২৭) শ্রীমধুরাষ্টক বা শ্রীমথুরাষ্টক ; (২৮) শ্রীযমুনাষ্টক ; (২৯) প্রেমামৃত ; (৩০) বিদ্বন্মণ্ডন ইত্যাদি।

শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনীসূত্র-ভাষ্য ও শ্রীসুবোধিনী এই তিনটি গ্রন্থই বর্তমানে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য 'অণুভাষ্য' গ্রন্থ সম্পূর্ণ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী অণুভাষ্যের অসম্পূর্ণ পুঁথি (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূত্র পর্যন্ত) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট অংশের ভাষ্য তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া 'অণুভাষ্য' গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। শ্রীমূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা প্রমুখ কাহারও কাহারও মতে[১] শ্রীবল্লভাচার্য প্রথমে 'বৃহদ্‌ভাষ্য' নামে শ্রীব্রহ্মসূত্রের একটি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগোপীনাথজীর বিধবা পত্নী তৎকৃত গ্রন্থরাজির পুঁথিসমূহ সংগোপন করিয়া ফেলেন বলিয়া শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং ঐ গ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১। শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যম্ (তৃতীয়াধ্যায়স্থ প্রথমঃ পাদঃ), Ed. by M. T. Televalala, B. A., LL. B., Nirnaya Sagar Press, Bombay, Samvat 1982, Introduction, Pp. 6-7.

শ্রীবল্লভাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপীনাথজী 'সাধনদীপিকা' এবং 'সেবাপদ্ধতি'-নামক দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আচার্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী (বিট্‌ঠলদীক্ষিত, বিট্‌ঠলেশ্বর বা বিট্‌ঠলেশ) নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী রচনা করেন ঃ—(১) শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য-পূর্তি (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের চতুস্ত্রিংশৎ সূত্র হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত) ; (২) বিবৃতি-প্রকাশ (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত 'সুবোধিনী'র টিপ্পনী) ; (৩) নিবন্ধ-প্রকাশ-পূর্তি (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত 'তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে'র 'শ্রীভাগবতার্থ-' প্রকরণের 'প্রকাশ' ব্যাখ্যার সম্পূর্তি) ; (৪) সর্বোত্তমস্তোত্র ; (৫) শ্রীবল্লভাষ্টক ; (৬) ললিতত্রিভঙ্গী-স্তোত্র ; (৭) শ্রীযমুনাষ্টপদী ; (৮) ভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টক ; (৯) শ্রীগোকুলেশ-স্তোত্র ; (১০) শ্রীস্বামিনীস্তোত্র ; (১১) শ্রীস্বামিন্যষ্টক ; (১২) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত-স্তোত্র ; (১৩) ভক্তিহংস ; (১৪) ভক্তিহেতুনির্ণয় ; (১৫) বিজ্ঞপ্তি (শ্রীনাথজীর উদ্দেশে লিখিত প্রার্থনা) ; (১৬) শৃঙ্গাররস-মণ্ডন ; (১৭) স্বপ্নদর্শন ; (১৮) প্রবোধ ; (১৯) রসসর্বস্ব ; (২০) শ্রীগীত-গোবিন্দ-টীকা ('গীতগোবিন্দ-প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি') ; (২১) পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদার টীকা ; (২২) সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা ; (২৩) শ্রীযমুনাষ্টকবিবৃতি ; (২৪) শ্রীমধুরাষ্টক-টীকা ; (২৫) ন্যাসাদেশের টীকা ; (২৬) প্রেমামৃতভাষ্য ; (২৭) শ্রীগোকুলাষ্টক ; (২৮) গুপ্তরস ; (২৯) রীতি-বৃত্তি-লক্ষণ ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ

কর্ণাটের রাজা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীসর্বজ্ঞজগদ্‌গুরু। তাঁহার পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ ; তৎ-পুত্র শ্রীরূপেশ্বর ও শ্রীহরিহর। শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র শ্রীপদ্মনাভ বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীপদ্মনাভের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমুকুন্দ। তৎপুত্র শ্রীকুমারদেব 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে' গিয়া বাস করেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভের নাম প্রসিদ্ধ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র শ্রীশ্রীজীব 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে' আবির্ভূত হন। শ্রীজীবের আবির্ভাবের সময়-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে— ১৪৪৫ শকাব্দ[১] (=১৫২৩ খৃষ্টাব্দ) ; মতান্তরে ১৪৫৫ শকাব্দ[২] (=১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) এবং অপ্রকট কাল ১৫৩০ শকাব্দ (=১৬০৮ খৃষ্টাব্দ) ; অন্য মতে—১৫৪০ শকাব্দ (=১৬১৮ খৃষ্টাব্দ), পৌষী শুক্লা তৃতীয়া।

শ্রীবনমালীলাল গোস্বামীর কথিত 'সেবাপ্রাকট্যনির্ণয়ে'র মত গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ (প্রাকট্য—১৪৪৫ শক) দশ বৎসর বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছেন, জানা যায়। শ্রীভক্তিরত্নাকরে[৩] উল্লিখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপসনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি গ্রামে গমন

১। শ্রীবৃন্দাবনের স্বধামগত বনমালিলাল গোস্বামীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিবরণ অনুসারে

২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার (১২৯২ বঙ্গাব্দ ১৮৮৫ খৃঃ) ২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এবং শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিবরণানুসারে

৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ, ৬৩৮ পদ্য ; ঐ ১ম তরঙ্গ, ৭৯১-৭৯২ পদ্য

করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি গ্রামেই অবস্থান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমন করেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রম করেন। ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্বক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছাত্র শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে,—নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের নিকট যে সকল বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্বভৌম শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রী-জীবের অতিমর্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গুরুদ্বয় নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন[১]। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ১৪৭৬ শকাব্দায় 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীবপাদ ১৫০০ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন[২]।

১। "......সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী। যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্র জীবেনাপি তদাজ্ঞয়া॥ অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কাঽলেখি সহসা, তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।" —(শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণীর উপসংহার)

২। "শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ (১৪৭৬) পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্র-পক্ষৈক (১৫০০) গণিতে তথা॥"—(শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী, উপসংহার)

"কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীবল্লভ ভট্ট নিজকৃত 'তত্ত্বদীপ'-গ্রন্থ শ্রীজীবকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্যও শ্রীজীবের পরামর্শমতে ঐ গ্রন্থের অনেকটা সংশোধন করেন[১]।"

'ভক্তকল্পদ্রুম'-নামক একটি হিন্দী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—একসময় আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গাতীরবর্তী ও রাজপুতনাবাসী সামন্তরাজগণের মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে এক বিতর্ক উঠে। এই বিরোধ-মীমাংসার জন্য আকবর শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকে সাদরে আহ্বান করেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ জানান যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায়ও রাত্রিযাপন করিবেন না। সামন্ত-রাজগণ ঘোড়ায় ডাক বসাইয়া আগ্রা হইতে একদিনেই শ্রীবৃন্দাবনে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শাস্ত্র-যুক্তি-দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, শ্রীগঙ্গা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত ও শ্রীবিষ্ণুশক্তি বটে, কিন্তু শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, সুতরাং তিনি গঙ্গা হইতে রস-তারতম্যে শ্রেষ্ঠ। বাদশাহ ও সামন্তরাজগণ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদকে উপঢৌকন গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। পরে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, যদি তাঁহাদের একান্তই কিছু প্রদান করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বারাণসী হইতে কিছু শাস্ত্র ও পুরাণাদি পুঁথি এবং আগ্রা হইতে কিছু গ্রন্থ লিখিবার কাগজ যেন শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। আকবর বাদশাহ ও রাজন্যবর্গ সকলেই সানন্দে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের এই আদেশ শিরোধার্য করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী যে, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদই প্রথমে আগ্রা হইতে তুলট কাগজ আনাইয়া পুঁথি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্বে ভূর্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতিতেই গ্রন্থ লিখিত হইত।

১। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু'-শীর্ষক প্রবন্ধ, 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' পত্রিকা (১২৯২ বঙ্গাব্দ ১৮৮৫ খৃঃ) ২য় বর্ষ, ২২০-২২১ পৃষ্ঠা

শ্রীভক্তিরত্নাকরের বিবরণ (৪র্থ তরঙ্গ) অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকট করিয়া তাহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদকে প্রদান করেন। সেই শ্রীবিগ্রহ বর্তমানে জয়পুরে আছেন। শ্রীবৃন্দাবনে 'শৃঙ্গার-বটে'র নিকটে শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে এখন সেই শ্রীবিগ্রহের প্রকাশমূর্তি রহিয়াছেন। শ্রীরাধা-দামোদরের শ্রীমন্দিরের একটি কক্ষে বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি বিরাজিত ছিল। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

শ্রীজীবপাদের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধি আছে ঃ—

১। শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণম্ ; ২। গণধাতুসংগ্রহঃ ; ৩। শ্রীগোপাল-বিরুদাবলী ; ৪। শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ ; ৫। শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসবঃ, ৬। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ ; ৭। শ্রীগোপাল-চম্পূঃ ; ৮। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভঃ (ষট্ সন্দর্ভঃ—(১) শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ (২) শ্রীভগবৎসন্দর্ভঃ, (৩) শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভঃ, (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ, (৫) শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ, (৬) শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভঃ) ; ৯। শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ (বৃহৎ ও লঘু) ; ১০। শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ; ১১। শ্রীসর্বসম্বাদিনী ; ১২। শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা-(পঞ্চমাধ্যায়)-টীকা (দিক্‌দর্শিনী) ; ১৩। দুর্গমসঙ্গমনী (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা) ; ১৪। শ্রীলোচনরোচনী (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা) ; ১৫। গায়ত্রীব্যাখ্যা-(অগ্নিপুরাণান্তর্গতা)-বিবৃতিঃ ; ১৬। শ্রীসুখবোধিনী (শ্রীগোপালতাপনী-টীকা) ; ১৭। শ্রীযোগসারস্তোত্র-(শ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গতঃ)-টীকা ; ১৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকা (লঘুঃ) ; ১৯। শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্ন-সমাহার ; ২০। শ্রীরাধিকা-করপদচিহ্ন-সমাহৃতি ২১। শ্রীজাহ্নবাষ্টকম্[১] ; ২২। 'শ্রীশ্রীস্তবমালা' (শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের রচিত ও শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্তৃক সংগৃহীত)।

১। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত Madras Government Oriental Manuscripts Library র পুঁথির তালিকার ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৭১-২ পৃষ্ঠায়

কেহ কেহ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের শ্রীদানকেলিকৌমুদী-নাম্নী ভাণিকার টীকা শ্রীজীবপাদের রচিত বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু এই টীকার উপক্রম বা উপসংহারে টীকার রচয়িতার কোন নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-কৃত 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র টীকার প্রারম্ভে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈর্মদেকশরণৈঃ" প্রভৃতি উক্তি-দর্শনে কেহ কেহ ঐ টীকাকে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর রচিত বলিয়া মনে করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত বলিয়া সংস্কৃত-ভাষায় "শ্রীবৈষ্ণববন্দনা"-নামক একটি বন্দনা বা স্তোত্রের উল্লেখও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শাসনগর্ভে অবস্থিত শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক-আচার্যশিরোমণি। তাঁহার বিরচিত ষট্সন্দর্ভ বা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থই প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ অনুভাষ্য ও বিবৃতি-স্বরূপ। তদ্দ্বারাই সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুশাসিত; তাহা হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইয়া মতান্তর বা সিদ্ধান্তান্তর কল্পনা করিলে তাহা শ্রীজীবপাদের ভাষায় 'কুপথগামিতা' বা শ্রীব্যাস-শুকাদির প্রদর্শিত শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথ, বিপথ, নবীনপথ বা অশ্রৌতপথের আবাহন হইবে।

'শ্রীজাহ্নবাষ্টকম্' নামে একটী স্তোত্র (3053 × নং পুঁথি) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত বলিয়া উল্লিখিত।

শ্রীশ্রীল-কৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামিপাদ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, (আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে) যে স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—তিনি 'ঝামটপুর' গ্রামে অবতীর্ণ হন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার উত্তরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে 'নোলেপুর' নামে একটি গ্রাম আছে; তথা হইতে দুইক্রোশ পশ্চিমে, বর্তমান 'সালার'-নামক রেল-ষ্টেশনের সন্নিহিত 'ঝামটপুর' গ্রাম। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদের পূর্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তথায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের একটি সেবা অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। স্বপ্নে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস ঝামটপুর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রকট-লীলা-কালের শেষমুহূর্ত-পর্যন্ত শ্রীব্রজমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস পিতৃ-মাতৃ-প্রদত্ত কি নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতা, মাতা ও ভ্রাতার কতিপয় নবোদ্ভাবিত নামের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।[১] এই সকল নামের কোন প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ 'কবিরাজ' উপাধি থাকিলেই বৈদ্য-বংশোদ্ভূত বলা যায় না। বৈষ্ণব-মণ্ডলে

১। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-পুস্তকের (ষষ্ঠ সংস্করণ, ৩৩০পৃষ্ঠা) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—মুকুন্দদেব গোস্বামী-নামক শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত 'আনন্দরত্নাবলী-নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন,—'কৃষ্ণদাসকবিরাজ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগীরথ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। কৃষ্ণদাসের যখন ছয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন। কৃষ্ণ-দাসের কনিষ্ঠ শ্যামদাস তখন চারি বৎসরের শিশু। তাঁহাদের মাতা সুনন্দা স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস তাঁহাদের পিসী-মাতার গৃহে পালিত হন।

প্রচারিত যে, শ্রীল কৃষ্ণদাস শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া 'কবিরাজ-গোস্বামী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিপাদ তাঁহার 'মুক্তাচরিতে'র উপসংহারে শ্রীল কৃষ্ণদাসকে 'কবিভূপতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিপাদের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক স্থির নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাঁহার শ্রীচরিতামৃত রচনার কাল-সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত প্রচারিত আছে। কেহ শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদের আবির্ভাবকাল ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ, কেহ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ, কেহ বা ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিপাদের 'মন্ত্রগুরু' বা 'দীক্ষাগুরু' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ২০।৯৭) পদ্যে 'শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শ্রীজীব-চরণ' এবং (অন্ত্য ২০।১৪৫) পদ্যে 'গুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবচরণ।'—শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের এইরূপ উক্তি দেখিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদকেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদের 'দীক্ষাগুরু' বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ তিন অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে অর্থাৎ তিনি নিম্নলিখিত তিনটি গ্রন্থের রচয়িতা—(১) শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, (২) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা'-টীকা ও (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁহার সর্বশেষ রচনা।[২] এই

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (আ ১।১ ; আ ১।৪০, ৪৪ শ্লোকের) শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তি-ঠাকুর-কৃতা টীকা দ্রষ্টব্য।

২। মাদ্রাজের Govt. Oriental Manuscripts Library-র পুঁথির তালিকায় (A Triennial Catalogue of Mss., Ed. by S. Kuppuswami Sastri, Vol. IV, Part 1, Sanskrit A, Madras, 1927) দুইটি স্তোত্র শ্রীকৃষ্ণদাসগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামীর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—

গ্রন্থে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা ও দার্শনিক-সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছেন।

শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীরূপসনাতন-শ্রীজীব-শ্রীরঘুনাথ-প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামীর অনুশাসনগর্ভে অবস্থিত প্রকৃত শ্রৌতমার্গপ্রদর্শক শিষ্যবর্য।
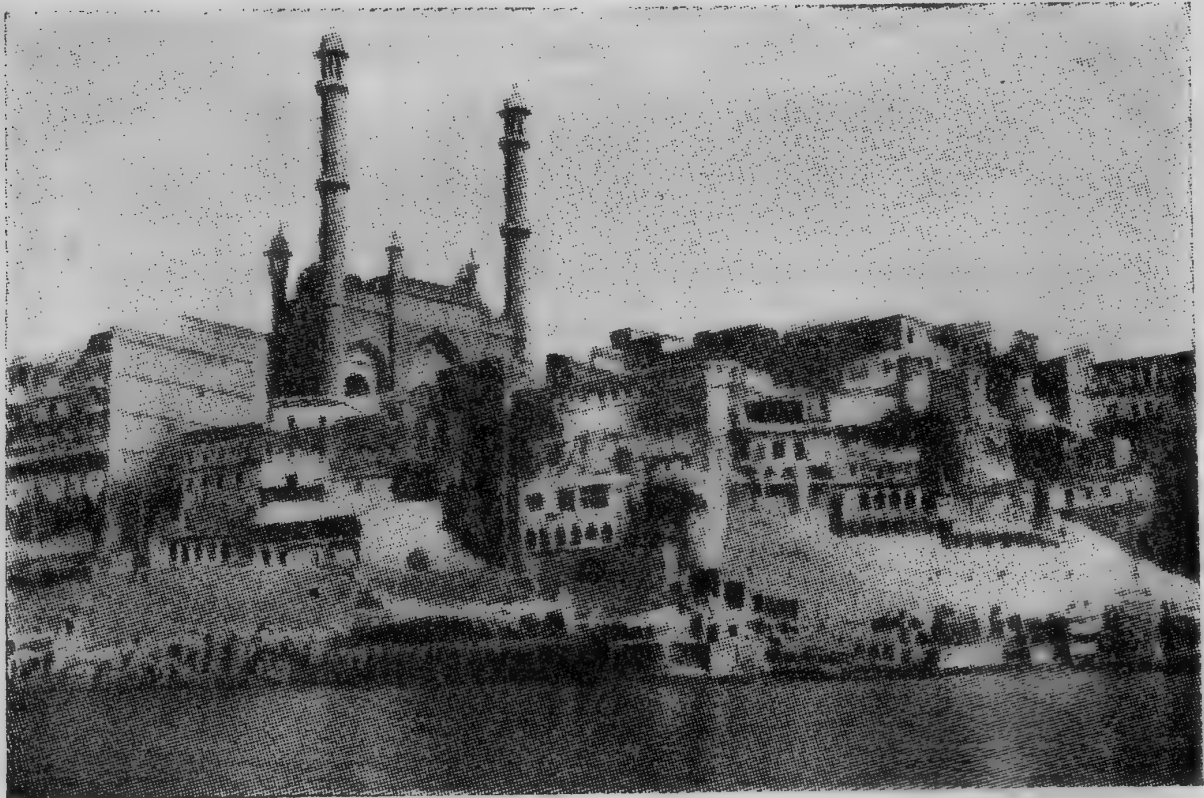
শ্রীকাশীধামে 'পঞ্চগঙ্গা' ঘাটের উপর শ্রীবিন্দুমাধবের মন্দির বিধর্মিনৃপতির আত্ম-বিঘাতক মাৎসর্যে লোকলোচনে অন্যাকারে পরিণত (?) হইয়া 'শ্রীবিন্দুমাধবের ধ্বজা' নামে খ্যাত ; তৎপূর্বে এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব সশিষ্য শ্রীপ্রকাশানন্দসরস্বতীকে কৃপা করেন

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ অভূতপূর্ব কৃপা করিয়া ষড়্‌গোস্বামি-গুরুবর্গের সিদ্ধান্ত-সন্মণি শ্রীচরিতামৃতের মধ্যে বঙ্গভাষায় বিতরণ করিয়াছেন।

R. No. 3053 (a—9) শ্রীকৃষ্ণলীলাক্রমঃ ; R. No. 3050 (o) শ্রীরাধাষ্টকম্।

—স্তোত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপাদের রচিত কিনা, সন্দেহ। উহাতে ছন্দঃপাত ও বর্ণাশুদ্ধি আছে।

এজন্য বঙ্গভাষা ও বঙ্গভূমি ধন্যাতিধন্যা। এই কৃপার কথা জগতের ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ একাধারে সাবরণ লীলাপুরুষোত্তমের লীলা ও দার্শনিক তত্ত্ব যুগপৎ বিবৃত করিয়া বেদান্তের 'লোকবত্তু-লীলাকৈবল্যম্' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩) সূত্রের সমন্বয় সাধনপূর্বক বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত রস-সাহিত্যমুকুটমণিরূপে পূজিত হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও সেইরূপ একাধারে সপরিকর স্বয়ংরূপের লীলাপ্রসঙ্গ ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত অভূতপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত সর্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় সুমধুর পদ্যবন্ধে গ্রথিত করিয়া গৌড়ীয়-রসিক-সম্প্রদায়ের লীলাগর্ভ সার্বভৌম-সিদ্ধান্তবেদরূপে সমাদৃত হইয়াছেন। শ্রীবাদরায়ণের বেদান্তসূত্রে, তাঁহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে, তদনুভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবতসন্দর্ভের ও সর্বসম্বাদিনীর গর্ভকোষে সংরক্ষিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বকে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদই সর্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌরাবতারের মূলপ্রয়োজনবর্ণনকালে শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদের করচাধৃত "রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী" শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এবং শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংলাপে শ্রীরামানন্দপাদকৃত 'পহিলহি রাগ' গীতিতে লীলায়িত ও পরিস্ফুটীকৃত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলাকল্পবৃক্ষের প্রপক্ক ফলরূপে যে বেদান্তবেদ্য 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বটি গুপ্ত ছিল, শ্রীশ্রীস্বরূপরামরায় তাহা গৌড়ীয়-রসিকসম্প্রদায়ের নিকট সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন এবং তাঁহাদেরই অভিন্নহৃদয় শ্রীশ্রীরূপসনাতনপাদ সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ শ্রীভাগবতামৃতে এবং তদনুগত গোস্বামিচতুষ্টয়, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে বিভিন্ন ভাবে আস্বাদন করেন। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ মহাভাব-রসরাজ-মিলিত স্বরূপের লীলাবৈশিষ্ট্য বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবলীলা-মাধুরীর ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের পর্যাবসান বা বিশ্রান্তি যে শ্রী-রামানন্দপাদকৃত গীতিতে ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিঠাকুর

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর ষোড়শ শক-শতাব্দী[১]তে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। বাল্যকালে তিনি দেবগ্রামেই ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার 'সৈদাবাদ গ্রামে গুরুগৃহে[২] ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। শুদ্ধভক্তির পথ প্রদর্শন করায় তিনি বিশ্বের নাথ অর্থাৎ আচার্যরূপে খ্যাত এবং শুদ্ধভক্তগণের 'চক্রে' অর্থাৎ মণ্ডলীতে অবস্থান করায় তাঁহার বিশ্বনাথচক্রবর্তি-আখ্যা হইয়াছিল। এইরূপ একটি প্রবাদ[৩] গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে বহুল প্রচারিত আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুরকে কোন কোন মহানুভব শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের দ্বিতীয় স্বরূপ বা অবতার বলিয়াছেন[৪]। শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থ-সম্বন্ধে একটি উক্তি প্রবাদের মত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে,—"কিরণ, বিন্দু, কণা। এই তিন নিয়ে বৈষ্ণব-পণা॥" শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর একাধারে দার্শনিক আচার্য, রসিকাচার্য, অপ্রাকৃত কবিগুরু এবং ভজনানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য। 'গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব

১। শ্রীচক্রবর্তিঠাকুরের 'স্বরত-কথামৃত' ১৬০০ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে; 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্' ১৬০১ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমায়; শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী' ১৬২৬ শকাব্দার মাঘী শুক্লা ষষ্ঠীতে সমাপ্তা হয়।

২। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত (১৯০৭ খৃ) শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভের শ্রীচক্রবর্তি-ঠাকুরকৃত 'সুবোধিনী' টীকায় ও কয়েকটি হস্তলিখিত পুঁথিতে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—"সৈয়দাবাদ-নিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথশর্মণা। চক্রবর্তীতি-নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥"

৩। "বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ। ভক্তচক্রে বর্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্যা-খ্যয়াভবৎ॥"

৪। 'শ্রীকৃষ্ণদাস'-নামক পদকর্তার শ্রীমাধুর্যকাদম্বিনীর পদ্যানুবাদের উপসংহারে —"কেহ কহেন চক্রবর্তী শ্রীরূপের অবতার। কঠিন যে তত্ত্ব সরল করিতে প্রচার॥"

বিদ্যাভূষণ শ্রীল-চক্রবর্তিঠাকুরের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।[১] শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের স্বকৃতা 'বৈষ্ণবানন্দিনী'-টীকায় শ্রীল-বলদেব বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীসনাতন, শ্রীশ্রীধরস্বামী ও শ্রীচক্রবর্তিঠাকুরের বন্দনা করিয়াছেন[২]। শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের নামান্তর 'শ্রীহরিবল্লভ দাস'। তাঁহার রচিত বা তাঁহার নামে আরোপিত কতিপয় গীতের মধ্যে 'শ্রীহরিবল্লভ দাস' ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, 'রামভদ্র' ও 'রঘুনাথ' নামে তাঁহার দুইজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল-বিশ্বনাথ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু তিনি শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করেন এবং অপ্রকটকাল-পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ ও টীকার উপসংহারে তিনি যে শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া ঐসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর পর্যন্ত শ্রীগুরু-পরম্পরা[৩] এইরূপ—(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, (২) শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু, (৩) শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, (৪) শ্রীশ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তি-ঠাকুর, (৫) শ্রীশ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তি-ঠাকুর, (৬) শ্রীশ্রীল রাধারমণ চক্রবর্তি-ঠাকুর, (৭) শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর সুবিস্তৃত সংস্কৃত ভক্তিসাহিত্যের রচয়িতা। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা যাহা আমরা এপর্যন্ত

১। শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত বেদান্তস্যমন্তকের ভূমিকা (কলিকাতা, সন ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

২। "সনাতন-শ্রীধর-বিশ্বনাথ-দয়ালবঃ সম্প্রতি শক্তিরাশিঃ"—(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম, নিত্যস্বরূপ সং, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৫)

৩। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী-টীকার প্রারম্ভ ও শ্রীস্তবামৃতলহরতী 'শ্রীশ্রীগুরুচরণশরণাষ্টকম্' দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ ; (২) শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা ; (৩) শ্রীপ্রেমসম্পুটম্ ; (৪) শ্রীস্তবামৃত-লহরী-ধৃত-স্তোত্রাবলী,—[(১) শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (২) শ্রীশ্রীমন্ত্রদাতৃ-গুরোরষ্টকম্, (৩) শ্রীশ্রীপরমগুরোরষ্টকম্, (৪) শ্রীশ্রীপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (৫) শ্রীশ্রীপরমপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (৬) শ্রীশ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (৭) শ্রীশ্রী-শচীনন্দনাষ্টকম্, (৮) শ্রীশ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (৯) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (১০) শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (১১) শ্রীশ্রীমদনগোপালদেবাষ্টকম্, (১২) শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবাষ্টকম্, (১৩) শ্রীশ্রীগোপীনাথদেবাষ্টকম্, (১৪) শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ-গোবিন্দাষ্টকম্, (১৫) শ্রীশ্রীস্বয়ংভগবত্ত্বাষ্টকম্, (১৬) শ্রীশ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্, (১৭) শ্রীঅনুরাগবল্লী, (১৮) শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (১৯) শ্রীশ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (২০) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (২১) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (২২) শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী (বিরুদকাব্যম্), (২৩) শ্রীসুরতকথামৃতম্ (আর্যাশতকম্), (২৪) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (২৫) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (২৬) শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্, (২৭) শ্রী-কৃষ্ণকুণ্ডাষ্টকম্, (২৮) শ্রীগীতাবলী (একাদশ-গীতাত্মিকা)] ; (৫) শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতমহাকাব্যম্ ; (৬) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দুঃ ; (৭) শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-কিরণলেশঃ ; (৮) শ্রীভাগবতামৃত-কণা ; (৯) শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা ; (১০) শ্রীঐশ্বর্যকাদম্বিনী (বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য) ; (১১) শ্রীমাধুর্য-কাদম্বিনী ; (১২) শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-চন্দ্রিকা (?) ; (১৩) শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-টীকা ('ভক্তিসার-প্রদর্শিনী') ; (১৪) শ্রীদানকেলিকৌমুদী-টীকা ('মহতী') ; (১৫) শ্রীললিতমাধব-নাটক-টীকা ; (১৬) শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক-টীকা (?) ; (১৭) শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-টীকা ('শ্রীআনন্দচন্দ্রিকা') ; (১৮) হংসদূত-টীকা ; (১৯) শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-টীকা ('শ্রীসুখবর্তনী') ; (২০) শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ-টীকা ('শ্রীসুবোধিনী') ; (২১) শ্রীগোপালতাপনী-টীকা ; (২২) শ্রীব্রহ্মসংহিতা-টীকা (বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য) ; (২৩) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-টীকা ('শ্রীসারার্থবর্ষিণী') ; (২৪) শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা ('শ্রীসারার্থদর্শিনী') ;

(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণ) ; (২৬) শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-টীকা ; (২৭) 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একটি পদসঙ্কলন-গ্রন্থ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন, —'ইহাই প্রথম পদ-সঙ্কলন-গ্রন্থ। ইহাতে 'হরিবল্লভ' বা 'বল্লভ'-ভণিতায় চক্রবর্তি-ঠাকুরের রচিত কতকগুলি ব্রজবুলি-পদ আছে।'

শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় রেমুণার নিকটে কোন গ্রামে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৮৬ শকাব্দায় (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন[১] ; অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে) পরেও তিনি প্রকট ছিলেন।

শ্রীবলদেব চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্‌বসতিস্থলে ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদ অধ্যয়নের পর মহীশূরে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি তত্ত্ববাদি-দিগের মঠে গিয়া তাঁহাদের শিষ্য ও তৎ-সম্প্রাদয়ভুক্ত হন। শ্রীবলদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ তদানীন্তন পণ্ডিত-মণ্ডলীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তত্ত্ববাদিমঠে অবস্থান করেন।

১। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালার 'উৎকলিকাবল্লরী'-নামক স্তবের 'স্তবমালা-বিভূষণ'-টীকার উপসংহারে শ্রীবলদেব—"ষড়শীত্যুত্তর-ষোড়শশতীগণিতে তস্য (১৬৮৬) শাকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ।"—এইরূপ লিখিয়াছেন। (শ্রীস্তবমালা শ্রীবলদেববিরচিত-ভাষ্যসমেতা ; মুম্বই নির্ণয়সাগর সং, ১৯০৩ খৃঃ)

কিছুকাল পরে শ্রীরসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকটে শ্রীষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন[১]।

"জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায় ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গোলযোগ বাধে[২]। গোলযোগের কারণ এই যে, দিল্লীশ্বরের অত্যাচারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউকে জয়পুররাজ আপন বাটীতে লইয়া রাখেন এবং গৌড়েশ্বর-পরিবারের পূজারীগণকে তাঁহার সেবা-কারণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন গল্‌তা গাদীর শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কথাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত পূজারীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কোন্ সম্প্রদায়?" পূজারীগণ উত্তর করিলেন, "আমরা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়।" ইহা শুনিয়া শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ বলিলেন, "শ্রীরামানুজ, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য এই চারি সম্প্রদায় চিরপ্রসিদ্ধ। 'কৃষ্ণ-চৈতন্য-সম্প্রদায়' আবার কোথা হইতে আসিল?" শ্রীবৃন্দাবনস্থ সমুদায় গোস্বামী, মহান্ত, অধিকারী ও বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া বিদ্যাভূষণকে উপযুক্ত স্থির করিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন। বিদ্যাভূষণ জয়পুরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দিয়া তাহার উত্তর করেন। মহারাজ বলিলেন, আমি বেদের প্রমাণ ভিন্ন মানিব না। সভাস্থলে বিচার আরম্ভ হইল, পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইয়া সকলে একমত হইয়া বিদ্যাভূষণকে কহিলেন,

---

১। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকা 'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক' প্রবন্ধ (৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ)।

২। শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকা, ২য় বর্ষ (১২৯২ বঙ্গাব্দ)—শ্রীরসিকানন্দ মুরারি-বংশোদ্ভব শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব-গোস্বামি-রচিত "শ্রীযুক্ত বলদেববিদ্যাভূষণের জীবনী"-শীর্ষক প্রবন্ধাংশ।

আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ; কিন্তু প্রথমে শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতার ভাষ্য করিয়া নিজ মতের স্থায়ী করণানন্তর শ্রীরামানুজ, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য ঐ তিন গ্রন্থের ভাষ্য করিয়া নিজ নিজ মতের স্থৈর্য বিধান করিয়াছেন। যে পর্যন্ত আপনি ঐ তিন গ্রন্থের ভাষ্য দেখাইতে না পারেন, সে পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়কে পঞ্চম সম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিতে পারি না; মহারাজও ঐ কথায় সায় দিলেন। বিদ্যাভূষণ শুনিয়া অসম্ভব মনে করিলেন এবং দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীগোবিন্দ স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি বহুদিবস হইতে ক্রমাগত শাস্ত্র বিচার করিয়া পীড়িত হইয়াছি; অন্ততঃ তিনমাস অবসর না দিলে আমি ঐ কার্য সম্পাদন করিতে পারিব না। বিদ্যাভূষণ রাজসভা হইতে উঠিয়া বাসায় গিয়া আহারাদি না করিয়াই শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে গমন করত তথায় শ্রীগোবিন্দজীউর শরণ লইতে লাগিলেন। কয়েক দিন গত হইলে একদিন শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ আজ্ঞা করিলেন, "কুরু কুরু"। এইরূপ অস্পষ্ট আজ্ঞায় বিদ্যাভূষণের সংশয় মিটিল না। তিনি পূর্ববৎ তথায় পড়িয়া থাকিলেন। আবার আজ্ঞা হইল "কুরু তব ভবিষ্যতি"। এবারেও তাঁহার সন্দেহ ত্যাগ হইল না, তিনি পুনঃ সেই-রূপ শ্রীশ্রীজীউর শরণ লইতে লাগিলেন। এইবারে আজ্ঞা হইল "ব্রহ্ম-সূত্রাণি ব্যাচক্ষ, তদ্ভাষ্যং তে সেৎস্যতি।" বিদ্যাভূষণ এবারে স্পষ্টতঃ আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে শ্রীগোবিন্দভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। কয়েক দিবসে উক্ত ভাষ্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীভগবদ্গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য লিখেন। অনন্তর উক্ত গ্রন্থত্রয় লইয়া রাজসভায় গমনপূর্বক সভামধ্যে ভাষ্যত্রয় প্রকাশ করায় সকলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়কে সর্বোৎকৃষ্ট পঞ্চম বৈষ্ণবসম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিলেন; পূর্বতন পূজারীগণকে পুনরায় শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। এই সময়েই

বিদ্যাভূষণকে জয়পুরাধিপতি বহু সম্মানের সহিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ নাম প্রদান করেন। কথিত আছে যে, উল্লিখিত বিচার আরম্ভকালে জয়পুরের পণ্ডিতগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন পরাস্ত হইলে বিদ্যাভূষণের
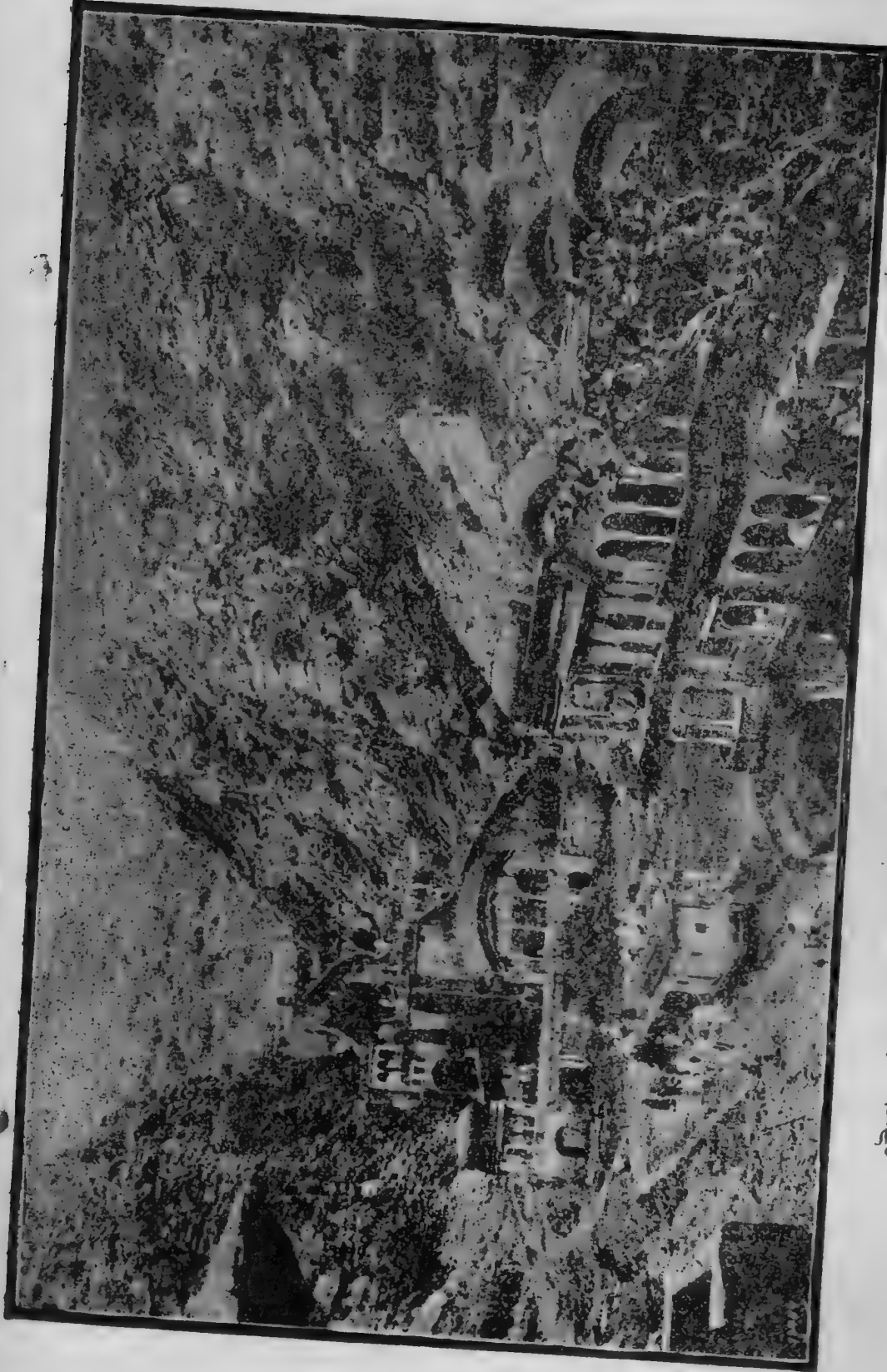
এইস্থানে 'গলতার গাদী'-নামক শ্রীরামানুজীয় বা শ্রীরামানন্দীয় সাম্প্রদায়িকপীঠে শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু বিচার-সভায় জয়ী হন

শিষ্যত্ব স্বীকার করিবেন। এক্ষণে পরাজিত হইয়া শিষ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিদ্যাভূষণ বিনয়নম্রভাবে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া "গোপাল-জীউর আরাত্রিক অগ্রে হইবে" কেবল এইমাত্র স্ববাক্য স্থায়ী রাখিলেন। অতঃপর মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন-পূর্বক সকলের নিকট আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় সকলে বিদ্যাভূষণকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তদনন্তর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী-জীউর আজ্ঞা-মতে উক্ত গোস্বামীর সেব্য শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত শ্রীশ্রী-শ্যামসুন্দরজীউর সেবাকার্য নির্বাহের জন্য মহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ও ইতঃপূর্বে তিনি সিদ্ধান্ত-রত্নমালা, প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক, দুর্মুখচপেটীকা, শতদূষণী, বিষ্ণু-পীঠক (বা ভাষ্যপীঠক), সহস্রনামভাষ্য, স্তবমালা-টীকা, লঘুভাগবতামৃত-টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে যেগুলি ইতঃপূর্বে (অর্থাৎ জয়পুর সভাজয়ের পূর্বে) রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে দামোদর বিপ্র-রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ইহা ছাড়া বিদ্যাভূষণ শ্রীভাগবতেরও একটি টীকা করিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে বড় চলিত নাই। ষট্‌সন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভের টীকা করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার তিরোভাব হইল। বিদ্যাভূষণের তিরোভাব প্রায় এক শত বৎসরের ন্যূন হইবে। বিদ্যাভূষণকে দেখিয়াছেন, এরূপ লোকও বর্তমান আছেন।"

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহোদয়ের সম্পাদিত[১] বেদান্তস্যমন্তক-গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—

"জয়পুর রাজ্যান্তর্গত গল্‌তা নামক গাদির কতকগুলি অন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আসিয়া রাজাকে কহিলেন যে, গৌড়ীয়দিগের সেবাধিকার দেওয়া

১। কলিকাতা, ৪নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসত্যচরণ বসাক এণ্ড কোং প্রকাশিত ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে-হেতু তাঁহাদের সম্প্রদায়ে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নাই, সুতরাং তাঁহারা অসাম্প্রদায়িবৈষ্ণব, তাঁহাদের শ্রীগোপাল-সেবার অধিকার নাই। এই সকল বিষয়ের বিচার করিবার জন্য জয়পুরাধিপতি একটি পণ্ডিত-সভার আহ্বান করিলেন। শ্রীধামবৃন্দাবনে সংবাদ আসিল গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা, ইহার বিচার করিতে হইবে ; যদি তাঁহারা চারি সম্প্রদায়ের বাহিরের বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহারা জয়পুর বা শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতির কোন সেবারই অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না ; আপাততঃ তাঁহারা যে সকল সেবার অধিকারী আছেন, তাঁহারা সে অধিকার হইতেও বিচ্যুত হইবেন। তখন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য, তিনি বার্ধক্যহেতু এরূপ অশক্ত হইয়াছিলেন যে, সেকালের দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া জয়পুর প্রদেশে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য, তাই তাঁহার প্রধান ছাত্র বলদেবকে অগ্রণী করিয়া কতিপয় বৈষ্ণবসহ তাঁহাকে জয়পুর পাঠান হইল। বলদেব তখন নব্য, সুতরাং উৎসাহের সহিত জয়পুর গমন করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ; শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভাদিগ্রন্থই তাহার প্রমাণ। ইহাতে সকলের মন উঠিল না, নিজের ভাষ্য ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ই হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলেন, বলদেবও ভাষ্য দেখাইতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে আসিয়া এই সকল কথা শ্রীগোবিন্দদেবকে জানাইলেন। তাহাতে বলদেবকে স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন, "তুমি ভাষ্য প্রণয়ন কর, আমি তাহার সহায় হইব" বলদেব এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্যের শেষভাগে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দস্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥

পণ্ডিত-সভায় এই ভাষ্য প্রদর্শিত হইলে, তখন সকল বৈষ্ণবগণই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সময় হইতেই জয়পুর, গল্‌তা, করৌলি এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের সেবাধিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দেরই দৃঢ়ীকৃত হইল।"

শ্রীবলদেব বিরক্ত শ্রীপীতাম্বরদাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ (শ্রীরসিকানন্দের পৌত্র), শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। শ্রীবলদেব পরে বিরক্ত বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে একান্তি-গোবিন্দ-দাস নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীবলদেবের দুইজন প্রধান শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধরদাস ও শ্রীনন্দনমিশ্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়— ১। শ্রীগোবিন্দভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য); ২। সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক); ৩। বেদান্তস্যমন্তকঃ[১]; ৪। প্রমেয়রত্নাবলী; ৫। সিদ্ধান্তদর্পণ; ৬। সাহিত্যকৌমুদী; ৭। কাব্যকৌস্তুভ; ৮। ব্যাকরণকৌমুদী[২]; ৯। পদকৌস্তুভ; ১০। বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের

১। বেদান্তস্যমন্তক—কেহ কেহ শ্রীরাধাদামোদরের রচিত বলেন।

২। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

টীকা); ১১। গোপালতাপনী-ভাষ্য; ১২। ঈশাদি-দশোপনিষদ্-ভাষ্য[১]; ১৩। শ্রীগীতাভূষণ-ভাষ্য; ১৪। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা); ১৫। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত-টিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা'; ১৬। তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা; ১৭। স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য (শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার); ১৮। নাটকচন্দ্রিকা-টীকা (দুষ্প্রাপ্য); ১৯। ছন্দকৌস্তুভ-ভাষ্য; ২০। শ্রীশ্যামানন্দ-শতক-টীকা; ২১। চন্দ্রালোক-টীকা (দুষ্প্রাপ্য)[২]; ২২। সাহিত্যকৌমুদী-টীকা—কৃষ্ণানন্দিনী; ২৩। শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকা—'সূক্ষ্মা'[৩]; ২৪। সিদ্ধান্তরত্ন-টীকা—'সূক্ষ্মা'[৪]।

১। ঈশোপনিষদ্ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য দুষ্প্রাপ্য।

২। 'পীযূষবর্ষ'-উপাধিক জয়দেবকৃত-চন্দ্রালোকের (অলঙ্কারগ্রন্থ) টীকা—এই জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দকার নহেন।

৩-৪। গোবিন্দভাষ্যের সিদ্ধান্তরত্নের সূক্ষ্মা-টীকা ও সূক্ষ্মা-টীকার রচয়িতার কোন নামোল্লেখ নাই, তবে উভয় টীকার রচয়িতা একই ব্যক্তি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে, যেহেতু উভয় টীকার উপক্রমেই একইরূপ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয় —"আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্গ্রন্থবিস্তরে। গোবিন্দভাষ্যে (সিদ্ধান্তরত্নে) সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ॥" তাৎপর্য এই যে,—আলস্যহেতু সাধারণ ব্যক্তিগণ বিস্তৃতগ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তিরহিত হইতে পারে মনে করিয়া আমি গোবিন্দভাষ্যে বা সিদ্ধান্তরত্নে সূক্ষ্মা-নাম্নী সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী রচনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংস্কৃত গ্রন্থপঞ্জী

[অর্থাৎ এই গ্রন্থ-রচনাকালে যে সকল গ্রন্থাদি হইতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, উহাদের তালিকা]

অণুভাষ্যম্ (সটীকম্)—শ্রীমন্মধ্বাচার্য-বিরচিত ; শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব-পরবিদ্যাভূষণ-গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

অণুভাষ্যম্—শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত ; মূলচন্দ্রতুলসীদাস তেলীবালা-কৃত ইংরেজী ভূমিকা-সহ, নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণ ; শ্রীপুরুষোত্তমজী-বিরচিত 'ভাষ্যপ্রকাশ'-টীকাসহ ; কাশী বিদ্যাবিলাস প্রেস্ সং, ১৯০৭ খৃঃ।

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিঃ—কাশ্মীরক-শ্রীসদানন্দযতিকৃত ; মঃ মঃ শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ও শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ-সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অদ্বৈতমকরন্দঃ—শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত ; মাদ্রাজ।

অদ্বৈতমার্তণ্ডঃ—শ্রীঅনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রি-কৃত ; কলিকাতা।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ—শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী-কৃত ; রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, খৃঃ ১৯৩১।

অদ্বৈতাক্ষরমালিকা—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 'অদ্বৈত-সভা'য় পঠিত এক-পঞ্চাশৎ-প্রবন্ধ-সংগ্রহ, কুম্ভঘোণম্, ১৯৪৬ খৃঃ।

অনুব্যাখ্যানম্—শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত ; বোম্বাই।

অর্থপঞ্চকম্—রামানুজীয়-শ্রীলোকাচার্য-কৃত, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩০৩।

অষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ—নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয়, বোম্বাই, ১৯৩২ খৃঃ।

আম্নায়-সূত্রম্—শ্রীল-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত, বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

আর্যবিদ্যাসুধাকরঃ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত-সম্পাদিত, লাহোর, ১৯২৩ খৃঃ।

আস্তিক্যদর্শনম্ (প্রথমঃ পাদঃ)—শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ-দেবগোস্বামি-বিরচিত, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, ১৯৫১ খৃঃ।

(শ্রী)উজ্জ্বলনীলমণিঃ—শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ ; নির্ণয়সাগর প্রেস্, বোম্বাই ; শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত, বহরমপুর।

উপনিষৎ—শ্রীসীতানাথতত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত।

উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী (তিন খণ্ড)—'উদ্বোধন'-কার্যালয়-প্রকাশিত, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮।

উপনিষদ্‌বাক্যমহাকোষঃ (দুই খণ্ড)—গজানন সাধলে শাস্ত্রি-সঙ্কলিত, গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস্, বোম্বাই, ১৯৪০-৪১ খৃঃ।

কাশীবিদ্যাসুধানিধিঃ (বা 'পণ্ডিত'-পত্রিকা)—কাশী হইতে প্রকাশিত।

(শ্রী)কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ (টীকাত্রয়-সহিতম্)—শ্রীলীলাশুক-বিরচিত ; ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে-সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খৃঃ।

(শ্রী)কৃষ্ণভজনামৃতম্—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর-বিরচিত, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪২ খৃঃ।

(শ্রী)কৃষ্ণসংহিতা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত ; বঙ্গাব্দ ১২৮৭, ১৩১০।

(শ্রী)কৃষ্ণসন্দর্ভঃ—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত (পুঁথি—শ্রীবৃন্দাবন) ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত, শকাব্দ ১৮২২ ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ।

ক্রমদীপিকা—শ্রীকেশবভট্ট-বিরচিত ; চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, কাশী।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষকৃত ; কাশী।

(শ্রী)গোপালতাপনী-টীকা—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৯ খৃঃ।

(শ্রীমদ্)গোপালপূর্বতাপিন্যুপনিষৎ—শ্রীহরিশঙ্কর শাস্ত্রি-সম্পাদিত, বোম্বাই, সংবৎ ১৯৮৪।

(শ্রী)গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ ; ইংরেজী অনুবাদ—শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব, ২য় সংস্করণ, পাণিনি অফিস্, এলাহাবাদ, ১৯৩৪ খৃঃ। ঐ পুঁথি—গভর্ণমেণ্ট্ ওরিয়েণ্ট্যাল্ ম্যানাস্ক্রিপ্ট্স্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, আর্ নং ২৯৯০।

(শ্রী)গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—শ্রীকবিকর্ণপূর-বিরচিত ; বহরমপুর, ১ম সংস্করণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪০১ ; ২য় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০০ ; শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, অম্বিকা কাল্না, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৬।

চতুঃসূত্রী-ভাষ্যম্—শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত, টীকাদ্বয়-সহিত ; ডক্টর বি, এন্, কৃষ্ণমূর্তি শর্ম-সম্পাদিত, মাদ্রাজ, ১৯৩৪ খৃঃ।

চতুর্বিংশতিমতসংগ্রহঃ—শ্রীভট্টোজী-দীক্ষিত-কৃত, পণ্ডিত দেবীদত্ত-সম্পাদিত, কাশী।

(শ্রী)চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ (আনন্দি-কৃত টীকাসহ)—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-প্রণীত ; বহরমপুর, ৩য় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

(শ্রী)চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্—শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামি-প্রণীত ; নির্ণয়সাগর প্রেস্ সংস্করণ, কাব্যমালা ৮৭, ১৯১৭ খৃঃ ; বহরমপুর সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১।

জীবন্মুক্তিবিবেকঃ—শ্রীবিদ্যারণ্য-কৃত ; পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও টি, আর্, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ-সহ সম্পাদিত, আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ১৯৩৫ খৃঃ।

তত্ত্বটীকা—শ্রীরঙ্গরামানুজ-কৃত-টীকাসহিতা ; শ্রীশঠকোপ-যতীন্দ্র মহা-দেশিক-সম্পাদিত, মাদ্রাজ, ১৯৩৮ খৃঃ।

তত্ত্বত্রয়ম্—রামানুজীয়-শ্রীলোকাচার্য-কৃত ; শ্রীমদ্বরবরমুনিস্বামি-নিবদ্ধ-ভাষ্যোপবৃংহিত, চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কাশী।

তত্ত্বপ্রকাশিকা (শ্রীমন্মধ্বাচার্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের টীকা)—শ্রীজয়-তীর্থস্বামিকৃতা, বোম্বাই।

তত্ত্বমুক্তাকলাপঃ—শ্রীবেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক-কৃত ; ডি, শ্রীনিবাসাচার্য ও এস্, নরসিংহাচার্য-সম্পাদিত, ১৯৩৩।

তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী—কবিপূর্ণানন্দ-বিরচিত ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩০১।

তত্ত্ববিবেকঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত, বঙ্গাব্দ ১৩০০।

তত্ত্বসন্দর্ভঃ—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত, শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ-কৃত টীকা-সহিত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত, শকাব্দ ১৮২২ ; শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩ ; শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা-সহিত, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ।

তত্ত্বসূত্রম্—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত, বঙ্গাব্দ ১৩০১।

তত্ত্বার্থদীপঃ—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত-প্রকাশাখ্য-ব্যাখ্যা-সহিত ; নির্ণয়সাগর প্রেস্, বোম্বাই ১৯০৪ খৃঃ।

তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধঃ—শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত ; শ্রীপুরুষোত্তমজী-কৃত টীকা-সহ কাশী-সংস্করণ ; 'প্রকাশ'-ব্যাখ্যাসহ, হরিশঙ্কর ওঙ্কারজী শাস্ত্রি-সম্পাদিত, অধ্যক্ষ জে, জি, শা কৃত ইংরেজী ভূমিকা ও টীকাসহ, দুই খণ্ড, বোম্বাই, ১৯৪৩ খৃঃ।

তর্কতাণ্ডবম্—শ্রীব্যাসতীর্থকৃত; ভি, মাধবাচার্য-সম্পাদিত, চারি খণ্ড, মহীশূর, ১৯৪২ খৃঃ।

তর্কভাষা—শ্রীকেশবমিশ্র-কৃতা; এন্, এন্, কুলকর্ণী-সম্পাদিত, পুণা, ১৯৪৩ খৃঃ।

তর্কসংগ্রহঃ—শ্রীঅন্নম্ভট্ট-কৃত; ডি, ভি, গোখলে-সম্পাদিত, পুণা।

দশোপনিষদঃ (১ম ও ২য় খণ্ড)—আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত, ১৯৩৫-৩৬ খৃঃ।

দৃগ্দৃশ্যবিবেকঃ—স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ-সহ, মহীশূর।

দ্বৈতনির্ণয়সিদ্ধান্ত-সংগ্রহঃ—ভানুভট্টকৃত; পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ শুক্ল-সম্পাদিত, প্রয়াগ, ১৯৩৭ খৃঃ।

দ্বৈতাদ্বৈতবিবেকঃ—শ্রীভগীরথ শর্ম-বিরচিত, গৌতম ঋষি আশ্রম, বৃন্দাবন, ১৯৪৫ খৃঃ।

দ্বৈতাধ্বকণ্টকোদ্ধারঃ—ডক্টর আর্, নাগরাজ শর্মা, কুম্ভঘোণম্, ১৯৪৩ খৃঃ।

(শ্রী)নারদপঞ্চরাত্রম্—বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই।

(শ্রী)নারদভক্তিসূত্রম্ (মূলমাত্র)—গোরক্ষপুর।

(শ্রী)নিম্বার্কাচার্যস্তন্মতঞ্চ—পণ্ডিত কিশোরীদাস শাস্ত্রী, ব্রহ্মপ্রেস্, ইটাবা।

নির্ণয়সিন্ধুঃ—কমলাকরভট্ট-কৃত; নবলকিশোর প্রেস্, লক্ষ্ণৌ, ১৮৮৮ খৃঃ।

(শ্রী)নৃসিংহপূর্বতাপনী—মহেশচন্দ্র পাল সংস্করণ, শকাব্দ ১৮১১।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ—উদয়নাচার্য-কৃত, বীররাঘবাচার্য-শিরোমণি-সম্পাদিত, তিরুপতি, ১৯৪১ খৃঃ; স্বামী রবিতীর্থ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ-সহ, মাদ্রাজ, ১৯৪৬ খৃঃ।

ন্যায়কোষঃ—মঃ মঃ ভীমাচার্য ঝলকীকর-সঙ্কলিত, মঃ মঃ বাসুদেব

শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সংশোধিত ও সম্পাদিত, ভাণ্ডারকর-প্রাচ্য-গবেষণাগার, পুণা, ১৯২৮ খৃঃ।

ন্যায়দর্শনম্—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

ন্যায়মঞ্জরী—জয়ন্তভট্ট-কৃতা ; পঞ্চানন তর্কবাগীশ-সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত।

ন্যায়রক্ষামণিঃ—অপ্পয়দীক্ষিত-কৃত, মাদ্রাজ।

ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনম্—বেঙ্কটনাথদেশিক-কৃত, কাশী।

ন্যায়ামৃতম্—শ্রীব্যাসতীর্থ-কৃত ; শ্রীনিবাসকৃত 'ন্যায়ামৃত-প্রকাশ'-টীকা-সহিত ; কুম্ভঘোণস্থ টি, আর্, কৃষ্ণাচার্য-প্রকাশিত, নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয়, বোম্বাই, ১৯০৮ খৃঃ।

ন্যায়ামৃতলহরী—ডক্টর্ আর্, নাগরাজ শর্মা।

ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী (শ্রীব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃত' ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত 'অদ্বৈতসিদ্ধি')—'তরঙ্গিণী,' 'ন্যায়ামৃতকণ্টকোদ্ধার', 'সিদ্ধিব্যাখ্যা,' 'গৌড়ব্রহ্মানন্দী' বা 'লঘুচন্দ্রিকা', 'ন্যায়ামৃতসৌগন্ধ্য' 'বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী' ও 'সৌগন্ধ্যবিমর্শ' নামক সপ্তটীকোপেত মহামহোপাধ্যায় বেদান্তবিশারদ অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রি-সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯৩৪ খৃঃ।

পঞ্চদশী—শ্রীমদ্‌বিদ্যারণ্যস্বামি-কৃতা, বঙ্গবাসী-সং, বঙ্গাব্দ ১৩১১।

পদ্ধতিত্রয়ম্—(শ্রীগোপালগুরুগোস্বামি-শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামি-শ্রীকৃষ্ণদাস তাতপাদানাম্, শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা-পরিশিষ্ট-সমেতম্)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয়-সম্পাদিত, শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৩

(শ্রী)পদ্যাবলী—শ্রীশ্রীল-রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৬ খৃঃ।

পরপক্ষগিরিবজ্রঃ—মাধবমুকুন্দকৃত ; নিত্যস্বরূপব্রহ্মচারি-সম্পাদিত।

(শ্রী)পরমাত্মসন্দর্ভঃ—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত; শকাব্দ ১৮২২; রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদ, বহরমপুর, বঙ্গাব্দ ১২৯৯; রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৫০ খৃঃ।

পাতঞ্জল-যোগদর্শন (কপিলাশ্রমীয়)—হরিহরানন্দ আরণ্য, শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খৃঃ।

পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদা—শ্রীবল্লভাচার্য-কৃতা, বোম্বাই।

পুষ্টিমার্গীয়স্তোত্ররত্নাকরঃ—হরিদাস-সংস্কৃতগ্রন্থমালা ৮, কাশী।

পুর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্—মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভঘোণম্ হইতে প্রকাশিত; মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত, কলিকাতা, শকাব্দ ১৮০৮; এস্ সুব্বা রাও কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৩৬ খৃঃ।

প্রপন্নামৃতম্—অনন্তাচার্য-বিরচিত; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই, সংবৎ ১৯৬৪, শক ১৮২৯।

প্রমেয়রত্নার্ণবঃ—বালকৃষ্ণ ভট্ট-বিরচিত; রত্নগোপাল ভট্ট-সম্পাদিত, চোখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কাশী, ১৯০৬ খৃঃ।

প্রমেয়রত্নাবলী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃতা, (শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ-কৃতা 'কান্তিমালা' টীকাসহ) শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিসম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪; শ্রীরাধারমণ-মন্দিরস্থ শ্রীদীনবন্ধুদাস-কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সং, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৫; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামিপ্রভুপাদ-সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৯; অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯২৭ খৃঃ।

প্রস্থানরত্নাকরঃ—শ্রীপুরুষোত্তমজী মহারাজ-বিরচিত, চৌখাম্বা, কাশী।

(শ্রী)প্রীতিসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিসম্পাদিত, শকাব্দ ১৮২২ ; প্রাণগোপাল গোস্বামি সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৪ ।

(শ্রী)ব্রহ্মসংহিতা (পঞ্চমাধ্যায়ঃ)—'প্রকাশনী'-নাম্নী বাংলা বৃত্তিসহ শ্রীজীবপাদকৃত টীকাসহ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩০৪ ; শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-প্রভুপাদ সম্পাদিত ২য় সংস্করণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২ (তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদসহ) আর্থার্ আভালন্ সম্পাদিত, কলিকাতা, সংবৎ ১৯৮৫ ।

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ—আচার্য মণ্ডনমিশ্র-কৃতা ; মহামহোপাধ্যায় কুপ্পু স্বামী শাস্ত্রি সম্পাদিত, মাদ্রাজ।

ব্রহ্মসূত্রম্—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ-সম্পাদিত, মায়াবতী, ১৯৪৮ খৃঃ ।

ব্রহ্মসূত্র-ভাস্করভাষ্যম্—ভাস্করাচার্যকৃত-চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, কাশী

ব্রহ্মসূত্রম্ (শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্যসমেতম্)—হরিদাসবিদ্যাবাগীশ-সঙ্কলিত ও বঙ্গভাষায় অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যম্ (বার্তিকাদি-ব্যাখ্যোপব্যাখ্যাপঞ্চকোপেতম্)—মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রি-সম্পাদিত, কলিকাতা।

ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যম্—'প্রকটার্থ বিবরণ'-সহ ; টি, আর্, চিন্তামণি সম্পাদিত, মাদ্রাজ।

(শ্রী)ভক্তিরত্নাবলী—শ্রীবিষ্ণুপুরীকৃত ; বলাইচাঁদ গোস্বামী অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯ ।

(শ্রী)ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ ; টীকাত্রয়সহ শ্রীহরিদাসদাস বাবাজী মহাশয়-সম্পাদিত ; গোস্বামি-দামোদর লাল-শাস্ত্রি-সম্পাদিত, কাশী-সংস্করণ।

(শ্রী)ভক্তিবর্ধিনী—শ্রীবল্লভাচার্য-প্রণীত, কাশী।

(শ্রী)ভক্তিসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত, শকাব্দ ১৮২২ ; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুর-সম্পাদিত, গৌরাব্দ ৪৩৮ ; 'মাধুকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত, অধ্যাপক ভূষণচন্দ্র দাস, এম্-এ, সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩২৯-৩২ ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামিসম্পাদিত, শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৪।

(শ্রী)ভক্তিসাগরঃ—শ্রীনারায়ণ ভট্ট-বিরচিত ; কাশী।

ভক্তিসূত্রাণি—শাণ্ডিল্যকৃত ; স্বপ্নেশ্বর-কৃত টীকাসহ, পাণিনি অফিস্, এলাহাবাদ।

ভক্ত্যধিকরণমালা—শ্রীনারায়ণতীর্থকৃতা ; প্রয়াগ।

(শ্রী)ভগবৎসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিসম্পাদিত, শকাব্দ ১৮২২ ; সত্যানান্দ গোস্বামি-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ।

(শ্রী)মদ্‌ভগবদ্গীতা—শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত (তিন খণ্ড) ; শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত 'সুবোধিনী' টীকাসহ, গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত, ২য় সং, গৌরাব্দ ৪৬০ ; শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত টীকা, শ্রীমহাদেবশাস্ত্রি-সম্পাদিত, মাদ্রাজ, ১৯৪৭ খৃঃ।

(শ্রী)ভগবদ্গীতা—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত 'সারার্থবর্ষিণী' টীকাসহ, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিসম্পাদিত, ৩য় সং ; শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'গীতাভূষণ' ভাষ্যসহ, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিসম্পাদিত, ৩য় সং, গৌরাব্দ ৪৪৬ ; জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রিসম্পাদিত, গণ্ডাল, কাথিয়াবাড়, ১৯৩৭ খৃঃ ; ডক্টর্ এস্, কে, বেলবলকর-সম্পাদিত, ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণাগার-প্রকাশিত, পুণা, ১৯৪৫ খৃঃ।

ভগবদ্গীতা ভারতীয়দর্শনানি চ—মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী
ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই।

ভগবদ্ভক্তিরসায়নম্—মধুসূদন সরস্বতীকৃত।

ভগবদ্বিষয়ঃ (শ্রীশঠকোপমুনিকৃতায়াঃ সহস্রগীতের্ব্যাখ্যানরূপঃ শ্রীকৃষ্ণ
পাদস্বামি-বিরচিতঃ)—শ্রীপরাঙ্কুশাচার্যশাস্ত্রি-সংশোধিত ; পূর্বাধ
ও উত্তরার্ধ ; মথুরা, সংবৎ ১৯৯৬-৯৭ ; ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দ।

ভগবন্নামকৌমুদী—শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত ; গোস্বামি-দামোদরলাল শাস্ত্রি
সম্পাদিত, 'অচ্যুতগ্রন্থমালা', কাশী।

ভাগবত-তাৎপর্যনির্ণয়ঃ—শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত ; কুম্ভঘোণম্ সং, শকা
১৮৩২ ; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ-সম্পাদি
সভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৭।

(শ্রীমদ্) ভাগবতম্ (তিন খণ্ড, মূল ও সূচী)—শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি
সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৫২।

(শ্রীমদ্) ভাগবতম্—শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ বঙ্গবাসী স
কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩০৯ ; ৫ম সং—বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ ; মূলমা
গীতা প্রেস্, গোরখপুর ; বহরমপুর সং—বঙ্গাব্দ ১৩০৪ ; নি
স্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত সং ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং—কলিকা
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৭ ; ১০ম স্কন্দ, কাশিমবাজার সং—শ্রীচৈতন্য
৪২৫।

(শ্রীমদ্) ভাগবতানুক্রমণিকা—কুম্ভঘোণস্থ শ্রীমধ্ববিলাস পুস্ত
লয়ের সত্বাধিকারী টি, আর, কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, মাদ্র
১৯৩২ খৃঃ।

ভামতী—শ্রীবাচস্পতি মিশ্র-কৃতা ; ইংরেজী অনুবাদ সহ ডক্টর কু
রাজা ও সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মাদ্রাজ, ১৯৩৩ খৃঃ।

ভাবার্থদীপিকা (শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবত টীকা)—শ্রীমৎ-পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত; ১৯৪৭ খৃঃ।

ভাষাপরিচ্ছেদঃ—'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' সহিত; স্বামী মাধবানন্দ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, কলিকাতা, ১৯৪০ খৃঃ।

ভাস্কর-ভাষ্যম্—কাশী বিদ্যাবিলাস প্রেস সংস্করণ।

মধ্বতন্ত্রমুখমর্দনম্ (বা **মধ্বতন্ত্রমুখদর্শনম্**)—শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিত বিরচিত; পণ্ডিত শ্রীরামনাথ দীক্ষিত-সংশোধিত; কাশী, ১৯৪১ খৃঃ; শ্রীনারায়ণ শাস্ত্রি-কৃত-টিপ্পনী-সহ, পুণা ১৯৪০ খৃঃ।

মধ্বমুখালঙ্কারঃ—শ্রীমদ্বনমালিমিশ্র-বিরচিত, প্রয়াগ।

(শ্রী) মধ্ববিজয়ঃ—শ্রীনারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য-কৃত; বোম্বাই।

(শ্রী) মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ—শ্রীমদানন্দতীর্থ-কৃত; শ্রীগুরুরাজ রাও-সম্পাদিত, ব্যাঙ্গালোর্।

মাধুর্যকাদম্বিনী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি পাদ বিরচিত; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত; বঙ্গাব্দ ১৩১১।

মায়াবাদখণ্ডনম্—শ্রীনিবাসতীর্থীয় সহিতম্, মাদ্রাজ।

মীমাংসাদর্শনম্—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত, কলিকাতা।

যতীন্দ্রমত-দীপিকা—রামানুজীয়-শ্রীনিবাসাচার্য-কৃত; শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, সংবৎ ১৯৬৩, শকাব্দ ১৮২৮; স্বামী আদিদেবানন্দ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, মাদ্রাজ, ১৯৪৯ খৃঃ।

যুক্তিমল্লিকা—শ্রীমদ্‌বাদিরাজ-তীর্থস্বামি-কৃতা; গুণসৌরভম্, প্রথম সং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত; কলিকাতা, গৌরাব্দ ৪৪৩।

যোগসারসংগ্রহঃ--বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত, গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ সহ সম্পাদিত, আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ১৯৩৩ খৃঃ।

যোগসূত্রাণি—পতঞ্জলি-কৃত, এম্, এন্, দ্বিবেদি-কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ-সহ সম্পাদিত, আডিয়ার্, মাদ্রাজ, ১৯৩৪ খৃঃ।

রামপটল—ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য-সম্পাদিত ; বরোদা, ১৯৩৩ খৃঃ।

লৌকিকন্যায়াঞ্জলিঃ—(তিনখণ্ড) কর্ণেল্ জি, এ, জেকব্ সংকলিত, নির্ণয়সাগর প্রেস্, বোম্বাই।

(শ্রী) **বল্লভদিগ্বিজয়ঃ**—শ্রীযদুনাথজী মহারাজ-কৃত নির্ণয়সাগর সং ; সংবৎ ১৯৭৫।

ঐ ব্রজভাষা, চৌখাম্বা, কাশী।

বিংশোত্তরশতোপনিষদঃ—নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয় ; শকাব্দ ১৮৭০।

(শ্রী) **বিদগ্ধমাধব-নাটকম্**—শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত, শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিমহাশয়-সম্পাদিত ; ১৯৪৭।

বিন্দু-কিরণ-কণা-চন্দ্রিকা-কাদম্বিনী—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত।

বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহঃ—মাধবাচার্য বিদ্যারণ্য-কৃত ; রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ সম্পাদিত কাশী।

(শ্রী) **বিষ্ণুপুরাণম্**—শ্রীধরস্বামিপাদের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকাসহ ; বঙ্গবাসী সং ; বঙ্গাব্দ ১২৯৬।

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামঃ—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ-কৃত, 'নামার্থসুধা'-ভাষ্য-সহিত ; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত ; শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত-ভাষ্য-সহিত ; আর্থার্ আভালন্-সম্পাদিত, 'তান্ত্রিকগ্রন্থাবলী' ১৫ খণ্ড, কলিকাতা, সংবৎ ১৯৮৫ ; শ্রীশাঙ্করভাষ্য-সহিত, আর্ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রিকর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত, ২য় সংস্করণ, আডিয়ার লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ১৯২৯।

(শ্রীশ্রী) **বৃহদ্ভাগবতামৃতম্**—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত ; বঙ্গাব্দ ১৩৫২।

(শ্রী)পরমাত্মসন্দর্ভঃ—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত; শকাব্দ ১৮২২; রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদ, বহরমপুর, বঙ্গাব্দ ১২৯৯; রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৫০ খৃঃ।

পাতঞ্জল-যোগদর্শন (কপিলাশ্রমীয়)—হরিহরানন্দ আরণ্য, শ্রীমদ্ ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খৃঃ।

পুষ্টিপ্রবাহমর্যাদা—শ্রীবল্লভাচার্য-কৃতা, বোম্বাই।

পুষ্টিমার্গীয়স্তোত্ররত্নাকরঃ—হরিদাস-সংস্কৃতগ্রন্থমালা ৮, কাশী।

পুর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্—মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভঘোণম্ হইতে প্রকাশিত; মহেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত, কলিকাতা, শকাব্দ ১৮০৮; এস্ সুব্বা রাও কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৩৬ খৃঃ।

প্রপন্নামৃতম্—অনন্তাচার্য-বিরচিত; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই, সংবৎ ১৯৬৪, শক ১৮২৯।

প্রমেয়রত্নার্ণবঃ—বালকৃষ্ণ ভট্ট-বিরচিত; রত্নগোপাল ভট্ট-সম্পাদিত, চোখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কাশী, ১৯০৬ খৃঃ।

প্রমেয়রত্নাবলী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃতা, (শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ-কৃতা 'কান্তিমালা' টীকাসহ) শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামিসম্পাদিত, কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১২৮৪; শ্রীরাধারমণ-মন্দিরস্থ শ্রীদীনবন্ধুদাস-কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সং; শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৫; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামিপ্রভুপাদ-সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৯; অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯২৭ খৃঃ।

প্রস্থানরত্নাকরঃ—শ্রীপুরুষোত্তমজী মহারাজ-বিরচিত, চৌখাম্বা, কাশী।

(শ্রী)প্রীতিসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিসম্পাদিত, শকাব্দ ১৮২২ ; প্রাণগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৪ ।

(শ্রী)ব্রহ্মসংহিতা (পঞ্চমাধ্যায়ঃ)—'প্রকাশনী'-নাম্নী বাংলা বৃত্তিসহ, শ্রীজীবপাদকৃত টীকাসহ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১৩০৪ ; শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-প্রভুপাদ সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২ (তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদসহ) ; আর্থার্ আভালন্ সম্পাদিত, কলিকাতা, সংবৎ ১৯৮৫ ।

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ—আচার্য মণ্ডনমিশ্র-কৃতা ; মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মাদ্রাজ।

ব্রহ্মসূত্রম্—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ-সম্পাদিত, মায়াবতী, ১৯৪৮ খৃঃ।

ব্রহ্মসূত্র-ভাস্করভাষ্যম্—ভাস্করাচার্যকৃত-চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, কাশী।

ব্রহ্মসূত্রম্ (শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্যসমেতম্)—হরিদাসবিদ্যাবাগীশ-সঙ্কলিত ও বঙ্গভাষায় অনূদিত, কলিকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যম্ (বার্তিকাদি-ব্যাখ্যোপব্যাখ্যাপঞ্চকোপেতম্)—মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রি-সম্পাদিত, কলিকাতা ।

ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যম্—'প্রকটার্থ বিবরণ'-সহ ; টি, আর্, চিন্তামণি-সম্পাদিত, মাদ্রাজ।

(শ্রী)ভক্তিরত্নাবলী—শ্রীবিষ্ণুপুরীকৃত ; বলাইচাঁদ গোস্বামী ও অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯ ।

(শ্রী)ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীমৎ-পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ ; টীকাত্রয়সহ, শ্রীহরিদাসদাস বাবাজী মহাশয়-সম্পাদিত ; গোস্বামি-দামোদর-লাল-শাস্ত্রি-সম্পাদিত, কাশী-সংস্করণ।

ঐ—(বঙ্গানুবাদ)—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত ; চৈতন্যাব্দ ৪২০।

(শ্রীশ্রী)**বৃহদবৈষ্ণবতোষণী**—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত বিভিন্ন টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবতীয় ১০ম স্কন্ধের সংস্করণ ; কলিকাতা, চৈতন্যাব্দ ৪২৫ ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ।

বেদান্তকল্পলতিকা—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-কৃত, গঙ্গানাথ ঝা ও শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, কাশী, ১৯২০।

বেদান্তচিন্তামণিঃ—ভট্টশ্রীগোবর্ধন শর্ম-বিরচিত ; শুদ্ধাদ্বৈতভূষণভট্ট রমানাথশর্ম-সংশোধিত ; ৪৩৮ বল্লভাব্দ (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ)।

বেদান্ততত্ত্বসারঃ—শ্রীরামানুজ-কৃত ; ইংরেজী অনুবাদসহ রেভারেণ্ড্ জে. জে. জন্সন্-সম্পাদিত, কাশী।

বেদান্তদর্শনম্ ('শারীরকভাষ্য' ও 'ভামতী' টীকা-সহিত ; কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত 'ভাষ্যানুবাদ' সহিত)—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ সম্পাদিত ; কলিকাতা (১ম ৩য় খণ্ড)—বসুমতী কার্যালয় সং ; বঙ্গাব্দ ১৩৪১।

বেদান্তদীপঃ—শ্রীরামানুজাচার্য-বিরচিত ; 'বনারস-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা' ১৮, কাশী।

বেদান্তপরিভাষা—মঃ মঃ অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রি-সম্পাদিত ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বেদান্তপারিজাত-সৌরভম্ (শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্য) - তারাকিশোর চৌধুরী ; শকাব্দ ১৮৩৩ ; শ্রীনিবাস-কৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ'-সহ, ডক্টর রমা বসু কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত, তিনখণ্ড, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৪৩।

বেদান্তরক্ষামণিঃ (শ্রীভাষ্যসমালোচনম্)—অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রি-বিরচিত ; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা।

বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা তথা **বেদান্ততত্ত্ববোধঃ**—চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা ৩২, কাশী।

বেদান্তসারঃ—শ্রীরামানুজাচার্য-কৃত, মহীভূষণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত।

বেদান্তসারঃ—সদানন্দ যোগীন্দ্র-কৃত; অধ্যাপক এম্, হিরিয়ান্না-সম্পাদিত, পুণা; ইংরেজী টীকা-সহ কর্ণেল্ জি, এ, জেকব্-সম্পাদিত, বোম্বাই।

বেদান্তসিদ্ধান্তভেদঃ—ডি, এন্, মেহতা, ১৯০৯ খৃঃ।

বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী—প্রকাশানন্দ-কৃতা; ইংরেজী অনুবাদ-সহ ডক্টর্ আর্থার্ ভেনিস্-সম্পাদিত, কাশী।

বেদান্তস্যমন্তকঃ—শ্রীরাধাদামোদর বা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত; বঙ্গাব্দ ১৩০৭; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী-সম্পাদিত, শ্রীনলিনীকান্ত গোস্বামি-অনূদিত ও 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' পত্রের সম্পাদক শ্রীহরিদাস গোস্বামি-প্রকাশিত; বঙ্গাব্দ ১৩৩৭;—অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত; লাহোর, ১৯৩০ খৃঃ।

বেদান্তাধিকরণমালা—শ্রীমদ্‌গোস্বামি-পুরুষোত্তম মহারাজ প্রকটিতা; বোম্বাই।

বেদান্তাধিকরণমালা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিতা, বঙ্গাব্দ ১২৭৩।

বেদার্থ সংগ্রহঃ—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌রামানুজমুনি-প্রণীত; পণ্ডিত রাম-দুলারে-শাস্ত্রী সংশোধিত, কলিকাতা, বৈক্রমাব্দ ১৯৯৮—কাশী সংস্করণ।

বৈয়াসিকন্যায়মালাবিস্তরঃ—ভারততীর্থমুনি প্রণীত, পুণা।

বৈশেষিকদর্শনম্—বসুমতী সাহিত্য মন্দির-প্রকাশিত; কলিকাতা।

বৈষ্ণবোপণিষদঃ—পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রি-সম্পাদিত, আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ১৯২৩, টি, আর্, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ও জি, শ্রীনিবাস মূর্তি সম্পাদিত, আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ১৯৪৫।

ব্যাসযোগীচরিতম্ (চম্পূকাব্য)—সোমনাথ কবি কৃত, বি, বেঙ্কোবা রাও লিখিত ইংরেজী ভূমিকাসহ, ব্যাঙ্গালোর্, ১৯২৬ খৃঃ।

শঙ্করবিজয়ঃ—শ্রীমদ্ আনন্দগিরি বিরচিত; জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত; কলিকাতা, ১৮৮১।

ঐ—শ্রীবিদ্যারণ্য কৃত; পুণা।

শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা—বসুমতী সং, কলিকাতা।

শব্দকল্পদ্রুমঃ—রাজা রাধাকান্তদেব সঙ্কলিত; হিতবাদী সং; শকাব্দ ১৮৩৬।

শাঙ্কর-গ্রন্থরত্নাবলী—(১ম ও ২য় ভাগ) অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্র-নাথ ঘোষ সম্পাদিত; কলিকাতা; ১৩৩৪, ১৩৩৫ সাল।

শারীরকভাষ্যম্ (শ্রীশঙ্করাচার্য-ভাষ্য)—মহেশচন্দ্র পাল সং; বঙ্গাব্দ ১৩১৭।

শুদ্ধাদ্বৈত মার্তণ্ডঃ—গিরিধরজী-বিরচিত; রামকৃষ্ণ ভট্ট-বিরচিত প্রকাশাখ্য-ব্যাখ্যা-সম্বলিত; রত্নগোপাল ভট্ট সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কাশী, ১৯০৬ খৃঃ।

শ্রীকরভাষ্যম্ (বীরশৈব ভাষ্যম্)—শ্রীপতি পণ্ডিতাচার্য-কৃত; শ্রীহয়বদন রাও সম্পাদিত, দুই খণ্ড, মাদ্রাজ।

শ্রীভাষ্যম্—শ্রীরামানুজাচার্য-কৃত; মঃ মঃ বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সম্পাদিত, দুই খণ্ড, পূণা; মঃ মঃ দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দুই খণ্ড কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩২২।

শ্রীভাষ্যবার্তিকম, যতীন্দ্রমত-দীপিকা তথা সকলাচার্যমত-সংগ্রহঃ—রত্নগোপাল ভট্ট সং, বিদ্যাবিলাস প্রেস, কাশী, ১৯০৭ খৃঃ।

শ্রুতিরত্নমালা—শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর-সঙ্কলিতা ; ১৯৪১ খৃঃ।

ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ঃ—শ্রীহরিভদ্র সূরিকৃত ; চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কাশী।

সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত ; চৈতন্যাব্দ ৪১২ ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত ; ১৯৪৬ খৃঃ।

সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত।

সনৎসুজাতীয়ম্—কাশী-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা ১৩, কাশী, শ্রীগুরুপদ হালদার-সম্পাদিত ; কলিকাতা।

সম্প্রদায়প্রদীপঃ—কণ্ঠমণি শাস্ত্রী বিশারদ-কৃত, হিন্দী-অনুবাদ-সহিত ; বিদ্যাবিভাগ, কাঁকরোলী।

সর্বদর্শনসংগ্রহঃ—বাসুদেবশাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সম্পাদিত সটীক, পুণা নির্ণয়-সাগর প্রেস সং ; মহেশচন্দ্র পাল সং ; সংবৎ ১৯৫০।

সর্বমূলম্—শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত সকল মূলগ্রন্থ, মধ্ববিলাস পুস্তকালয়, কুম্ভঘোণম্।

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ—শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত ; মাদ্রাজ।

সর্বসংবাদিনী—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রণীত ; স্বধামগত শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং ; বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

সহস্রগীতিঃ—শ্রীশঠকোপমুনিকৃতা ; শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য-প্রকাশিত, মথুরা, সংবৎ ১৯৯৫ ; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, বোম্বাই ; সংবৎ ১৯৭০, শক ১৮৩৫।

সাংখ্যকারিকা—ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃতা ; ডক্টর হরদত্ত শর্ম-সম্পাদিত পুণা ; গৌড়পাদ-ভাষ্য-সহ, এইচ, টি, কোলব্রুক্‌ ও এইচ, এইচ, উইলসন্‌-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, ১৯২৪ খৃঃ।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—ডক্টর হরদত্ত শর্মা ও গঙ্গানাথ ঝা-সম্পাদিত, পুণা ; ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা-কৃত ইংরেজী অনুবাদ।

সামান্যবেদান্তোপনিষদঃ—পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রি-সম্পাদিত, আডিয়ার লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ১৯২১ খৃঃ।

সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-কৃতা টীকা) —বহরমপুর সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০৪ ; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৭।

সিদ্ধান্তদর্পণম্—শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত ; বঙ্গানুবাদসহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

সিদ্ধান্তরত্নম্—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত ; বঙ্গাব্দ ১৩০৪ ; (দুই খণ্ড) শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, সরস্বতী ভবন গ্রন্থমালা, কাশী, ১৯২৭ খৃঃ ; পুঁথি—গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল্‌ ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট্‌স্‌ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, আর্‌ নং ২৯৮৯ (এ) বরোদা।

সিদ্ধান্তরত্ন-ব্যাখ্যা (গোবিন্দভাষ্যপীঠক টিপ্পনী)—পুঁথি—গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল্‌ ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট্‌স্‌ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, আর নং ২৯৮৯।

(শ্রীমদ্)সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলিঃ (পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ)—হংসদাসজী-কৃত ; শ্রীব্রজেন্দ্র প্রেস, বৃন্দাবন ; সংবৎ ১৯৭২, ১৯৮৩।

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ—অপ্পয়দীক্ষিত-কৃত ; সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মাদ্রাজ।

সিদ্ধান্তবিন্দুঃ—মধুসূদন সরস্বতী-কৃত।

সিদ্ধিত্রয়ম্—শ্রীরামানুজাচার্য-কৃত ; পণ্ডিত টি. বীররাঘবাচার্য-সম্পাদিত তিরুপতি, ১৯৪৩ খৃঃ।

(শ্রী)**সুবোধিনী**—শ্রীমদ্বল্লভাচার্য-কৃত, শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা ; চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা ৩৮, কাশী।

সূক্ষ্মা (শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ব্যাখ্যা)—পুঁথি—গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল্, ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট্‌স্ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, আর্ নং ৩২৯৭।

স্তবামৃতলহরী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-কৃতা ; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত ; শ্রীগৌরাব্দ ৪২২।

স্তবাবলী—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-পাদ-বিরচিত ; বহরমপুর ২য় সং ; বঙ্গাব্দ ১৩২৯।

শ্রী**হরিলীলামৃতম্**—শ্রীবোপদেব-প্রণীত ; চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা ৭১, কাশী।

বাঙ্গালা, হিন্দী ও গুজরাটী গ্রন্থপঞ্জী

অদ্বৈতবাদ—কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুরাগবল্লী—শ্রীমনোহরদাস; মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত, ৩য় সং; গৌরাব্দ ৪৪৫।

অবতারী ও অবতার—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা।

আচার্যশঙ্কর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা, ১৮৪৮ শকাব্দ (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।

"উদ্বোধন" (মাসিক পত্র)—রামকৃষ্ণমিশন; ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ; "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের **সম্প্রদায়**" প্রবন্ধ—রায় বাহাদুর শ্রীঅমরনাথ রায়; ২৪৪ পৃঃ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, মাঘ; "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও অদ্বৈতবাদ" প্রবন্ধ—স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ; ৬, ৬৯ পৃঃ।

উপনিষদ্—মঃ মঃ বিধুশেখর শাস্ত্রী; 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ', বিশ্বভারতী; বঙ্গাব্দ ১৩৫৩।

উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ২য় সং; কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

উপনিষদের আলো—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪১।

"কল্যাণ" (হিন্দী মাসিক পত্রিকা)—শ্রীহনূমান্ প্রসাদ পোদ্দার-সম্পাদিত; গীতা প্রেস, গোরখপুর; শ্রীউপনিষদ্-অঙ্ক, শ্রীভাগবতাঙ্ক, শ্রীরামায়ণাঙ্ক, শ্রীগীতাঙ্ক, শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক, শ্রীপুরাণাঙ্ক ও হিন্দু-সংস্কৃতি অঙ্ক।

কৃষ্ণসিদ্ধান্তসার (হিন্দী-অনুবাদ সহ)—শ্রীহংসদাসজী-দ্বারা সংগৃহীত, শ্রীব্রজেন্দ্র প্রেস, বৃন্দাবন, সংবৎ ১৯৮৮।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

"গৌড়ীয়" (পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত; ১ম-২৪শ বর্ষ; বঙ্গাব্দ ১৩২৯-১৩৫৩।

গৌড়ীয়-গৌরব—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা।

গৌড়ীয়-দর্শন—শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ; গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; ২য় সং, গৌরাব্দ ৪৪৭।

(শ্রীশ্রী) গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য—শ্রীমদ্‌-হরিদাসদাস-প্রণীত ; শ্রীধাম নবদ্বীপ ; শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬২।

গৌড়ীয়-সাহিত্য—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা।

(শ্রী) চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ-বিরচিত

—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের সংস্কৃত টীকাসহ ; শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত ১ম সং এবং শ্রীমাখনলাল দাস ভাগবতভূষণ, সং, বঙ্গাব্দ ১৩১৫।

—'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও 'অনুভাষ্য'-সহ ; গৌড়ীয়মিশন সং ; গৌরাব্দ ৪৪২।

—শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ; ৩য় সং ; বঙ্গাব্দ ১৩৫৫।

(শ্রী) চৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত ;

—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত ; ২য় সং, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ; ২য় সং, গৌরাব্দ ৪৪২।

(শ্রী) চৈতন্যশিক্ষামৃত—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত ; বঙ্গাব্দ ১৩১২।

চৌরাশী বৈষ্ণবন্‌কী বার্তা—লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই ; সংবৎ ১৯৮৫, শক ১৮৫০।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম—শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী, কলিকাতা।

জৈবধর্ম—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত ; বঙ্গাব্দ ১৩০০।

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি—উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ; 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ', বিশ্বভারতী ; বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)—তারাকিশোর শর্মা চৌধুরী, কলিকাতা, শকাব্দা ১৮৩৩।

দ্বাদশ আল্‌বার্‌—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা।

দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত—শ্রীসন্তদাস, কলিকাতা।

নিজবার্তা, ঘরুবার্তা, ৮৪ বৈঠককে চরিত্র—প্রকাশক লল্লুভাই ছগনলাল দেশাই, আমেদাবাদ, সংবৎ ১৯৯০।

নিম্বার্কদর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী ; কলিকাতা, ১৯৪৪।

(শ্রী) **নিম্বার্কসিদ্ধান্তদুন্দুভি** (হিন্দী ভাষায়)—পণ্ডিত ব্রজভূষণ-শরণদেব মহান্ত, বিদ্যাবিলাস যন্ত্রালয়, কাশী ; সংবৎ ১৯৮০, খৃষ্টাব্দ ১৯২৩।

(শ্রী) **নিম্বার্কাচার্য ও তাঁহার ধর্ম্মমত**—পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য ; শ্রীহট্ট, ১৯৩৩।

ন্যায়দর্শন—সুখময় ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ ; 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ', বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫৩।

ন্যায়-পরিচয়—মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; বঙ্গাব্দ ১৩৪৭।

ন্যায়-প্রবেশ—অমরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, তর্কতীর্থ ; ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্, কলিকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

পুষ্টিমার্গনো ইতিহাস (গুজরাটী ভাষায়)—প্রকাশক বসন্তরাম হরিকৃষ্ণ শাস্ত্রী, আমেদাবাদ ; সংবৎ ১৯৯০, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ।

পুষ্টিমার্গীয় দোসোবাবন বৈষ্ণবনকী বার্তা—রামদাসজী-সম্পাদিত, লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই, সংবৎ ১৯৮৮, শক ১৮৫৩।

প্রকৃতিবাদ অভিধান—রামকমল বিদ্যালঙ্কার ; ষষ্ঠ সং ; ১৯১১ খৃঃ।

প্রাচ্যবাণীমন্দির-প্রবন্ধাবলী (প্রথম খণ্ড)—ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত ; "মাধ্বমতের বিবরণ" প্রবন্ধ—অনন্তকুমার ভট্টাচার্য, বেদান্তশিরোমণি, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ।

ভক্তমাল (হিন্দী)—নাভাজী-রচিত দোঁহা, প্রিয়াদাসজী-কৃত 'ভক্তিরস-বোধিনী' টীকা (বা 'কবিত্ত'), সীতারামশরণ ভগবান্‌প্রসাদ-কৃত 'বার্তিক-প্রকাশ' টীকা, নবলকিশোর প্রেস, লখনউ, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তমালগ্রন্থ (বাংলা)—শ্রীলালদাস-বাবাজী-বিরচিত ; বলাইচাঁদ গোস্বামি-সম্পাদিত ; কলিকাতা, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

ভক্তিরত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর-প্রণীত ; গৌড়ীয়মিশন সং, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ।

ভারতদর্শনসার—উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা, বিশ্ব-ভারতী।

"ভারতবর্ষ" (মাসিক পত্র)—১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র : "জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ" প্রবন্ধ—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ৪০১ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত।

ভারতীয় দর্শন (হিন্দীভাষায়)—অধ্যাপক বলদেব উপাধ্যায়, কাশী, ১৯৪৮ খৃঃ।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০ খৃঃ।

ভারতের অধ্যাত্মবাদ—ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ', বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫৪।

ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ—স্বামী শ্রীসন্তদাস বাবাজী ; কলিকাতা, ১৯৩৪ খৃঃ।

মায়াবাদ—মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ ; 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ', বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫০।

যোগপরিচয়—ডক্টর মহেন্দ্র নাথ সরকার, 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ', বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

(শ্রী) রামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, 'উদ্বোধন' কার্যালয়।

(শ্রী) রামানুজচরিত—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রি-প্রণীত।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (ষষ্ঠ সং)।

বঙ্গীয় মহাকোষ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ; 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ'-শব্দ (৫৯৬-৬০৮ পৃঃ)।

বঙ্গীয় শব্দকোষ—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৩৪১ সাল।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"—৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; 'গোপাল-ভট্ট' প্রবন্ধ—সুশীল কুমার দে।

"বল্লভীয়-সুধা"—(হিন্দীভাষায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক দ্বারিকা দাস পরীখ, মথুরা।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম—মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৩৯ খৃঃ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড ; ২য় সং, ১৯৪৮ খৃঃ)—ডক্টর্ সুকুমার সেন।

বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত ; 'অবতার'-শব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় ভাগ, ১৪৮-১৫৬ পৃষ্ঠা)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

বৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার (১ম-৩য় খণ্ড)—রাধানাথ কাবাসী-কর্তৃক সঙ্কলিত ; শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৯।

বেদান্ত ও সূফী দর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী ; প্রাচ্যবাণীমন্দির সার্বজনীন গ্রন্থমালা, কলিকাতা, ১৯৪৪ খৃঃ।

বেদান্তদর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী ; 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ', বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ ১৩৫১।

বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডক্টর্ আশুতোষ শাস্ত্রী ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২ খৃঃ।

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ; শ্রীশঙ্কর মঠ, বরিশাল ; ১৩৩২-৩৪ বঙ্গাব্দ।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪র্থ খণ্ড)—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ; শ্রীমায়াপুর, শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৫।

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত ; বঙ্গাব্দ ১২৯৫।

বৈষ্ণবাচারদর্পণ (প্রথম ভাগ)—নবদ্বীপচন্দ্রগোস্বামি-সম্পাদিত ; শরচ্চন্দ্র শীল এণ্ড সন্স প্রকাশিত ; ৪৪৪ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধ্ব—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ; ১৯৩৯ খৃঃ।

শুদ্ধাদ্বৈতদর্শন—অমৃতলাল চক্রবর্তি-সম্পাদিত ও বোম্বাই ভুলেশ্বর বড় মন্দির হইতে প্রকাশিত ; কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

"শুদ্ধাদ্বৈতভক্তিমার্তণ্ড"—(গুজরাটী ভাষায় মাসিক পত্রিকা), আমেদাবাদ।

"(শ্রী) সজ্জনতোষণী" (পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমদ্ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত ; ১ম-১৭শ বর্ষ ; বঙ্গাব্দ ১২৮৮—১৩১৫ ; —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত, ১৮শ-২৪শ বর্ষ ; বঙ্গাব্দ ১৩২২-১৩২৮।

সাধনসংগ্রহ (২য় ভাগ)—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১।

"হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা" (দ্বিতীয় ভাগ)—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ; "শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় ও মধ্ব-সম্প্রদায়" প্রবন্ধ—সুশীল কুমার দে।

BIBLIOGRAPHY *

(*Books in English*)

Abhinavagupta—An Historical and Philosophical Study by Dr. K. C. Pandey, Chowkhamba Sanskrit Studies, Vol. I, Benares, 1935.

Alphabetical Index Of All The Words in The Rigveda, Yajurveda, Samaveda, & Atharvaveda (4 Parts)—Prepared and published by Swami Vishweseshvaranand and Swami Nitayanand, First Edition, Printed at the Nirnaya-Sagara Press, Bombay, 1907-08.

Aspects of Advaita—by Prof. P. N. Srinivasachari, Madras, 1949.

Bengal Vaisnavism—by Bipin Chandra Pal, Calcutta, 1933.

(Sri) Bhagavadgita—Translated into English according to Sri Madhwacarya's Bhasyas by S. Subba Rau, 1906-

(The) Bhakti Cult in Ancient India—by Dr. Bhagavat Kumar Sastri, Calcutta, 1922.

Bhakti Sastra (Containing the Sutras of Narada and Sandilya and Bhaktiratnavali of Sri Visnupuripada)—Translated into English by Nandalal Sinha, Allahabad.

Caitanya and his Companions—by D. C. Sen, Calcutta, 1917.

Caitanya Movement—by M. T. Kennedy, Oxford University Press, 1925.

---

*অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে আলোচিত ইংরেজীভাষায় লিখিত কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের পঞ্জী।

Caitanya's Life and Teachings—by Jadunath Sircar, Calcutta, 1922.

Catalogus Catalogorum (3 Parts)—Compiled by Theodor Aufrecht, Leipzig.

(A) Classical Dictionary of Hindu Mythology & Religion, Geography, History and Literature—by John Dowson, Trubner's Oriental Series, London, Sixth Edition, 1928.

Comparative Religion (Lectures on)—by Dr. A. A. Macdonell, University of Calcutta.

Comparative Studies in Vedantism—by Dr. Mahendranath Sircar, Bombay, 1927.

Comparison of the Bhasyas of Sankara, Ramanuja, Kesava Kasmirin and Vallabha on some Crucial Sutras—by Dr. R. D. Karmarkar, 1920.

Copper-plate Inscriptions belonging to Sri Sankaracarya of Kamakoti-pitha—Edited by T. A. Gopinath Rao, Madras, 1946.

Doctrines of Sri Nimbarka and His Followers—Expounded by Dr. Roma Bose, M. A., D. Phil. (Oxn.), Third Volume, English Translation of Vedanta-Parijata-Saurabha of Nimbarka and Vedanta-Kaustubha of Srinivasa, Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1943.

(The) Dvaita Philosophy and its Place in the Vedanta by Vidwan H. N. Raghavendrachar,—University of Mysore Studies in Philosophy No. 1, 1941.

Early History of Vaisnavism in South India by S Krishnaswami Aiyangar, Oxford University Press, 1920.

Eastern Religions and Western Thought—by Sir S. Radhakrishnan, London, 1950.

Hindu Mysticism (Part I)—Vaisnavism by Dr. Mahendranath Sarkar, Calcutta.

(A) History oi Indian Philosophy (Vols. I-IV)—by Dr. Surendranath Dasgupta, Cambridge.

(A) History of Indian Philosophy (2 Vols)—by Sir S. Radhakrishnan, London, 1948.

(A) History of Indian Philosophy—by Dr. S. K. Belvalkar and R. D. Ranade, Poona.

Hymns of the Alvars—Translated into English Verse—by J. S. M. Hooper, Published in the 'Heritage of India Series', 1929.

(An) Introduction to the Pancaratras—by F. Otto Schrader, Adyar Library, Madras, 1916.

(The) Life and Teachings of Sri Madhwacarya—by C. M. Padmanabhachari.

Life and Teachings of Sri Ramanujacarya—by C. R. Srinivasa Aiyangar.

Life of Ramanujacarya—by A. Govindacarya.

(Sri) Madhva and Madhvaism—by C. N. Krishnaswami Iyer and S. Subba Rau.

Madhwacarya and His Message to the World—by M. R. Gopalcarya (Mayavada-khandana with English Introduction and Translation) Bombay.

Madhvacarya—A Sketch of His Life and Times (by C. N. Krishnaswami Ayyar) and His Philosophical System (by Subba Rau), Madras.

Madhva Logic—by Dr. Sushil Kumar Maitra, University of Calcutta, 1937.

Mathura—by F. S. Growse, 2nd Edition, 1880.

New Catalogus Catalogorum (Provisional Fasciculus)—Published by the University of Madras, 1937.

Notices of Sanskrit Manuscripts—by Rajendralal Mitra, LL. D., Vol. III, Cal., 1876.

(The) Philosophy of the Upanisads—by Dr. S. Radhakrishnan, 1935.

Philosophy of the Visistadvaita—by Prof. P. N. Srinivasachàri, Madras, 1943.

(The) Philosophy of Vaisnava Religion—by Girindra Narayan Mallik, Lahore, 1927.

Ramanujacarya—A Sketch of His Life And Times (by S. K. Ayyangar) & His Philosophical Teachings (by T. Rajagopalchariar), 2nd Edition, Madras.

Sankaracarya—His Life And Times (by C. N. Krishnaswami Ayyar) And His Philosophy (by Pt. Sitanatha Tattva-bhusana), 5th Edition, Madras.

Sankaracarya—by S. S. Suryanarayana Sastri, Madras, 1940.

Sankaracarya the Great And His Followers at Kanci—by A. N. Venkataraman.

Silver Jubilee Volume (Vol. XXIII, 1942) of Bhandarkar Oriental Research Institute, Edited by K. V. Abhyankar and Dr. R. N. Dandekar, Poona, 1943.

(The) Six Systems of Indian Philosophy—by Maxmuller, London, 1899.

Svatantradvaita by Prof. B. N. Krishnamurti Sarma, Madras, 1942.

Three Great Acaryas (Sankara, Ramanuja And Madhva)—G. A. Natesan & Co., Madras.

Vaisnavism, Ṣaivism And Minor Religious Systems—by Sir R. G. Bhandarkar, Strassburg, 1913.

(Sri) Vallabhacaryya—His Life, Teachings And Movement—by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot, 1943.

(The) Vedanta Philosophy (Sri Gopal Basu Mallik Lectures) by Dr. S. K. Belvalkar, Poona, 1929.

Vedanta-Sutras of Badarayana with the Commentary of Sri Baladeva (Sri Govinda-Bhasya)—Translated into English by Sris Chandra Vasu Vidyaratna, 2nd Edition, Revised by Nandalal Sinha, Allahabad.

Vedanta-Sutras with the Commentary of Sri Madhvacarya (Purnaprajna-Darsana)—Translated into English by S. Subba Rao, 2nd Edition, Tirupati, 1936.

ARTICLES IN ENGLISH

1. Achyuta Charan Chaudhuri, Tattvanidhi :—

   (i) 'Sri Chaitanyadeva and the Madhva Sect' in the Journal of the Assam Research Society, Vol. III, No. 4, January, 1935.

2. (Rai Bahadur) Amarnath Roy :—

   (i) 'The Visnuswami Riddle' in the Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, April-July, 1933.

   (ii) 'Sri Chaitanyadeva and the Madhvacharya Sect' in the Journal of the Assam Research Society (J.A. R.S), Vol. II, July 1934, No. 2.

   (iii) 'Date of the Bhagavata Purana' in J.A.R.S, Vol. II, No. 3, October, 1934.

   (iv) 'Sri Chaitanyadeva and Sri Madhva' in J.A.R.S, April 1935.

   (v) 'Gopala Bhatta —A Review' in the Indian Culture, Vol. V, No. 2, 1938.

3. (Published in the) Cultural Heritage of India, Belur Math, Calcutta, Vol. I :—
(i) 'Advaitavada and Its Spiritual Significance' by Prof. Krishnachandra Bhattacharyya.
(ii) 'The System of Vallabhacharya' by Govindlal Hargovind Bhat.

4. Govindlal Hargovind Bhat (Professor, Baroda College) :—
(i) 'The Last Message of Vallabhacharya' in the Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XXIII, 1942 (Silver Jubilee Volume).
(ii) 'Visnuswamin and Vallabhacharya' in the Proceedings and Transactions of the Seventh All-India Oriental Conference, Baroda, 1933.
(iii) 'A Further Note on Visnuswamin and Vallabhacharya' in the Proceedings and Transactions of the Eighth All-India Oriental Conference, Mysore.
(iv) 'The Birth-date of Vallabhacharya' in the Proceedings and Transactions of the Ninth All-India Oriental Conference, Trivandrum.
(v) 'The Pushti-Marga of Vallabhacharya' in the Indian Historical Quarterly, Vol. IX, 1933.

5. (Dr. B. N.) Krishnamurti Sarma :—
(i) 'Note on the Authorship of Sankara's Sarvasiddhantasamgraha' in the Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institude, Poona (A.B.O.R.I), 1930.
(ii) 'An Attack on Madhva in the Saura Purana in A.B.O.R.I, 1932.
(iii) 'Sankara's Authorship of the Gita-Bhasya' in A.B.O.R.I, 1933.

(iv) 'The Date of the Bhagavata Purana' in A.B.O. R.I, Vol. XIV, Parts 3-4, 1933.

(v) 'Date of Vadiraja' in A.B.O.R.I, 1937.

(vi) 'History of Dvaita Literature' in A.B.O.R.I, 1939.

(vii) 'The Post-Madhva Period' in A.B.O.R.I, Vol. XIX, Part 4, 1939.

(viii) 'New Light on the Gaudapada-Karikas' in the Review of Philosophy and Religion (R.P.R), Poona, March, 1931.

(ix) 'Life and Works of Vadiraja' in the Poona Orientalist (P.O.), January, 1938.

(x) 'Unpublished and Anonymous Works in Dvaita Philosophy' in P.O., 1938.

(xi) 'Madhva-Vidyasankara Meeting—A Fiction' in the Annamalai University Journal (A.U.J), Vol. II, No. 2.

(xii) 'Date of Madhva' in A.U.J, Vol. III, No. 2

(xiii) 'Date of Madhva and His Immediate Disciples' in A.U.J, Vol. V, No. 1.

(xiv) 'Post-Jayatirtha Writers' in A.U.J, 1936.

(xv) 'Vijayindra Tirtha' in A.U.J, 1936.

(xvi) 'Philosophical Bases of Theistic Realism' in A.U.J, Vol. IX, No. 2.

(xvii) 'Dasa Prakaranas' in A.U.J, Vol. VIII, No. 1.

(xviii) 'Madhva Influence on Bengal Vaisnavism' in the Indian Culture, Calcutta, Vol. IV, No. 1.

(xix) 'Age of Jayatirtha' in the New Indian Antiquary (N.I.A), Bombay, October, 1938.

(xx) 'Sri Vyasaraya Svamin (1478-1539)' in ,A Volume of Eastern and Iranian Studies in honour of Prof. F. W. Thomas, C.I.E.', Bombay, 1939.

(xxi) 'Post-Vyasaraya Polemics' in N.I.A, February, 1939 and November, 1940.
(xxii) 'Post-Vyasaraya Commentators' in the Indian Historical Quarterly (I.H.Q), Calcutta, 1938.
(xxiii) 'Post-Vyasaraya Polemics' in I.H.Q, Vol. XIII, No. 1, 1937 & Vol. XVI, 1940.
(xxiv) 'Life and Works of Madhva' in I.H.Q, Vol. XVI, 1940.
(xxv) 'Post-Vyasaraya Polemics' in the Proceedings and Transactions of the Ninth All-India Oriental Conference, Trivandrum.
(xxvi) 'The Sutras of Badarayana' in the A.B.O.R.I. Vol, XXIII, 1942 (Silver Jubilee Volume).

6. Sri Nagraj Rao :—
(i) 'The Philosophy of Madhva Dvaita Vedanta in A.B.O.R.I., Vol. XXIII, 1942 (Silver Jubile Volume).

7. (Dr.) Roma Chaudhuri :—
(i) 'Some Unknown and Less Known Philosopher of Sri-Sampradaya' in Pracyavani (PV), Vol. I, No. Calcutta, January, 1944.
(ii) 'Brahmasutrabhasya of Bhaskaracarya' Tran lated into English' in P V., Vol. I, No. 4, Octobe 1944.

8. (Dr.) Sushil Kumar De :—
(i) 'Chaitanya as an Author' in the Indian Histo cal Quarterly (I.H.Q.), Vol. X, 1934.
(ii) 'The Rasa-sastra of Bengl Vaisnavism' in I.H. 1934.
(iii) 'Vedic and Epic Krsna' in I.H.Q., Vol. XV 1942.

(iv) 'The Visnustuti and Krsna-karnamrta' in I.H.Q., Vol. XX, 1945.

(v) 'Some Bengal Vaisnava Works in Sanskrit' in the Indian Culture (I.C.) Vol. I, 1934.

(vi) 'Chaitanya Worship As A Cult' in I.C., 1934.

(vii) 'Gopala Bhatta' in I.C., Vol V, Nos. 1 & 2, 1938.

(viii) 'Theology and Philosophy of Bengal Vaisnavism' (A series of five articles) in IC, 1935-36.

(ix) 'On the Date of Visnupuri' in IC, Vol. V, 1938.

(x) 'Some Aspects of the Bhagavadgita' in I.C., Vol. IX.

(xi) 'Bhagvatism' and 'Sun-worship' in the Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. VI, Pt. 3, 1931.

(xii) 'Sanskrit Devotional Poetry and Hymnology' in the New Indian Antiquary, Vol. IX, Nos. 4-6, April-June, 1947.

(xiii) 'Doctrine of Avatara in Bengal Vaisnavism' in Kuppusvami Sastri Commemoration Volume.

(xiv) 'Pre-Chaitanya Vaisnavism in Bengal in Festschrift M. Winternitz, Leipzig, 1933.

9. (H. H.) Wilson :—

(i) 'Essay on the Religious Sects of the Hindus' in Asiatic Researches, Vol. XVI.

নির্ঘণ্ট

[পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠা-নির্দ্দেশক ; পা=পাদটীকা]